

ଶ୍ରୀଗୋଦ ସଂହିତା ।

ମୂଲ ସଂକୃତ ହଇଲେ

ଆଯମେଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଦତ୍ତ କର୍ତ୍ତ୍ରକ

ବାଙ୍ଗାଳା ଭାଷାର ଅନୁବାଦିତ ।

ଅଟ୍ଟମ ଅଟ୍ଟକ ।

କଲିକାତା ।

ବେଳଳ ପର୍ବତେର ସମ୍ମେ ବୁଝିତ ।

ভূমিকা।

অট্টম অষ্টকে দশম মণ্ডলের শেষ অংশ আছে। খণ্ডেন সংহিতা এই খাঁবে সমাপ্ত হইল।

দশম মণ্ডলের অনেকগুলি স্তুতি যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক, তাহা আমরা ঐ মণ্ডলের প্রথম অংশ দেখিয়াই বিবেচনা করিয়াছিলাম।) পরলোকের মুখের বিস্তীর্ণ বিবরণ, পিতৃলোকদিগের বিবরণ, যম ও যমী সম্বন্ধে বিস্তীর্ণ বিবরণ, অন্যেক্ষিকিয়ার মন্ত্র, প্রভৃতি বিষয়গুলি দেখিলে এ বিষয়ে সন্দেহ থাকেন।। পাঠক সপ্তম অষ্টকের ভূমিকা দেখুন।

দশম মণ্ডলের শেষ অংশটা দেখিলেও সেই মত হিয়োকৃত হয়। খণ্ডেনের প্রথম নয় মণ্ডলে যে সকল বিষয় আলোচিত হয় নাই, অথবা ~ অতি সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছিল, এই দশম মণ্ডলের শেষ ভাগে তাহার বিস্তীর্ণ বর্ণনা ও আলোচনা পাওয়া যায়। (খণ্ডিগণ কেবল যে “বিশ্বকর্মা” বা “প্রজাপতি” বা “পুরুষ” নামে এক ঈশ্বরের অনুভব প্রাপ্ত করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহা নহে, তাহারা জীবাত্মা ও পরমাত্মা সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন, এবং স্ফুর্তি সম্বন্ধেও অনেক বিবরণ দিতে সাহস করিয়াছেন। ফলতঃ বেন্দ্রিতে, অর্থাৎ উপনিষদে যে বৈজ্ঞানিক আলোচনা দেখিতে পাই, তাহার প্রথম উৎপত্তি এই দশম মণ্ডলের শেষ ভাগে পাওয়া যায়।)

ইহার আধুনিকত্বের আর একটী লক্ষণ দেখা যায়। খড়িক ও স্তোত্রসম্পদাবলুম্বে চিন্তাশীলতার পরিচয় দিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তাহাদিগের আধ্যাত্মের সহিত অনসাম্ভবের ধর্মতীক্তার বৃক্ষ হইতে লাগিল। এই দশম মণ্ডলের শেষ ভাগে যে সপ্তরীমন মন্ত্র, গর্ভসংপ্রাপ্ত মন্ত্র, পেচক ডাকের অঘজল নাশের মন্ত্র, পৌড়া আরোগ্যের মন্ত্র, প্রভৃতি বালকোচিত, স্তুক্তগুলি দেখিতে পাই, তাহাতে তান সাধাৰণের ধর্মতীক্তা ও চিন্তাশক্তির অবশ্যিক অনুভূত হয়।)

একটী বিষয়ে পাঠককে সতর্ক করা উচিত। আমরা দশম মণ্ডলের অনেকগুলি স্তুতিকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়াছি। এই আধুনিক স্তুতি-গুলিও অন্যান্য শাস্ত্রের সহিত তুলনা করিলে অতি আচীম অপেক্ষাও

শ্রাচীন। স্মৃতি ও পুরাণে যেকোন সমাজ ও ধর্মের পরিচয় পাই, দশম
মণ্ডলের জাতি আধুনিক অংশের বর্ণনাও তাহা অপেক্ষা অনেক পুরাতন।
খন্দেদের অভিশায় আধুনিক অংশের বৃচ্ছাৰ সময়ও খন্দেদের দেবগণের
উপাসনা হিল, পৌরাণিক বৃক্ষ, বিশু ও মহেশ্বরের উপাসনা আবস্থ হয়
নাই এবং সমাজের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী ভিন্ন ভিন্ন “জাতি” হইয়া দাঁড়ায়
নাই। সমস্ত খন্দেদের মধ্যে “জাতি” বিভাগের কোনও নির্দশন নাই,
দশম মণ্ডলের অসিক্ত পুরুষ দ্বাক্তে যে শিথ্যা প্রমাণ স্ফুটি করা হইয়াছে,
তাহা হাস্যজনক।)

আমি তৃতীয় অষ্টকের ভূমিকার পাঠকদিগকে অবগত করিয়াছিলাম
যে অবশিষ্ট পাঁচ অষ্টকের অনুবাদ কার্য শেষ হইয়াছে। তথাকথি চতুর্থ
অষ্টকটি আমি ভারতবর্ষ তাঙ্গ করিবার পূর্বেই মুক্তায়ন্ত্রে দিয়া আসিয়া-
ছিলাম। অবশিষ্ট চারিটি অষ্টক সম্পূর্ণরূপে সংশোধন করিয়া একে
মুক্তায়ন্ত্রে পাঠাইতেছি, এবং এই অবসরে পাঠকহন্দের নিকট এই প্রবাস
হইতে পুনরায় সন্নেহে বিদায় লইলাম।

ON BOARD THE “NUDDEA,” }
London, 26th May 1886. } ত্রিমেশচন্দ্ৰ দত্ত।

আধুনিক সূক্ত।

দশম মণ্ডলের অন্তর্গত সূক্ত অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। পাঠক মিমুলিখিত টীকাগুলি দেখিবেন।

স্ক্রিপ্টের সংখ্যা।	টীকার সংখ্যা।	স্ক্রিপ্টের সংখ্যা।	টীকার সংখ্যা।
৬১	২	১৫৭	১
৭২	০	১৫৯	১
৮১	১	১৬১	১
৮৫	১	১৬২	১
৮৬	৪	১৬৩	১
৯০	১, ২, ৩, ৪	১৬৪	১
৯৭	১	১৬৫	২
১০৯	১	১৬৭	১
১১৪	৩	১৭০	১
১২১	১	১৭৩	১
১২৯	১	১৭৭	৩
১৩০	২	১৮১	১
১৩৪	১	১৮৩	১
১৩৭	১	১৮৪	১
১৩৮	২	১৮৯	১
১৪৫	১	১৯০	১
১৫১	১	১৯১	১
১৫৫	১		

ধৰ্মবিশ্বাস সম্বন্ধীয় বিশেষ বিবরণ।

বিষয়।	দশম মণ্ডল।	
	স্থানের সংখ্যা।	টাকার সংখ্যা।
বিশকর্মা	৮১ ও ৮২	সমস্ত স্থান।
x এক দ্বিতীয়ের অনুভব	পুরুষ (হিরণ্যগত) ও প্রজাপতি	৯০ " "
x ভিন্ন ভিন্ন দেবতা এক পরমাত্মার ভিন্ন ভিন্ন নাম মাত্র	১২১ " "	৩
x জীবাত্মা, ইত্যাদি	১১৪	
x হষ্টির কথা	১৭৭ ৮২ ১২৯	১ হইতে ৩ ১ ও ৪ সমস্ত স্থান।
	৫৬	২
পুণ্যবৃত্তি পর্যন্ত	৬৩	১
	৭৩	৩
পিতৃলোকগান স্বর্গে বাস করেন ও যজ্ঞে উপস্থিত হয়েন	৫৬	৩ ও ৪
	৩০	১
অমুনীতি, নিঃখতি ও অমুমতি	৫৯	১
বাণোচ্চিতির জন্ম বিবরণ	৬১	১ ও ২
x অদিতি	৭২	১ ও ২
ক্রোধ	৮৩	৪
সোম	৮৫	১ ও ৩
সূর্যার বিবাহ	৮৫	৬
বিশ্ববস্তু	৮৫	১
	১০৯	
অপ্তা	১০৬	১
বেন	১২৩	১
যম	১৩৫	১
কেশী	১৫৪	১
ব্রহ্মণি ও দান	১৫৬	১
আক্ষা	১০৭	১
উরুশী ও পুরুষবা	১১৭	১
x ৩৩৩ দেব	১৫১	১
অম্ব	১৫২	১
ব্রহ্মণি	৫৫	২
x ঋথেদের ঋক ও শব্দের সংখ্যা	৮৭	১
x ৭ জম পুরোহিত	১১৪	৪
ব্রহ্মচারী	১১৮	৫
সরমা	১০৯	১
	১০৮	১
		৪

আচারব্যবহার সম্বন্ধের বিশেষ বিবরণ।

বিষয়।	দশম মণ্ডল।	
	স্থজের সংখ্যা।	টীকার সংখ্যা।
ঝগড়ের রচনার সময় আর্যদিগের মিবাস জ্ঞান	৭৫	৪ x
অশুভতৌ, সরসতৌ, সঃয়, পিঙ্কু এবং পিঙ্কুর শাখা { সকলের প্রাচীন রূপ।	৫৩ ৬৪ ৭৫	১ ১ ১
আর্য ও অমুর্য	৮০	১ হইতে ৪
	৮৪	১ শো ২
	৬২	১
	৬৯	১
	৭০	০
	৮০	১ হইতে ৩
	৮৪	০
	১০২	২
	১৭৮	১
	৬৮	১ শো ২
হৃষিকার্য ও পরিগাম	৯০	১
	৯৯	১
	১০১	১
	২১৭	১
জাতি বিভাগ ছিল না	৭১	২ হইতে ৪ x
জাতি বিভাগ ছিল এক্ষেপ দেখাইবার জন্য মিথ্যা প্রয়োগ		
স্থষ্টি করণ	৯০	৫ x
	৯৯	১
গৃহো ও বৃষ খাদ্যজ্ঞব্য	৮৬	১ শো ২
	৮৯	১
	১১	১
	১৬১	১
ময়ুর্যের জীবন শত বৎসর	৮৫	১২
	১৬১	১
হত্তপুরের জন্য খেদ	৫৬	১
	৫৭	১
হত্ত ভাতার জন্য খেদ	০৮	১ শো ২
	৬০	১
তোরা সমালোচনা	৭১	সমস্ত স্থজ। x
চন্দঃ সমূহ	১৩০	২

বিষয়।	দলিল মণ্ড।	
	স্থানের সংখ্যা।	টাকার সংখ্যা।
মহা ও কাঞ্জুগী স্তুতি	৮৫	৪ ও ৫
কন্যার বিবাহের অর্থা ও মন্ত্র	৮৫	৭ হইতে ১৬
সপ্তমাদিগের উপর অভূত্তলাভের মন্ত্র	{ ১৪৫ ১৫১	সমস্ত স্তুতি।
গুরুসংক্ষারের ও গুরুসংক্ষার মন্ত্র	{ ১৮৩ ১৮৪ ১৮২	" "
পৌঢ়া আরোগ্যের মন্ত্র	৯৭, ১৩৭, ১৬১ ও ১৬৩	স্তুতি
অমজ্জলমাশের মন্ত্র	১৫৫ ও ১৬৪..	
পেচক ডাকের অমজ্জল মাশের মন্ত্র	১৬৫	সমস্ত " ,
রংজাকে অভিষেক করিয়ার মন্ত্র	১৭০	" "
অনুবাদ সমাপ্তি	১৯১	২ টাকা।

ଅଞ୍ଚେଦ ସଂହିତା ।

ଅଟ୍ଟମ ଅଷ୍ଟକ ।

ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ।

୪୬ ଶ୍ଲୋକ ।

ଅଗ୍ନି ଦେବତା । ବନ୍ଦପତ୍ର ଋବି ।

୧ । ଯେ ଅଗ୍ନି ମନୁଷ୍ୟନିଗେର ମଧ୍ୟେ ଅବଶ୍ଵିତି କରେଲ, ଜଳେର ମଧ୍ୟେ ଓ ଅବଶ୍ଵିତି କରେଲ, ଯିନି ଆକାଶେର ହୃତୀୟ ଅବଗତ ଆହେନ, ଯେହେତୁ ଆକାଶେ ତୋହାର ଜନ୍ମ; ତିନି ଏକଣେ ବିପୁଲମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣପୂର୍ବକ ହୋତା ହେଇ-ଆହେନ । ତିନି ସଜ୍ଜେର ଧାରଣକଣ୍ଠ, ଅତ୍ରବ ତୋହାକେ ଆଧାନ କରାଇ ହେଇଯାଛେ । ତୁମି ତୋହାର ପରିଚ୍ୟା କରିତେଛ, ଅତ୍ରବ ତିନି ତୋମାର ଦେହ ରକ୍ଷାପୂର୍ବକ ତୋମାକେ ଅନ୍ନ ଓ ସମ୍ପଦି ଦିବେଲ ।

୨ । ଏହି ଅଗ୍ନି ଜଳେର ମଧ୍ୟେ ଲୁକ୍ଷାରିତ ହେଲେନ; ସେମନ ଏକଟୀ ଗାତ୍ରୀ ହାରାଇଯା ଗେଲେ ତୋହାର ପଦଚିହ୍ନ ଦର୍ଶନେ ଅହମକ୍ଷାନ ହୟ, ତନ୍ଦ୍ରଗ ଅଗ୍ନି ପରିଚ୍ୟା-କାରୀରା ତୋହାର ସନ୍ଧାନ କରିଲେନ । ଭୃଗୁବଂଶୀୟେରା ଅଗ୍ନିର କାମନା କରିଲେନ, ଅଗ୍ନି ନିର୍ଭୁତମ୍ଭାନେ ଛିଲେନ, ସେଇ ମୁପଣ୍ଡିତ ଶ୍ଵରିଗଣ ଅଗ୍ନି ପାଇବାର ଇଚ୍ଛାର ନମୋବାକ୍ୟ ବଲିତେ ତୋହାକେ ପାଇଲେନ ।

୩ । ବିଚ୍ଛୁବ୍ଦେର ପୁଅ ତ୍ରିତ ବିଶିଷ୍ଟକଳପେ ଇଚ୍ଛା କରିଯା ଅଗ୍ନିକେ ଭୂମିର ଉପର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେନ । ଅଗ୍ନି ଯଜମାନନିଗେର ଅଟ୍ଟାଲିକାତେ ନୌନ ମୂର୍ତ୍ତିତେ, ଅନ୍ୟ ଏହଣପୂର୍ବକ ଅତି ମୁଖକର ହେଇଯାଛେ, ତିନି ଜ୍ୟୋଃତିର୍ତ୍ତର ଲୋକ ଆଶ୍ରିତ ମୂଲୀଭୂତ କାରଣସ୍ଵରୂପ ହେଇଯାଛେ ।

୪ । ଅଗ୍ନିକାରୀକାରୀ ଶତ୍ରୁକୁଳ ମନୁଷ୍ୟମାଜେ ଅଗ୍ନିକେ ଅବର୍ତ୍ତି କରିଯା ମନୁଷ୍ୟନିଗେର ପବିତ୍ର ହେଇବାର ଉପାୟ କରିଯା ଦିଯାଛେ, ସେ ଅଗ୍ନି ଏକଣେ ମୋମପାନେ ମନ୍ତ୍ର ହେଲେ, ହୋତା ହେଲେ, ଅଧୋବାକ୍ୟ ହାରୀ ଅହୁକୁଳ

ହେଲେ, ସଜ୍ଜ ଗ୍ରହଣ କରେନ, ଅନୁଷ୍ଠାନେର ପଥ ଦେଖାଇଯା ଦେଲ, ସର୍ବତ୍ର ବିଚରଣ କରେନ, ହୋମେର ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେବତାଦିଗେର ନିକଟ ବହମ କରେନ ।

୫ । ହେ ହୋତା ! ସେ ଅଗ୍ନି ଜୟଶୀଳ, ଯିନି ଅତି ମହା, ଯିନି ବୁଦ୍ଧିମାନ୍-
ଦିଗକେ ଆଶ୍ୟ ଦେଲ, ତୁମ୍ଭ ଉପଯୁକ୍ତ ମତ ତୋହାର ସ୍ଵରକାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କର,
ମେଇ ଅଗ୍ନି ବିପଞ୍ଚଦିଗେର ପୁରୀ ଧ୍ୱନି କରେନ, ତିନି ଅଗ୍ନି, ଅର୍ଥାଏ ଅଗ୍ନି ମୃଦୁ-
କାନ୍ଦେର ଅମ୍ବବସ୍ତରପ, ତିନି ଅତି ଚମକାର ପଦାର୍ଥ, ତୋହାକେ ଶ୍ଵର କରିଲେଇ
ମଞ୍ଚାତି ପାଇଁ ଯାଏ । ତିନି ମିଜେ ଶୋହବିହୀନ, ମୁୟଗନ୍ଧ ତୋହାକେ ହୋମେର
ଦ୍ରବ୍ୟ ଦିଯା ତୋହାର ଦ୍ଵାରା ସତ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଇଯାଇଲୁ ।

୬ । ମେଇ ଅଗ୍ନି ତିନ ମୂର୍ତ୍ତି, ତିନି ଶିଖା ପରିବେଣ୍ଟି ହଇଯା ଆମୋକେର
ଦ୍ଵାରା ଯଜମାନଦିଗେର ଗୃହ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରତଃ ଯଜ୍ଞଗୃହ ମଧ୍ୟେ ଆପନ ଛାନେର ଅଭା-
ସ୍ତରେ ଉପବେଶନ କରେନ । ତଥାର ମୁୟଗନ୍ଧର ଯାହା କିଛୁ ଦେଇ, ମକଳି ତିନି
ମୁୟ ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟର ଦ୍ଵାରା ଶକ୍ତଦମନ କରିତେ କରିତେ ଐ ସମ୍ମ
ହୋମେର ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେବତାଦିଗୁକେ ଦିତେ ଯାଇ ।

୭ । ଏଇ ସେ ସଜ୍ଜମାନ ଏଇ ସତ୍ତ୍ଵଙ୍କର ଅନେକଗୁଲି ଅଗ୍ନି ଆହେନ, ତୋହାରା
ମକଳେଇ ଜଗାବିହୀନ, ଶକ୍ତବର୍ଣ୍ଣର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଓ ଚମକାର ଧୂମ ନିର୍ଗତ କରେନ ।
ତୋହାରା ପରିତ୍ରତା ଉଂପାଦନ କରେନ, ସେତର୍ବନ୍ଦ ଧୀରଣ କରେନ, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପରି-
ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, କାନ୍ତେ ଉପବେଶନ କରେନ ଏବଂ ମୋମରସେର ନାୟ
ଗତିବିଧି କରେନ ।

୮ । ଅଗ୍ନି କାପିତେ କାପିତେ ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ସାମଗ୍ରୀ ଜିହ୍ଵା-
ସହ୍ୟୋଗେ ଧୀରଣ, କରିତେଛେନ ମମେ ମନେଓ ଜାନିତେଛେନ । ମୁୟଗନ୍ଧ ତୋହାକେ
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କରିଲେନ, କାରଣ ତିନି ମୋମରସ ପାନେ ମତ ହଇଯା ପରିତ୍ରତା
ଉଂପାଦନ କରେନ, ଶକ୍ତବନ୍ଦ ଧୀରଣ କରେନ, ହୋତାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଞ୍ଚାଦନ କରେନ ।
ସଜ୍ଜ ପାଇବାର ଉପଯୁକ୍ତ ତୋହାର ତୁଳ୍ୟ କେହ ନାହିଁ ।

୯ । ଇନି ମେଇ ଅଗ୍ନି, ଯାହାକେ ଦ୍ୟାବା ଓ ପୃଥିବୀ ଜୟନ୍ଦାନ କରିଯାଇଛେ,
ଅଜଳ ଓ ଭୁକ୍ତା ଓ ଭୃତ୍ୟବଂଶୀୟେରା ବଳେର ଦ୍ଵାରା ଯାହାକେ ଉଂପାଦନ କରିଯାଇଛେ;
ଯିନି ସର୍ବତ୍ରେଷ୍ଟ ଶ୍ଵରେ ଯେବେଳେ; ଶାତରିଶ୍ଵା ଓ ଅପରାପର ଦେବତାରୀ ମୁଖେର
ସଜ୍ଜ କରିବାର ଅଜଳ ଯାହାକେ ମିର୍ମାଣ କରିଯାଇଛେ ।

‘ ୧୦ । ହେ ଅଧି ! ତୋମାକେ ଦେବତାରୀ ଆଧାନ କରିଯାଛେନ ; ତୋମାକେ ହଜୁ ଦିବାର ଜନ୍ୟ ସମୁଦ୍ରଗଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଶିଷ୍ଟ କାମନାମହକାରେ ଆଧାନ କରେନ ; ମେହି ତୁମି ଯଜ୍ଞେର ସମୟ ଶ୍ଵରକାମୀ ବ୍ୟକ୍ତିକେ ଅନ୍ନ ଦାନ କର, ଦେବଭକ୍ତବ୍ୟକ୍ତି ଯେମେ ବିଶିଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଁ ।

୪୭ ଶ୍ରେଣୀ ।

ବୈକୁଞ୍ଚିଲ୍ଲ ଦେବତା । ମଣ୍ଡଣ ଖର(୧) ।

୧ । ହେ ଧନେର ଅଧିପତି ଇନ୍ଦ୍ର ! ଆମରୀ ଧନ କାମନା କରିଯା ତୋମାର ଦକ୍ଷିଣ ହଞ୍ଚ ଧାରଣ କରିଲାମ । ହେ ବୀର ! ଆମରୀ ଜାନି, ତୁମି ବିନ୍ଦୁର ଗୋଧୁନେର ସ୍ଥାମୀ । ଆମାଦିଗକେ ନାନାବିଧ ଅଭିଲାଷମିହିକାରୀ ସଂପତ୍ତି ଅନ୍ନାନ କର ।

୨ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୁମି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅସ୍ତ୍ରଧାରୀ, ରକ୍ଷା କରିତେ ଉତ୍ତମରୂପ ପାର, ଶୁନ୍ଦରରୂପେ ମେତାର କାର୍ଯ୍ୟ କର, ତୋମାର କୌର୍ତ୍ତିତେ ଚାରି ସମୁଦ୍ର ସମୁଜ୍ଜ୍ଵଳ, ତୁମି ନାନା ସଂପତ୍ତି ଧାରଣ କର, ତୁମି ମୁହଁମୁହଁ ସ୍ଵର ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ, ସକଳେଇ ତୋମାକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ; ଆମରୀ ତୋମାକେ ଏଇରୂପ ଜାନି । ଆମାଦିଗକେ ନାନାବିଧ ; ଇତ୍ୟାଦି । (ପୂର୍ବ ଖକେର ଶେଷ ଅଂଶ) ।

୩ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ଆମାଦିଗକେ ଏରୂପ ଏକଟୀ ପୁତ୍ରରୂପ ଧନ ଦାନ କର, ଯେ ଶ୍ରୋତ୍ରରୁତ ଓ ଦେବଭକ୍ତ ହୁଁ, ଯେ ପ୍ରକାଶ ମୂର୍ତ୍ତି, ବିଶାଳକାଯ୍ୟ, ଗନ୍ତ୍ଵୀରବୁଦ୍ଧି, ଶୁଦ୍ଧିତିତ, ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନମଞ୍ଚ, ତେଜସ୍ଵୀ, ଶକ୍ତିମନଙ୍କମ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ହୁଁ । ଆମାଦିଗକେ ନାନାବିଧ, ଇତ୍ୟାଦି ।

୪ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୁମି ଅନ୍ନ ଉପାର୍ଜନ କର, ତୁମି ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଲୋକଦିଗକେ ତାରଣ କର, ସଂପତ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଯା ଦାଓ ; ତୋମାର ହଳ୍କି କ୍ରମାଗତିଇ ହଇତେବେଳେ ତୋମାର ବଳ ଅତି ଶୁନ୍ଦର, ତୁମି ଦୁନ୍ୟଦିଗକେ ନିଧିନ କର, ତାହାନିଶ୍ଚର ପୁରୀ ଦ୍ୱିଃ କରିଯା ଧାର, ଆମାଦିଗକେ ନାନାବିଧ ଇତ୍ୟାଦି ।

(୧) ବିକୁଳା ନାମେ ଅମୁରନାରୀ ଇନ୍ଦ୍ରେର ତୁଳ୍ୟ ପୁତ୍ର କାମନା କରିଯା ତଥାପ୍ଯ କରାନ୍ତେ ଇନ୍ଦ୍ର ନିଜେଇ ତାହାର ଗତେ ଜମ୍ବୁରୀ ବୈକୁଞ୍ଚିଲ୍ଲ ଇନ୍ଦ୍ର ହୁଁଥିଲା । ନାମନ । କିନ୍ତୁ ଇହ ପୋରାଣିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୈଦିକ ନହେ ।

৫। তোমার বিস্তর অশ্ব আছে, রথ আছে, অনুগামী লোক আছে, তোমার শতমহশ্র গোধন আছে, তুমি বলবান्, তোমার উৎকৃষ্ট অনুচর-বর্গ আছে, তোমার পারিষদেরা বুদ্ধিমান, তুমি সকলি দিতে পার। আমাদিগকে নানাবিধি, ইত্যাদি ।

৬। আমি সপ্তগু, আমি যাহা ধ্যান করি, তাহা সত্য হয়, আমার বুদ্ধি সুন্দর, আমি বিস্তর মন্ত্রের স্বামো ; দেবতাবিষয়ীনী সুমতি আমার উপস্থিত হইতেছে। আমি অঙ্গীরার গোত্রে জন্ম প্রাপ্ত করিয়াছি, নমো-বাক্য উচ্চারণপূর্বক দেবতাদিগের নিকট যাইয়া থাকি। আমাদিগকে নানাবিধি, ইত্যাদি ।

৭। আমি যে সকল সুন্দর ভাবযুক্ত স্ববস্থু প্রস্তুত করি, ঐ সকল স্বব আমি মনের সহিত পাঠ করি, ঐ সকল স্বব শ্রোতার স্বদয়কে স্পর্শ করে; তাহারা আমার দৃতের ন্যায় ইন্দ্রের নিকট প্রাপ্ত আর্থনা জানাইতে যাইতেছে। আমাদিগকে নানাবিধি, ইত্যাদি ।

৮। হে ইন্দ্র ! আমি তোমার নিকট যাহা যাচ্ছা করি, তুমি তাহা আমাকে দাও, একথানি প্রকাণ বাস্তুবাটী দাও, যেরূপ কাহারো নাট, দ্যাবা ও পৃথিবী তাহা অনুমোদন করুন। আমাদিগকে নানাবিধি, ইত্যাদি ।

৪৮ স্কৃত ।

ইন্দ্র দেবতা । ইন্দ্র খবি ।

১। (ইন্দ্র কহিতেছেন) —আমি সম্পত্তিসমূহের প্রধান অধীশ্বর হই-যাচ্ছি। আমি চিরকালই সকল সম্পত্তি ভায় করিয়া লই। আণীগণ পিতৃতার ন্যায় আমাকে ডাকিয়া থাকে। যে দাতা, আমি তাহাকে ভোগের সামগ্রী দিয়া থাকি ।

২। আমি অথর্বা খবির বক্ষঃস্থল রোধ করিয়াছিলাম। অমি ইহের নিকট গাভী সমস্ত কাঢ়িয়া ত্রিতকে দিয়াছিলাম। আমি দন্ত্যদিগের সম্পত্তি কাঢ়িয়া লইয়া ছিলাম। আমি দধূতের নিকট এবং মাতরিশার নিকট গাভীসমস্ত তাড়াইয়া লইয়া গিয়াছিলাম ।

୩ । ଆମାର ଜନ୍ୟ ତୃଷ୍ଣୀ ଲୋହମୟ ବସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିଯା ଦିଯାଛେ, ଏ ଦେବତାରୀ ଆମାର ଜନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନିରାପଦ କରିଯା ଦିଯାଛେନ । ଆମାର ସୈନ୍ୟଗଳ ଶୂର୍ଯ୍ୟର ମୈନ୍ୟର ନ୍ୟାୟ ଦୁର୍ବର୍ତ୍ତ, ଯେ ଯାହା କିନ୍ତୁ କରିଯାଇଛେ, ବା ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତେ କରିବେ, ସକଳେତେଇ ଆମାର ଉପର ନିର୍ଭର କରେ ।

୪ । ସଥିନ କେହ କୁବେର ଜ୍ଞାନି ମୌର୍ୟ ଦିଯାଇ ଆମାକେ ପରିତୁଟି କରେ, ତଥିନ ଆଁମି ଦାତାବ୍ୟକ୍ରିୟକେ ସହସ୍ରାଧିକ ଗୋ, ଅସ୍ତ୍ର, ଯୁଦ୍ଧସ୍ତ୍ର, ପଣ୍ଡ ବାଣ ଦ୍ୱାରା ଜୟ କରିଯା ଦି ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଶାସ୍ତ୍ର ଶାନ୍ତି କରି ।

୫ । କେହ କଥିନ କୋନ ମଞ୍ଚକ୍ରିୟା ଆମାର ନିକଟ ଜୟ କରିଯାଇଛି ଲାଇତେ ପାଇଁରେ ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁର ମିକଟ କଥିନ ଆଁମି ମତ ହେତୁ ନାହିଁ । ହେ ପୁରୁଷ୍ୟଶୀଯୁଗ ! ତୋମରୀ ମୌର୍ୟ ଅନ୍ତ୍ରତ କରିଯା ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଆମାର ନିକଟ ଯାନ୍ତ୍ରା କର । ଦେଖିବ ଆମାର ବନ୍ଧୁତ ସେନ କଥିନ ତୋମରୀ ହାରାଇଥିଲା ମା(;) ।

୬ । ଏହି ଯେ ସକଳ ଶକ୍ତି, ଯାହାର ପ୍ରାଣ ବିଶ୍ୱାସ ତୋଂଗ କରିବେ କରିତେ ଛୁଟି ଛୁଟି ଜନ କରିଯା ଅନ୍ତର୍ଧାରୀ ଇନ୍ଦ୍ରେର ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଜମ୍ୟ ଅନ୍ତ୍ରତ ହଇଯାଇଲି, ଯାହାରୀ ଶ୍ରୀପୁରୁଷ ଆମାକେ ଆହ୍ଵାନ କରିବେଛିଲ, ଆଁମି ଇନ୍ଦ୍ର, କଟୋରବାକ ଉର୍ଚ୍ଛାରଣପୂର୍ବକ ତାହାଦିଗକେ ଏମନ ପ୍ରାହାର କରିଲାମ ଯେ, ତାହାରା ନିଧିନ ହଇଲ । ତାହାରୀ ମତ ହଇଲ, ଆଁମି ମତ ହଇବାର ମହି ।

୭ । ସଦି ଏକଜନ ଆସେ, ତାହାକେଓ ଆଁମି ପରାଭବ କରି; ସଦି ଛୁଟି ଜନ ଆସେ, ତାହାଦିଗକେଓ ପରାଭବ କରି; ତିନ ଜନ ଆଁମିଯାଇ ବା ଆମାର କି କରିବେ ପାଇଁ ? ଯେକୋଣ କୃଧକ ଧାନ୍ୟ ମର୍ଦନ କରିବାର ସମର ପୁରୀତନ ଧାନ୍ୟକୁ ଅନାୟାସେଇ ମର୍ଦନ କରେ, ଆଁମିଓ ତତ୍କପ ଯତ ଶକ୍ତ ଆଶ୍ରମ ନା କେନ ଆବଶ୍ୟାନେ ନିଧିନ କରି, ଇନ୍ଦ୍ର ଯାହାଦେର ପ୍ରାତି ବିମୁଖ, ମେଇ ସମ୍ମନ ଶକ୍ତ କି ଆମାକେ ନିନ୍ଦା, ଅର୍ଥାତ୍ ପରାଭବ କରିବେ ପାଇଁ ? ।

୮ । ଆଁମିଇ ଓରୁ ଦିଗେର ଦେଶେ ପ୍ରାବର୍ଗେର ମଧ୍ୟେ ଅତିଥିଗୁର ପୁରୁଷ୍ୟ ଶୂର୍ପନ କରିଯାଇଛି, ତିନି ତାହାଦିଗେର ଶକ୍ତ ସଂହାର କରିବେଛନ, ବିପଦ ନିବାରଣ କରିବେଛନ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧମାନ ଭକ୍ଷ୍ୟଭୋଗୀର ନ୍ୟାୟ ତାହାଦିଗକେ ପାଲନ କରିବେଛନ । ମେଇ ସମୟେ ପର୍ଗନ ଏବଂ କୃତ୍ତ ନାମକ ଶକ୍ତଦୟକେ ବଧ କରା ।

(୧) ଇନ୍ଦ୍ରକେଇ ଏହ କୁତ୍ତେର ଖବି ଦଲିଯା ଅଭିହିତ କରା ହଇଯାଇଁ, ବୌଦ୍ଧ ହ୍ୟାତୁରୁଷ ଦିଗେର କୋନ୍ଦର ଶ୍ରୋତାବାଦୀ ଏହ କୁତ୍ତ ବଚିତ ।

হইয়াছিল এবং বৃত্তের সহিত যে তুমুল যুদ্ধ হয়, তাহাতে আমার নাম
বিখ্যাত হইয়াছিল।

৯। আমাকে যে নমস্কার করে, সে সকলেরই আশ্রম স্থানস্বরূপ হয়,
সে অগ্রবান্ত ও ভোগবান্ত হয়, তোমরা তাহার সহিত বন্ধুত্ব কর এবং
গোধূল গ্রহণ কর, এই ছুই কার্য তোমাদিগের তাহার নিকট সম্পাদ হইবে।
সেই ব্যক্তির যুদ্ধ উপস্থিত হইলে আমি নিজেই তাহার পক্ষে উজ্জ্বল অস্ত্ৰ
ধারণ করি, আমার প্রসাদে সে ব্যক্তি সকলের নিকট প্রশংসনভাজন হয়,
সকলে তাহাকে শ্রব করে।

১০। দৃষ্ট হইল যে ছুই জনের মধ্যে এক জন সোমবাণী করিতেছে।
পালনকর্তা ইন্দ্র তাহার পক্ষে বজ্র ধারণপূর্বক তাহাকে শ্রৌতস্ক্রিম্ম
করিলেন। আর তাহার যে শক্ত মেই তৌকুতেজা সোমবাণীকারী ব্যক্তির
সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইল, সে অস্ত্রকার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া রহিল।

১১। আদিত্যগণ, বশুগণ, কুত্রগণ, ইহারী সকলেই দেবতা; আমিও
দেবতা। অতএব আমি তাহাদিগের স্থান উৎখাত করি মা, তাহারী আমাকে
এই উদ্দেশে নির্মাণ করিয়াছেন, যে আমি চমৎকার অৱ উৎপাদন করিব।
মেই নিষিদ্ধ আমাকে কেহ পরাজয় বী হিংসা করিতে পারে না, কেহ
আমার সমুখে অগ্রসর হইতে পারে না।

৪৯ স্কৃত।

বৈকৃষ্ণিক ঋষি। তিনিই দেবতা।

১। স্তবকারী ব্যক্তিকে আমি চমৎকার সম্পত্তি দান করি। আমি
যজ্ঞানুষ্ঠানের পক্ষতি করিয়া দিয়াছি, উহাতে আমারি ক্ষমতা হৃদি হয়।
আমি যজ্ঞকর্ত্তাব্যক্তির উৎসাহদাতা হইয়া থাকি; আর যাহারা যজ্ঞ না
করে, তাহাদিগকে সকল যুক্তেই পরাভব করি।

২। প্রর্গের দেবতারা এবং ভূচর ও জলচর অন্তরী আমাকে ইন্দ্র এই
নাম দিয়াছে। আমার ছুই তেজস্বী ঘোটক আছে, তাহারা অনুত্ত লৌণ্ড-
বিশিষ্ট এবং অতি বেগবানু। আমি অৱ উপাঞ্জনের অন্য দুর্দৰ্শ বজ্র ধারণ
করি।

३। आमि कवि नामक व्यक्तिर घडलेर जन्य अंक नामक व्यक्तिके प्रहरैर द्वारा वध करियाछि। आमि रक्षणोपयोगी नामाकार्या साधन करिया कु६स नामक व्यक्तिके रक्षा करियाछि। आमि शुक्र नामक व्यक्ति वध्नेर जन्य वज्र धारण करियाछिलाम। आमि नम्बुजातिके “आर्य” एই नाम। इठेते बहित राखियाछि(१)।

४। कु६स बेत्सु नामक अदेश कामला करियाछिल, आमि उहार पितार नाय बेत्सु अदेश उहार बशीभूत करिया दिलाम एवं तुअ ओ न्युदित एই तुइ व्यक्तिके कु६सेर बशीभूत करिया दिलाम। आमार एसादेह यजकर्त्तावति त्रिहूकि सम्पाद्य हय। आमि पुत्रेर नाय ताहाके प्रियवस्तु अदान करि, ताहाते से चुर्क्ष्य हइया उठे।

५। य६काले श्रुतर्दी आमार शरणागत हइल एवं तुब करिते लांगिल, आमि युग्म नामक व्यक्तिके ताहार बशीभूत करिया दिलाम। आमि बेशके आयुर बशीभूत करिया दियाछि, आमि षट्ग्रन्थिके सदोर बशीभूत करिया दियाछि।

६। आमि मेह इस, मेहन हळ्ठर हस्ता हइया हळ्ठते हमन करियाछिलाम, मेहिरुप दासजातीय नवरात्रि ओ हळ्ठरथ नामक हुइ व्यक्तिके भग्न करियाछि(२), मेहि समये ऐ तुइ शक्ति ओ विस्तार आंश हइतेहिल, आमि ताहादिगेर पक्षां संलग्न हइया सूर्यलोक समुज्ज्ञित एই तुबमेर बहिभूत करिया दिलाम।

७। आमार ये शौत्रगायी घोटकगुलि आছे, ताहारा आमाके बहन करे, आमि मेहि बहने सूर्योर चतुर्दिकै बिचरण करि। यथन ममुरा सोम श्रुत्तु करिया श्रोथम करिबार जन्य आमाके अमूरोध करे, आमि तथम दास-जातीय व्यक्तिके अहार करिया विथुण करि, ऐ दशार अन्याई से जप्तियाछे।

८। आमि संष शक्तपुरी धूस करियाछि। ये यत बड बक्षमकर्त्ता हउक, आमि ताहा अपेक्षाओ अधिक बक्षमकर्त्ता। तुर्बस ओ यद्य एই तुइ व्यक्तिके आचे।

(१) आर्य एवं अनार्यदिगेर उल्लेख।

(२) अनार्य शक्तिदिगेर यथेय हुईजन प्रमित बोका। निरवकेओ दस्त्यदिगेर उल्लेख आचे।

আমি বলবান् বলিয়া খ্যাত্যাপন করিয়াছি। আমি অম্বাল্য ব্যক্তিকেও বলে বলী করিয়াছি। নবনবতি নগরকে আমি বিনষ্ট করিয়াছি।

৯। আমি জল বর্ষণ করিয়া থাকি, যে সপ্তসিঙ্গু দ্রবময় মূর্তিতে পৃথিবীতে প্রবাহিত হয়, আমিই তাহাদিগকে স্বস্ব হাঁনে রাখিয়া দিয়াছি। আমার সকল কার্যই শুভকর, আমিই জল বিভূতি করিয়া থাকি। আমি যুদ্ধ করিয়া যজ্ঞকর্ত্তা ব্যক্তির জন্য পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছি।

১০। গাতীর দেহে আমি এতাদৃশ বস্তু রাখিয়া দিয়াছি, যাহা নেব-
তৃষ্ণা রচনা করিতে পাঁৰেন নাই। অর্থাৎ গাতীগণের আপীনমধ্যে মধু অপেক্ষাও মধুরতর অতি চমৎকার পরিষ্কার ছুঁফ উৎপাদন করিয়া দিয়াছি। মেই আপীন নদীর ন্যায় ছুঁফ বহন করে। তাহা সোমের সহিত মিশ্রিত হইলে উহাকে অতি চমৎকার করিয়া তুলে।

১১। (পরোক্তিতে কহিতেছেন) —এই রূপে ইন্দ্র আপন প্রভাবে দেবমহুষ্যদিগকে সৌভাগ্য-সম্পন্ন করেন, তাহারই ধন আছে, তাহার ধনই যথৰ্থ। হে ইন্দ্র ! হে ষ্টেটকবিশিষ্ট ! হে বিবিধ কার্যকারী ! তোমার কার্য তোমার নিজের আয়ত্ত। দেবমহুষ্যগণ ব্যক্তসমস্ত হইয়া তোমার মেই সমস্ত কার্যের স্বব করিতেছেন।

৫০ মুক্ত।

আমি ও দেবতা পূর্ববৎ।

১। হে যজমান ! তোমার অভূত পরিমাণ যজ্ঞীয় অন্ন দেখিয়া ইন্দ্র আমন্দিত হইতেছেন ; তিনি সকলের লেতা, সকলের স্তুতিকর্তা, তাহাকে অর্চনা কর। তিনি মেই ইন্দ্র, যাহার আশৰ্য্য শক্তি, বিশুল কীর্তি এবং সুখসম্পত্তির বিষয় দ্বালোক ও ভুলোক প্রশংসন করিয়া থাকে।

২। মেই ইন্দ্র সকলের মিকট স্তবের ভাগী, সকলের প্রতু, তিনি বস্তুর ন্যায় শমুষ্যের হিতকারী ; মাদৃগ ব্যক্তির সর্বদাই তাহার সেবা করা উচিত। হে বৌর ! হে শিষ্টপালনকর্তা ! সর্ব প্রকার শুরুতর কার্যের

সময় ও বলসাথ্য ব্যাপারের সময় এবং মেষ হইতে হৃষ্টিবারি লাভের জন্য তোমার শ্রবণ করা হইয়া থাকে।

৩। হে ইন্দ্র ! মেই সমস্ত ভাগবান् বাক্তি কে ? যাঁহারা তোমার নিকট অন্ন ও ধন ও মুখসম্পত্তি পাইবার অধিকারী ? তাঁহারা কে ? যাঁহারা তোমাকে অসুর্য বল দিবার জন্য সোমরস প্রেরণ করেন ? যাঁহারা নিজের উর্দ্বরা ভূমিতে হৃষ্টিবারি পাইবার জন্য এবং পুরন্ধাৰ পাইবার জন্য সোমরস প্রেরণ করেন ?

৪। হে ইন্দ্র ! তুমি যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা মহৎ হইয়াছ, তুমি সকল যজ্ঞেই যজ্ঞভাগ পাইবার অধিকারী হইয়াছ, তুমি সকল যুক্তে প্রধান প্রধান শক্তির ধূমকর্তা হইয়াছ। হে অধিল ব্রহ্মাণ্ড দর্শনকারী ! তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্রস্বরূপ হইয়াছ।

৫। তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ, অতএব বঙ্গকর্তাদিগকে শীঘ্ৰ রক্ষা কর। যমুন্য-গণ অবগত আছে যে, তোমার নিকট মহতী রক্ষা প্রাপ্ত হওৱা যাব। তুমি জরারহিত হও এবং শীঘ্ৰ হৃক্ষিপ্রাপ্ত হও; এই সমস্ত সোমব্যাগ যাহাতে শীঘ্ৰ সম্পন্ন হয়, তাহা কর।

৬। হে বলের পুত্র, অর্থাৎ হে বলশালি ! এই যে সমস্ত সোমব্যাগ, তুমি নিজে ধারণ করিয়া থাক, মে গুলি যাহাতে শীঘ্ৰ সম্পন্ন হয়, তাহা তুমি কর। তোমার নিকট চমৎকার আশ্রয় পাইবার জন্য এই সোমপাত্ৰ, এই সম্পত্তি, এই যজ্ঞ ও মন্ত্র ও পবিত্ৰবৰ্ক্য উদ্যত হইয়াছে।

৭। হে মেথোবী ! যে সকল স্তোত্রপুরারণ স্তোত্রাগণ, তুমি মামাশ্রকার ধন দিবে বলিয়া একত্র হইয়া তোমার নিমিত্ত সোমব্যাগ করে, সোমস্বরূপ অন্ন প্রস্তুত হইবার পর যথন আশোদ আশোদ উপস্থিত হয়, তথন যেন তাহারা স্তুতিস্বরূপ উপায় দ্বারা মুখলাভে অধিকারী হয়।



৫১ স্কৃত।

পর্যায়কলমে অঁশি ও দেবত্ববর্ণ থাবি। পর্যায়কলমে তঁ'হারাই দেবতা।

১। (অগ্নি হবির্বহন কার্যে উত্ত্বক হইয়া জলে লুকাইত হইয়াছিলেন, তাহার প্রতি দেবতাদিগের উক্তি) — হে অঁশি ! তুমি প্রকাণ্ড শূল আচ্ছাদনে বেষ্টিত হইয়া জলে প্রবেশ করিয়াছিলে। হে জ্ঞাতবেদী অঁশি ! তোমার যে সমস্ত নানা প্রকার দেহ আঁচে, কেবল এক জল মাত্র দেবতা তাহা দেখিতে পাইয়াছেন।

২। উক্তি—কে আমাকে দেখিয়াছে ? তিনি কোন দেবতা, যিনি আমার মানা প্রকারের দেহ দেখিতে পাইয়াছেন ? হে মির ! হে বৰুণ ! অঁশির মেই সকল দৌগ্যমান ও দেবতাসম্মিলনকারী দেহগুলি কোথা পুঁজিয়াছে, বল মেখি ?

৩। (দেবতাদিগের উক্তি) — হে জ্ঞাতবেদী অঁশি ! নানা মুর্তিতে জল মধ্যে ও ওষধি মধ্যে তুমি প্রবিষ্ট হইয়াছ, তোমাকে আমরা অব্রেণ করিতেছি, হে বিচিত্র কিরণধাৰি ! তোমাকে যম দেখিয়া চিনিয়াছেন, তিনি দেখিয়াছেন। যে, তুমি তোমার দশশূল অপেক্ষাও অধিকতর দীপ্তি পাইতেছ(১)।

৪। (অঁশির উক্তি) — হে বৰুণ ! আমি হোতার কার্য হইতে ভয় পাইয়া চলিয়া আসিয়াছি, আমার ইচ্ছা যে, দেবতারা আর আমাকে হোতার কার্য নিয়ন্ত্র না করেন। এই নিষিদ্ধ আমার দেহগুলি নানা স্থানে প্রবেশ করিয়াছে, আমি অঁশি, আর ঐ কার্য করিতে ইচ্ছুক নহি।

৫। (দেবতাদিগের উক্তি) — এস অঁশি ! দেবপুজক মনুষ্য যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিয়াছে। মে অলক্ষ্মাৰ, অর্থাৎ যজ্ঞেৰ সকল আয়োজন করিয়াছে তুমি কিন্তু অস্কুলারে অর্থাৎ গুপ্তস্থানে রহিলে। দেবতাদিগের নিকট হোমেৰ দ্রব্য যাইবাৰ জন্য মুগাম পথ করিয়া দাও। প্রিমৰ চিত্ত হইয়া হোমেৰ দ্রব্য বহন কৰ।

(১) অঁশির দশশূল বথা—পৃথিবী প্রচুর তিম জুবন, অঁশি, বায়ু, আদিত্য, তিন দেবতা, আর জল ও ওষধি ও বনক্ষতি ও ধাপিৰ শরীৰ এই দশ। সামগ্ৰ।

୬ । (ଅଗ୍ନିଉତ୍କଳ)—ଅଗ୍ନିର ପୂର୍ବତନ ଭ୍ରାତାଗଣ, ଯେମନ ରୁଥୀ ଦୂରପଥ ପର୍ବତୀ-ଟନେ ପ୍ରହୃଷ୍ଟ ହୁଏ, ତଙ୍କପ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟେ ବ୍ରତୀ ହଇଯା ବିନଷ୍ଟ ହଇଯାଇଛେ । ହେ ବକଣ ! ଏଇ ନିମିତ୍ତ ଭସନ୍ତପୁରୁଷ, ଆମି ଦୂରେ ଚଲିଯା ଆଗିଯାଇଛି । ଯେତୁ ପଥେତୁ ହରିଗ ସମୁକେର ଗୁଣ ଦେଖିଲେ ବାଗେର ଭୟ ଆପ୍ତ ହୁଏ, ତଙ୍କପ ଆମି ଉଦ୍ଵିପ୍ନ ହଇଯାଇଛି ।

୭ । (ଦେବଭୂତଗଣ)—ହେ ଜ୍ଞାତବେଦୀ ଅଗ୍ନି ! ତୋମାକେ ଆମରା ଅମ୍ବତ ପରମାଯୁଃ ଦିତେଛି, ତାହା ହଇଲେ ତୋମାର ଆର ମୃତ୍ୟୁଭୟ ନାହିଁ, ଅତ୍ୟବ ହେ କଳ୍ୟାଣ-ମୂର୍ତ୍ତି ! ଅସମ ଚିତ୍ତ ହଇଯା ଦେବଭୂତଦିଗେର ନିକଟ ଭାଗେ ଭାଗେ ହ୍ୟ ବହନ କର ।

୮ । (ଅଗ୍ନି)—ହେ ଦେବଗଣ ! ଯଜ୍ଞେର ଅର୍ଥମ ହବିର୍ଭାଗ ଏବଂ ଶେଷ ହବିର୍ଭାଗ (ଅର୍ଯ୍ୟାଙ୍ଗ ଓ ଅର୍ଯ୍ୟାଜ) ଏବଂ ଅତି ବିପୁଲ ଭାଗ ଆମାକେ ଦାଓ ଏବଂ ଜଳେର ସାରଭାଗ ଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧି ହିତେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଅଧାର ଭାଗ ଏବଂ ଅଗ୍ନିର ଦୌର୍ଯ୍ୟ ପରମାଯୁଃ ବିଧାନ କର ।

୯ । (ଦେବଭୂତଗଣ)—ପ୍ରୟାଜ ଓ ଅମୁଯାଜ ତୋମାରିଇ ହଟକ । ଅତି ବିପୁଲ ଓ ଅସାଧାରଣ ହବିର୍ଭାଗ ତୁମି ପାଇବେ । ଏହି ସମୁଦ୍ରାଯ ଯଜ୍ଞ ତୋମାରିଇ ହଟକ । ଚାରିଦିକ ତୋମାର ନିକଟ ମତ ହଟକ ।

୫୨ ପୃଷ୍ଠା ।

ବିଶ୍ୱ ଦେବଗଣ ଦେବତା । ଅଗ୍ନି ଶ୍ରୀ ।

୧ । ହେ ବିଶ୍ୱଦେବ ! ଆମାକେ ହୋତ୍ରକପେ ବରନ କରିଯାଇଛେ, ଆମି ଏହି ପ୍ରାଣେ ଆସନ ଲଇଯା ଯେ ମତ୍ତ ପାଠ କରିବ, ତାହା ବଲିଯା ଦାଓ । ଆମାର କୋର ଭାଗ ଏବଂ ତୋମାଦିଗେର କୋର ଭାଗ ତାହା ଆମାକେ ବଲିଯା ଦାଓ ଏବଂ ଯେ ପଥ ଦିଯା ତୋମାଦିଗେର ନିକଟ ହୋଇବେ ଅବ୍ୟ ଲଇଯା ଯାଇବ, ତାହା ବଲିଯା ଦାଓ ।

୨ । ଆମି ହୋତା ହଇଯା ଯଜ୍ଞ କରିବ ଏଲିଯା ବମିଯାଇଛି, ସକଳ ଦେବତା ଓ ମକ୍ରଗଣ ଆମାକେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ କରିଯାଇଛେ । ହେ ଅଶ୍ଵିନୀ ! ମିତ୍ତ ଲିତା ତୋମାଦିଗେକେ ଅଧ୍ୟାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିତେ ହୁଏ । ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ମୋହ ଶ୍ରୋତାମନ୍ଦରପ ହିତେହେଲ, ତିନି ତୋମାଦିଗେର ଦୁଇଲେର ଆହତିଶ୍ଵରପ, ଅର୍ଦ୍ଧାଂ ତୋମରା ପାଇ କର ।

৩। যিনি হোতা হয়েন, তাঁহাকে কি করিতে হয়, তিনি যজমানের যে কিছু হোমের দ্রব্য হবন করেন, দেবতারা উহা প্রাপ্ত হয়েন। নিত্য নিতা এবং মাসে মাসে এই হোম হইয়া থাকে; দেবতাগণ সেই ব্যাপারে অগ্নিকে হ্যবাহ নিযুক্ত করিয়াছেন ।

৪। আমি অগ্নি পলায়ন করিয়াছিলাম, অনেক কষ্ট করিতেছিলাম, আমারে দেবতারা হ্যবাহ নিযুক্ত করিয়াছেন। বিদ্঵ানঞ্জপি আমাদিগের ঘজ্জের আয়োজন করেন; এই সেই ঘজ্জ যাহার পাঁচটী পথ; তিনি আহুতি (অর্থাৎ তিনবার সোমরমের নিষ্পৌড়ন হয়) এবং সাতটী সূত্র (অর্থাৎ সাত ছন্দের স্তব পাঠ করা হয়) ।

৫। হে দেবগণ! আমি তোমাদিগের পরিচর্যা করিতেছি, অতএব তোমাদের নিকট প্রার্থনা করি, আমাকে অমর কর, সন্তানসন্তি দাও; আমি ইন্দ্রের দুই হন্তে বজ্র সন্ধিবেশিত করি, তবে তিনি এই সমস্ত বিপক্ষ সৈন্য জয় করেন ।

৬। তিন শত তিন সহশ্র ত্রিশ ও নয়জন দেবতা^(১) অগ্নির পরিচর্যা করিয়াছেন। তাঁহাকে ঘৃতদ্বারা অভিষিক্ত করিয়াছেন, তাঁহার জন্য কুশ বিস্তার করিয়া দিয়াছেন এবং তাঁহাকে হোতারণে উপবেশন করাইয়াছেন ।

(১) ৩৭৩ দেবতার উল্লেখ। অন্যান্য স্থানে আমরা ৩৩ দেবতার উল্লেখ পাইয়াছি। কোন কোন পণ্ডিত বলেন সেই ৩৩ সংখ্যার মধ্যে ক্রমান্বয়ে একটি এবং ছয়টি শূন্য দিয়া পরে যোগ করিয়া এই সংখ্যা পাওয়া গিয়াছে, যথা,—

৫৩ স্কৃত।

অঁশি দেবতা। দেবতাগণ খবি।

১। মনে যাহার কামনা করিতে ছিলাম, এই সেই অঁশি আসিয়াছেন, ইনি যজ্ঞের বিষয় আলেন, ইনি আপনার অঙ্গ সম্পূর্ণ করিতেছেন। তাহার মত যজ্ঞকর্তা কেহ নাই, এই দেব সমাকীর্ণ যজ্ঞে তিনি আমাদিগকে যজ্ঞ দিন, তিনি আমাদিগের অগ্রে যজ্ঞস্থানের মধ্যে বসিয়াছেন।

২। এই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞকর্তা হোতা অঁশি বেদিতে বসিয়া প্রস্তুত হইয়াছেন, অসমস্ত সুন্দররূপে সংস্থাপিত হইয়াছে, ইনি সে গুলি নিবেদন করিয়া দিতেছেন। যজ্ঞভাগভাগী দেবতাদিগকে শৌভ্র শৌভ্র ঘৃত দিয়া পূজা করা যাউক, যাহারা স্তবের যোগ্য, তাহাদিগকে স্তব করা যাউক।

৩। আমাদিগের এই যে দেবরীতি, অর্থাৎ দেবতাদিগের আগমন স্বরূপ যজ্ঞ কার্য, অঁশি তাহা সুসম্পূর্ণ করিয়াছেন। যজ্ঞের যে নিয়ুচ জিহ্বা তাহা আমরা পাইয়াছি। তিনি সুগন্ধ ধারণ পূর্বক পরমায়ুঃ প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছেন। এই যে আমাদিগের দেবতাওজন ব্যাপার, তাহা তিনি সুসম্পূর্ণ করিয়াছেন।

৪। যে বাকোর উচ্চারণ করিলে আমরা অনুরদিগকে পরাক্রম করিতে পারিব, সেই সর্বশেষ বাক্য যেম আমরা উচ্চারণ করি। হে পঞ্চজন-পন্দের লোকসকল ! তোমরা অন্তোজনকারী এবং যজ্ঞে অধিকারী, তোমরা আমার হোমকার্যে আসিয়া অধিষ্ঠান কর।

৫। পৃথিবীতে উৎপন্ন যে পঞ্চজনপন্দের লোক আছে, যাহারা যজ্ঞে অধিকারী, তাহারা আমার হোমকার্যে সমাগত হউক। পৃথিবী আমাদি-গকে পৃথিবী নংকাস্ত পাপ হইতে রক্ষা করন, আকাশ আমাদিগকে আকাশ সংক্রান্ত পাপ হইতে রক্ষা করন।

৬। হে অঁশি ! যজ্ঞ বিভাগ করিতে করিতে ইহলোকের দীপ্তি বিধাতা পূর্বের অনুসারী হও। সৎকর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা যে সকল জ্যোতিশূল পথ আপ্ত হওয়া যায়, সে গুলিকে রক্ষা কর। সেই অঁশি স্তবকর্তাদিগের কার্য

সমাজস্বরূপ সম্পাদন করিয়া দাও। হে অগ্নি ! তুমি স্ববের যোগ্য হও, দেবতাবর্গকে আনয়নপূর্বক প্রকাশ কর।

৭। (দেবতারা ঘজে আসিবার সময় পরম্পর কহিতেছেন) — হে দেবতাগণ ! তোমরা সোমরস পানে অধিকাঠী, অতএব রথে যোজনা করিবার উপযুক্ত ঘোটকদিগকে রথে যোজনা কর। রঞ্জ (ঘোড়ার রাস) পরিষ্কৃত কর, ঘোটকদিগকে সুশোভিত কর। আটজন সারথি বসিতে পারে এতাদৃশ অকাণ্ড রথ চালাইয়া দেও, তাহা হইলে তোমাদিগের প্রিয়বস্তু যজ্ঞীয় হবির নিকট পৌছিবে।

৮। অশুনবত্তী নামে(১) এই নদী বহিতেছে। হে বন্ধুগণ ! উৎসাহ কর, গাত্রোখান কর, নদী পার হও। যাহা কিছু অসুখ ছিল, সকলি এই স্থলে ছাড়িয়া চলিলাম, পার হইয়া আমরা উত্তম উত্তম অঞ্জনের দিকে অঞ্চল হইব।

৯। দ্রুত্যাক্তির ক্রিয়াকল ব্যক্তিদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কর্মিষ্ঠ। তিনি অতিসুন্দর পানপাত্রসমূহ দেবতাদিগের অন্য প্রস্তুত করিয়াছেন, তিনি তাহার শিংপা জালেন। তিনি উত্তম লোহ নির্মিত কুঠার শাণিত করেন,
তদ্বারা ব্রহ্মস্পতি পাত্র-নির্মাণে পয়েঁগী (কাষ্ট) ছেদন করেন।

১০। হে বিদ্বান কবিগণ ! যে সকল কুঠার ধারা অমৃত পানের জন্য পাত্র নির্মাণ করিয়া থাক, সেই সকল কুঠার উত্তমরূপ শাণিত কর। হে বিদ্বান্গণ ! তোমরা গোপনীয় বাসস্থান প্রস্তুত কর; যদ্বারা তোমরা দেবতা হইয়া অবরুদ্ধ লাভ করিয়াছিলে।

১১। সেই সকল খতুগণ মৃতগাভীর মধ্যে একটী গাঁটী রাখিলেন এবং উহার মুখমধ্যে একটী বৎস রাখিলেন, তাহাদিগের বাঞ্ছনি ছিল দেবতা প্রাণ হইবে, ঐ কার্য সম্পন্ন করিবার উপায় তাহাদিগের কুঠাত সেই দাতা খতুগণ প্রত্যহ আপনাদিগের উপযুক্ত উত্তম উত্তম শব্দ গ্রহণ করেন এবং শক্ত জয় তাহারা অবশ্যই করিবেন।

(১) অশুনবত্তী নদী কোথায়।

৫৪ স্তুতি ।

ইন্দ্ৰ দেবতা । রহছন্থ শব্দি ।

১। হে থৰ্মালী ইন্দ্ৰ ! তোমার সেই মহতী কৌর্তি আমি বৰ্ণনা কৰিবোছি । যথেন দ্যাবাপৃথিবী ভৌত হইয়া তোমাকে ডাকিলেন, তথেন তুমি, দেবতাদিগকে রক্ষা কৰিলে, দাসজাতিকে সংহার কৰিলে; একজন প্রজা, অর্থাৎ যজমানকে বলপ্রদান কৰিলে ।

২। হে ইন্দ্ৰ ! তুমি আপন শৱীৰ রুক্ষি কৰিয়া এবং মিজ কাৰ্য্য সমস্ত ঘোষণা কৰিতে কৰিতে যে সকল বলসাধ্য ব্যাপার সম্পূৰ্ণ কৰিলে, সে—
সকলি মায়া মাত্ৰ, তোমার যুক্ত সকলও মায়ামাত্ৰ । একালেতে তোমার শক্তি
নাই । তবে কি পূৰ্বকালে ছিল ? তাহাও সন্তুষ্ট নয় ।

৩। আমাদিগের পূর্বতন কোনু থিই বা তোমার অধিল অহিমা
অন্ত পাইয়াছিল ? তুমি আপন দেহ হইতে তোমার পিতামাতাকে এক
সঙ্গে উৎপাদন কৰিয়াছিলে(১) ।

৪। তুমি মহান् ! তোমার চারি অস্তৰ্য দুর্জৰ্ষ শৱীৰ আছে, হে
থৰ্মালী ! তুমি সেই শৱীৰ সকল গ্ৰহণপূর্বক তোমার গুৰুতৰ কাৰ্য্য
সকল মিৰ্বাহ কৰ ।

৫। কি প্ৰকাশ, কি অপ্রকাশ, সর্ব প্ৰকাৰ অসাধাৰণ সম্পত্তি তুমি
অধিকাৰ কৰ । হে ইন্দ্ৰ ! আমাৰ অভিনাৰ্থ পূৰ্ণ কৰ, তুমিই দাম কৰিবাৰ
আজ্ঞা কৰ, তুমিই নিজে দাম কৰ ।

৬। যিনি জ্যোতিশৰ্ম্ম পদার্থে জ্যোতিঃ সংস্থাপন কৰিয়াছেন, যিনি
মধু দিয়া সোমৰস প্ৰভৃতি মধুৰ বস্তু সকল স্থিতি কৰিয়াছেন, তাহার উদ্দেশ্যে

(১) "Indra is praised for having made heaven and earth ; and then, when the poet remembers that heaven and earth had been praised elsewhere as the parents of the gods, and more specially as the parents of Indra, he does not hesitate for a moment, but says, ' What poets living before us have reached the end of all thy greatness ? For thou hast indeed begotten thy father and thy mother together from thy own body.'—Max Muller's *India, What can it teach us?* (1883), p. 161.

হহঃ উত্থ আৰক্ষ বেদস্ত্র রচনাকৰ্ত্তা এই চমৎকাৰ ওজন্মি শুব উচ্চারণ
কৰিমেন।

৫৫ শুক্র।

ৰষি ও দেবতা পূৰ্ববৎ।

১। তোমাৰ সেই শৱীৰ দূৰে আছে, মনুষ্যগণ পরাণ্মুখ হইয়া তাহা
গোপন কৰে, যখন দ্যানপৃথিবী ভীত হইয়া অম্বেৱ জন্মে তোমাৰকে ডাকে,
তুমি তখন তোমাৰ নিকটবৰ্তী মেষয়াশিকে ঘৰীণ কৰ এবং পৃথিবী
হইতে আকাশকে উৰ্ধ্বকৃত কৰিয়া ধৰিয়া রাখ।

২। তোমাৰ সেই যে গোপনীয় শৱীৰ, যাহা বিস্তুর ছান বাণশ কৰিয়া
আছে, তাহা দ্বাৰা তুমি তুত ভবিষ্যৎ স্থান্তি কৰ।
যে যে জ্যোতির্মূহ বস্তু উৎপাদন কৰিতে ইচ্ছা হইল, সেই সমস্ত প্রাচীন
বস্তু উহা হইতে উৎপন্ন হইল, পঞ্চ জনপদেৱ মনুষ্য তাহা দ্বাৰা উপকৃত
হইল।

৩। ইন্দ্ৰ আপন শৱীৰে দ্যাবা ও পৃথিবী ও যথ্য তাগ সমস্ত আকাশ
পূৰ্ণ কৰিমেন। তিনি সময়ে সময়ে পঞ্চ জ্যোতি আণ্গী ও সপ্তসংখ্যক যাৰ-
তীয় তত্ত্ব আপনাঁৰ জ্যোতির্মূহ নানাবিধি কাৰ্য্যেৰ দ্বাৰা সংধাৰণ কৰেন,
তাহাৰ সেই কাৰ্য্য একই ভাবে চলিতেছে। চোত্রিশ দেবতা এই বিষয়ে
তাহাৰ সাহায্য কৰে(১)।

৪। হে উষা! তুমি আলোকধাৰী পদাৰ্থদিগেৱ মধ্যে সৰ্ব প্রথম
আলোক দিয়াছ, যাহা পুষ্টিযুক্ত আছে, তুমি তাহাকে আৱো পুষ্টি-

(১) এ শ্লকেৰ অৰ্থ অস্পষ্ট। মূলে এই কল্প আছে “আৱোদনী আপুণাং আ-
উত্ত যথ্যং পঞ্চ দেবন্মূল আতুশঃ সপ্ত সপ্ত চতুৰ্ব্রহ্মতা পুৰুষা বিচষ্টে স কল্পেন জ্যোতিষ
বিব্ৰতেন।” সাধাৰণ বলেন পঞ্চজাতি বধা-দেব, মনুষ্য, পিতৃ, অন্তুৰ ও বৃক্ষস। সপ্ত
সংখ্যক বৰ্ণভীয় তত্ত্ব বেদন সপ্ত যন্ত্ৰ সপ্ত ইজিয় ইতাদি।

ଯୁକ୍ତ କର. ତୁମି ଉପରେ ଆହ, କିନ୍ତୁ ନିମ୍ନେ ଅନୁଷ୍ଠାନିଗେର ଅତି ତୋହାର ବନ୍ଧୁର
ଇହା ତୋହାର ମହିଦେବ ଓ ଅନ୍ତରଦ୍ଵେର(୨) ଲଙ୍ଘ ।

୫ । ସଥନ ଯୁବା ଥାକେ, କତ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଯୁକ୍ତ କତ ଶକ୍ତ ତୋହାର ଭୟେ
ପଲାୟନ କରେ, ତଥାପି ବଲକାଳେର ହୃଦ୍ଦକାଳୀନ ତୋହାକେ ପ୍ରାସ କରେ । ଦେବତାର
ଏକବାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କମତା ଦେଖ, ମେ ଗତ କଲ୍ୟ ଜୀବିତ ଛିଲ, ଅନ୍ୟ ମରିଯା
ଗେନ ।

୬ । ଦେଖ, ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ଏକଟି ପକ୍ଷୀ ଆସିତେହେ, ତୋହାର ଅନ୍ତୁତ ବଳ, ମେ
ହୁହ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ଓ ବଲଶାଲୀ, ତୋହାର କୁଳୀର କୁଳାପି ନାହିଁ । ମେ ଯାହା କରିବେ
ଚାର, ତୋହା ମତାଇ ହିଁବେ ନା । ଅତି ଚମ୍ବକାର ମଞ୍ଚାତି ମେ ଜର
କରେ ଏବଂ ଦାଳ କରେ ।

(୨) ଶଥଦେବ ମନ୍ତ୍ର ଅଟେକେ “ଅନୁର” ଶକ ୧୮ ବାର ବୀବରତ ହଇଯାଇଛେ ସଥା —

୫୦	୪	ଶକ୍ତ	ଅନୁରଦ୍ଧ ଶକ ଉତ୍ୟାବ କମତା ନହିଁ
୫୫	୮	“	ଅନୁରଦ୍ଧ ଶକ ଉତ୍ୟାବ କମତା ନହିଁ
୫୦	୬	ଅନୁର	ଶୂର୍ଯ୍ୟ
୭୮	୨	ଏ	ଅବଲ୍ ଅର୍ଦ୍ଧ ବ୍ୟବରତ
୮୨	୫	ଏ	ଦେବଗଣ ନହିଁ
୯୨	୬	ଏ	ମେଘ
୧୭	୧୪	ଏ	ତ୍ରାୟ ହାତୀ
୧୬	୧୧	ଏ	ଇଶ୍ୱର
୧୯	୨	ଅନୁରତ	ବଳ
୧୯	୧୨	ଅନୁର	ଇଶ୍ୱର
୨୪	୦	ଏ	ଦେବଗଣ
୧୨୪	୫	ଏ	ଦେବଗଣ ନହିଁ ବ୍ୟବରତ
୧୩୨	୮	ଏ	ମିତ୍ର
୧୪୮	୦	ଏ	ଦେବଶକ୍ତ ପିଆଣ..
୧୫୧	୦	ଏ	ଦେବଶକ୍ତଦିନିଗେର..
୧୫୭	୮	ଏ	ଦେବଶକ୍ତଦିନିଗେର..
୧୭୦	୨	ଏ	ଦେବଶକ୍ତଦିନିଗେର..
୧୭୭	୧	ଏ	ଦେବଶକ୍ତ ..

ମନ୍ତ୍ର ଯତ୍ନରେ ଆବେକ ଶୂର୍ଯ୍ୟ ଶଥଦେବ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯତ୍ନରେ ଆବେକ ପରେ ବଚିତ ହେ-
ଇବେ, ତୋହା କୋରା ପୁର୍ବେଇ ବଲିଯାଇ । ମନ୍ତ୍ର ଯତ୍ନରେ କୋରେ ଶୂର୍ଯ୍ୟାଳି ପ୍ରାସି
ଅନ୍ତରଦ୍ଵେର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକ । ଶୂର୍ଯ୍ୟାଳି ନକଳ ହୁକେ “ଅନୁର” ଶକ ଆବେକଟା ପୋତ-
ନିର୍ମାର୍ଯ୍ୟ ବାବଜୁଳ ହେଇଥାଏ ।

୭ । ବଜ୍ରଧାରୀ ଇନ୍ଦ୍ର ଏହି ସକଳ ମର୍କଦେବତାଦିଗେର ଏତାଦୃଶ ବଳ ଆଣ୍ଟ ହିଲେନ, ଯାହାତେ ହାତି ବର୍ଷଗ କରିଲେନ ଏବଂ ହତକେ ବଧ କରିଯା ପୃଥିବୀକେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିଲେନ । ମହୋରୀନ ଇନ୍ଦ୍ର ସେଇ କର୍ମୀ କରେନ, ତଥାନ ମର୍କଦ୍ଵାଗାନ ଆପଳା ହିତେଇ ହାତି ଉତ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟେ ଅନୁକ୍ତ ହେଲେ ।

୮ । ମେଟ ଇନ୍ଦ୍ର ମର୍କଦ୍ଵାଗାନର ସାହାଯ୍ୟେ କର୍ମ ସମ୍ପାଦ କରେନ, ତୋହାର ତେଜଃ ସର୍ବତ୍ରଗାୟୀ ; ତିନି ବାଙ୍କସଦିଗକେ ରିଧନ କରେନ, ତୋହାର ମନ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ତିନି ସତ୍ତର ଜୟୀ ହେଲେ, ତିନି ଆକାଶ ହିତେ ଆସିଯା ସୌମପାନପୁର୍ବକ, ଶତୀର ତୁଳି କରିଲେନ ଏବଂ ବୌର୍ଯ୍ୟମହକାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଯା ଦମ୍ଭ୍ୟଜ୍ଞାତୀଯଦିଗକେ ବଧ କରିଲେନ ।

୫୬ ଶୃଜ ।

ବିଶ୍ୱଦେବଗନ ଦେବତା । ବୃହଚ୍କଥ ଖରି(୧) ।

୧ । ଏହି (ଅଗ୍ନି) ତୋମାର ଏକ ଅଂଶ, ଆର ଏହି (ବାୟୁ) ତୋମାର ଏକ ଅଂଶ, ତୋମାର ତୃତୀୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ଷୟ (ଆଁତ୍ମା) ସ୍ଵରୂପ ଅଂଶ । ଏହି ତିନ ଅଂଶଦ୍ୱାରା ତୁମି (ଅଗ୍ନି ଓ ବାୟୁ ଓ ଶୂର୍ଯ୍ୟ) ମଧ୍ୟେ ଅବେଶ କର । ତୋମାର ଶରୀରେର ଅବେଶ କାଲେ ତୁମି କଳ୍ୟାଣମୂର୍ତ୍ତି ଧାରନ କର ଏବଂ ଦେବତାଦିଗେର ମେହି ସର୍ବଅଶ୍ରେଷ୍ଠ ପିତାଶ୍ରମପ (ଶୂର୍ଯ୍ୟର) ଭୂବଳେ ତୁମି ପ୍ରିୟ ହୁଏ ।

୨ । ହେ ବାଜିନ ! (ପୁରୋର ନାମ) । ପୃଥିବୀ ତୋମାର ଶରୀର ପ୍ରାହ୍ଲଦ କରି ତେହେମ, ତିନି ଆମାଦିଗେର ପ୍ରୀତିଜନକ ହୁଏ, ତୋମାରଓ କଳ୍ୟାଣ କରନ । ତୁମି ପ୍ରାନ୍ତରୁଷ ନା ହିଇଯା ଜ୍ୟୋତିଃ ଧାରଣ କରିବାର ଜମ୍ଯ ଦେବତାଦିଗେର ସହିତ ଏବଂ ଆକାଶେର ଶୂର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ତୋମାର ଆଜ୍ଞାକେ ମିଳାଇଯା ଦାଓ ।

୩ । ହେ ପୁନ୍ତ୍ର ! ତୁମି ବିଲକ୍ଷଣ ବଲେ ବଲୀ ଓ ମୁଣ୍ଡି ଛିଲେ । ଯେନମ ଉତ୍ସମ କ୍ଷୁଦ୍ର କରିଯାଛିଲେ, ତଜ୍ଜପ ଉତ୍ସମ ଦ୍ଵର୍ଗେ ଯାଓ(୨) । ଉତ୍ସମ ଧର୍ମର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଯାଇ, ତୋହାର ଉତ୍ସମ କଳ ଆଣ୍ଟ ହୁଏ । ଉତ୍ସମ ଦେବତା ଓ ଉତ୍ସମ ଶୂର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଏକିଭୂତ ହୁଏ ।

(୧) କରି ଆପଳ ମୃତପୁତ୍ରେର ମସକେ ଏହି ଶୃଜ ରଚନା କରିଯାଇଛନ ।

(୨) ପୁଣ୍ୟକର୍ମେର କଳ ଉତ୍ସମ ଦ୍ଵର୍ଗାତ, ତୋହା ପ୍ରକଳ୍ପ ହିତେହେ ।

৪। আমাদিগের পিতৃপুরুষগণ দেবতার মত অহিংসার অধিকার্য ছিয়াছেন। তাহারা দেবতা প্রাণ হইয়া দেবতাদিগের সহিত ক্রিয়া কলা পঁকরিয়াছেন। যে সকল জোড়ির্মুঝ পদার্থ সৌভিগাইয়া থাকে, তাহারা উহাদিগের সহিত একীভূত হইয়াছেন, তাহারা দেবতাদিগের শরীর মধ্যে অবেশ করিয়াছেন(৩)।

৫। তাহারা নিজ ক্ষমতা বলে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড বিচরণ করিয়াছেন(৪) যে সকল প্রাচীন ভূবনে কেহ যাই নাই, তাহারা তথায় গিয়াছেন। তাহার নিজ শরীর দ্বারা সমস্ত ভূবন আয়ত্ত করিয়াছেন। অজাবর্গের প্রতি মামা প্রকারে নিজ প্রতাব বিস্তারিত করিয়াছেন।

৬। মুর্য্যের পুরুষরূপ দেবতাবর্গ তৃতীয় কার্য দ্বারা স্বর্গবিংশ ও অনুর পূর্ণ্যকে দুই প্রকারে সংস্থাপন করিলেন, (অর্থাৎ তাহার উদয়ের মূর্তি তার তাহার অন্তর্গমলের মূর্তি), অগ্নি আমার পিতৃ পুরুষগণ সন্তান উৎপাদন-পূর্বক সন্ততিদিগের শরীরে পৈতৃক বল সংস্থাপন করিলেন এবং চিরস্থানী বংশ রাখিয়া গেলেন।

৭। যেকপ সোক মৌকাহোগে জনপাই হয়, যেকপ হৃলপথে পৃথিবীর ভিন্ন দিক অতিক্রম করে, যেকপ স্বত্নদ্বারা বিপদ হইতে উক্তার হয়, তদ্বপ হৃহৃকৃত শুধি নিজ ক্ষমতাবলে আগম যৃত পুরুষকে অঘি প্রভৃতি পার্থিব পদার্থে ও সূর্য প্রভৃতি দূরবর্তী পদার্থে একীভূত করিয়া দিলেন।

৫৭ পৃষ্ঠা।

মন দেবতা। বস্তু ও অন্ত বস্তু ও বিঅবস্তু এই তিনি শুধি।

১। হে ইন্দ্র ! আমরা যেন পথ হইতে বিপথে না যাই। আমরা যেন সোমবিশিষ্ট যজ্ঞ হইতে দূরে না যাই। শক্রগণ যেন আমাদিগের মধ্যে না আসে।

(৩) পুর্য্যাত্মা পূর্বপুরুষবর্ণ দেবতা প্রাণহইয়াছেন।

(৪) তাহারা অধিসরস্বত্ত্বাতও অম্ব করিয়াছেন।

୨ । ଏହି ଯେ ଅଞ୍ଜି, ଯାହା ହିତେ ଯଜ୍ଞ ସିଦ୍ଧି ହୁଏ, ଯିନି ପୁଣ୍ୟକୁଳଗୀ ହଇଯା ଦେବତାଦିଗେର ଲିକଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜ୍ଞୃତ ଆଛେନ, ତୋହାର ହୋମ ହଡ଼କ, ଆୟର ତୋହାକେ ଆୟତ୍ତ ହୁଇ ।

୩ । ମର୍ଯ୍ୟାଂଶୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମୋଘରୀ ମନକେ ଆହ୍ଵାନ କରି ଏବଂ ପିତ୍ରଲୋକ ଦିଗେର କ୍ଷେତ୍ରର ଦ୍ୱାରା ମନକେ ଆହ୍ଵାନ କରି ।

୪ । ତୋମାର ମନ ପୁନର୍ଦ୍ବାର ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କରନ, ପ୍ରତ୍ୟାଗମନପୁର୍ବକ ତୁ ମୁଖ୍ୟ କର, ବନ ଅକାଶ କର, ଜୀବିତ ହୁଏ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକେ ଦର୍ଶନ କର(୧) ।

୫ । ଆବାର ଆମାଦିଗେର ପିତ୍ରପୁରୁଷଗଣ ମନକେ କିରାଇୟୀ ଦେନ, ଦେବଲୋକଗଣ କିରାଇୟୀ ଦେନ, ଆୟରା ଯେନ ଆଂଶ ଓ ତୋହାର ଆହ୍ସଙ୍ଗକ ସକଳ କେଇ ଆୟତ୍ତ ହୁଇ ।

୬ । ହେ ଶୋମ ! ଆୟରା ଯେବ ମେହମଧ୍ୟେ ମନକେ ଧାରଣ କରି, ଆୟରା ଯେବ, ମନ୍ତ୍ରାମସନ୍ତତିଯୁକ୍ତ ହଇଯା ତୋମାର କାର୍ଯ୍ୟ ମିଳିତ ହୁଇ ।

୫୮ ଶ୍ଲୋକ ।

 ମୃତ ଶୁବ୍ଦକୁ ମନ, ଆଂଶ, ଅଭ୍ୟତି ଦେବତା । ବନ୍ଦୁ, ଅଭ୍ୟତି ଖରି(୧) ।

୧ । ତୋମାର ଯେ ମନ ଅତି ଦୂରେ ବିବସ୍ତାନେର ପୁଣ୍ୟ ଯଥେର ଲିକଟ ଗିଯାଇଛି, ତୋହାକେ ଆୟରା କିରାଇୟା ଆନିତେଛି, ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିତ ହଇଯା ଇହଲୋକେ ଆସିଯା ବାସ କର ।

୨ । ତୋମାର ଯେ ମନ ଅଭିନ୍ଦୂରେ ସ୍ଵର୍ଗେ, ଅଥବା ପୃଥିବୀରେ ଚଲିଯା ଗିଯାଇଛି, ତୋହାକେ ଆୟରା, (ଇତ୍ୟାଦି ଅଥବା ଖକେର ଶେଷ ଅଂଶେର ସହିତ ଅଭିନ୍ନ) ।

୩ । ଚତୁର୍ଦ୍ଦିକେ ଅଟେ ହଇଯା ଯାଏ, ଅର୍ଦ୍ଧାଂ ଥସିଯା ଥସିରା ପଡ଼େ, ଏକପ ଅତି ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଶେ ତୋମାର ଯେ ମନ ଗିଯାଇଛି, ତୋହାକେ ଆୟରା, (ଇତ୍ୟାଦି) ।

୪ । ତୋମାର ଯେ ମନ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିକେର ଅତି ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଅଦେଶେ ଚଲିଯା ଗିଯାଇଛି, ତୋହାକେ ଆୟରା, (ଇତ୍ୟାଦି) ।

(୧) ଶୁବ୍ଦ ନାମକ ମୃତଭ୍ରାତାକେ ଉଦ୍‌ଦେଶ କରିଯା ।

(୨) ମୃତଭ୍ରାତା ଶୁବ୍ଦକୁ ଉଦ୍‌ଦେଶ କରିଯା ଏହି ଶ୍ଲୋକ ରଚିତ ।

৫। তোমার যে মন অতি দুরহিত অসপরিপূর্ণ সমুদ্রের মধ্যে গিয়াছে, তাহাকে আমরা, (ইত্যাদি)।

৬। তোমার যে মন চতুর্ভিকে বিকীর্ণমাস কিরণমণ্ডলের মধ্যে এবেশ করিয়াছে, তাহাকে আমরা, (ইত্যাদি)।

৭। তোমার যে মন দূরবর্তী জলের মধ্যে, কি হৃষ্টলতাদির মধ্যে গিয়াছে, তাহাকে আমরা, (ইত্যাদি)।

৮। তোমার যে মন দূরবর্তী শূর্য, কি উষার মধ্যে গিয়াছে, তাহাকে আমরা,। (ইত্যাদি)।

৯। তোমার যে মন দূরহিত পর্বতমালার উপর চপিয়া গিয়াছে, তাহাকে আমরা, (ইত্যাদি)।

১০। তোমার যে মন এই সমস্ত বিশ্বজগতের মধ্যে দূরে চলিয়া গিয়াছে, তাহাকে আমরা, (ইত্যাদি)।

১১। তোমার যে মন দূরের দূর, তাহারও দূর, কোন ছামে চলিয়া গিয়াছে, তাহাকে আমরা, (ইত্যাদি)।

১২। তোমার যে মন ভূত কি ভবিষ্যৎকেন দূর ছামে চলিয়া গিয়াছে, তাহাকে আমরা, (ইত্যাদি), (২)।

১৯ পৃষ্ঠা।

কৰি বিশ্বতি, অচূলীতি, প্রভৃতি দেবতা। বঙ্গ, প্রভৃতি তিমি কৰি।

১। সুবজ্ঞ পরমায়ু উত্তমক্ষণ ও মৌল হইয়া হৃকি আপ্ত ইউক, যে সারথি রথ চালনা করেন, তিনি বদি কর্মকুশল হয়েন, তবে রথাকচুব্যক্তি যেমন সুখ প্রাপ্ত হয়েন, তন্মু সুবজ্ঞ সজ্জন আপ্ত হটে। যাহার পরমায়ুর দ্রু স হইতেছে, সে আপমান পরমায়ুর বিষয়ে হৃক্ষিই কামনা করে। নিশ্চিতি অতি দূরে গমন করে।

(২) হৃত প্রাতার আস্তা পৃথিবীতে, মা স্বর্গে, অলে মা হৃকলতাদিতে, স্থর্ণে মা উষার, পর্বত মালার মা দূরের দূর তাহা হইতেও দূর অজ্ঞাত প্রদেশে চলিয়া গিয়াছে, কৰি তাহাই কল্পনা করিতেছেন।

২। আমরা পরমায়ুস্করণ সম্পত্তি লাভের জন্য সাম গানসহকারে অন্ন পৃপাকার করিতেছি, নামাবিধ ভক্ষ্যস্রব্য রাশি করিতেছি। আমরা মিঃখতিকে স্তব করিয়াছি, তিনি সেই সমস্ত অন্ন ভোজনে প্রীতি লাভ করন, নিখ'তি, (ইত্যাদি 'শেষ খকের শেষ ভাগের সহিত অভিন্ন)।

৩। আমার যেন নিজ পুরক্ষারঞ্চরণ শক্তদিগকে পরাজিত করি, যেরূপ আকাশ পৃথিবীর উপরে অবস্থিত করেন, তদ্বপ্ত আমরা যেন শক্তদিগের উপরে স্থান লাভ করি। যেরূপ মেঘের গতি পর্বত দ্বারা কন্দ হয়, তদ্বপ্ত আমরা যেন শক্তির গতি রোধ করি। আমাদের ভাবৎ স্তবের প্রতি নিখ'তি যেন কর্ণপাত করেন। নিখ'তি, (ইত্যাদি)।

৪। হে সোম ! আমাদিগকে যতুর হস্তে সমর্পণ করিও না, আমরা যেন স্তর্যের উদয় দেখিতে পাই। আমাদিগের হন্দুবিষ্ণু যেন দিন দিন সচ্ছন্দের সহিত অতিবাহিত হয়, নিখ'তি, (ইত্যাদি)।

৫। হে অমূলীতি(১)! আমাদিগের প্রতি মনোযোগ কর। আমরা যাহাতে বাঁচিয়া থাকি, সেই উদ্দেশে আমাদিগকে উৎকৃষ্ট পরমায়ুঃ প্রদান কর। যত দূর স্তর্যের দৃষ্টি, তাহার মধ্যে আমাদিগকে থাকিতে দাও, আমরা তোমাকে স্থত দিতেছি, তাহাতে তোমার শরীর পুষ্টি কর।

৬। হে অমূলীতি ! আমাদিগকে আবার চক্ষু দান কর। আবার আমাদিগের আগ আমাদের নিকট আনিয়া উপস্থিত কর, আবার ভোগ করিতে দাও। আমরা যেন চিরকাল স্তর্যাদয় দেখিতে পাই। হে অমূলতি(২)! যাহাতে আমাদিগের বিনাশ ন হয়, তদ্বপ্ত আমাদিগকে সুখী কর।

(১) "অমূলীতি" অর্থাৎ বিনি লোকের প্রাণ লইয়া চলিয়া যান। সংয়ল।

"It appears to be employed as the personification of a god or goddess.—Muir's *Sanskrit Texts* (1884), vol. V, p. 297, note.

"Guide of Life."—*Max Muller*. "There is nothing to show that Asunuti is a female deity." "It may be a name for Yama, as Professor Roth supposes; but it may also be a simple invocation—one of the many names of the deity."—*Max Muller*.

নিখ'তি অর্থে পাপ দেবতা, তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে, এছাবে যতু দেবতা করিলে তাল অর্থ হয়। এবং অমূলীতি অর্থে প্রাণ রক্ষকারী দেবতা করিলে সঙ্গত অর্থ হয়।

"According to Professor Roth, the goddess of good will as well as of procreation."—Muir's *Sanskrit Texts*, vol. V (1884), p. 398.

৭। পৃথিবী পুনর্বার আমাদিগকে প্রাণদান দিল। পুনর্বার ছ্যালোক-
দেবী ও অস্তরীয় আমাদিগকে প্রাণদান দিল। সোম আমাদিগকে পুনর্বার
শরীর দান করল। আর পূর্ণা আমাদিগকে একপ হিতকরঃ বাক্য প্রদান
করল, যাইতে আমাদিগের কল্যাণ হয়।

৮। যে দ্যাবাপৃথিবী অতি মহৎ এবং যজ্ঞাভূষণের অনন্তৈবন্ধনপূ
র্ণাহারা মুবক্ষুর কল্যাণ করল। ছ্যালোক ও বিস্তীর্ণ পৃথিবী, সমস্ত অকল্যাণ
দূর করিয়া দিল, হে মুবক্ষু ! কিছুতেই যেন তোষার অনিষ্ট করিতে না
পারে।

৯। স্বর্ণে যে ছুই ত্রুষধ, বী যে তিম ত্রুষধ আছে, অতএব পৃথিবীতে থে
এক ত্রুষধ বিচরণ করে, সে সমস্ত মুবক্ষুর উপকারে আমুক। ছ্যালোক ও
বিস্তীর্ণপৃথিবী, (ইত্যাদি পুনর্বান্তন খকের শেষ ভাগের সাহিত অভিয়)।

১০। হে টেল ! যে রূপ উচীমুর পত্নীর শকট বহুম করিয়াছিল, সেই
শকটবাহী রূপকে প্রেরণ কর। (ছ্যালোক ইত্যাদি)

৬০ শুক্র ।

রাজা অসমাতি, প্রচুতি দেবতা। বক্ষু, প্রচুতি খবি।

১। অসমাতি রাজার অধিকৃত প্রদেশ অতি উজ্জ্বল, যহ যহৎ সোকে
ঐ প্রদেশের প্রশংসনী করে, আমরা সমস্তার পরায়ণ হইয়া সেই দেশে গমন
করিলাম।

২। অসমাতি রাজা বিপক্ষ সংহার করেন, তাহার মুক্তি অতি উজ্জ্বল,
রথে আরোহণ করিলে যেকপ অনেক অভিধার সিঙ্ক করা যায়, তক্ষণ
তাহার নিকট গমন করিলে অনেক অনোবাঞ্ছণ্য পূর্ণ হয়। তিনি জ্ঞেরথ
নামক রাজার বংশে অশ্ব প্রাণ্যাছেন। তিনি শিষ্টের পালনকর্তা।

৩। তিনি হস্তে তরবারি ধারণ করল, আর সী করল, তাহার একপ
বলবীর্য যে, সিংহ যেমন মহিমদিগকে অতিশায়িত করে, তক্ষণ তাবৎ
গোককে অতিশায়িত করেন।

৪। ধনশালো ও শৰ্কসংহারকারী ইকাকু রাজা সেই প্রদেশের রক্ষা-
কার্যে নিযুক্ত আছে। পঞ্চ জনপদের মুৰ্য যেন দ্বৰ্গসুখ তোণ করে।

୫ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୁ ଯେମନ ସର୍ବଲୋକେର ଦୃଷ୍ଟିର ମୁଖ୍ୟାର ଜନ୍ୟ ଆକାଶେ
ଶ୍ରୀକେ ରାଥିଙ୍ଗା ଦିରାଛ, ତତ୍କପ ତୁ ଯି ରଥାକ୍ରତ ଅସମ୍ଭାବି ରାଜାର ଅନୁଗାମୀ
ହିବାର ଜନ୍ୟ ଦୀର୍ଘବର୍ଷକେ ନିଯୁକ୍ତ କର ।

୬ । ହେ ରାଜନ୍ ! ଅଗନ୍ତ୍ୟେର ଅଞ୍ଚଳିଗେର (ଦୋହିତଦିଗେର) ଜନ୍ୟ
ୱେଳୋହିତ ବା ହୁଇ ଘୋଟକରଥେ ଯୋଜନା କର । ଯେ ସକଳ ବ୍ୟବସାୟୀ ନିର୍ଭାବୁ କୃପା,
କଥନ ଦାନ କରେ ନା, ତାହାଦିଗେର ସକଳକେ ପରାବତ କର ।

୭ । ଏହି ଯେ ଅଗ୍ନି ଆସିଯାଇଛେ, ଇନି ମାତ୍ରାସ୍ଵରୂପ, ପିତାସ୍ଵରୂପ, ପ୍ରାଣ
ପାଇବାର ଔଷଧସ୍ଵରୂପ । ହେ ମୁବନ୍ଦୁ ! ତୋମାର ଏହି ଶକ୍ତିର ରହିଯାଇଛେ, ତୁ ଯି
ଇହାତେ ଆଗମନ କର, ଇହାର ମଧ୍ୟେ ଅବେଶ କର ।

୮ । ଯେମନ ବୁଦ୍ଧ ଧାରଣ କରିବାର ଜନ୍ୟ ରଜ୍ଜୁଦ୍ଵାରା ଯୁଗ କାଷ୍ଠ ରଥେ ବନ୍ଧନ କରେ,
ତତ୍କପ ଏହି ଅଗ୍ନି ତୋମାର ମନକେ ଧାରଣ କରିଯାଇଛେ, ତାହାତେ ତୁ ଯି ଜୀବିତ ଓ
କଳ୍ୟାଣସଂପାଦ ହିବେ, ତୋମାର ମୃତ୍ୟୁ ଅବହ୍ଵା ଅପଗତ ହିବେ ।

୯ । ଯେମନ ଏହି ବିଶ୍ଵାରିନ୍ଦ୍ରିବୀ ପ୍ରକାଣ ପ୍ରକାଣ ହୃଦୟଦିଗକେ ଧାରଣ କରିଯା
ଆଇଛେ, ତତ୍କପ ଏହି ଅଗ୍ନି, (ଇତ୍ୟାଦି ପୂର୍ବରୀତର ଶୋଷ ଭାଗ) ।

୧୦ । ବିବସ୍ଵାନେର ପୁନ୍ର ଯଦେର ନିକଟ ହିତେ ଆୟି ମୁବନ୍ଦୁର ମନ ଆହୟଣ
କରିଯାଇଛି । ଇହାତେ ସେ ଜୀବିତ ଓ କଳ୍ୟାଣସଂପାଦ ହିବେ, ତାହାର ମୃତ୍ୟୁ ଅବହ୍ଵା
ଅପଗତ ହିବେ ।

୧୧ । ବାୟୁ ମୌଚେର ଦିକେ ବହନ କରେ, ଶ୍ରୀ ଉପର ହିତେ ମୌଚେର ଦିକେ
ଉତ୍ତାପ ଦେନ । ଗାଁଭୋ ଦୁଃଖ ମୌଚେ ବନ୍ଦିକେ ଦୋହନ କରା ଯାଯ, ତତ୍କପ ହେ ମୁବନ୍ଦୁ !
ତୋମାର ଅକଳ୍ୟାଣ ମୌଚେ ଗମନ କରକ (୧) ।

୧୨ । ଆମାର ଏହି ହତ୍ୟକି ସୌଭାଗ୍ୟଶାଲୀ, ଇହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଲୀ,
ଇହା ମକଳେର ପକ୍ଷେ ଔଷଧସ୍ଵରୂପ, ଇହାର ଶପର୍ଶ କଳ୍ୟାଣ ହୟ ।

(୧) ୧ ହିତେ ୧୧ ଥକେ ମୁବନ୍ଦୁର ମୃତ୍ୟୁର କଥା ।

୬୧ ପୃଷ୍ଠା ।

ବିଶ୍ୱଦେବ ଦେବତା । ନାଭାମେଦିଷ୍ଟ ବବି ।

୧ । ନାଭାମେଦିଷ୍ଟର ପିତା ଓ ମାତା ଓ ଅପରାଗର ଭାଗକାରୀ ଭାଗାଗ
ବିଷୟ ଭାଗ କରିବାର ସମୟ ନାଭାମେଦିଷ୍ଟକେ ଭାଗ ମା ଦିଯା କଜ୍ଜେର ଶ୍ଵର କରିତେ
କହେଲ, ତାହାତେ ନାଭାମେଦିଷ୍ଟ କଜ୍ଜେର ଶ୍ଵର ଉଚ୍ଛାରଣ କରିତେ ଉଦ୍‌ଯତ ହେଇଯା ଅଞ୍ଜିତ୍ରା-
ଦିଗେର ସଞ୍ଜାନ୍ତାନେର ମଧ୍ୟ ଉପନୀତ ହଇଲେନ ଏବଂ ଯଜ୍ଞେର ସତ୍ତଦିମେ ତାହାରୀ
ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଯା ଛିଲେନ, ତାହା ତିନି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋତାକେ ବଲିଯା ଦିଯା ସଞ୍ଜ
ସମ୍ମାପନ କରାଇଯା ଦିଲେନ ।

୨ । କର୍ମଦେବ ଶ୍ଵରକର୍ତ୍ତାଦିଗକେ ଧମନ୍ତମ କରିବାର ଜଳ୍ୟ ଓ ତାହାଦିଗେର ଶକ୍ତି
ଲମ୍ବ କରିବାର ଜଳ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଶକ୍ତ କେପଣ କରିତେ କରିତେ ବୈଦୀତେ ଯାଇଯା ଅଧିକାଳ
କରିଲେମ, ଯେବ ଯେମର ଜଳ ବର୍ଷଣ କରେ, ତନ୍ଦ୍ରପ କ୍ରତ୍ରଦେବ ଶୌଇ ଗମ୍ଭେ ଉପଛିତ
ହେଇଯା ବକ୍ତ୍ତା କରିତେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଶକେ ଆପନାର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିତେ
ଲାଗିଲେମ ।

୩ । ହେ ଅଶ୍ଵିନୀ ! ଆମି ଯଜ୍ଞ ପ୍ରାଣୀ ହେଇଯାଛି, ଯେ ଅର୍ଦ୍ଧାୟୁ ଆମାର
ହଙ୍କେର ଅଞ୍ଚୁଲିଧାରଣପୂର୍ବକ ବିଷ୍ଣୁର ହୋମେର ପ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଯା ତୋମାଦିଗେର
ମୌର୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶସହକାରେ ଚକ ପାକ କରିତେହେଲ, ତୋମରା ମେଇ ଶ୍ଵରକାରୀ
ଅଧ୍ୟୁତ୍ୟର ଏହି ସଞ୍ଜୋଦ୍ୟୋଂଗ ଦେଖିଯା ମନେର ନ୍ୟାୟ କ୍ରତ ବେଗେ ସଞ୍ଜ୍ଞାମେ ଧାରମାନ
ହେଇଯା ଥାକ ।

୪ । ଯଥିନ କୁକୁରଣ ଗାତ୍ର ଲୋହିତବର୍ମ ଗାତ୍ରଦିଗେର ମଧ୍ୟ ଯିଶାଇଯା
ଗେଲ, (ଅର୍ଥାତ୍ ଯଥିନ ରାତ୍ରିର ଅକ୍ଷକାର ନଷ୍ଟ ହେଇଯା ପ୍ରାତକାମେର ରତ୍ନମାତ୍ରା
ଦୂଷ୍ଟ ହେଲ, ତଥିନ ହେ ଦୂଲୋକେର ପୌତ୍ର ଅଶ୍ଵିନ !) ତୋମାଦିଗକେ ଆମି
ଆହୁମାନ କରି । ତୋମରା ଆମାର ଯଜ୍ଞେ ଆଗମନ କର, ଆମାର ତାମ ପିଣ୍ଡ କର,
ଆମାର ଶ୍ରାନ୍ତକାରୀ ହେଇ ଘୋଟକେର ନ୍ୟାୟ ତାହା ଭୋଜନ କର । ଆମାଦିଗେର
କୋନ ରତ୍ନ ଅରିଟି ଚିନ୍ତା କରିବା ନା ।

୫ । ଯେ ଶ୍ଵର, ବୌରପୁରୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିତେ ମର୍ଯ୍ୟ, ତାହା ହୁକ୍ତି ପାଇଯା
ନିର୍ଗତ ହିତେ ଉତ୍ସୁଖ ହେଲ । ତିନି ତଥିନ ମୂର୍ଖ୍ୟବର୍ଗର ହିତାର୍ଥେ ତାହା ନିବେଦ
କରିଯା ତାଗ କରିଲେବ । ଆଗମାର ସୁଶ୍ରୀ କମ୍ପାର ଶବ୍ଦିରେ ମେଇ ଶୁକ୍ର ମେକ
କରିଲେମ ।

৬। যখন পিতা যুবতী কন্যার উপর(১) পূর্বোক্তরূপ রতিকামনা পরিবশ হইলেন এবং উভয়ের সঙ্গম হইল, তখন উভয়ের পরম্পর সঙ্গমে অচুর শুক্র সেক করিলেন। মৃক্তের আধাৰ ঘৰণপ এক উন্নত স্থানে সেই শুক্রের সেক হইল।

৭। যখন পিতা নিজ কন্যাকে সন্তোগ করিলেন, তখন তিনি পৃথিবীৰ সহিত সঙ্গত হইয়া শুক্র সেক করিলেন। মুচাক ধীশক্রিসম্পন্ন দেবতাৱা তাহা হইতে ব্ৰহ্ম স্তুতি করিলেন এবং ব্ৰতৱকাকাৰী বাস্তোপ্ততিকে মিৰ্মাণ করিলেন(২)।

৮। যেমন ইন্দ্র নমুচি বধকালে যুক্ত ফেন লিঙ্কেপ কৰিতে কৰিতে আসিয়া ছিলেন, তজ্জপ সেই বাস্তোপ্ততি আমাৰ নিকট হইতে প্ৰতিগ্ৰহ কৰিলে, তিনি যে পদে আসিয়া ছিলেন, সেই পদে কৰিয়া গোলেন, অঙ্গীরাগণ আমাৰকে দক্ষিণাঘৰণপ যে সকল গাভী দৱাছেন, তাহা তিনি অপসারিত কৰিলেন না। স্মৰ্ণকুশল, অৰ্থাৎ অন্যায়ে গ্ৰহণ কৰিতে সমৰ্থ হইয়াও তিনি সেই সকল গাভী গ্ৰহণ কৰিলেন না।

৯। প্ৰজাৰ্বণেৰ উৎপৌড়নকাৰী ও অগ্ৰিৰ দাহজলক রাঙ্কসাদি সহসা এই যজ্ঞে আসিতে পাৰিতেছে না, যে হেতু কুমু যজ্ঞ রক্ষা কৰিতে হৈম। রাঁত্ৰিকালেও বিবন্ধু রাঙ্কসেৱা যজ্ঞীয় অগ্ৰিৰ নিকট আসিতে পাৱে না। যজ্ঞে রধারণকৰ্ত্তা সেই অগ্ৰিৰ কাৰ্ত্ত প্ৰহণপূৰ্বক এবং অৱবিতৰণ কৰিতে কৰিতে উৎপন্ন হইলেন এবং রাঙ্কসদিগোৱ সহিত যুক্ত প্ৰহৃতি হইলেন।

১০। অঙ্গীরাগণ ময়মাস যজ্ঞ অমৃষ্টানপূৰ্বক গাভী লাভ কৰে, তাঁহাৱা চমৎকাৰ স্তৰেৰ সাহায্যে যজ্ঞবাক্য উচ্চারণ কৰিতে কৰিতে যজ্ঞ সমাপন কৰিলেন। তাঁহাৱা ইহলোক ও পৱলোক উভয় স্থানে

(১) পিতা রুদ্ৰ, কন্যা উষা। সামুল ।

(২) বাস্তোপ্ততিৰ জন্ম বিবৰণ ঝঁথেদেৰ মধ্যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া বোধ হৈৰ; বিবৰণটা পৰ্যাবৰ্ত্তিক গচ্ছেৰ ষত, ঝঁথেদেৰ দশম মণ্ডলেৰ পূৰ্বে বাস্তোপ্ততিৰ নাম পৰ্যায়াছি, কিন্তু তাঁহাৰ জন্মেৰ একল গচ্ছ পাৰি নাই।

জ্ঞানকি প্রাণ ছইলেন এবং ইজ্জের নিকট গমন করিলেন। তাহার দক্ষিণ-
বিহীন যত্ন (সত্র নামক যজ্ঞে দক্ষিণ থাকে না) অমৃতামগুরুক অবিভাগী
ফল লাভ করিলেন।

১১। যখন সেই অঙ্গরাগণ অমৃতভূল্য দুষ্ফ দোহসকারিণী গাঢ়ী
উজ্জ্বল ও পবিত্র দুষ্ফ যজ্ঞে বিনিয়োগ করিলেন, তখন চথংকার স্তবের
সাহায্যে মৃতম সম্পত্তির ন্যায় অভিধিক্ত মৃত্যিবারি প্রাণ ছইলেন।

১২। এই রূপ কথিত আছে যে, ইত্ত স্তবকর্ত্তাকে এত দূর স্নেহ
করেন, যে যাহার পশু হাঁরাইয়া গিধাছে, সে নিজে জানিতে না জানিতেই
সেই অতি ধনাচ্য অতি কুশল রিপ্পাপ ইত্ত সমস্ত গোধন উজ্জ্বার করিয়া
দেন।

১৩। মুছির ইত্ত যখন বহুবিস্তারী শুকের নিংচ মর্ম অমুসন্ধান-
পূর্বক নিধন করেন, বিহু যখন নৃবদের পুত্রকে বিদীর্ণ করেন, তখন তাহার
পারিষদগণ মানা প্রকারে তাহাকে বেষ্টনপূর্বক তাহার সঙ্গে গমন
করেন।

১৪। যে সকল দেবতা শৰ্ণের ন্যায় যজ্ঞস্থানে অধিষ্ঠান করেন,
তাহার অধির তেজ্জ্বকে “ভৰ্গ” এই নাম দেন। তাহার আর নাম জাত-
বেদা অংশ। হে হোমকারী অংশ! তুমই যজ্ঞের হোতা! তুমই অমৃতস
হইয়া আমাদিগের আহ্বান অবণ কর।

১৫। হে ইত্ত! সেই ছাই উজ্জ্বলমূর্তি ক্ষমপূর্ণ মাসত্য আমার স্তব ও
যজ্ঞ প্রহণ করন। যে রূপ সমুর যজ্ঞে তাহারা ঔত্তিলাভ করেন, তাঙ্গু
আমি কুশ বিস্তার করিয়াছি, আমার যজ্ঞে ঔত্তিলাভ করন, অংজাবগ্নকে
ধন প্রেরণ করন এবং যজ্ঞ প্রহণ করন।

১৬। এই যে সর্বস্তুতিকারী সোম, যাহাকে সকলে স্তব করে, তাহাকে
আমরাও স্তব করি। এই ক্রিয়াকুশল সোম নিজেই নিজের সেতু, ইলি জল,
পার হইতেছেন। যেরূপ ক্রত গতিশালী ঘোটকগণ চক্রের পরিধি কল্পিত
করে, তিনি ক্রীবান্দকে এবং অংশিকে তেমনি কল্পিত করিয়াছিলেন।

১৭। সেই অংশ ইহলোক পরলোক উভয় স্থানের বন্ধু, তিনি জ্ঞান-
কর্তা; তিনি যাগকারী; অমৃতভূল্য দুষ্ফদাতিলী গাঢ়ী যখন আর অসব

হইত না, তখন তাঁরাকে প্রসবতী করিয়া তিনি দুঃখদায়িনী করিলেন। যিনি ও বক্ষকে উত্তম উত্তম স্তবের দ্বারা সন্তুষ্ট করি। চমৎকার স্তবের দ্বারা অর্ঘ্যমাকে সন্তুষ্ট করি।

১৮। (হে স্বর্গস্থ স্র্ব্য! আমি নাভানেদিষ্ট, তোমার বন্ধু) অর্থাৎ আমি তোমাকে স্তব করিতেছি, আমার কামনা যে গাড়ী আঁচ্ছীয়(৩)। লাভ করি। সেই হালোক আমাদিগের শ্রেষ্ঠ উৎপত্তিস্থান এবং স্মর্যেরও অধিষ্ঠানভূত। আমি সেই স্মর্য হইতে কয় পুরুষে বী অন্তর?)

১৯। (এই আমার উৎপত্তিস্থান, এই স্থানেই আমার নিবাস; এই সকল দেহতা আমার আঁচ্ছীয়; আমি সকলই।) ক্ষেত্রাগণ যজ্ঞ হইত সর্ব অথব উৎপন্ন হইয়াছেন। এই যজ্ঞ স্বরূপ গাড়ী নিজে উৎপন্ন হইয়া এই সমস্ত উৎপাদন করিয়াছেন।

২০। এই অগ্নি আমন্দের সহিত গমন করিয়া চতুর্দিকে স্থান প্রাণ করিতেছেন, ইনি উজ্জ্বল, ইহলোকে ও প্রলোকে সহায়, এবং কাষ্ঠদিগকে পরাত্ত করেন, ইহার শিখাশ্রেণী উর্ধ্বে উঠিতেছে। ইনি স্তবের যোগ্য, ইঁহার মাতা অরণি এই মুছির সুখকর অগ্নিকে শৈঘ্র প্রসব করিতেছেন।

২১। আমি নাভানেদিষ্ট উত্তম উত্তম স্তব উচ্চারণ করিয়া প্রাপ্ত হইয়াছি, আমার স্তুতিবাক্যগুলি ইন্দ্রের প্রতি গিয়াছে। হে ধৰ্মশালী অগ্নি! অবণ কর। আমাদিগের এই ইন্দ্রকে যজ্ঞ দান কর। আমি অস্ত্রমেধ। যজ্ঞকারীর পুত্র, আমার স্তবে তুমি মুক্তি প্রাপ্ত হইতেছ।

২২। হে বজ্রধারী ইন্দ্র! হে নরপতি! তুমি জানিবে যে, আমরা প্রাচুর্য ধনের কামনা করিয়াছি। আমরা তোমার নিকট স্তব প্রেরণ করিয়া থাকি, হোমের দ্রব্য দিয়া থাকি, আমাদিগকে রক্ষণ কর। হে হরিদ্বয় ঘোটক বিশিষ্ট ইন্দ্র! তোমার নিকট গমনপূর্বক আমরা যেন অপরাধী না হই।

২৩। হে উজ্জ্বলমূর্তি যিত্র ও বক্ষ! গাড়ীর কামনায় অঙ্গীরাগণ যজ্ঞ করিতেছিলেন, সর্বত্রগামী যম স্তবের ইচ্ছায় তাঁহাদিগের নিকট গমন

କରିଲେନ, ଆଉ ନାଭାନେଦିଷ୍ଟ ମେଇ କୁବ ବଲିଯା ଦିଲାମ ଏବଂ ହଜ୍ଞ ସଙ୍ଗାମ କରିଯାଦିଲାମ, ମେଇ ହେତୁ ଆଉ ତୀହାଦିଗେର ଅଭ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ବିଶ୍ୱ ହଇଲାମ ।

୨୪ । ଏକଣେ ଆମରା ଗୋଧନ ପାଇବାର ଜଳ୍ୟ ଅବଲୀଲାକ୍ରମେ କୁବ କରିତେ କରିତେ ଜୟଶିଳ ବକ୍ଷରେ ଲିକଟ ଯାଇତେଛି । ଶୌଭୁଗ୍ୟୀ ଘୋଟିକ ମେଇ ବକ୍ଷରେ ପୁନ୍ତ । ହେ ବକ୍ଷ ! ତୁମି ମେଧାଵୀ ଓ ଅନ୍ଧାମଣ୍ଡ କରିଯା ଥାକ ।

୨୫ । ହେ ଘିତ୍ର ଓ ବକ୍ଷ ! ଅନ୍ଧମଞ୍ଚ ପୁରୋହିତ କୁବମୃହ ପ୍ରୋଗ କରି-
ଦେହେନ, ଅଭିଆୟ ଏଇ ଯେ, ତୋମରା ଆମାଦିଗେର ପ୍ରତି ଆମୁହଳ୍ୟ କରିବେ,
କାରଣ ତୋମାଦିଗେର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଅଭି ହିତକର । ତୋମାଦିଗେର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଲାଭ ହିଲେ
ସକଳ କୂଳେଇ ଜ୍ଞାତିବାକ୍ୟ ସକଳ ଉଚ୍ଚାରିତ ହିଲେ । ଚିର ପରିଚିତ ପଥ ଯେତ୍ରପଣ
ମୁଖକର ହୟ, ତତ୍କପ ତୋମାଦିଗେର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଯେମ ଆମାଦିଗେର ଜ୍ଞାତିବାକ୍ୟ ସକଳ
ମୁଖକର କରେ ।

୨୬ । ପରମବନ୍ଧୁ ମେଇ ବକ୍ଷ ଦେବତାବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ କୁବ ଓ ଅଧ-
ିବାକ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହଇଯା ହୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ । ଗାତ୍ରୀର ଦୁଷ୍କରେ ଧୌରା ତୀହାର ଯଜ୍ଞେର ଜଳ୍ୟ
ବହମାନ ହିତେଛେ ।

୨୭ । ହେ ଦେବତାଗଣ ! ତୋମରାଇ ଯଜ୍ଞଲାଭେର ଅଧିକାରୀ । ଆମାଦିଗେର
ଉତ୍ତମକର୍ମ ରକ୍ଷାର ଜଳ୍ୟ ତୋମରା ସକଳେ ମିଳିତ ହୁଏ । ହେ ଅଜିଯାଗଣ !
ତୋମରା ଉଦ୍‌ୟୋଗୀ ହଇଯା ଆମାକେ ଅନ୍ଧ ଦିଯାଇଛି, ତୋମାଦିଗେର ମୋହ ମନ୍ତ୍ର ହଇ-
ଯାଇଛେ, ତୋମରା ଏକଣେ ଗୋଧର ଲାଭ କର ।

ହିତୀସ୍ତ ଅଧ୍ୟାୟ ।

୬୨ ପୃଷ୍ଠା ।

ବିଶ୍ଵଦେବ, ପ୍ରଭୃତି ଦେବତା । ନାଭାବେନିଷ୍ଠ ଖବି ।

୧ । ହେ ଅଞ୍ଜିରାଗଣ ! ତୋମରୀ ଯଜ୍ଞୀଯଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଦକ୍ଷିଣୀ ମଂଗ୍ଲ କରିଯା
ଇନ୍ଦ୍ରେର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଓ ଅମରତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାହ । ଅତେବ ତୋମାଦିଗେର ମନ୍ଦିର ହୁଏକ ।
ହେ ମେଧାବୀଗଣ ! ଆସି ମାନବ ଆସିଯାଇଛି, ଆମାକେ ତୋମରୀ ଯଜ୍ଞ ସମାପନେର । ।
ଜଳ୍ୟ ମିଯୁକ୍ତ କର ।

୨ । ହେ ଅଞ୍ଜିରାଗଣ ! ତୋମରୀ ଆମାଦିଗେର ପିତାସ୍ଵରପ, ତୋମରୀ
ଗୋଧିନ ତାଡ଼ାଇଯାଇଯା ଆସିଯାଇଲେ । ତୋମରୀ ଏକ ବନ୍ଦରନାଲ ଯଜ୍ଞ କରିଯା
ଗୋଧିନେର ଅଗହରଙ୍କାରୀ ବଳ ନାମକ ଶକ୍ରକେ ନିଧିନ କରିଯାଇଲେ । ତୋମରୀ
ଦୀର୍ଘ୍ୟାବ୍ୟୁଃ ହେ । ଆସି ମାନବ, ଇତ୍ୟାଦି [ପୂର୍ବ ଖକେର ଶେଷଭାଗେର ସହିତ ଅଭିନ୍ବନ୍ଦି ।

୩ । ଯେ ତୋମରୀ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରଭାବେ ଆକାଶେ ଶୂର୍ଯ୍ୟକେ ଆରୋହଣ କରାଇଯାଇଛ
ଏବଂ ସକଳେର ଜନନୀୟତା ପୃଥିବୀକେ ମୁବିଶ୍ଵିର୍ଣ୍ଣ କରିଯାଇଛ, ମେଇ ତୋମରୀ
ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସନ୍ତୁଳନସମ୍ଭବ ନମ୍ବର ହେ । ଆସି ମାନବ, (ଇତ୍ୟାଦି) ।

୪ । ଏହି ଆସି ନାଭାବେନିଷ୍ଠ ତୋମାଦିଗେର ଭବମେ ଆସିଯା ଯମୋହର
ବକ୍ତ୍ବା କରିତେଛି । ହେ ଦେବପୁତ୍ର ଖବିଗଣ ! ଅବଗ କର । ହେ ଅଞ୍ଜିରାଗଣ !
ତୋମରୀ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବ୍ରକ୍ଷତେଜ୍ଜଃ ଲାଭ କର । ଆସି ମାନବ, (ଇତ୍ୟାଦି) ।

୫ । ମେଇ ମନ୍ତ୍ର ଅଞ୍ଜିରା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମୁଣ୍ଡିଧାରୀ; ତୋମାଦିଗେର କିମ୍ବାକଳାଙ୍ଗ
ଗମ୍ଭୀର, ଅର୍ଥାତ୍ କେହ ସଙ୍କାଳ ପାଇଁ ନା । ମେଇ ଅଞ୍ଜିରାଗଣ ଅଗ୍ନିର ପୁତ୍ର, ତୋହାରା
ଚତୁର୍ଦ୍ଦିକେ ଆବିର୍ଭୂତ ହିଲେମ ।

୬ । ତୋହାରା ଅଗ୍ନିର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିକେ ଆବିର୍ଭୂତ ହିଲେନ, ନାମା ମୁର୍କିତେ ଗଗ-
ନେର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିକେ ଉଦୟ ହିଲେନ । କେହ ନବଞ୍ଚ ଅର୍ଥାତ୍ ମତ ମାସ ଯଜ୍ଞେର ପର ଗୋଧିନ
ପାଇଯାଇଲେ; କେହ ଦଶଥ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦଶ ମାସ ଯଜ୍ଞ କରିଯା ଗୋଧିନ ପାଇଯାଇଲେ;
ବିନି ଅଞ୍ଜିରାଦିଗେର ଯଥେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତିବି ଦେବତାଦିଗେର ସହିତ ଏକତ୍ର
ଆବଶ୍ୱିତ କରିଯା ଆମାକେ ଧରଦାନ କରିତେଛେ ।

୭ । ତୀହାରା ଇଜ୍ଞେର ସାହାଯ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯା କର୍ମବୁଢ଼ାନ କରିତେ କରିତେ ଅଶ୍ୱୁତ୍ତ ଓ ଗୋଧନୟୁକ୍ତ ଗୋଟି ଉକ୍ତାର କରିଯାଛେ, ତୀହାରା ବିଶ୍ଵିଳ କର୍ମବୁଢ଼ ଏକମହିମ ଗାତ୍ରୀ ଆମାକେ ଦାନ କରିଯା ଦେବତାଦିଗେର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଜ୍ଞୀୟ ଅତି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଯାଛେ ।

୮ । ଏହି ମୁସରଙ୍ଗ ଶୌତ୍ର ହୁକ୍ତି ହିଉକ, ଇଲି ଜଳମୟୁକ୍ତ ଆର୍ଦ୍ରବୁଢ଼ ବୀଜେର ନ୍ୟାୟ ଶୀଘ୍ର ଅଛରିତ ଓ ହୁକ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଟନ, କାରଣ ଇଲି ଶତଅଶ୍ଵ ଓ ମୁହଁରାଗାତ୍ମୀ ଏଥିନାଟି ଦାନ କରିତେ ଉତ୍ସାତ ହଇଯାଛେ ।

୯ । ତିନି ସର୍ବେର ଉଚ୍ଚ ଅନ୍ଦେଶେର ନ୍ୟାୟ ଉତ୍ସତାବେ ଅବହିତ ଆଛେ, ତୀହାର ତୁଳ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିତେ କାହାର ସାଧ୍ୟ ନାହିଁ । ସାରଣ୍ୟ ମୁସର ଦାନ ନାହିଁ ନ୍ୟାୟ ଧରାତାଳେ ବିଶ୍ଵିଳ ହଇଯାଛେ ।

୧୦ । ଯତୁ ଓ ତୁର୍ବୀନମେ ଦାନ ଜାତୀୟ ଦୁଇ ରାଜା(୧) ଗାତ୍ରୀବର୍ଗେ ପରିହିତ ହଟିଲା ଏବଂ ଅତି ମୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ କହିତେ କହିତେ ମେହି ମୁସର ତୋଜନେର ଜଳ ଆଯୋଜନ କରିଯା ଦେଇ ।

୧୧ । ଯୁ ମୁହଁରାଗାତ୍ମୀ ଦାନ କରେନ, ତିନି ଏକଜନ ଅଧାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ତୀହାର ଯେବେ କୋନ ଅନିଷ୍ଟ ନୀ ହୁଏ । ତୀହାର ଦାନ ସୁର୍ଯ୍ୟର ସନ୍ଦେ ସ୍ପର୍ଧା କରିଯା ମର୍ବତ୍ତ ଗତିବିଧି କରକ । ଦେବତାଗଣ ମେହି ମୁହଁର ପରମାମୁଃ ହୁକ୍ତି କରନ । ତୀହାର ମିକଟ ଆମରା ଅମ୍ବରତ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯା ଥାକି ।

୬୩ ପୃଷ୍ଠା ।

ପଥ୍ୟାନ୍ୟଭି ଓ ବିଶ୍ଵଦେବ ଦେବତା । ଗୁରୁ ଖବି ।

୧ । ଯେ ମକଳ ଦେବତା ଅତି ଦୂରଦେଶ ହଇତେ ଆସିଯା ମୁସରାଦିଗେର ସହିତ ଯକ୍ଷୁକ୍ତ କରେନ, ସୀହାରା ବିଦ୍ୱାମେର ପୁନଃ ମୁସର ମୁହଁରାଦିଗେର ଅତି ମୁକ୍ତ ହେଇ ତାହାଦିଗକେ ଆଶ୍ରମ ଦାନ କରେନ; ସୀହାରା ନିଷ୍ଠପୁନ୍ତ ଯଜ୍ଞ ଯଜ୍ଞୀ ଅଧିକାମ ହରେନ, ତୀହାରା ଆମାଦିଗେର ଯକ୍ଷଳ କରନ ।

୨ । ହେ ଦେବତାଗଣ ! ତୋଜାଦିଗେର ମକଳ ନାମଇ ନମକାର କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ, ବନ୍ଦରୀର ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ଉଚ୍ଚାରଣ୍ୟୋଗ୍ୟ । ସୀହାରା ଅଦିତିର ଗର୍ଭେ

(୧) ଦାନ ରାଜାଦିଗେର ଉତ୍ସର୍ଗ ।

জগ্নিয়াছেন, কিংবা জলে, কিংবা পৃথিবী হইতে জগ্নিয়াছেন, তাহারা সকলে আমার এই আহ্বান প্রবণ করন।

৩। সকলের জননোভূতী পৃথিবী যাহাদিগের অন্য মধ্যের দুষ্ক বহাইয়া দেন, এবং যেস সমাকীর্ণ অবিনাশী আকাশ অমৃত ধারণ করেন, সেই সকল অদিতি সম্ভান দেবতাদিগকে স্বব কর, তাহাতে মঙ্গল হইবে, তাহা-দিগের ক্ষমতা অতি অগংসনৌয়, তাহারা হাস্তি আহরণ করেন, তাহাদিগের কার্য্য অতি শুভ।

৪। সেই সকল প্রবল পর্বক্রান্ত দেবতা লোকের নিকট পুজ্য পাই-বাঁর জন্ম অমরত্বগুণ লাভ করিয়াছেন। তাহারা অবিশেষ নয়নে মধুময়-দিগকে দর্শন, অর্থাৎ তত্ত্বাবধান করেন। তাহাদিগের রথ জোতির্ময়, তাহাদিগের কার্য্যের দিম্ব মাই, তাহারা রিষ্পাপ; তাহারা লোকের মঙ্গলের জন্য স্বর্গের উভত প্রদেশে বাস করেন।

৫। যাহারা উজ্জ্বল সম্পদ হইয়া উজ্জ্বলসূর্যিতে যজ্ঞে আসি-যাচ্ছেন, যাহারা দুর্বল হইয়া স্বর্গে বাস করেন, সেই সকল অধিঃম দেবতাকে অমোর্বাঙ্কে এবং সুরচিত স্বর্বের দ্বারা সেবা কর এবং সকলের অন্য অদিতিকে সেবা কর।

৬। হে তোমসম্পদ সমস্ত দেবতা ! তোমরা বতশুলি আছ, তোমরা যে স্বব প্রাপ্ত হইয়া থাক, কে তোমাদিগের অন্য সেই স্বব অক্ষত করে ? হে বংশরক্ষিসম্পদ দেবতাগণ ! যে যজ্ঞ পাপ হইতে ত্রাণপূর্বক কল্যাণ বিভূত করে, কে তোমাদিগের অন্য সেই যজ্ঞের আয়োজন করে ?

৭। যম অগ্নি প্রজ্ঞলিত নরিয়া শক্তাশুক্ত চিত্তে সান্তজন হোতা লইয়া যে সকল দেবতার উদ্দেশে অতি উৎকৃষ্ট হোমের জ্যো উৎসর্গ করিয়াছেন, সেই সমস্ত দেবতাগণ ! আমাদিগকে অভয় দান করন এবং মুখী করন, আমাদিগের সকল বিষয়ে সুবিধা করিয়া দিন এবং কল্যাণ বিভূত করন।

৮। যাহাদিগের বুদ্ধি উৎকৃষ্ট এবং আম সুস্মর, যাহারা স্বাবর জন্ম সমস্ত জগতের অধীশ্বর, হে তাদৃশ দেবতাগণ ! একশে আমাদিগকে অঙ্গীত ও ভবিষ্যৎ সকল পাপ হইতে পার কর এবং কল্যাণ বিভূত কর ।

৯। আমরা সকল যজ্ঞে ইন্দ্রকে আহ্বান করিয়া থাকি, তাহাকে আহ্বান করিতে আবশ্য হয়। তাবৎ দেবতাবর্গকেও আহ্বান করি, তাহারা পাপ হইতে মুক্তি দেন, তাহাদিগের কার্য্য সুন্দর, আমরা কল্যাণ ও ধন লাভের জন্য অগ্নি, মিত্র, বৰুণ, ভগ, দ্যাবাপৃথিবী ও যকৃৎগণকে আহ্বান করিয়া থাকি।

১০। আমরাম জলের জন্য দ্যুলোকস্মরণপ লৌকাতে আরোহণ করিয়া যেন দেবতা প্রাপ্ত হই(১)। এই লৌকাতে আরোহণ করিলে রক্ষা পাইবার বিষয়ে কোন ভয়ই নাই; ইহা অতি বিস্তীর্ণ; ইহাতে আরোহণ করিলে সুখী হওয়া যাব; ইহার ক্ষম্ব নাই; ইহার গঠন অতি চমৎকার; ইহার চরিত্র সুন্দর; ইহা নিষ্ঠাপ ও অবিলাশী।

১১। হে যজ্ঞভাগপ্রাহী তাবৎ দেবতাগণ! আমাদিগকে আশ্রয় দিবে ইহা স্বীকার কর। সাংঘাতিক দুর্গতি হইতে আমাদিগকে ঝাঁঁগ কর। এই সত্যস্মরণ যজ্ঞের আয়োজন করিয়া তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি। অবগ কর, রক্ষা কর এবং কল্যাণ বিতরণ কর।

১২। হে দেবতাগণ! আমাদিগের রোগ ও সর্বপ্রকার অবস্থা বুদ্ধি দ্বৰ কর। সঁৰ না করিবার বুদ্ধিযেন আমাদিগের না হয়। দুষ্টোশয় ব্যক্তির দ্বৰুদ্ধি দ্বৰ কর। আমাদিগের শক্রবর্গকে অতিদ্বৰে লইয়া যাও। আমাদিগকে বিশিষ্ট সুখ ও কল্যাণ দান কর।

১৩। হে অদিতি সন্তান দেবতাগণ! তোমরা যাহাকে উত্তম পথ দেখাইয়া দিয়া সমস্ত পাপ হইতে পার করিয়া কল্যাণে উপনীত কর, এতাদৃশ যে কোন ব্যক্তিই শ্রীমদ্বিশালী হয়, তাহার কোন অনিষ্ট ঘটে না, সে ধর্মকর্ম অঙ্গুষ্ঠান করে এবং তাহার বংশ বৃক্ষি হয়।

১৪। হে দেবতাগণ! অৱ লাভের জন্য তোমরা যে রথকে রক্ষা কর, হে যকৃৎগণ! যুক্তের সময় সঞ্চিত ধন লাভের জন্য তোমরা যে রথ রক্ষা কর; হে ইন্দ্র! তোমার সেই বে রথ,—যাহা প্রাপ্তঃকালে যুক্ত গমন করে, তাহাকে ভজন কর। উচিত, যাহাক কেহ ধূংস করিতে পারে না, আমরা যেন সেই বৃথে আরোহণ পূর্বক কল্যাণভাগী হই।

(১) দেবতা প্রাপ্তির কথা।

১৫। কি সুপর্যে, কি অকৃতিতে, আমাদিগের কল্যাণ হউক ; অল্লে, কি যুক্তে আমাদিগের কল্যাণ হউক ; যে স্থানে সকল অন্তর্শস্ত্র মিহেপ হইতেছে, এরপ সৈন্যদেহে আমাদিগের কল্যাণ হউক ; যথায় পুজ্জ উৎপন্ন হয়, আমা-দিগের সন্তুষ্টির সেই স্তুযোগিতে কল্যাণ হউক। হে দেবতাগণ ! ধৰ্ম লাভের অন্য আমাদিগের মঙ্গল বিধান কর ।

১৬। যে পৃথিবী পথে গথন কালে মঙ্গল করিয়া থাকেন ; যিনি সর্ক-শ্রেষ্ঠ ধৰে পরিপূৰ্ণ ; যিনি রমণীয় যজ্ঞ স্থানে উপস্থিত আছেন ; তিনি কি গৃহে, কি অরণ্যে আমাদিকে রক্ষা করন ; দেবতারা তাহাকে রক্ষা করল, আমরা যেন সুখে তাহাতে বাস করি ।

১৭। হে সমস্ত অদিতি ! হে অদিতি ! ধ্যানপরায়ণ প্রুতি তনয় গয় এই রূপে তোমাদিগকে সংবর্ধনা করিলেন। আমাদিগের প্রসাদে অমূল্যগণ প্রভুত্ব প্রাপ্ত হয়। তাবৎ দেবতাগণকে গয় স্তব করিলেন ।

৬৪ শুক্র।

বিষদেব দেবতা। গয় শব্দ।

১। যজ্ঞের সময় দেবতারা আমাদিগের স্তব শুনিয়া থাকেন। তাহাদিগের মধ্যে কাহার স্তব কি উপর্যো উক্তম রূপে রচনা করি ? কে আমাদিগেকে কৃপা করেন ? কে সুখ বিধান করেন ? কেই বা রক্ষা করিবার অন্য আমাদিগের নিকট আসেন ?

২। অনুষ্ঠান সকল অনুষ্ঠিত হইতেছে ; দেবতাদিগের স্তব সকল ক্ষদয়ের মধ্যে রহিয়াছে ; উৎকৃষ্ট ভাব সকল স্ফুর্তি পাইতেছে ; মনের প্রার্থনা সকল উপস্থিত হইয়াছে ; আমার মনের অভিলাষগুলি দেবতাদিগের দিকেই বাঁধা আছে। তাহারা বাতৌত সুখদাতা আর কেহ নাই ।

৩। অমূল্যগণ যাহাকে বর্ণনা করেন, সেই পূৰ্ণাদেবকে স্তবের দ্বারা পূজা কর ; দেবতারা যাহাকে প্রজ্ঞালিত করিয়াছেন, সেই দুর্কর্ষ অগ্নিকে স্তবের দ্বারা পূজা কর । স্বর্ণ ও চন্দ্ৰ এ যৰ ও দিব্যলোকবাসী ত্রিত ও বার ও উৰু ও বৰ্ণিত ও অশিষ্যতাকে স্তব কর ।

୪ । ଜୀବି ଅଗ୍ନି କି ଏକାରେ ଏବଂ କି ସାଂକ୍ୟଦ୍ଵାରା ବୁଝିବୁଣ୍ଡ ହେଲେ । ବୃଦ୍ଧିପତି ନାମକ ଦେବତା ମୁରଚିତ ଭବେର ଦ୍ଵାରା ପରିତ୍ରଣ ହେଲେ । ଅଜ ଏକ-ପାଦ ଓ ଅହିରୁଷ୍ମ ଆଶାଦିଗେର ଆହ୍ଵାନକାଳେ ମୁରଚିତ ଭବ ସକଳ ଶ୍ରବଣ କରନ ।

୫ । ହେ ଅବିନାଶୀ ପୃଥିବୀ ! ଯୁଦ୍ଧେର ଜୟ ବାପାରେର ସମୟ ତୁ ଦ୍ଵି, ଯିତ୍ର ଓ ବକଳ ଏହି ତୁଇ ରାଜାର ପରିଚର୍ଯ୍ୟ କରିଯା ଥାକ । ସେଇ ସର୍ବ ବୃଦ୍ଧ ରୁଥେ ଆରୋହନପୂର୍ବକ ଶବେଃ ଶବେଃ ଗମନ କରେନ, ତାହାର ଜୟ ନୂନୀ ଘୁର୍ଭିତେ ହୁଁ ; ସମ୍ପଦିତ ତାହାର ଆହ୍ଵାନକର୍ତ୍ତା ।

୬ । ଇତ୍ତେର ବେ ସକଳ ବୋଟକ ନିକ୍ଷେ ହିତେ ଯୁଦ୍ଧେର ସମୟ ବିଶ୍ଵର ଧନ ଶର୍କଦିଗେର ନିକଟ ହରଣ କରିଲ ; ଯାହାରା, ଯେନ ଯଜ୍ଞେର ସମୟ, ସର୍ବଦାଇ ସହାୟ ଧନ ଦାନ କରେନ, ଯାହାରା ମୁଶିକ୍ଷତ ବୋଟକେର ମତ ପରିମିତ ରୂପେ ଚରଣ କ୍ଷେପ କରେ, ତାହାରା ସକଳେ ଆଶାଦିଗେର ଆହ୍ଵାନ ଶ୍ରବଣ କରକ, ନିମସ୍ତଳ ପ୍ରଥମ କରିତେ ତାହାରା କଥନଇ ପରାମ୍ରଥ ନହେ ।

୭ । ହେ ଶ୍ରବକର୍ତ୍ତାଗଣ ! ରଥଯୋଜନାକାରୀ ଦୟାକୁ ଏବଂ ବଳକାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଇତ୍ତେକେ ଏବଂ ପୁଷ୍ପକେ ଶ୍ରବ କରିଯା ତୋମାଦିଗେର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସୌକାର କରାଣ୍ଟ । ତାହାରା ସକଳେ ଏକ ଧନ ଓ ଅନନ୍ୟମଳୀ ହଇଯା ମୁଦ୍ୟେର ପ୍ରସବ ସମୟେ ଅର୍ଥାଂ ଏଭାବେ ଯଜ୍ଞେ ଉପାସିତ ହେଲେ ।

୮ । ଏବାହଶାଲିନୀ ତ୍ରିଶୁନିତ ସମ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ନନ୍ଦୀ ଏବଂ ଜଳ, ବନତକର୍ତ୍ତା, ପର୍ବତ, ଅଗ୍ନି, କୃଣାମୁ ନାମକ ଦେବ, ବାଣକ୍ଷେପକାରୀ ଗନ୍ଧର୍ତ୍ତଗଣ, ତିଥ୍ୟ, କର୍ତ୍ତା ଏବଂ କର୍ତ୍ତାଦିଗେର ମଧ୍ୟେ ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତା, ଆଶ୍ରମ ପାଇବାର ଜଳ ଇହ-ଦିଗେର ସକଳକେ ଆମରା ଆହ୍ଵାନ କରିରେଛି ।

୯ । ସରମ୍ଭତୀ, ସରୟୁ, ଏବଂ ସିଙ୍ଗୁ(୧) ଏହି ସକଳ ଯହାତରଙ୍ଗଶାଲିନୀ ଏବାହଶାଲିନୀ ନନ୍ଦୀ ବଳ୍କୀ କରିତେ ଆସୁନ । ଜଳ ଶୈରଣକାରିଣୀ ଜନନୀ-ଅନ୍ତପା ଏହି ସକଳ ଦେବୀ ଆଶାଦିଗକେ ସୃତଭୁଲ୍ୟ, ମଧୁଭୁଲ୍ୟ, ଜଳ ଦାନ କରନ ।

୧୦ । ସେଇ ବିପୁଲ ଦୀଙ୍ଗଶାଲିନୀ ଦେବତା ଏବଂ ଦେବ ପିତା ଭକ୍ତା ନିଜ ପୁତ୍ର ଦେବତାଦିଗେର ସହିତ ଆଶାଦିଗେର ବାଂକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରନ । ଆମରା ଉତ୍ସମ

୧ (୧) ସରମ୍ଭତୀ, ସରୟୁ ଓ ସିଙ୍ଗୁ ନନ୍ଦୀର ଉତ୍ସେଷ ।

ଉତ୍ତମ ଶ୍ଵର ଉଚ୍ଛାରଣ କରିତେଛି, ଆମାଦିଗକେ ଇନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବାଜ ଏବଂ ରଥପତି ଭଗୀ ରଙ୍ଗୀ କରନ ।

୧୧ । ମହଦର୍ଗଣ ଦେଖିଲେ ତେମନି ବୃଦ୍ଧିର, ସେମନ ଅଛି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ ରମଣୀୟ ! ତତ୍ତ୍ଵପୂର୍ବ ମହଙ୍ଗଣେର ଶ୍ଵରେ ମନ୍ଦଳ ହଇଯା ଥାକେ । ତୋକଦିଗେର ମଧ୍ୟେ ଆମରୀ ଗୋଧମେ ଧଳୀ ହଇଯା ଯେନ ସମ୍ମାନୀ ହିଁ । ସେଳ ସର୍ବଦାଇ ଆମରୀ ଶ୍ଵରେ ଦ୍ୱାରା ଦେବତାଦିଗକେ ଭଙ୍ଗା କରି ।

୧୨ । ହେ ମହଙ୍ଗଣ ! ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ହେ ଦେବତଗଣ ! ହେ ବରଗ ! ହେ ମିତ୍ର ! ତୋମାଦିଗେର ପ୍ରସାଦେ ଆସି ଯେ ଶୁଦ୍ଧତି ପ୍ରାପ୍ତ ହଇଯାଛି, ସେଇବା ଗାଭୀ ଦୁଃଖେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ତତ୍ତ୍ଵପ ଦେଇ ଶୁଦ୍ଧତିକେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର । ତୋମରୀ ଆମାର ଶ୍ଵର ଶ୍ରୀଦର୍ଶନଙ୍କ ଅବେଳା ବାର ବୁଥାରୋହଣେ ଯଜ୍ଞେ ଆମିଯାଛ ।

୧୩ । ହେ ମହଙ୍ଗଣ ! ତୋମରୀ ସେମନ ପୂର୍ବେ ଅନେକ ବାର ଆମାଦିଗେର ବ୍ରଜୁଦେବ ଅଶ୍ଵରୋଧ ରଙ୍ଗୀ କଟିଯାଛ, ତତ୍ତ୍ଵପ ଏଥମଣ କର । ଆମରୀ ଯେ ଷାଳେ ସର୍ବଶ୍ରଦ୍ଧା ଯଜ୍ଞଦେବୀ ସଂଷ୍ଠାପନ କରି, ତଥାର ପୃଥିବୀ ଆମାଦିଗେର ଆତ୍ମୀୟର ନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ ।

୧୪ । ମେହି ସର୍ବଜନବିଦିତ ଦ୍ୟାବାପୃଥିବୀ ଅତି ମହତୀ ଜନମୌନ୍ଦରପା, ମେହି ଦୁଇ ଦେବୀ ଯଜ୍ଞେର ସମୟ ନିଜ ପୁନ୍ର ଦେବତାଦିଗେର ସହିତ ଆଗମନ କରେଲ, ତୁଂହାର ଉତ୍ତେ ଦୁଇ ତୁଳନକେ ମାତ୍ରା ଉପାଯେ ଧାରନ କରିରା ବାଧେନ । ତୁଂହାରୀ ପିତୃଜୋକନିଗେର ସହିତ ମିଲିତ ହଇଯା ପ୍ରଚୂର ଶୁଦ୍ଧ, ଅର୍ଥାତ୍ ହାତିବାରି ଦେଚମ କରେନ ।

୧୫ । ମେହି ହୋମେର ମନ୍ତ୍ର ସର୍ବଶ୍ରଦ୍ଧାର କାମ୍ୟାଷ୍ଟର ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରେ, ମେହି ଯତ୍ନ ପ୍ରଧାନ ବାଜ୍ଜିଦିଗକେ ପାଲନ କରେ, ମେ ଅଧିଆସ୍ତ ଦେବତାଦିଗକେ ଶ୍ଵର କରିତେହେ ! ମେହି ଯତ୍ନେ ମଧୁ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଅନ୍ତର ହୃଦୟ ବଲିଯା କୌଣସି ଆହେ । ବିଦ୍ୱାନଗଣ ଶ୍ଵରେ ଦ୍ୱାରା ଦେବତାଦିଗକେ ଯଜ୍ଞକାର୍ଯ୍ୟକ କରିଯାଛେ ।

୧୬ । ଏହି ରଙ୍ଗେ ଗମ ଥିବ, ଯିନି ଜୀବମଳ୍ପାର, ଯାହାର ବିଶ୍ଵର ଶ୍ଵରେ ସମ୍ମାନ ଆହେ, ଯିନି ଯଜ୍ଞାହୁତୀଳ ଜାମେଲ; ମେହି ପ୍ରେରଣୀ ଗମ ଥିବ ବିଶିଷ୍ଟ ଥର କାମଳାଦାରୀ ପ୍ରେରଣୀ ହଇଯା ତାବେ ଦେବତାଦିଗକେ ଉତ୍ସବ ଉତ୍ସବ ଶ୍ଵର ଓ ଶ୍ଵରେ ଦ୍ୱାରା ଏହି ରଙ୍ଗେ ଅପ୍ୟାନ୍ତିତ କରିଲେମ ।

୧୭ । ପୂର୍ବ ଶୁଦ୍ଧେର ଶେଷ ଥାକେଯ ସହିତ ଅଭିନ୍ନ ।

୬୫ ପ୍ରକ୍ରିୟା ।

ବିଶ୍ୱଦେବ ଦେବତା । ବସ୍ତୁକର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ ।

୧ । ଅଗ୍ନି, ଇନ୍ଦ୍ର, ବକ୍ରଣ, ଯିତ୍ର, ଅର୍ଯ୍ୟମୀ, ବାୟୁ, ପୁଷ୍ଟି, ସରସ୍ଵତି, ଆଦିତ୍ୟ-
ଗଣ, ବିଷୁଵ ମହାଗଣ, ମୁହଁ ଶ୍ରଗ୍, ସୋମ, କୁଞ୍ଜ, ଅଦ୍ଵିତୀ, ବ୍ରଜନମ୍ପତି, ଇହାରୀ
ମକଳେ ପରମ୍ପରା ମିଲିତ ଆଛେନ ।

୨ । ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ଅଗ୍ନି, ଇହାରୀ ଶିଷ୍ଟପାଳନ କର୍ତ୍ତା, ଇହାରୀ ଯୁଦ୍ଧର ମଧ୍ୟ
ଏକତ୍ର ହଇଯା ନିଜ କ୍ଷମତାଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁଦିଗକେ ତାଁଡ଼ାଇଯା ଦେମ ଏବଂ ପ୍ରକାଶ
ଆକାଶ ଆପନ ତେଜେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରେନ । ହୃତୟୁକ୍ତ ସୋମରମ ତାଁହାଦିଗେର
ବଳ ବାଢ଼ାଇଯା ଦେଇ ।

୩ । ମେହି ମହେ ଅପେକ୍ଷାଓ ମହେ ଓ ଅବିଚଳିତ ଓ ବଜ୍ରକିକାରୀ ଦେବତା-
ଦିଗେର ଉଦ୍ଦେଶେ ଆମି ଯଜ୍ଞ ଅବଗତ ହଇଯା ସ୍ଵବନମୂହ ପ୍ରେରଣ କରିତେଛି, ଯାହାରୀ
ମୁକ୍ତି ମେଘ ହିତେ ଜଳ ବର୍ଷଣ କରେନ, ମେହି ପରମ ବନ୍ଧୁ ଦେବତାଗଣ ଆମାଦିଗକେ
ଥଳ ଦାନ କରିଯା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରନ ।

୪ । ମେହି ଦେବତାରୀ ମକଳେର ନାୟକନ୍ଦରପ ମୂର୍ଖକେ ଏବଂ ଆକାଶକୁ ଏହ
ଲକ୍ଷ୍ମାନିକେ ଏବଂ ଦୁଲୋକ ଓ ଭୁଲୋକ ଓ ପୃଥିବୀକେ ନିଜବଳେ ସ୍ଵର୍ଗବନ୍ଦୀ
କରିଯା ରାଖିଯାଇଛେ । ତାଁହାରୀ ଧନଦାନକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିବର୍ଗେର ନ୍ୟାୟ ଉତ୍ତମ ଦାନ
କରିଯା ମନୁଷ୍ୟାଦିଗକେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିତେଛେ । ମନୁଷ୍ୟାଦିଗେର ନିକଟ ଥଳ ପ୍ରେରଣ
କରେନ, ଏକାରଣ ତାଁହାଦିଗକେ ସ୍ଵବ କରା ହିତେଛେ ।

୫ । ଯିତ୍ର ଓ ଦାତାବକ୍ଷଣକେ ହୋମେର ଦ୍ରବ୍ୟ ବିବେଦମ କର । ତାଁହାରୀ
ଦୁଇ ଜନ ରାଜ୍ୟାବଳୀର ରାଜୀ, ତାଁହାରା କଥନ ଅମନୋମୋଗୀ ହେଲେ ନା, ତାଁହାଦିଗେର
ଧାର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତମକୁଳପେ ସଂଧାରିତ ହଇଯା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୌଷିଣ୍ୟ ପାଇତେଛେ । ଦୁଇ ଦ୍ୟାୟ-
ପୃଥିବୀ ତାଁହାଦିଗେର ନିକଟ ଯାଚକେର ଭାବେ ଅବଶ୍ୱିତ ଆଛେନ ।

୬ । ଯେ ଗାଭୋ ଅପ୍ରାର୍ଥିତ ହଇଯା ପବିତ୍ରହାନ ଘରେ ଆଗମନ କରେ, ଯେ
ଦୁଃ୍ଖ ଦାମପୁର୍ବକ ଯଜ୍ଞକର୍ମ ସମ୍ପଦ କରେ । ମେହି ଗାଭୋ ଆମୀର ପ୍ରକ୍ଷାବମତେ
ଦାତାବକ୍ଷଣକେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦେବତାକେ ହୋମେର ଦ୍ରବ୍ୟ ଦାନ କରଣ ଏବଂ
ଦେବତାର ମେବକ ଯେ ଆମି, ଆମାକେ ରକ୍ଷା କରନ ।

৭। যাঁহাঁরা নিজ তেজে আকাশপূর্ণ করেন, অগ্নিই যাঁহাদিগের জিহ্বা, যাঁহারা যজ্ঞের হৃক্ষি করেন, তাঁহারা অপান আপন স্থান বুঝিয়া যজ্ঞস্থানে বনিতেছেন। তাঁহারা আকাশকে উন্নত করিয়া জল নির্গত করিয়াছেন এবং যজ্ঞ স্থষ্টি করিয়া আপনাদিগের শরীর চুরিত করিয়া দেন।

৮। দ্যাবা ও পৃথিবী ইঁহারা সর্বস্থান বাঁপিয়া আছেন, ইঁহারা সকলের জাতা পিতৃস্বরূপ, সকলের পৃষ্ঠৈ জমিয়াছেন, উভয়েরই প্রাণ এক; উভয়েই যজ্ঞস্থানে বাস করেন। উভয়ে এক মন। হইয়া সেই মহীয়ানু বকশকে যুত্ত্বুক্ত দুর্ঘ দিতেছেন।

৯। মেষ আর বায়ু, ইঁহাঁরা হৃষি বর্ষণকারী জলের ভাণ্ডার ধারণ করেন। ইন্দ্র ও বায়ু, বৰুণ, যিৰ্ত্ত, অর্ঘ্যমা, ইঁহাদিগকে এবং অদিতি-সন্তান দেবতাদিগকে এবং অদিতিকে আহ্বান করিতেছি। যাঁহাঁরা পৃথিবীতে, বা আকাশে, বা জলে থাকেন, তাঁহাদিগকেও ডাকিতেছি।

১০। হে খতুগণ ! যে গোম দেবতাদিগের আহ্বানকর্তা হন্তা ও বায়ুর নিকট তোমাদের মন্ত্রের অন্য গমন করে ; অপিচ হৃহস্পতি ও হত্রমিদ্ব-কারী স্মৃতি ইজ্ঞের নিকট গমন করে, ইজ্ঞের প্রীতিপ্রদ সেই সোমকে আমরা ধনের জন্য যাঁচ্ছা করি।

১১। সেই দেবতারা পুণ্যকর্ম ও গাভী ও অশ্ব উৎপাদন করিয়া-ছেন, হৃষ্মতা ও বৰতক এবং পৃথিবী ও পৌর্বতদিগকে স্থষ্টি করিয়াছেন; তাঁহাদিগের সাম অতি চমৎকার, তাঁহারা পৃথিবীতে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট কাষ্য সম্পন্ন করি-য়াছেন।

১২। হে অশ্বিদ্বয় ! তোমরা ভুজ্যকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া-ছিলে, বধিমতী লাঙ্গী রমণীকে পিঙ্গলবর্ণ এক পুত্র দিয়াছিলে, বিমুং শ্রবিকে সুরূপাভার্দ্বা আবিয়া দিয়াছিলে এবং বিশ্বক শ্রবিকে বিষ্টাপু-র্বংশক পুত্র দান করিয়াছিলে।

১৩। অন্তর্ধারিণী ও বজ্জ্বেল ন্যায় বির্দ্ধোব্যুক্তা দৈববাণী এবং এক পাদ অঙ্গ এবং আকাশে ধারণকর্তা ও জলী ও সমুদ্রের জল এবং

ତୋବେ ଦେବତା ଯାହାରୀ ସକଳେ ଆମାର ବାକା ଅବଶ କରନ୍ତି । ଆରନାନୀ
ଭାବ ଓ ନାନୀ ଚିନ୍ତା ଯାହାର ସଙ୍ଗେ ଜଞ୍ଜେ ଥାଏ, ମେହି ମରନ୍ତିବୌଦ୍ଧ ଅବଶ
କରନ୍ତି ।

୧୫ । ଯାହାନ୍ଦିଗେର ସଙ୍ଗେ ନାନୀ ଭାବ ଓ ନାନୀ ଚିନ୍ତା ବିଦ୍ୟମାନ ଆଛେ,
ଯାହାନ୍ଦିଗେର ଉଦ୍‌ଦେଶେ ମୟୁ ସଜ୍ଜ କରିଯାଇଛେ, ଯାହାରୀ ଅମତ, ଯାହାରୀ ସଜ୍ଜ
ଉତ୍ସମରଣ ଆମେଲେ, ଯାହାରୀ ସକଳେ ଏକତ୍ର ହଇଯା ହୋଇର ଦ୍ରୟ ପ୍ରହଳି
କରେଲେ, ଯାହାରୀ ସକଳି ଅବଗତ ଆଇଛେ, ମେହି ସକଳ ଦେବତାଙ୍ଗଣ ଆମାନ୍ଦିଗେର
ସମ୍ପଦ କୁବ ଏବଂ ଉତ୍ସମରଣପୈ ନି ବେଦିଅତ୍ତବ ପ୍ରହଳି କରନ ।

୧୬ । ବଶିଷ୍ଠେବଂଶସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଖ୍ୟାତ ଆମର ଦେବତାନ୍ଦିଗକେ ବନ୍ଦମା କରି-
ବାହେଲେ । ମେହି ଦେବତାରୀ ସମ୍ପଦ ଭୁବନ ଆୟୁତ କରିଯା ରାୟିଯାଇଛେ ।
ତୋହାରୀ ଆମାନ୍ଦିଗକେ ଆମ୍ୟ ଉତ୍ସକ୍ଷେତ୍ର ଧନ ଦାନ କରେଲ । ହେ ଦେବତାଙ୍ଗଣ ! ତୋହାରୀ
ମନ୍ଦିଳ ବିଦ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଆମାନ୍ଦିଗକେ ସର୍ବଦା ରକ୍ଷା କର ।

୬୬ ପୃଷ୍ଠା ।

ଅବିଶ ଦେବତା ପୂର୍ବବନ୍ଦ ।

୧ । ଯେ ସକଳ ଦେବତା ସର୍ବଜ୍ଞ, ଇନ୍ଦ୍ରାଇ ଯାହାନ୍ଦିଗେର ଅଧାନ, ଯାହାରୀ ତ୍ୟାଗ
ହଜେତ ହକ୍କି ସମ୍ପାଦନ ବରେଲେ ଏବଂ ଅତି ଚମକାର ହକ୍କି ଆଶ୍ରୁ ହଇଯାଇଛେ,
ଯାହାନ୍ଦିଗେର ମୟ ଉତ୍ସକ୍ଷେତ୍ର, ଯାହାରୀ ସଜ୍ଜକେ ଆଲୋକମୟ କରେଲ, ମେହି ବହୁଅନ୍ତର-
ଶମ୍ଭାଲ ଦେବତାନ୍ଦିଗକେ ଡାକିତେଛି ।

୨ । ଯାହାରୀ ଇନ୍ଦ୍ରକର୍ତ୍ତ୍ଵ ଉତ୍ସପାଦିତ ହଇଯା ଏବଂ ବକ୍ରକର୍ତ୍ତ୍ଵ ଆନିଷ୍ଟ
ହଇଯା ତୋାତିର୍ମୟ ସ୍ଵର୍ଗେର ଗତିପଥ ପାରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଯାଇଛେ, ମେହି ଶକ୍ତ ସଂହାର-
କାରୀ ଅକୁଳଙ୍ଗଣେର କୁବ ଚିନ୍ତା କରି । ହେ ବିଦ୍ୟାନ୍ଦିଗେର ସଜ୍ଜ
ଆଯୋଜନ କର ।

୩ । ଇନ୍ଦ୍ର ସମୁଦ୍ରିଗେର ସହିତ ଆମାନ୍ଦିଗେର ଶୃଷ୍ଟ ରକ୍ଷା କରନ । ଅନିତ
ଆନ୍ତର୍ଜାନ୍ଦିଗେର ସହିତ ଆମାନ୍ଦିଗେର ଶୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାନ କରନ । କର୍ତ୍ତବେ କର୍ତ୍ତବେ
ଦୁର୍ଗାରେ ସହିତ ଆମାନ୍ଦିଗକେ ଶୁଦ୍ଧ କରନ । ଦୁଷ୍ଟ ପଢ଼ୀମୟତ ଆମାନ୍ଦିଗେର
ଶୁଦ୍ଧ ବର୍ଜନ କରନ ।

৪। অনিতি, দ্যাবাপৃথিবী, অধীন সতা, ইস্র ও বিষ্ণু, মুক্তগণ, অকাশ স্বর্গ, অনিতি সন্তান দেবতাগণ, বন্দুগণ, কুজ্জগণ এবং উত্তমতা। শূর্য, ইঁহাদিগকে ডাকিতেও যে ইঁহারা। আমাদিগকে রক্ষা করন।

৫। তজ্জাধিপতি বিবিধ বুক্ষিযুক্ত বৰুণ, ভূতরক্ষাকারী পূর্বা, মহীরাম্বুবিমুও, বায়ু, অশ্বিদ্যা, যজস্তিকারী সর্বজ্ঞ অমরগণ, ইঁহারা। আমাদিগকে পাপ হইতে ত্বাণ করিয়া তিনি প্রকোষ্ঠ্যুক্ত গৃহ দান করন।

৬। যজ্ঞ অভিনবিত ফল দান করক, যজ্ঞতাগপ্রাহীগণ বাহুপূর্ণ করন, দেবতারা এ হোমের উদ্বয় আয়োজনকারী। এবং ইজ্জাধিষ্ঠাতা দ্যাবাপৃথিবী এবং পার্জন্য এবং স্তৰকারীগণ সকলেই আমাদিগের বাহুপূর্ণ করন।

৭। অন্ন পাইবার অন্য অভিযত ফলদানকারী অগ্নি ও সোমকে শুব করিতেছি। বিশ্বর লোকে তাঁহাদিগকে দাতা বলিয়া প্রশংসন করে। পুরোহিতগণ তাঁহাদের উত্তরকে যজ্ঞ উপলক্ষে পূজা দিয়া থাকেন। তাঁহারা আমাদিগকে তিনি প্রকোষ্ঠ্যুক্ত গৃহ দান করন।

৮। যাঁহারা কর্তব্য পালনে সদা উদ্বোগী, যাঁহারা বশবান্ব, যজ্ঞকে অঙ্গুহিত ন হেন, যাঁহাদিগের উজ্জ্বল। অ-ত মহৎ ঈঁহারা। যজ্ঞালম্বনে উপনৃত্ত হয়ন অগ্নি যাঁহাদিগের আহ্বানকর্তা, যাঁহারা সতোর সপক্ষস্বরূপ, সেই দেবতাগণ হত্তের সহিত যুদ্ধ উপলক্ষে হঠিবারি স্থতি করিলেন।

৯। দেবতারা নিজ কার্যাদ্বারা দ্যাবাপৃথিবী ও জন, মুক্তসত্ত্বি এবং যজ্ঞের উপায়েগী উত্তম স্বর্ণ স্থতি করিয়া আকাশ ও স্বর্গ মিছ তেজে পরিপূর্ণ করিলেন। তাঁহারা যজ্ঞের সহিত আপন দেহ ধিরিত করিয়। যজ্ঞ বিচ্ছুরিত ন রিলেন।

১০। অভুগণের হস্ত মুন্দর, অর্থাৎ কৌশলসম্পন্ন; তাঁহারা আকর্ষণ ধ্যানকর্তা। বায়ু আর দেব ইঁহাদিগে; শব্দ অতি মহৎ। জন ও মুক্তসত্ত্বি আমাদিগকে স্তৰবধাক্য শিখাইয়া দিন। আর ধন দানকর্তা ভগ ও কর্মস্থ ইঁহারা। সকলে আমার যজ্ঞে আগমন করন।

১১। সমুদ্র, মনী, ধূলিয়র পৃথিবী, আকাশ, অজ, একগাম, শব্দকারী মেৰ, অহিবুঝা, ইঁহারা আমার বাক্য সকল অবল করন। আর অজাবাস্তু তাৰ দেবতাও আমার বাক্য অবল করন।

১২। হে দেবগণ ! আমরা মহুসন্তাম, তোমাদিগকে যজ্ঞ দিতে যেন সমর্থ ছই । আমাদিগের চিরপ্রাণিত যজ্ঞকে সুচাকুরপে সম্পন্ন কর । হে অদিতি সন্তামগণ ! কন্দ্রগণ ! বসুগণ ! তোমাদিগের সামগ্র্যে অতি চমৎকার । আমরা এই মন্ত্র সকল পাঠ করিতেছি, পরিতোষপূর্বক শ্রবণ কর ।

১৩। যে দুই বাতি দেবতাদিগের আহ্বানকর্তা, যাহারা সর্বশ্রেষ্ঠ পুরোহিত, তাহাদিগের উদ্দেশে উত্ত্যকৃপে ধজ্জের পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছি, আমাদিগের নিকটস্থ ক্ষেত্রপাতিকে এবং তাবৎ অবিমাশী দেবতাকে আমাদিগকে আশ্রয় দিতে প্রার্থনা করি, তাহারা পূর্ণ করিতে কথন অগন্তোযোগী হয়েন না ।

১৪। বসিষ্ঠ সন্তামগণ পিতার দৃষ্টান্তে স্তব করিল, তাহারা মঙ্গল ক্ষমনাতে বসিষ্ঠ ঋষির ন্যায় দেব পূজা করিল। হে দেবগণ ! তোমরা আমাদিগের আত্মীয় বন্ধুর ন্যায় আসিয়া সন্তুষ্টমনে অভিনবিত অর্থ দান কর ।

১৫। [পূর্ব সূত্রের শেষ খালক সহিত অভিষ্ঠ ।

৬৭ সূত্র ।

যহস্পতি দেবতা । অবাস্য ঋষি ।

১। আমাদিগের পিতা এই সপ্তশীর্ষক্যুক্ত মহৎ স্তব রচনা করিয়াছেন । সত্য হইতে ইহার উৎপত্তি । তাবৎ লোকের হিতকারী, অবাস্য ঋষি ইন্দ্রের অশংসা করিতে করিতে চতুর্থ একঙ্গ স্তব স্ফটি করিয়াছেন(১) ।

২। অঙ্গিরার বংশধরেরা ধজ্জের সুস্মর স্থানে যাইতে মনস্ত করিল । তাহারা সত্যবাদী, তাহাদিগের মনের ভাব সরল, তাহারা স্বর্গের পত্র মহাবলে বলী, তাহারা বুদ্ধিম ন্তৃ বাস্তুর ন্যায় আচরণ করিয়া থাকে ।

(১) এই সূত্রের সামনের ব্যাখ্যা, অত্যন্ত কষ্ট কল্পনা বৈধ হয় ।

৩। বৃহস্পতির সহায়গণ হংসের ম্যার কোলাইল করিতে গাড়িগুলি, তাহাদিগের সাহায্যে তিনি অন্তরময় দ্বারা খুলিয়া দিলেন। অভাসের কক্ষ গাড়ীগণ চীর্কার করিয়া উঠিল। তিনি উৎকৃষ্টকর্ণপে স্বব ও উচৈঃস্বরে গান করিয়া উঠিলেন।

৪। গাড়ীগণ নিম্নের দিকে একটী দ্বারের দ্বারা এবং উপরের দিকে দুইটী দ্বারের দ্বারা অধর্মের অংলয় অকল্প সেই প্রথা মধ্যে কক্ষ ছিল। বৃহস্পতি অঙ্ককারের মধ্যে আলোক লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়া তিনটী দ্বার খুলিয়া দিলেন এবং গাড়ীগণকে নিষ্কাশিত করিলেন।

৫। তিনি রাত্রে নিভৃতভাবে শয়মপূর্বক পুরীর পশ্চাত্তাঙ্গ বিদীর্ণ করিলেন এবং সমুদ্রতুলা মেই শুছার তিনটী দ্বারই খুলিয়া দিলেন। প্রাতঃকালে তিনি পূজনীয় সূর্য, আর গাঢ়ী একসঙ্গে দর্শন পাইলেন, তখন তিনি যেখায় ন্যায় বৌরহস্তার ছাড়িতে ছিলেন।

৬। যে বল গাড়ী কুক্ষ করিয়াচিল, তাহাকে ইন্দ্র আপনার হৃষ্টার-রবেই ছেদন করিলেন, এইরূপে ছেদন করিলেন, যেন তাহার অতি অস্ত্রই প্রয়োগ করিয়াছেন। ঘর্মাক্ত কলেবর বস্তুদিগের সহিত সোমপান ইচ্ছা করিয়া, তিনি পণিকে কাঁদাইলেন, তাহার গাড়ী কাঢ়িয়া লইলেন।

৭। তিনিই সত্যবাদী, দীপ্তিশান্তি, ধনদানকারী সহায়দিগের সহিত গাড়ীরোধকারী বলকে বিদীর্ণ করিলেন। আর ব্রহ্মস্পতি বিপুলমূর্তি, বদান্য, ঘর্মাক্ত কলেবরদেবতাদিগের সহিত সেই গোধূল অধিকার করিলেন।

৮। তাহারা এইক্ষণে গাড়ীর অধিকারী হইয়া সরল চিত্তে স্তুতিবাক্য-বারা গোপতি দেবতাকে ধনাবাদ করিল। পরম্পর সাহায্যকারী নিজ সহায়দিগের সহিত বৃহস্পতি গাড়ীগণকে বাহির করিয়া আবিলেন।

৯। যখন সেই বৃহস্পতি যজ্ঞে আসিয়া সিংহনাদ করেন, তখন যেন আমরা সেই জয়ৌ, দাতাৰৌপুরুষ, বৃহস্পতিকে সকল যুক্তে সকল বৌরহস্ত সমাগমস্থলে উত্তম উত্তম অশংসাৰচনের দ্বারা সংবর্দ্ধনা করি এবং অভিবন্ধন করি।

১০। যখন সেই বৃহস্পতি মানবিধি অন্তর্ভুক্ত করিলেন, যখন আঁকুশ পথ দিয়া তিনি পরম্পরায়ে গুরু করিলেন, তখন বৃক্ষিয়ামৃগণ সেই বদান্য

ରହ୍ୟାତିକେ ମାନ୍ବ ପ୍ରକାରେ ସଂବର୍ଜନ କରିଲେ ଲାଗିଲେନ, ତାହା କରିଲେ
କରିଲେ ତୋହାଦିଗେର ମୁର୍ଖ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୂଳ ହଇଲ ।

୧। ଅନ୍ନଲୌଭେର ଅନ୍ୟ ଆମାର ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ତୋହାକେ ମକଳ କର, ଆମି
ଭକ୍ତି କାହିଁ ନାହିଁ, ଆମାକେ ନିଜ ଆଶ୍ରୟ ଦାନ କରିଯାଇଲୁ କର । ତୀର୍ତ୍ତ ଶକ୍ତ
ପରାଜିତ ଓ ଦୂର ହଟେକ । ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପିନୀ ଦୋଷପୂର୍ବିବୀ ଆମାଦେର ଏହି ବାକ୍ୟ
ଅବଧ କରଣ ।

୨। ଈଜ୍ଞ ଅତିରୁହ୍ୟ ଏକଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେତ୍ରବ ମନ୍ତ୍ର ବିଦୀନ କରିଲେନ ।
ଆହି, ଅର୍ଥାତ୍ ହତକେ ବଧ କରିଲେନ, ସତ୍ତ୍ଵ ସିଙ୍କୁ ବହାଇଯା ଦିଲେନ । ହେ ଦ୍ୟାବୀ-
ପୂର୍ବିବୀ ! ଦେବତାଦିଗେର ସହିତ ଆମାଦିଗକେ ରକ୍ଷା କର ।

୫୮ ମୂର୍ତ୍ତି ।

କରି ଓ ଦେବତା ପୂର୍ବର୍ଦ୍ଦ ।

୧। ସେନ୍ଦ୍ରଗ ଜଳ ମେଚନକାରୀ କୃଷ୍ଣାନଗନ ପକ୍ଷୀଦିଗକେ ଶମ୍ଭ କ୍ଷେତ୍ର ହିତେ
ତାଡ଼ାଇଯା ଦିବାର ସମୟ କାଳାହଳ କରେ(୧), ଅଥବା ଯେତ୍ରପି କ୍ଷେତ୍ରନେର ନିମ୍ନୋହ
ହୁଯ, ଅଥବା ଯେତ୍ରନ ତରଙ୍ଗବର୍ଗ ପରିତେ ଅଭିଧାତ କାଲେ କଲରୁବ କରେ, ତହାରୀ
ରହ୍ୟାତିର ଉଦ୍‌ଦେଶେ ଅଶ୍ଵସା ଧନି ଉଚ୍ଛାରିତ ହିତେ ଲାଗିଲ ।

୨। ଅନ୍ତିରୀର ପୁତ୍ର ରହ୍ୟାତି ଦ୍ୱରା ନେବକେ ଗାତ୍ରିଗରେ ସହିତ ସଂହଟ
କରିଲେନ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁତ୍ରବିହିନୀ ଗାତ୍ରୀଦିଗେର ନିଦିଟ ଶ୍ଵର୍ଗର ଆମ୍ରାକ ଆନନ୍ଦ
କରିଲେନ । ତଗନେବେର ନ୍ୟାୟ ତୋହାର ତେଜଃ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ୍ର୍ୟାପୀ ହିଁଲ । ଯେତ୍ରନ ତ୍ରୀ
ପୁରସ୍କରେ ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ପତିଗତ୍ତି ନିଲନ କରାଇଯା ଦେଇ, ତନ୍ଦ୍ରଗ ତିବି ଗାତ୍ରୀଦିଗରେ
ଲୋକଦିଗେର ସହିତ ମିଳାଇ କରିଯା ଦିଲେନ । ହେ ରହ୍ୟାତି ! ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ବ
ଯେତ୍ରମ ଘୋଟିକଦିଗକେ ଧାବିତ କରେ, ତନ୍ଦ୍ରଗ ଗାତ୍ରୀଦିଗକେ ଧାବିତ କର ।

୩। ସେବନ ଯବେର ବୁଶ୍ତଳ (ମର୍ଯ୍ୟାଇ) ହିତେ ଯବ ବାହିର କରେ(୨), ତନ୍ଦ୍ରଗ
ରହ୍ୟାତି ଗାତ୍ରୀଦିଗକେ ଶ୍ରୀପ୍ର ଶ୍ରୀପ୍ର ପରିଷତ ହିତେ ବାହିର କରିଲେନ ।

(୧) ପକ୍ଷୀଗଣ ଉତ୍ତ ବୌଜ ମା ଧାଇଯା ଯାଇ ଏହି ଅନ୍ୟ କୃଷ୍ଣାନଗନ ତୋହାଦିଗକେ ତାଡ଼ାଇଯା
ଦେଇ ।

(୨) ସେବନ ଯବାଇଯେର ଉଠିଲେ ।

তাহাদিগের গাভী অতি শুভ্র, অসমাগত তাহারা চলিতে লাগিল; তাহাদিগের বর্ণ এমনি অনোহুর এবং আকৃতি এমনি শুণ্ঠম, যে দেখিলেই লইতে ইচ্ছা হয়।

৪। হহস্পতি গাভী উকার করিয়া যেন সৎকর্মের আকরণান শুব্দিমূল সিঙ্গ করিলেন, অর্থাৎ যজ্ঞামূর্তামের মুবিধী করিয়া দিলেন। তিনি এমনি দীপ্তিযুক্ত হইলেন, যেন শূর্ঘাদের আকাশে উক্তা মিক্কেণ করিতেছেন, তিনি প্রস্তরের আচ্ছাদন হইতে গাভীদিগকে উকার করিয়া তাহাদিগের খুরপুটের দ্বারা ধরাতল বিদীর্ণ করিয়া দিলেন, যেমন মৌচে হইতে জল উঠিবার সময় ধরাতল বিনোদ করে।

৫। যেমন বায়ু জল হইতে ঈশবাস অপসারিত করে, তত্ত্বপুরুষ তাঙ্গাশ হইতে অক্ষকাঁর অপসারিত করিলেন। যেমন বায়ু মেঘনমৃহকে বিকাশ করিয়া দেয়, তত্ত্বপুরুষ মুবিবেচনামূর্দক বলের গোপন ছান হইতে গাভীদিগকে নিষ্কাশিত করিলেন।

৬। স্থল হিংস্র বলের অন্ত, হহস্পতির অগ্নিতুল্য প্রতল উজ্জ্বল অন্তরে দ্বারা বিনোদ হইয়া গেল, তথন তিনি গোধন অধিকাঁর করিলেন, যেমন দন্তগণ আহারের জ্যেষ্ঠ মুখের মধ্যে পরিবেশন করিয়া দিলে জিস্তা তাহা অধিকাঁর করে, তিনি সেই বহুত্য গোধন প্রকাশিত করিলেন।

৭। যথল সেই গোপন ছান মধ্যে গাভীগ। শব্দ করিতেছিল, তথনই হহস্পতি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তথ্যে গাভী বক্ষ আছে। যেমন পক্ষী ডিম্বতন্ত্র করিয়া শাবককে নিষ্কাশিত করে, তত্ত্বপুরুষ তিনি আপনিই পর্বত ও মধ্য হইতে গাভীদিগকে ডাঁড়াইয়া আমিলেন।

৮। তিনি দেখিলেন যে, যেমন মৎস্য অশ্পজলে থাকিলে ক্লেশ পায়, তত্ত্বপুরুষ ম্যাট পরম অভিনবিত গোধন প্রত্যক্ষ হইয়া ক্লেশ পাইতেছে। যেমন কাঁচ হইতে চেন নামক পামপাত্র ঝুলিয়া বাহির করে, তত্ত্বপুরুষ কোলাহলসহকারে দ্বার উন্নাটম করিয়া দেই গোধন বাহির করিলেন।

৯। তিনি প্রভাত, স্বর্ণ, অঞ্চি, সকলি পাইলেন, অর্ধাৎ গোধনোক্তার কার্যতারা আবার যেন রাত্রি প্রভাত হইল, অঞ্চি যেন প্রস্তুতি হইল।

তিনি শুধ্যালোক প্রবেশ করাইয়া ও হামধোর অঙ্গকার নষ্ট করিলেন। বলে গাঁভীদিগকে কুকু করিয়াছিল, মুহূর্পতি সেই গাঁভী উকার করিয়া যেন তাঁহার অঙ্গ মধ্য হইতে মজ্জা বাহির করিয়া আনিলেন।

১০। যেমন শীতকাল অরণ্যের সকল পত্র অপহরণ করে, তৎপৰ বলের সকল গাঁভী মুহূর্পতিকর্তৃক গৃহীত হইল। যাহা কেহ কথন করে নাই, কেহ কথন অসুরকরণ করিতে পারিবে না। এই রূপ কার্য্য তিনি করিলেন, তাঁহার এই কার্য্যালয়ের পুনর্বার স্থৰ্য্য চন্দের উদয় হইল।

১১। যেমন পিঙ্গলবর্ণ ঘোটককে বিবিধ ভূষণে সজ্জিত করে, তৎপৰ পিতামুকুপ দেবতাগণ গগনকে নক্ষত্রে সুসজ্জিত করিলেন। তাঁহার অঙ্গকার রাত্রিতে রাখিয়া দিলেন এবং আলোক দিবসে রাখিয়া দিলেন। মুহূর্পতি পর্বত ভেদ করিয়া গোধূলি লাভ করিলেন।

১২। যিনি পুরুতন আমেক খুকু বুচনা করিয়া গিয়াছেন, যিনি এখন মেঘলোকবাসী হইয়াছেন, সেই মুহূর্পতিকে এই অমঙ্গার করিলাম। সেই মুহূর্পতি আমাদিগকে গাঁভী ও ঘোটক ও সন্তান ও ভৃত্য ও অন্ন দান করন।

৬৯ স্কৃত।

অঞ্চল দেবতা। সুমিত্র ঋষি।

১। বধিঅশ্চ [সুমিত্রের পিতা]। যে অঞ্চল স্থাপিত করিয়াছেন, তাঁহার মূর্জিগুলি অতি সুন্দর, তাঁহার স্থাপনা ও চরৎকার এবং আগমনও সুবর্ণীয়, সুমিত্র নামক ব্যক্তিগণ যথন সর্বসমক্ষে অঞ্চল প্রজ্ঞালিত করেন, অঞ্চল স্থান্তি প্রাপ্ত হইয়া উদ্বৌপ্ত হয়েন, তাঁহাকে সকলে স্তুত করিতে থাকে।

২। বধিঅশ্চের অঞ্চল স্থান্তি রূপ্তি প্রাপ্ত হন, স্থতই তাঁহার আহার, স্থতই তাঁহাকে স্তুতি করে। স্থান্তি প্রাপ্ত হইয়া তিনি বিশিষ্ট-রূপে বিস্তারী হইলেন। স্থত চালিয়া দেওয়াতে সুর্যোর ন্যায় দীপ্তি পাইতেছেন।

୩ । ହେ ଅଞ୍ଚ ! ଯେତେ ମନୁ ତୋମାର ମୂର୍ତ୍ତି ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ କରିଗାଛିଲେ, ତତ୍କପ ଆସି ତୋମାକେ ଅଜ୍ଞଲିତ କରିତେଛି । ଆସାର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂଗ୍ରହିତ କରି ହଇଯାଇଁ । ଅତ୍ରଏବ ତୁମି ଧରମାନ୍ତ ହଇଯା ଦୀପ୍ୟମାନ ହୁଏ, ଆସାଦିଗେର ସ୍ତତିବାକ୍ୟ ପ୍ରହଳାଦ କର, ଶକ୍ତିମୈଯ ବିନୀର୍ଗ କର, ଏଇ ହାତେ ଅନ୍ତର ହାପନ କର ।

୪ । ଯେ ତୋମାକେ ବନ୍ଧୁ ଅଞ୍ଚ ପ୍ରଥମେ କ୍ଷେତ୍ର କରିଯା ଅଜ୍ଞଲିତ କରିଗାଛେଲେ, ମେଇ ତୁମି ଆସାଦିଗେର ଗୁହ ଓ ଦେହ ରକ୍ଷା କର; ତୁମିଇ ଏଇ ଯାହା କିନ୍ତୁ ନିଯାଇଁ, ଆସାର ମେଇ ଦାନ ସମ୍ମନ ରକ୍ଷା କର ।

୫ । ହେ ବନ୍ଧୁ ଅଶ୍ୱେର ଅଞ୍ଚ ! ଦୀପ୍ୟମାନ ହୁଏ; ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ହୁଏ, ଶୋକ-ଦିଗକେ ଯେ ହିଁନୀ କରେ, ମେ ଯେନ ତୋମାକେ ପରାତବ ନା କରେ । ବୀରେର ମ୍ୟାନ୍ତ ଛର୍କର୍ଷ ଏବଂ ଶକ୍ତ ପାତନକାରୀ ହୁଏ । ଆସି ମୁଖିତ, ବନ୍ଧୁ ଅଶ୍ୱେର ଅଞ୍ଚକ୍ଷେତ୍ର ରଚନା କରିଲାମ ।

୬ । ହେ ଅଞ୍ଚ ! ପରିତେର ଯେ ଶକଳ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ଅନ୍ତର ଥିଲା, ତାହା ତୁମି ମାସଦିଗେର ମିକଟ ଜୟ କରିଯା ଆର୍ଯ୍ୟଦିଗକେ ନିଯାଇଁ(୧), ତୁମି ଛର୍କର୍ଷ ବୀରେର ନାଁଯ ଶକ୍ତ ନିପାତ କର; ଯାହାରୀ ଯୁକ୍ତ କରିତେ ଆସେ, ତାହାଦିଗେର ପ୍ରତି ଅଗ୍ରସର ହୁଏ ।

୭ । ଏଇ ଅଞ୍ଚ ଦୀର୍ଘତନ୍ତ୍ର, ଅର୍ଥାତ୍ ଇହାର ବଂଶ ଅତି ବିକ୍ଷାରିତ, ଇଲି ଅଧାନ ଦାତା, ଇମି ସହପ୍ରଥାନ ଆଜ୍ଞାଦଳ କରେଲ, ଶତସଂଖ୍ୟ ପଥ ଦିଯା ଗମିତ କରେଲ, ଇଲି ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ଦୀପିଶାନୀଦିଗେର ମଧ୍ୟେ ଦୀପିଶାନୀ, ଅଧାନ ପୁରୋ-ହିତଗଣ ଇହାକେ ଅଳଙ୍କୃତ କରିତେଛେ । ହେ ଅଞ୍ଚ ! ଦେବତଙ୍କ ମୁଖ୍ୟବଂଶୀଯ-ଦିଗେର ଭବନେ ଦୀପ୍ୟମାନ ଥାକ ।

୮ । ହେ ଜୀତବେଦୀ ଅଞ୍ଚ ! ତୋମାର ଗାତ୍ରୀକେ ବଡ଼ ମୁଖେ ଦୋହମ କରା ଯାଇ । ତାହାର ଦୋହନେ କୌନ ବାଧା ବିଷ୍ଣୁ ନାଇ । ମେ ମନୋଯୋଗୀ ହଇଯା ଅମୃତ ଦୋହନ କରିଯା ଦେଇ । ଦେବତଙ୍କ ମୁଖ୍ୟବଂଶୀଯ ଅଧାନ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ଦକ୍ଷିଣାମ୍ପଳ ହଇଯା ତୋମାକେ ଅଜ୍ଞଲିତ କରିତେହେ ।

୯ । ହେ ବନ୍ଧୁ ଅଶ୍ୱେର ଅଞ୍ଚ ! ହେ ଜୀତବେଦୀ ! ମରଣରହିତ ଦେବତାରୀଇ ଲିଙ୍ଗେ ତୋମାର ସହିତୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଗାଛେ । ଯଥମ ମହମ୍ୟଗନ ଅହିମାର ବିଷୟ

(୧) ଆର୍ଯ୍ୟ ଓ ଜାମେର ଉତ୍ତରେ ।

জিজ্ঞাসা করিতে গিয়াছিলেম, তখন তাঁহারা সকলি কহিয়াছেন। তোমার সম্মানাকরী ব্যক্তিদিগের সহিত একত্র হইয়া তুমি জয়ী হইয়াছ।

১০। হে অগ্নি! যেমন পিতা পৃথিবীকে ক্ষেত্রে থারণ করিয়া লালন করে, তৎপুর বধি অশ্ব তোমার পরিচর্যা করিয়াছেন। হে মুর্বা অগ্নি! ইহার নিকট কাঠ আঁপ হইয়া তুমি পূর্বতন সকল হিংসককে নষ্ট করিয়াছ।

১১। বধি অশ্বের অগ্নি সোমরস অস্তুকারী ব্যক্তিদিগের সহিত একত্র হইয়া শক্রদিগকে চিরকালেই ক্ষয় করিয়া আনিতেছেন। হে বিচি কিরণধারী অগ্নি! তুমি হিংসককে বিশেষ মনোধোগের সহিত দক্ষ করিয়াছ। যাহাদিগের অভ্যন্ত হৃক্ষি হইয়াছিল, তাহাদিগকে অগ্নি বিদীর্ঘ করিয়াছেন।

১২। বধি অশ্বের এই যে অগ্নি, ইনি শক্রশিথলকারী চিরকাল অস্তুনিত আছেন, নমস্কারবাক্য ইহার প্রতি অয়েগ করিতে হইবে, হে বধি অশ্বের অগ্নি! যাহারা আমাদিগের অনাত্মীয়, কিংবা যাহারা স্পর্শাপূর্বক আমাদিগের বিকল্পাচরণ করে, তুমি তাহাদিগের সচুখের হও।

৭০ পুঁজি।

আপি দেবতা। সুমিত্র খবি।

১। বেদীর ছানে এই যে সমিধ আমি দিয়াছি, তুমি তাঁহার প্রতি অভিজ্ঞানী হও, উহু গ্রহণ কর। বেদীর উপরি ভাগে তুমি উক্তম কার্য সম্পাদন করিতে এই দেবযজ্ঞ উপলক্ষে উর্ধ্বাভিমুখ হও, তাহা হইলে দিন সকল সাংকল্য লাভ করিবে।

২। দেবতাদিগের অগ্নে অগ্নে যিনি আসেন, যিনি নরাশৎস যজ্ঞের পক্ষতি অস্মারে নমোবচনসহকারে পরিত্র যজ্ঞীয় জ্বায সকল দেবতাদিগের নিকট প্রেরণ করেন, সেই সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা নামা বর্ণধারী ষ্টোকযোগে এই ছানে আগমন করন।

৩। যে সকল শব্দাদ্যের বজ্জীয়জ্বব্য সঞ্চিত আছে, তাঁহারা সর্বদাই অগ্নিকে দুতের কার্য সম্পাদন করিবার জন্য ইল, অর্ধাৎ স্তব করে। বহন করিতে বিলক্ষণ পটু ষ্টোক সকল যে রথে যৌজিত আছে, সেই রথধোগে

ଦେବତାଦିଗଙ୍କେ ଏହି ଛାନେ ଆନନ୍ଦ କର, ଏହି ଛାନେ ହୋତା ହିଁଯା ଉପବେଶନ କର । ଏହିରପ କ୍ଷମ କର ।

୫ । ଦେବତାରୀ ହେ ଯଜ୍ଞ ଆହୁ କରିତେହେଲ, ମେହି ଯଜ୍ଞ ଉଭର ପାର୍ଶ୍ଵ ବିନ୍ଦୁରିତ ହଟକ, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘତା ପ୍ରାଣ ହଟକ । ଆମାଦିଗେର ପକ୍ଷେ ମୁଗନ୍ଧୟୁକ୍ତ ହଟକ । ଅବିଚଳିତେ ଦେବତାଦିଗେର ଉଦ୍‌ଦେଶେ ଏହି ଯଜ୍ଞ ଅମୃତିତ ହଇତେହେ । ଇନ୍ଦ୍ର, ଅଭୂତ ଦେବତା ଇହା କାମନା କରିତେହେ । ହେ ବହିରପ ଅଣି ! ତୁମି ତୀହାଦିଗଙ୍କେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖ ।

୬ । ହେ ଦ୍ଵାରଦେଵୀଗଣ ! ତୋମରୀ ଆକାଶେର ଅତୁମ୍ଭତ ଛାମକେଣ ସ୍ପର୍ଶ କର, ପୃଥିବୀତଳେର ମହିତତ ଆପରୟୁକ୍ତ ହିଁଯା ଥାକ । ତୋମରୀ ବିଶେଷ ପ୍ରୟକ୍ରମକାରେ ସାଭିଲାଷମନେ ରଥ ଅନ୍ତ୍ର କରିଯା ମେହି ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ରଥ ଧାରଣ କର ।

୭ । ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପମହକାରେ ବିରଚିତ ଏହି ଯେ ଯଜ୍ଞହାମ, ଇହାତେ ଦ୍ୱ୍ୟାଳୋକେର ଦୁହିତାଶ୍ରଳପ ଉଷାଦେବୀ, ଆର ରାତ୍ରିଦେବୀ ଉପବେଶନ କରନ । ହେ ଉଷା ଓ ରାତ୍ରି ! ତୋମରାଙ୍ଗ ଦେବତାଦିଗେର ପ୍ରତି ପ୍ରୀତିଯୁକ୍ତ, ତୀହାରାଙ୍ଗ ତୋମାଦିଗେର ପ୍ରତି ପ୍ରୀତିଯୁକ୍ତ, ତୋମାଦିଗେର ଯେ ହୃଦ ମୁଦର କ୍ରୋଢିଦେଶ ତୀହାତେ ଦେବତାରୀ ଉପବେଶନ କରନ ।

୮ । ମୋମ ଅନ୍ତ୍ର କରିବାର ଅମ୍ବ ଅନ୍ତ୍ର ସଜ୍ଜିତ ହିଁଯାଛେ, ଅଣି ପ୍ରଜ୍ଞଲିତ ହିଁଯାଛେ, ବେଦୀର ଲିକଟେ ମୁଦର ମୁଦର ଛାମ ରଚନା କରା ହିଁଯାଛେ । ତୁହି ଜନ ମୁଦିଦ୍ଵାନ୍ ଶ୍ଵତ୍ରିକ ଦୈବ ହୋତାଦୟ ମୁଖେ ଉପବେଶନ କରିଯାଛେ, ଇହାରୀ ଏହି ଯଜ୍ଞ ହୋଇର ଜ୍ଯୋ ସମ୍ଭ ଦେବୋଦେଶେ ନିବେଦନ କରନ ।

୯ । ହେ ଦେବିତ୍ୟ ! (ଇଲା, ସରନ୍ଦତୀ ଓ ଯଦୀ) ଏହି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କୁଳପତ୍ର ଆସନ ତୋମାଦିଗେର ଅମ୍ବ ବିନ୍ଦୁରିତ କରା ହିଁଯାଛେ, ଉପବେଶନ କର । ମଧୁର ଯଜ୍ଞର ମାର ଏହି ଯଜ୍ଞ ହୋଇର ଜ୍ଯୋ ଉତ୍ସର୍କପେ ଆରୋଜନ କରା ଇରାହେ । ଇଡାଦେବୀଙ୍କ ସ୍ଵତପଦୀ ଇହାରୀ ଆହୁ କରନ ।

୧୦ । ହେ ଦେବତା ! ତୁମି ମୁକ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରାଣ ହିଁଯାଛୁ, ତୁମି ଅନ୍ତିରାଦିଗେର ମହାର ହିଁଯାଛୁ, ତୁମି ଜାମ କୋମୁ ଦେବତାର କୋମୁ ଭାଗ, ତୋମାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଧର ଆହେ, ତୁମି ମେହି ଧନ ଦୀନ କରିଯା ଥାକ । ଏହିଥେ ଦେବତାଦିଗଙ୍କେ ତୀହାଦିଗେର ଥାନ୍ୟ ଅନ୍ତାନ କର ।

১০। হে বনস্পতি, অর্থাৎ বনতক হইতে নির্মিত যুগকাঠ! তুমি
জান, অতএব রঞ্জুদ্বাৰা বনপুর্বক দেবতাদিগের অম্ব বহন কৱিয়া
যাও। হোমের দ্রব্য সেই বনস্পতি লইয়া যাউন এবং মিজে আঁষাদ
কৰুন। আঁষাদ যজকে দ্যাবাপৃথিবী বৃক্ষ কৰুন।

১১। হে অগ্নি! যজ্ঞের জন্য বকলকে লইয়া আইস, স্বর্গ হইতে
ইস্তাকে এবং আকাশ হইতে মুকুটকে লইয়া আইস, যজ্ঞতাগাধিকারীগণ
সকলে কুশে উপবেশন কৰুন। অবিনাশী দেবগণ আহাৰ শব্দ অবণপুর্বক
আমন্দিত হউন।

৭১ সূক্ত।

ব্ৰহ্মজ্ঞান দেবতা। বৃহস্পতি খবি।

১। হে বৃহস্পতি! বালকেরা সর্ব প্রথম বস্তুর নাম মাত্ৰ কৱিতে
পারে, তাহাই তাহাদিগের ভাষাশিক্ষার প্রথম মোগান। তাহাদিগের
যাহা কিছু উৎকৃষ্ট ও নির্দোষ জ্ঞান হৃদয়ের নিগৃত স্থানে সঞ্চিত ছিল,
তাহা বাদেবীৰ কৰণাক্রমে প্রকাশ হৱে(১)।

২। যেমন চান্দোৰ দ্বাৰা শক্তুকে পরিষ্কার কৱে, তজ্জপ বুদ্ধিমান
বুদ্ধিবলে পরিষ্কৃত ভাষা প্রস্তুত কৱিয়াছেন। সেই ভাষাতে বন্ধুগণ বন্ধুহু,
অর্থাৎ বিশ্বর উপকার প্রাপ্ত হয়েন। তাহাদিগের বচন রচনাতে অতি
চমৎকাৰ লক্ষ্যী সংস্থাপিত আছে।

৩। বুদ্ধিমানগণ যজ্ঞদ্বাৰা ভাষার পথ প্রাপ্ত হয়েন। খবিদিগের
অনুকৰণ মধ্যে যে ভাষা সংস্থাপিত ছিল, তাহা তাহারা প্রাপ্ত হইলেন।
সেই ভাষা আহৰণপুর্বক তাহারা নালাস্থানে বিস্তাৰ কৱিলেন। সপ্ত-
ছন্দ সেই ভাষাতেই স্তব কৱে।

৪। কেহ কেহ কথা দেখিয়াও কথাৰ ভাবাৰ্থ এহ কৱিতে পারে না,
কেহ শুনিয়াও শুনে না। যেমন প্ৰেম পরিপূৰ্ণ মুনৰ পৰিচনদায়িত্বী

(১) এই সূক্তটা অতিশয় জ্ঞাতব্য। ইহাতে ভাষা ও বাক্য ও অর্থের কথা
লম্বালোচিত হইয়াছে।

ভাৰ্তাৰ্ণ আপন স্বামিৰ বিকট লিজ দেই প্ৰকাশ কৰেম, তক্ষণ বাঁগদেবী
কোন কোম ব্যক্তিৰ নিষ্কট প্ৰকাশিত হয়েম।

৫। গণিত সমাজে কোন কোন ব্যক্তিৰ এই প্ৰতিষ্ঠা ইহ যে, সে উত্তম
ভাৰতীয়ী, তাহাকে ছাড়িয়া কোন কাৰ্য হয় না। কেহ বা পুল্মফল বিহীন
অৰ্থাৎ অসামৰিক অভ্যাস কৰে, তাহাৰ যে বাক্য, উহা যেৰ বাস্তুবিক
দুঃখপ্ৰদ গাড়ী মহে, কাঞ্চনিক মায়াময় গাড়ি মাত্ৰ।

৬। বিদ্বানু বকুকে যে তাঁগ কৰে, তাঁহাৰ কথায় কোম ফল মাই।
সে ঘাঁছা কিছু শুনে, হৃথীই শুনে; সে সৎকৰ্মৰ পশ্চাৎ অবগত হইতে
পাৰে না।

৭। যাহাদিগৱে চক্র আছে, কৰ্ণ আছে, একপ বন্ধুগণ মনেৱ ভাৰ
প্ৰকটন বিষয়ে অসাধাৰণ হইয়া উঠিলেম। ষে হৃদেৱ জলে কেবল মুখী
বা কক্ষ পৰ্যন্ত নিমিষ হয়, সে যেমন অগভীত, কেহ কেহ তেমনি অগভীত।
কেহ কেহ বা স্বান কৱিবাৰ উপযুক্ত সুগভীৰ হৃদেৱ ন্যায় দৃষ্ট হইয়া
থাকেন।

৮। যখন অমেক স্তোতা(২) একত্ৰ হইয়া মনেৱ ভাৰ সমন্ব হৃদয়ে
আলোচনাপূৰ্বক অবধাৰিত কৱিতে প্ৰযুক্ত হয়েন, তখন কোম কোম—
ব্যক্তিৰ কিছুই জ্ঞান অশ্বে না। কেহ কেহ স্তোত্ৰজ(৩) বলিয়া পৱিত্ৰিত
হইয়া সৰ্বত্ৰ বিৱচণ কৱেন।

৯। এই যে সকল ব্যক্তি, যাহাৱা ইহকাল, বা পৱকাল কিছুই
পৰ্যালোচনা কৱে না, যাহাৱা স্মতি প্ৰয়োগ, বা মোমযাগ কিছুই কৱে না(৪),

(২) মূলে “ব্ৰাহ্মণা”: আছে। অৰ্থ “ত্ৰক্ষ,” বা স্তোত্ৰ উচ্চাবণকাৰী।

(৩) মূলে “ত্ৰক্ষঞ্চ”: আছে। অৰ্থ “ত্ৰক্ষ,” বা স্তোত্ৰ বিশ্বারদ।

(৪) মূলে আছে “ন ব্ৰাহ্মণুসঃ ন সুতে কৱাসঃ।” “ব্ৰাহ্মণ” শব্দে আনুবিক
অৰ্থ কৱিলে, এখানে কোনও সুজত অৰ্থ হয় না। “যাহাৱা ব্ৰাহ্মণ মহে এবং
মোমযাগ কৱে না, তাহাৱা পৰ্যালোচনা হইতেছে যে, ইহাৰ বচন কালে কাণ্ডি
কলতঃ এই কক্ষব্রহ্ম স্পষ্টই অভীয়মান হইতেছে যে, ইহাৰ বচন কালে কাণ্ডি
বিভাগ ছিল না। যাহাৱা ইহকাল ও পৱকাল পৰ্যালোচনা কৱিত ও স্মতি অভ্যন্ত
ও সোম যাগ কৱিত, তাহাৱাই স্তোতা হইত, স্তোতুলে স্তোতা হইত না। যাহাৱা
ঐ ধৰ্ম কৰিয়া সাধনে অসমৰ্থ, তাহাৱা কৃষক, বা তত্ত্বাবধার হইত, আতি দোষে কৃষক
বা তত্ত্বাবধার হইত না; বুঝি বা কৰ্মসূন্দৰে তিনি তিনি ব্যবসাৰ অবসৰম কৰিত,

অথ অনুসূন্দৰে নহে।

তাহারা পাপযুক্ত, অর্থাৎ দোষাপ্রিত ভাষা শিক্ষা করিয়া নির্বোধ বাস্তির ম্যাত্র কেবল লাঙ্গল চালনা করিবার উপযুক্ত হয়, অথবা ভক্তবাঁয়ের কার্য করিবার উপযুক্ত হয়।

১০। যশ শিরের ন্যায় কার্য করে, ইহা সভাতে আধান্য অদান করে, সেই যশ প্রাপ্ত হইলে সকলেই আঙ্গুদিত হয়, কারণ যশের দ্বারা তুর্নাম দূর হয়, অম্বলাভ হয়, বজ প্রাপ্ত হওয়া যায়, নানা অকারে উপকৃত হওয়া যায়।

১১। একজন প্রাচুর পরিমাণে খুসমূহ উচ্চারণ করতঃ যজ্ঞের অনুষ্ঠানকল্পে সাহায্য করেন, আর এক জন গাঁয়ত্রীছন্দে সাম গান করেন; যিনি ব্রহ্মা মামক পুরোহিত, তিনি আতবিদ্যা বিষয় ব্যাখ্যা করেন, অপর এক জন পুরোহিত যজ্ঞানুষ্ঠানের ভিন্ন ভিন্ন কার্যগুলি ক্রমশ সম্পাদ করেন।

ত্ৰুটীয় অধ্যায়।

× ৭২ শত।

দেবগণ দেবতা। পুস্তকি খবি।

১। দেবতাদিগের অশুভত্বাত হস্পষ্টকলপে কহা যাইতেছে। চৰিষ্যতে যথন সৃতিবাক উচ্চারিত হইবে, তখনও দেবতাৱা যজ্ঞাচূক্ষম দেখিবেম।

২। (দেবতাৱা উৎপন্ন হইবাৰ পূৰ্বকালে প্রকল্পস্থিতি মাথক দেবকৰ্ম-কাৰেৱ ন্যায় দেবতাদিগকে নিৰ্মাণ কৰিলে৬। অবিদ্যামুৰ্ত্তি হইতে বিদ্যমাল বস্তু উৎপন্ন হইল।)

৩। দেবেৎপত্রি পূৰ্বতন কালে, অবিদ্যামুৰ্ত্তি হইতে বিদ্যমাল বস্তু উৎপন্ন হইল। (পৱে উত্তোলন হইতে দিকু সকল অংশ প্ৰহণ কৰিল(১)।

৪। (উত্তোলন হইতে পৃথিবী জগিল, পৃথিবী হইতে দিকু সকল জগিল, অনুত্তি হইতে দক্ষ জগিলে৮, দক্ষ হইতে আবাৰ অদিতি জগিলেম(২)।

৫। হে দক্ষ! অবিতি যে জগিলেম, তিমি তোমাৰ কম্ব। তোহাৰ পক্ষাং দেবতাৱা জগিলেন, ইহাৱা কল্যাণমূর্তি ও অবিমাশী।

৬। দেবতাৱা এই বিশ্বাপী জলবাধে অবস্থিত থাকিবা মহোৎসাহ প্ৰকাশ কৰিতে লাগিলেন। তোহাৱা ধেন নৃত্য কৰিতে লাগিলেন, সেই হেতুতে প্ৰচুৰ ধূলি উনয় হইল।

৭। মেৰসমূহেৱ ন্যায় দেবতাৱা সমস্ত ভূবন আচ্ছাদন কৰিলেন, এই সমুজ্জুল্য আকৃশ মধ্যে সূর্য নিগৃঢ় ছিলে৮, দেবতাৱা সেই সূর্যকে প্ৰকাশ কৰিলেন।

৮। অদিতিৰ দেহ হইতে আট পুত্ৰ জগিলাছিলে৮, তিমি তথাধো মাতটী লইয়া দেবলোকে গেলেম, কিন্তু মাৰ্ত্তও মাথক পুত্ৰকে দূৰে লিঙ্কেপ কৰিলেন(৩)।

(১) সারণ কহেন, উত্তোলন, বলিতে বৃক্ষ।

(২) অভিষ্ব অবিতি দক্ষেৱ কন্যা। এবং দক্ষ আবাৰ অবিতিৰ পুত্ৰ।

(৩) অবিতিৰ ৮ পুত্ৰ সহকৈ, ১১৪। ০ কৰে দীকা দেখ।

୯ । ପୁର୍ବକାଳେ ଅନ୍ତିମ ମଞ୍ଚପୁଣ୍ଡ ଲାଇଯା ଚଲିଯା ଗେଲେନ । ଆର ଘାର୍ତ୍ତ-
ଶକେ ଜାଗେର ଅନ୍ୟ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ଜନ୍ୟ ଅସବ କରିଲେନ(୫) ।

୧୦ ପ୍ରତି ।

ସମ୍ମଦ ଦେବତା । ଗୋରିବୌତି ଝବି ।

୧ । ସଥଳ ଇନ୍ଦ୍ରେର ଗର୍ଭଧାରିଣୀ ମାତ୍ରା ବୌର ଇନ୍ଦ୍ରକେ ଅସବ କରିଲେନ, ତଥଳ
ମଙ୍କଣ୍ଠଗଣ ଏଇ ବଲିଯା ଇନ୍ଦ୍ରକେ ସଂବର୍ଦ୍ଧମା କରିଲେନ ଯେ, ତୁମି ବଲାକାରୀ ଓ ଯୁଦ୍ଧ
କରିବାର ଅନ୍ୟ ଜନ୍ମିଯାଇ, ତୁମି ବୌର, ଉତ୍ସାହ୍ୟୁତ, ତେଜସ୍ଵୀ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ
ଅଭିମାନୀ ।

୨ । ଶକ୍ତସଂହାରକାରୀ ମଙ୍କଣ୍ଠଗଣେର ଦୈନ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରକେ ରକ୍ଷା କରିବାର ଅନ୍ୟ
ଉପବେଶମ କରିଲେନ । ତାହାରା ବିଜ୍ଞର ଶ୍ଵରେ ଦ୍ଵାରା ଇନ୍ଦ୍ରକେ ସଂବର୍ଦ୍ଧନା କରିଲ,
ଗାଁଭୀଗଣ ସେମଳ ବିଶାଳ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ଲାଦିତ ଥାକେ, ତର୍କପ ଗର୍ତ୍ତ, ଅର୍ଥାୟ
ହର୍ଷିବାରି ସକଳ ବିଶ୍ଵବ୍ୟାପୀ ଅନ୍ଧକାରେର ମଧ୍ୟ ହିତେ ନିର୍ଗତ ହଇଲ ।

୩ । ତୁମି ଯେ ଚରଣେ ଗମନ କର, ତାହା ଅତି ଯହେ । ତୁମି ସେଥାନ ନିଯାଇ
ଗେଲେ, ମେଇ ଛାମେ ଅରସମୂହ ହର୍ଷିପାଣ୍ଡ ହଇଲ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୁମି ଏକ ସହଶ୍ରଦ୍ଧକ
ଶକ୍ତକେ ଯୁଧେ ଧାରଣ କରିତେ ପାର, ଅଶ୍ଵଦୟକେ କିରାଇତେ ପାର ।

୪ । ତୋମାର ଯୁଦ୍ଧେ ଯାଇବାର ଦ୍ୱାରା ଥାକିଲେଓ ଯଜ୍ଞେ ଗମନ କର । ଅଶ୍ଵଦୟ
ଦୟର ସହିତ ସମ୍ମଦ୍ଦିତ ବନ୍ଧୁତ ଧାରଣ କର । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ଅଚୁର ପରିମାଣ ଧମ ଆନିଯା
ଦାଓ । ହେ ବୌର ଅଶ୍ଵଦୟ ! ଧନମୟ ଦାନ କରନ ।

୫ । ସଜ୍ଜ ଉପଲକ୍ଷେ ଆହ୍ଲାଦିତ ହିଁଯା ଇନ୍ଦ୍ର ନିଜ ମିତ୍ର ଗତିଶୀଳ ମଙ୍କଣ୍ଠ-
ଗନ୍ଧେର ସହିତ ଯଜ୍ମାନକେ ଅର୍ଥ ଦେନ । ତିନି ସଜ୍ଜମ୍ଭେର ଅନ୍ୟ ଦସ୍ୱର ଛଳ ଓ
କପଟତା ସମ୍ବନ୍ଧ ଧଂସ କରିଲେନ । ତିନି ହର୍ଷିବାରି ମେକ କରିଲେନ, କ୍ଲେଶକର
ଅନ୍ଧକାର ମସନ୍ତ ଅନ୍ତ କରିଲେନ ।

୬ । ଶକ୍ତଗଣ ଇଁହାର ନିକଟ ତୁଳ୍ୟ ଶାମଧାରୀ, ଅର୍ଥାୟ ଇନି ସକଳକେହି ଧ୍ୟାନ
କରେଲ । ଉତ୍ସାହ ଶକଟ ଯେନପ ଧ୍ୟାନ କରିଯାଇଲେନ, ସେଇନପ ଇନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତ ଧ୍ୟାନ

(୫) ଏ ପ୍ରତି ଗୀଅଶ୍ଵଦୟକୁ ଆହ୍ଲାଦିତ ବନ୍ଧୁତ ପରିମାଣ ଦିବେଚନା କରିଲ ।

করেন। উৎসাহযুক্ত ও মহাবল পরাক্রান্ত বন্ধুস্বরূপ যত্নগণের সহিত ইমি
বিপক্ষের উত্তম উত্তম আবাস স্থান ধ্বংস করিলেন।

৭। যজ্ঞাচূর্ণানোদ্যত মযুচিকে তুমি বধ করিয়াছ। দাসজ্ঞাতীয়কে
খুষির নিকট নিষেজ করিয়া দিয়াছ। তুমি মযুকে শুবিস্তীর্ণ পথ সকল
প্রস্তুত করিয়া দিয়াছ, মেগালি দেবলোকে যাইবার অতি সরল পথ হই-
যাছে(১)।

৮। তুমি এই বিশ্বজগৎ তেজে পরিপূর্ণ কর। হে ইন্দ্র ! তুমি
শ্রেণু, হস্তে বজ্র ধারণ কর। দেবতারা তোমার পশ্চাত্য যজ্ঞভাগ আশু
হইয়া অমান্দিত হয়েন; তুমি মেঘদিগকে অধোমুখ করিয়া দাও, অর্থাৎ
জল ঢালাইয়া দেওয়াও।

৯। জলের মধ্যে ইঁহার যে চক্র সংস্থাপিত আছে, সেই চক্র যেমন
ইঁহার জন্য মধু ছেদন করিয়া দেয়। হে ইন্দ্র ! তুমি তৃণ লঙ্ঘনির ঘৰ্য্যে
যে দুঃখ সংস্থাপন করিয়াছ, তাহাগাতীদিগের আপীল হইতে অত্যন্ত শুভ
মৃত্যুতে নির্গত হয়।

১০। কেহ কহে, ইন্দ্রের উৎপত্তি অশ্ব হইতে। বিন্দু ধারি ঝাল
কুরি, তাঁহার উৎপত্তি তেজঃ হইতে। ইমি কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়া
শক্তর অট্টালিকার উপর দাঁড়াইয়াছেন। ইন্দ্র কোথা হইতে জগ্যায়াছেন,
তাহা তিনিই জানেন।

১১। সুন্দর পক্ষধারী কতকগুলি পক্ষী ইন্দ্রের নিকট উপর্যুক্ত হইল,
অর্থাৎ যজ্ঞাতিলাভী কতকগুলি খবিই সেই পক্ষী, ইন্দ্রের নিকট ভাসাদিগের
প্রার্থনা ছিল। তাঁহারা প্রার্থনা করিলেন, হে ইন্দ্র ! অস্ককার সূর কর,
চক্ষু আলোকে পূর্ণ কর; আমরা দেন পাশবন্ধ আছি, আমাদিগকে মোচন
করিয়া দেও।

(১) এই খকে দাসজ্ঞাতীদিগের উরেখ আছে এবং মুঠোর দেবতা লাতের
উরেখ আছে।

୧୫ ମୁଦ୍ରଣ ।

ଶ୍ରୀ ଓ ଦେବତା ପୁରୁଷ ।

୧ । ଇନ୍ଦ୍ର ବୁଦ୍ଧି ଧଳ ଦାନ କରିବାର ଜନ୍ୟ ଛାନାନ୍ତରେ ଆକୃଷି ହଇଯାଇଛେ ? ବୁଦ୍ଧି ବା ଦୁଲୋକ ଓ ଭୁଲୋକେର ମଧ୍ୟେ କ୍ଷବେର ଦ୍ୱାରା, କି ଯଜ୍ଞେର ଦ୍ୱାରା ଆକୃଷି ହଇଯା ଛାନାନ୍ତରେ ଗିଯାଇଛେ ? ଅଥବା ଯୁଦ୍ଧ ଧଳ ଉପର୍ଜାନ କରେ, ଏତାଦୃଶ ସୋଟିକରା ତୋହାକେ ଆକର୍ଷଣ କରିଯାଇଛେ ? ଅଥବା ଯେ ସକଳ ଯଶସ୍ଵୀବ୍ୟକ୍ତି ଆକର୍ଷଣ୍ୟକୁଳପ ଶକ୍ତ ସଂହାର କରିତେଛେ, ତୋହାରାଇ ବା ଇନ୍ଦ୍ରକେ ଆକର୍ଷଣ କରିଯାଇଛେ ? ।

୨ । ଇଁହାଦିଗେର ପ୍ରେସ ନିମ୍ନଗନ୍ଧର୍ମି ଆକାଶପୂର୍ବ କରିଲ, ଦେବତା-ଦିଗେକେ ଚାଲିତ କରିଯା ଦିଲ, ତୋହାରା ସଜ୍ଜଭାଗଲୋଳୁପ ଚିତ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ଅବତୋର୍ଣ୍ଣ ହଇଲେମ । ତଥାଯା ତୋହାରା ସଜ୍ଜଭାଗେର ଜନ୍ୟ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଶକେ ଚାହିତେହେନ । ଆକାଶ ହିତେ ଯେମନ ହୁଣ୍ଡି ହ୍ୟ, ତେମନି ତୋହାରା ନିଜ ନିଜ ଧଳ ବର୍ଷଣ କରିତେ ଉଦୟତ ।

୩ । ଅଧିନାଶୀ ଦେବତାଦିର ଜନ୍ୟ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଲାମ । ତୋହାରା ଯଜ୍ଞେ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗ ବର୍ଷ ବିଭରଣ କରେଲ । ତୋହାରା ଆମା-ଦିଗେର କ୍ଷବ ଓ ସଜ୍ଜ ତୁଇ ସଙ୍ଗ କରନ ଏବଂ ନିଳପନ ଧନରାଶି ଥରିଯା ଦିଲ ।

୪ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ଯେ ସକଳ ସାକ୍ଷି ବହୁପରିମାଣ ଗୋଧନ ବିପକ୍ଷେର ନିକଟ କାହିଁରୀ ଲାଇତେ ଚାଯ, ତୋହାରା ତୋମାକେଇ କ୍ଷବ କରେ । ଏହିଯେ ପ୍ରକାଶ ପୃଥିବୀ, ଇଲି ଏକବାର ମାତ୍ର ଅସବ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଅମେକ ସନ୍ତାନ ଅସବ କରେଲ, (ଅର୍ଦ୍ଧ ଅଚୁର ଶମ୍ଯାଦି ଏକକାଳେ ଉପସ୍ଥିତ କରିଯା ଦେଲ) । ଇଲି ସହାର୍ଦ୍ଦି ସାରାର ସମ୍ପଦିଦ୍ୱାରା ହରିନାମ କରେଲ ; ସ୍ଥାହାରା ଏହି ପୃଥିବୀକୁଳପ ଗାଢ଼ୀକେ ଦୋହମ କରିତେ ଚାମ, ତୋହାରା ଇନ୍ଦ୍ରକେଇ କ୍ଷବ କରେଲ ।

୫ । ହେ କର୍ମନିଷ୍ଠ ପୁରୋହିତଗଣ ! ଯେ ଇନ୍ଦ୍ର କାହାରୋ ନିକଟ ମତ ହେଲେ ନା, ଯିନି ବିପକ୍ଷ ଯୋଜାଦିଗକେ ଦମନ କରେଲ, ଯିନି ମହାନ୍ ଓ ଧରଶାଳୀ, ସ୍ଥାହାକେ କ୍ଷବ କରିଲେ ଶୁଭ ହ୍ୟ, ଯିନି ସମ୍ବଦ୍ୟେର ହିତାର୍ଥେ ବଜାରାଶପୁର୍ବକ ବିବିଧ ଶକ୍ତ କରେଲ, ତୋହାର ଶରଗାଗତ ହୁଏ ।

৬। শক্রপুরী ধূসকারী ইন্দ্ৰ যথম অতি বিপুল শক্রকে সংহার কৰিলেন, তখন তিনি হজের নিধনকারী হইয়া পৃথিবী অলে পরিপূৰ্ণ ক রূপেছ, তখন সকলে ভাষাকে আনিল যে, তিনি অতি বলবান् ও ক্ষমতাসম্পন্ন অভু। ইহাকে যাহা কৱিতে আৰ্দ্ধমা কৱিবে, ইনি তাহাই ক রূপেন।

৭৫ পৃষ্ঠা।

মদী দেবতা। সিঙ্কুকিং ধূৰ্ব।

১। হে জলগণ ! হৃজমানের গুহে কৰ্বি তোমাদিগের সর্বিত্রেষ্ঠ বহিৰা ব্যাখ্যা কৱিতেছেন। ভাষার সাত সাত কৱিয়া তিনি শ্রেণীতে চলিস, সকল মদীৰ উপর সিঙ্কু মদীৰ জেজই শ্রেষ্ঠ।

২। হে সিঙ্কু মদী ! যখন তুমি অহশালী, অর্ধী শসাশানী প্ৰদেশ লক্ষ্য কৱিয়া ধাৰিত হইলে, তখন বৰণদেৰ তোমাৰ যাইবাৰ মানা পথ কাটিয়া দিলেন। তুমি ভূমিৰ উপর উন্নত পথ দিয়া গমন কৱ। তুমি সকল গমনশীল মদীৰ উপর বিৱাজ কৱ।

৩। পৃথিবী হইতে সিঙ্কুৰ শব্দ উঠিয়া আকাশ পর্যন্ত আঁচ্ছাদন কৱিতেছে। অহাৰেণে উজ্জল মূর্তিতে ইনি চলিয়াছেন। ইহার শব্দ এৰুল কৱিলে জ্ঞান হয়, যেন মেষ হইতে ঘোৱ রূপে ইষ্টি পড়িতেছে। সিঙ্কু আসিতেছেন, যেন হৃষ গৰ্জন কৱিতে কৱিতে আসিতেছেন ?।

৪। হে সিঙ্কু ! যেমন শিশু বৎসেৰ নিকট ভাষাদিগেৰ জনৈ গাভীয়া ছুক লইয়া যায়, তক্ষণ আৱ আৱ মদী শব্দ কৱিতে কৱিতে অস লইয়া তোমাৰ চতুৰ্দিকে আগিতেছে। যেমন যুক্ত কৱিবাৰ সময় বৃজা দৈন্য, লইয়া যায়, তক্ষণ তোমাৰ সহগামিনী এই দুইটা মদী শ্রেণীক্ৰে লইয়া তুমি আগ্রে আগ্রে চলিতেছ।

৫। হে গঙ্গা ! হে যমুনা ও সুৱাস্তি ও শতক্র ও পৰকি ! আৰ্যাৰ এই শুবঙ্গলি তোমৱা ভাগ কৱিয়া লও। হে অসিৱী-সংগত বৰঞ্চৰ্থা মদী !

ହେ ଦିତନ୍ତ ! ଓ ଶୁଶ୍ରୋଷା ସଂଗତ ଆଜୀକୀୟା ନଦୀ ! ତୋମରୀ ଅବଳ କର(୧) ।

୬ । ହେ ସିଙ୍ଗ ! ତୁ ଯି ଏଥରେ ତୃଷ୍ଣୀୟା ନଦୀର ମଙ୍ଗେ ମିଳିତ ହଇଯା ଚଲିଲେ । ପରେ ଶୁଶ୍ରୁତ ଓ ରମ୍ଭ ଓ ଖେତୀର ମହିତ ଯିଲିଲେ । ତୁ ଯି କ୍ରମ ଓ ଗୋମତୀକେ, କୁଭା ଓ ମେହେନ୍ତର ମହିତ ଯିଲିଲିତ କରିଲେ । ଏଟ ସକଳ ନଦୀର ମଙ୍ଗେ ତୁ ଯି ଏକ ରୁଥେ ଅର୍ଥାଏ ଏକତ୍ରେ ଯାଇଯା ଥାକ(୨) ।

୭ । ଏଇ ଦୁର୍କର୍ଷ ସିଙ୍ଗ ସରଳଭାବେ ଯାଇଯାଇଛେ, ତୀର୍ଥାର ବର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଓ ଉତ୍ତରାଳ, ତିନି ଅତି ମହି, ତୀର୍ଥାର ଜଳ ସକଳ ମହାବେଗେ ଯାଇଯା ଚତୁର୍ଦ୍ଦିକ ପରିମୂଳ କରିଯାଇଛେ । ଯତ ଗତିଶାଲୀ ଆଛେ, ଇହାର ତୁଳ୍ୟ ଗତିଶାଲୀ କେହ ନାହିଁ । ଇହି ଘୋଟକୀର ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ତର୍ତ୍ତ, ଇମି କୁତ୍ରକାଳୀ ରମ୍ଭୀର ନ୍ୟାୟ ଦୋଷତବ ଦର୍ଶନା ।

୮ । ସିଙ୍ଗ ତିର୍ଯ୍ୟୋବନୀ ଓ ଶୁନ୍ଦରୀ ; ଇହାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଘୋଟକ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରୁଥ ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବନ୍ଧୁ ଆଛେ, ମୁବର୍ଣ୍ଣର ଅଳକାର ଆଛେ, ଇହି ଉତ୍ତରକପେ ସଞ୍ଜିତ ହେଇଯାଇଛେ । ଇହାର ବିଷ୍ଣୁ ଅମ୍ବ ଆଛେ, ବିଷ୍ଣୁର ପଶୁଲୋମ ଆଛେ, ଇହାର

(୧) “Satudri (Sutlej).”

“Parushni (Iravati, Ravi).” “It was this river which the ten kings when attacking the Tritsus under Sudas tried to cross from the west by cutting off its water, but their stratagem failed, and they perished in the river.”—*Rig Veda*, 7. 18. 8.

“Asikni, which means black.” “It is the modern Chinab.”

“Marudyridha, a general name for river. According to Roth the combined course of the Akri, and Hydaspes.”

“Vitastá, the last of the rivers of the Punjab, changed in Greek into Hydaspes.” “It is the modern Behat or Jilam.”

“According to Yaska the Arjikiya is the Vipas.” “Its modern name is Bias or Bejah.”

“According to Yaska the Sushomá is the Indus.”

Max Muller’s *India, What can it teach us* (1883), pp. 165 to 173.

(୨) ଏ ଥକେ ଶିଙ୍ଗ ନଦୀର ପୂର୍ବଦିକେର (ଅର୍ଥାଏ ପଞ୍ଚାବ ପ୍ରଦେଶେ) ଶାଥାଭୁଲିର ନାମ ଥାଇଯା ଯାଏ । ୬ ଥକେ ପଞ୍ଚିମ ଦିକ୍କେର (ଅର୍ଥାଏ କାଶିପ ପ୍ରଦେଶେ) ଶାଥାଭୁଲିର ନାମ ପଞ୍ଚାବୀ ଥାଏ । ଯକ୍ଷମୂଲରଙ୍ଗତ ଥକେର ଅମୁରାଦ ଉତ୍କୃତ କରିଯାଇଛି ।

“First thou goest united with the Trishtamá on this journey, with the Susartu, the Rasá (Rambha Araxes R), and the Sveti,—O Sindhu, with the Kubhá (Kophen, Cabul river) to the Gomoti (Gomal), with the Mehatnu to the Krumu (Kurum)—with whom thou proceedest together.”

তৌৱে সৌলহা খড় আছে। ইনি মধু প্ৰসবকাৰী পুস্পেৱ দ্বাৰা আচ্ছা-
দিত (৩)।

১। সিঙ্গু ষোটক্যুত অতি মুখকৰ রথ বোজনা কৱিয়াছিলেন,
তাহা দ্বাৰা এই যজে অৱ আনিয়া দিয়াছেন। ইহাৰ মহিমা অতি মহৎ
বলিয়া স্মৰ কৰে। ইনি দুর্কৃষ্ট, আপনাৰ যশে যশস্বী এবং মহৎ(৪)।

১৬ মুক্ত।

~~৫~~ সোমনিষ্ঠীড়ন উপযোগী প্ৰস্তুত দেৱতা। চৰৎকাৰ ঋষি।

১। হে প্ৰস্তুতৰগণ! প্ৰতাত হইলেই তোমাদিগকে সজ্জিত কৱি।
তোমৱা সোম দিয়া ইন্দ্ৰ ও মুকৎ ও দ্যাবাপৃথিবীকে বশীভূত কৱিয়াছ।
মেই দুই দ্যাবাপৃথিবী যেন একত্ৰ হইয়া আমাদিগোৱে প্ৰত্যোক গৃহে দেৱ।
এই পূৰ্বৰূপ গৃহ ধৰে পূৰ্ণ কৰেন।

২। নিষ্পৌত্ৰকৰ্ত্তা যথন প্ৰস্তুতকে হস্তে ধাৰণ কৱিল, তথন দে যেম
হস্তগৃহীত ষোটকেৰ ন্যায় হইল এবং চৰৎকাৰ সোম প্ৰস্তুত কৱিল। অস্তুৱ
যিনি প্ৰযোগ কৰেন, তিনি শক্তজয়োপঃঘণ্টাগী পুৱন্দ্বাৰ লাভ কৰেন। এই
অস্তুৱ ষোটক দান কৰে, তাৰিতে প্ৰচুৰ ধন লাভ হৰ।

(৩) "Rich in horses, in chariots, in garments, in gold, in booty, in
wool, and in straw, the Sindhū, handsome and young, clothes herself in sweet
flowers."—Max Muller.

(৪) "He (the poet) takes in at one swoop three great river systems, or,
as he calls them, three great armies of rivers,—those flowing from the north-
west into the Indus, those joining it from the north-east, and in the distance
the Ganges and the Jumna with their tributaries.* * I call a man, who for
the first time could see those three marching armies of rivers, a poet."

"It shows the widest geographical horizon of the Vedic poets, confined
by the snowy mountains in the north, the Indus and the range of the Suleiman
mountains in the west, the Indus or the sea in the south, and the valley of the
Jumna and Ganges in the east. Beyond that the world, though open, was
unknown to the Vedic poets."—Max Muller's India, What can it teach us
(1883), pp. 168 and 174.

৩। যেমন পুর্বকালে মহুর যজ্ঞে সোমরস আসিয়াছিল, তদ্বপি এই অস্তরের দ্বারা নিষ্পৌত্রিত সোম জলে প্রবেশ করুন। গাত্তীদিগকে জলে স্থান করাইবার সময়ে এবং গৃহ মিশ্রণে কার্য্য এবং ঘোটকদিগকে স্থান করাইবার সময় যজকালে এই অবিনাশী সোমরসদিগের আশ্রয় লওয়া যায়।

৪। হে প্রস্তরগণ ! কর্মবিপ্লবকারী রাঙ্কসাদিকে নষ্ট কর, নিখতিকে কন্ধ কর, দুর্মিত দূর কর, আমাদিগের ধন ও জন সম্পাদন করিয়া দাও। দেবতা-দিগের প্রীতিকর খোকের স্ফুর্তি করিয়া দাও।

৫। যাহারা আকাশের অপেক্ষাও অধিক ভেজেযুক্ত, যাহারা বিদ্যা অপেক্ষাও অধিক শীত্র কর্মকারী, যাহারা বায়ু অপেক্ষাও সোম প্রস্তুত করিতে অধিক পটু এবং যাহারা অগ্নি অপেক্ষাও অধিক অন্নদাতা, সেই অস্তরদিগকে পূজা কর।

৬। এই সকল অস্তর উজ্জ্বল বাক্যদ্বারা উজ্জ্বলীকৃত হইয়াছে, এই যশস্বী অস্তর অন্নস্তরপি সোমের রস প্রস্তুত করুক। ইহাদিগের সাহায্যে কর্মাধ্যক্ষগণ কোলাহল করিতে করিতে এবং পরম্পরাকে দ্বরা দিতে দিতে অতি চমৎকার মধু প্রস্তুত করেন।

৭। এই সকল অস্তর চালিত হইয়া সোম অস্তুত করিতেছে, সোম ছুক্ষের সহিত যিন্তি হইবেন বলিয়া তাহার সমস্ত রস ইহারা দোহন করিতেছে। কর্মাধ্যক্ষগণ গাতীর আগীন হইতে দুর্দ দোহন করিতেছেন। সোমে সেচন করিবেন ইহাই অভিপ্রায়। ইহা হোম করিতে হইবেক, অতএব এখন মুখে অর্পণ করিতেছেন না।

৮। হে কর্মাধ্যক্ষগণ ! হে অস্তরগণ ! তোমরা ইল্লের জন্য সোম অস্তুত করিতেছ, উত্তমন্ত্রে এই কার্য্য সম্পন্ন কর। দিব্যলোকের জন্য তোমাদের চমৎকার সম্পত্তি উপস্থিত কর; আর পৃথিবীশ্বত সোমবাণগ-কারী ব্যক্তির জন্য উত্তম ধন লইয়া আইস।

୧୧ ପୃଷ୍ଠା ।

ଶର୍ଣ୍ଣ ଦେବତା । ଶ୍ରୀ ରଥି ଶର୍ଣ୍ଣ ।

୧ । ମର୍କ୍ରଣ୍ଗନ କୁବେ ତୁଣ୍ଡ ହଇୟା ମେଘନିର୍ଗତ ହଣ୍ଡିବିନ୍ଦର ନ୍ୟାୟ ଥିବ ବର୍ଷଣ କରିତେଛେନ । ଅଚୁର ହୋମ ଦ୍ରୁଦ୍ୟଯୁକ୍ତ ଘଜେର ନ୍ୟାୟ, ଇଚାରା ଉପତ୍ତିର କାରଣ ଅନ୍ତର ହେଲେ । ମର୍କ୍ରଦେବତାଦିଗେର ଏହି ହଣ୍ଡଗଣକେ ଆମି ପୂଜା, ବା କୁବ କରି ନାହିଁ, ଶୋଭାର ଜନ୍ୟଓ ଆମାର କୁବ କରାଇ ହେଲାନାହିଁ ।

୨ । ଏହି ମର୍କ୍ରଣ୍ଗନ ପୁରୈ ମନୁଷ୍ୟ ହିଲେନ, ପୁଣ୍ୟଦ୍ଵାରା ଦେବତା ହଇୟାଇଲେ, ଇହାରୀ ଶରୀର ଶୋଭାର୍ଥ ଅଳକାର ଧାରଣ କରେନ । ବିନ୍ଦର ଦୈନ୍ୟ ଏକତ୍ର ହଇୟାଏ ମର୍କ୍ରଣ୍ଗନକେ ଅତିକ୍ରମ କରିତେ ପାରେ ନା । ଆମରା ଏଥରଙ୍ଗ କୁବ କରି ମାତ୍ର ବଲିଯା ଏହି ସକଳ ତୁଳନାକେର ପୁନ୍ରଗ୍ରହ, ଅର୍ଥାତ୍ ମର୍କ୍ରଣ୍ଗନ ଏଥରଙ୍ଗ ଏଥରଙ୍ଗ ଦେଖି ନାହିଁ, ମହାବଳ ପରାକ୍ରମ ଏହି ସକଳ ଅଦିତି ସମ୍ମାନଗଣ ଏଥରଙ୍ଗ ହୃଦୟକୁ ହେଲେ ।

୩ । ଏହି ସକଳ ମର୍କ୍ରଣ୍ଗନ ଆପନା ହଇତେଇ ପ୍ରଗର୍ହ ଓ ପୃଥିବୀର ଉପଯୁକ୍ତ ହରି ପ୍ରାଣ ହଇୟାଇଛେ । ସ୍ଵର୍ଯ୍ୟ ଯେମ ଯେବ ହଇତେ ବାହିର ହେଲେ, ତଙ୍କପ ଇହାରୀ ବାହିର ହେଲେ । ଇହାରୀ ବୀରପୁରୁଷର ନ୍ୟାୟ ବଲବାନ୍, ଇଚାରା କୁବ କାମଳ କରେନ, ବିପକ୍ଷଦିଗଙ୍କେ ଦୂର କରେ ଏତୋଦୂଶ ମନ୍ଦ୍ୟେର ଦୌଷିମଞ୍ଚାର ।

୪ । ହେ ମର୍କ୍ରଣ୍ଗନ ! ସଥର ତୋଷର ପରିମା ଅତିଷ୍ଠାତ କର, ଏବେ ହଣ୍ଡିପାତ୍ର ହଇତେ ଥାକେ, ତଥନ ପୃଥିବୀ ତାହାତେ କାତର ହେଲେ ନା, ଦୁର୍ଲଭ ହେଲେ ନା । ଏହି ନାନାବିଧ ଯଜ୍ଞୀର ସାମାଜୀ ତୋଷାଦିଗେର ବିମିତ ଉତ୍ସମକଣେ ଦେଉଳା ହଇୟାଇଛେ, ତୋଷରା ଅମସମ୍ପଦ ବ୍ୟକ୍ତିବର୍ଗେର ନ୍ୟାୟ ଏକତ୍ର ହଇୟା ଏସ ।

୫ । ରଜ୍ଜୁଦ୍ଵାରା ରଥେଯୋଜିତ ଷ୍ଟୋଟକେର ନ୍ୟାୟ ତୋଷର କ୍ରତ୍ୟାମୀ, ଅଭାତକାଳେର ଆଲୋକେ ଯେମ ତୋଷରା ଆଲୋକଯୁକ୍ତ ହଇୟାଇ; ଶୋଷପକ୍ଷୀର ନ୍ୟାୟ ତୋଷରା ବିପକ୍ଷ ଦୂର କର ଏବେ ନିଜେର କୀର୍ତ୍ତି ଲିଙ୍ଗେ ଉପାର୍ଜନ କର, ଅବସେ ଗମନକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଦିଗେର ନ୍ୟାୟ ତୋଷରା ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଶେ ଗମନପୂର୍ବକ ସାରି ସେଚନ କରିଯା ଥାକେ ।

୬ । ହେ ମର୍କ୍ରଣ୍ଗନ ! ତୋଷର ଅତି ଦୂର ଦେଶ ହଇତେ ଅଚୁର ପରିବାନ ଶୁଣ୍ଡ ଧନ ବହନ କରିଯା ଆନିଯା ଥାକ । ଚମକାର ସମ୍ପଦ ଲାଭ କରିଯା ତୋଷରା ଦେବକାରୀଦିଗଙ୍କେ ଗୋପନେ ଗୋପନେ ଦୂର କରିଯା ଦିଲା ଥାକ ।

୭ । ଯେ ମହିଯ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଯା ଯଜ୍ଞ ସମାପନ ହିଁଲେ ମର୍କଙ୍ଗଣକେ ଦୀନ କରେନ, ତୀହାର ଅନ୍ନ ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ପୁନ୍ରାଦି ଲାଭ ହୁଏ, ତିନି ଦେବତା-ଦିଗେର ସଙ୍ଗେ ଏକତ୍ରେ ମୋହ ପାଇ କରେନ ।

୮ । ମେଇ ମର୍କଙ୍ଗଣ ଯଜ୍ଞଭାଗେ ଅଧିକାରୀ, ଯଜ୍ଞର ସମୟ ରକ୍ଷା କରେନ, ଅଦିତ୍ୟ ଆକାଶେର ଜଳଦାରୀ ମୁଖ ବିତରଣ କରେନ । ତୀହାରୀ ଉଚିତ ବଧେ ଆସିଯା ଆମାଦିଗେର ବୁନ୍ଦିକେ ରକ୍ଷା କରନ, ତୀହାରୀ ଯଜ୍ଞ ଯାଇରୀ ପ୍ରଚୂର ଯଜ୍ଞ ସାମାଜୀ ଅଭିନାସ କରନ ।

୭୮ ଶ୍ଵତ୍ସ ।

ଶ୍ରୀ ଓ ଦେବତା ପୂର୍ବର୍ବ ।

୧ । ମର୍କଙ୍ଗଣ ଶ୍ରୋତାଦିଗେର ମତ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ଶ୍ରବେର ଧ୍ୟାନ କରିତେ ପାଇଲେ, ଯୀହାରୀ ଯଜ୍ଞଦାରୀ ଦେବତାଦିଗକେ ପରିତୃପ୍ତ କରେ, ମେଇ ଯଜ୍ଞମାନ-ଦିଗେର ନ୍ୟାୟ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରେନ, ବାଜୀଦିଗେର ନ୍ୟାୟ ତୀହାରୀ ମୁକ୍ତି ଓ ଚିତ୍ର-ବିଚିତ୍ର ମୃତ୍ତି ଧାରଣ କରେନ, ଗୃହ ସ୍ଥାନଦିଗେର ନ୍ୟାୟ ତୀହାରୀ ମିଳାପ ।

୨ । ଅଶ୍ଵିର ନ୍ୟାୟ ତୀହାଦିଗେର ଦୌଷିତ୍ୟ; ତୀହାଦିଗେର ବକ୍ଷଃ ଶତୈ ଯେବେ ଶ୍ରମିଳକ୍ଷାର ଶୋଭା ପାଇତେଛେ; ତୀହାରୀ ବୀଘ୍ନ ନ୍ୟାୟ ଲିଜେ ସଜ୍ଜିତ ହଇଯା ତେ-କ୍ଷଣ୍ଡ ଗମନ କରେନ; ତୀହାରୀ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିର ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଧାନ ହେଲେ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ରେତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରେନ, ତୀହାରୀ ମୋହରସେର ନ୍ୟାୟ ମୁଦ୍ରା ମୁଖ ବିଧାନ କରେନ ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ପଥମ କରେନ ।

୩ । ତୀହାରୀ ବୀଘ୍ନ ନ୍ୟାୟ ଯାଇତେ ଯାଇତେ କମ୍ପିତ କରିଯା ସାନ୍ତ ଅଶ୍ଵି ଜିଜ୍ଞାସାର ନ୍ୟାୟ ଚାକିଚକ୍ରର ହେଲେ, କବଚଧାରୀ ସୋଜ୍ଜାଦିଗେର ନ୍ୟାୟ ବୀରତ୍ତ କରେନ; ପିତୃଲୋକ ଦିଗେର ଶ୍ରବେର ନ୍ୟାୟ ମୁଫ୍ତ ଦାନ କରେନ ।

୪ । ତୀହାରୀ ରଥକ୍ରେର ଅରମ୍ଭହେତୁ ନ୍ୟାୟ ଏକ ନୀତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟ ଧରିଯା ଆଛେ, ବିଜ୍ଞାନ ବୀରେ ନ୍ୟାୟ ଦୌଷିତ୍ୟଶାନୀ, ଦାନ କରିତେ ଉଦ୍ଯାତ ମହୁସ୍ତ-ଦିଗେର ନ୍ୟାୟ ଅଲବିନ୍ଦୁ ମେକ କରେନ; ଶୁତିବାକ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣକାରୀଦିଗେର ନ୍ୟାୟ ମୁଦ୍ରର ଶର୍ମ କରେନ ।

୫ । ତୀହାରୀ ସୋଟିକଦିଗେର ନ୍ୟାୟ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ରତୁଗାମୀ । ରଥାକ୍ରତ ଧନ-ସ୍ଥାନଦିଗେର ନ୍ୟାୟ ଉତ୍ତମ ଦାନ କରେନ । ତୀହାରୀ ନଦୀର ନ୍ୟାୟ ନିଷ ଦିକେ ଅଲ-

ମୈଯୀ ଥାମ, ଅଜିରାଦିଗେର ମାଁଯ ସେଇ ମାତ୍ର ଗାଲ କରେମ; ତୋହାଦିଗେର ମୁଖୀ
ନାମାବିଧ ।

୬ । ଅଳ ପ୍ରେରଣକାରୀ ମେଘେର ମାଁଯ ତୋହାରୀ ନଦୀ ନିର୍ମାଣ କରେମ । ବିଦୀର୍-
କାରୀ ଅନ୍ତଶ୍ରେଣୀ ମାଁଯ ସକଳ ତୋହାରୀ ଧର୍ମ କରେମ । ବେସନ ମାତ୍ତାର ଶିଶୁ
ଦିଗେର ମାଁଯ ତୋହାରୀ କ୍ରିଡ଼ା କରେମ । ବହୁଲୋକମୂହେର ମାଁଯ ତୋହାରୀ ଦୀତି-
ମହକାରେ ଗମନ କରେମ ।

୭ । ଅଭାବର କିରଣେ ନ୍ୟାୟ ତୋହାରୀ ସଜ ଆସନ କରେମ, ବିବାହାର୍
ବରେର ମାଁଯ ତୋହାରୀ ଅଳକାରୀ ଧାରଣପୂର୍ବିକ ଶୋଭାଯୁକ୍ତ ହେୟେମ; ନଦୀର ମାଁଯ
ତୋହାରୀ କ୍ରମାଗତ ଚଲିବାଛେନ, ତୋହାଦିଗେର ଅନ୍ତର ଶକ୍ତି ଚାକଚକ୍ର ପ୍ରକାଶ କରି
ତେବେ, ଦୂର ପଥେର ପଥିକେର ନ୍ୟାୟ ତୋହାରୀ ବହୁରୋଧ ପଥ ଅଭିନ୍ନ କରେମ ।

୮ । ହେ ଶକ୍ତିଦେବତାଗମ ! ଆମରା ତୁବେର ଦ୍ୱାରା ତୋମାଦିଗକେ ସଂରକ୍ଷଣ
କରିତେଛି, ଆମାଦିଗକେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଭାଗ ଦାଓ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରତ୍ନ ଦାଓ; ତୁବେର
ଆମୁରୋଧେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ କର । ଚିରକାଳେ ତୋମରୀ ରତ୍ନ ବିଭାଗ କରିଯା! ଧାକ ।

୭୯ ପୃଷ୍ଠା ।

ଅଗ୍ନି ଦେବତା । ମତି ବବି ।

୧ । ଏହି ଅଗ୍ନି ଅମର, ଯତ୍ନ ଧର୍ମକ୍ରାନ୍ତ ମୃଦ୍ୟାଦିଗେର ଅଧ୍ୟେ ଇହାର ଯହିସ
ଦେଖିତେଛି । ଇହାର ହମ୍ମ ଛୁଟି ମାନାଯୁକ୍ତ ଓ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣକୃତି, ଇହାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ
ହଇତେଛେ ଏବଂ ଚର୍ବିନ ନା କରିଯା ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ ଆହାର କରିତେଛେ ।

୨ । ଇହାର ଘନତ ନିଭୃତପ୍ରାଣେ ଆହେ, ଦୁଇ ଚକ୍ର ଓ ତିର ଭିତ୍ରପ୍ରାଣେ, ଇମି
ଚର୍ବିନ ନା କରିଯା କେବଳ ଜିହ୍ଵାଦ୍ୱାରା କାଷ୍ଟମୟହ ଭୋକମ କରିତେଛେ, ମୃଦ୍ୟ-
ଦିଗେର ମଧ୍ୟ ଅନେକଗୁଲି ଦୋକ ହନ୍ତ ଉପର କରିଯା ମହୋବାକ୍ସ ବଲିତେ ବଲିତେ
ଇହାର ଲିକଟ ଆସିଯା ଇହାର ଆହାର ଯୋଗାଇତେଛେ ।

୩ । ଏହି ଅଗ୍ନିପୌରୀ ବାଲକ ଆପନାର ମାତା ପୃଥିବୀର ଉପର ଅଗ୍ରସର ଇହାର
ଅକଞ୍ଚଣ ଅକଞ୍ଚଣ ଲଭାଗୁଲି ଆସ କରିତେ ଯାଇ, ତୋହାଦିଗେର ଅର୍ପଣାଗ ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ତଙ୍କଳ କରେ । ପୃଥିବୀର ଉପର ସେ, ସେ ଗମନକ୍ଷାର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ଆହେ, ତୋହାକେ ଇମି
ଗଢ଼ ଅମେ, ଲୋକ ଅହାର କରିଲେମ, ତୋହାର ଜିହ୍ଵାକ୍ଷର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ଅଭିଲିପି ହିସ ।

୪ । ହେ ଦ୍ୟାବାପୃଥିବୀ ! ଆଖି ତୋମାଦିଗେକେ ଏହି କଥା ସତ୍ୟ କରିଛେଛି, ଏହି ବାଲକ ଜାନମାତ୍ର ଆପନାର ହୁଇ ମାତ୍ରାକେ ଆସ କରେ, (ଅଧୀୟ ଅବୁଣି-
ମୟ ହିତେ ଜୟିତ୍ରା ତାହାଦିଗକେଇ ମନ୍ତ୍ର କରେ) । ଆଖି ମନୁଷ୍ୟ, ଅଖି ଦେବତା,
ଇହାର ବିଷୟେ ଆଖି ଅନଭିଜ୍ଞ, ତିଲି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନମଳ୍ପାମ, କି ଜ୍ଞାନହୀନ,
ତାହା ଆଖି ଜାନି ନା ? ।

୫ । ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଅଖିକେ ଶ୍ରୀଶ୍ର ଶ୍ରୀଶ୍ର ଅମଦାନ କରେ, ଗବ୍ୟମୃତ ଓ
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୃତ ହୋଇ କରେ, ଇହାର ପୁଣି ବିଧାନ କରେ, ଅଖି ସହସ୍ର ଚଙ୍ଗେ
ତାହାର ଉପର ମୃତ୍ତି ରାଖେନ । ହେ ଅଖି ! ତୁ ମି ତାହାର ଅତି ସର୍ବ ପ୍ରକାରେ
ଅମୁକୁଳ ଧାର ।

୬ । ହେ ଅଖି ! ତୁ ମି କି ଦେବତାଦିଗେର ମଧ୍ୟ କୋନ ଆଗରାଂଦ ପାଇୟା
କୋଷ ଧାରଣ କରିଯାଇଛ ? ଆଖି ଜାନି ନା, ଏହି ଜନ୍ୟ ତୋମାକେ ଏକଥା ଜିଜ୍ଞାସା
କରିଛେଛ ? ଯେମନ ଖଡ଼୍‌ଗାଢାରୀ କୋନ ଗାଭୀକେ ଖଣ ଖଣ କରିଯାଇ ହେଦନ ବରେ,
ତର୍କପ ତୁ ମି ଝାଡ଼ା କର, ଆର ନା କର, କିନ୍ତୁ ତୁ ମି ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ଲହଇୟା ତୋମାର
ଆହାନୀଯମ୍ବୟ ଭୋଜନ କାଳେ ପରେ ପରେ ଉହା କର୍ତ୍ତନ କର(୧) ।

୭ । ଏହି ଅଖି ବମେ ଜୟିତ୍ରା ଏତ କ୍ରତୁବେଣେ ଅଗ୍ରସର ହିତେହେନ, ଯେନ ସରନ
ରଙ୍ଜୁଦ୍ଵାରା ବକ୍ଷନପୂର୍ବକ କ୍ରତଗାମୀ କରକଣ୍ଠିଲ ଘୋଟିକ ଡରେ ଯୋଜନା କରିଯାଇଛେ,
ଏହି ବନ୍ଦୁ କାର୍ତ୍ତସନ୍ଧନ ଧନ ପାଇୟା ହୁହ ହଇୟା ଉଠିଯାଇମେ ଏହଂ ସକଳି ଚଣ କରି-
ତେହେନ, ଇନି ହକ୍କ ପ୍ରାସ କରତଃ ବୁନ୍ଦିଆଣ ହଇୟା ବିପୁଳମୂର୍ତ୍ତି ହଇୟାଇନ ।

୮୦ ଲ୍ଲଟ ।

ଅଖି ଦେବତା । ବୈଶାନର ଅଖି ଶବ୍ଦ ।

୮ । ଅଖି ଏକପ ଘୋଟିକ ଦାଳ କରେନ, ବାହାତେ ଆହୋହନପୂର୍ବକ ଶକ୍ତର ଅଶ୍ଵ
ମୁଣ୍ଡନପୂର୍ବକ ଆଗରା ଥିଲ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି । ଅଖି ଯେ ପୁତ୍ର ଏଦାନ କରେନ, ମେକର୍ମ-
ତଙ୍ଗର ହଇୟା ସମ୍ଭବୀ ହୁଏ । ଅଖି ଦୁଲୋକ ଓ ଭୁଲୋକକେ ଶୋଭାମର କରିଯା
ବିଚରଣ କରେନ । ଅଖି ନାରୀକେ ବଲ୍ଲବୀରଅନୁବିନୀ କରେନ ।

(୧) ମୁଲେ ଏହି ରୂପ ଆହେ “ ଅତ୍ରବେ ଅଦନ, ବିପର୍କଶः ଚର୍କତ ଗୀଃ ଇବ ଅଖିଃ । ”
ଥାଦ୍ୟର ଜନ୍ୟ ଗାଭୀ ପରେ ପରେ କାଟା ହିତ, ତାହା ଏହି ଶକ୍ତ ହିତେ ଅନୁମିତ ହୁଏ ।

২। অগ্নিকার্য্যের উপযোগী সমিক্কাঠ কলাঙ্কর ইউক । অগ্নি একাগ্র দ্যাবাপৃথিবীতে প্রবেশ করিয়াছেন । অগ্নিই এক বাত্তিকে ষুকে ঘাইবার সাহস প্রদান করেন । অগ্নি মহৎ মহৎ অভিন্ন সকল দয়া করিয়া পূর্ণ করেন ।

৩। অগ্নি জরৎকর্ম মামক বাত্তিকে রক্ষা করিয়াছিলেন । অগ্নিই অকথ নামক শক্তিকে জলের মধ্য ইতে নির্গত করিয়া সংক্ষ করিয়াছেন । যথম প্রতশ্চ কুণ্ডের মধ্যে অত্রি পতিত হনেন, তখন অগ্নিই তাহাকে উক্তান্ত করেন । অগ্নি মুমেধ খবিকে সন্তানবান্ত করিয়াছিলেন ।

৪। অগ্নি পুত্রস্বরূপ মহাশূণ্য পদার্থ দান করেন, অগ্নি খবিকে সহস্র দান করেন, অগ্নি হোমের দ্রব্য লইয়া স্বর্গে দেবতাদিগের মধ্যে ছড়াইয়া দেন, অগ্নির মহৎ মহৎ অনেক স্থান আছে ।

৫। খবিগণ স্তবের বারা অগ্নিকে আহ্বান করেন, বিপদঝন্ত পণ্ডিকণা ! অগ্নিকে আহ্বান করেন, আঁকাণে উড়ৌয়মান পক্ষীরা অগ্নিকে আহ্বান করে, অগ্নি এক সহস্র গাতী বেষ্টন করিয়া থাকেন ।

৬। মহুষ্যজাতীয় প্রজাবর্গ অগ্নিকে স্তব করে, নহঘের সন্তান মহুষ্য-গন্ত তাহাই করেন । গন্ধর্বদিগের নিকটও অগ্নি যজ্ঞকালে স্তব প্রাপ্ত হয়েন । অগ্নির গতি যেন ঘৃতের মধ্যে নিমগ্ন রহিয়াছে ।

৭। খচুগণ অগ্নির জন্য বৈদিক স্তব রচনা করিয়াছেন । হে অগ্নি ! তোমার এই সুরচিত মহৎ স্তব পাঠ করিসাম । হে যুবা অগ্নি ! এই স্তব-কাণ্ডীকে রক্ষা কর । বিস্তর সম্পত্তি আরিয়া দাও ।

৮১ স্তুতি ১০

বিশ্বকর্মা দেবতা । বিশ্বকর্মা ঋষি(১) ।

১। আংমাদিগের পিতা সেই যে খৰি, যিৰি বিশ্বভূবনে হোৱ কৱিতে
বসিয়াছিলেন, তিনি অভিলাষসহকারে ধনের কামনা কৱিয়া প্ৰথমাংগত
ব্যক্তিদিগকে আচ্ছাদনপূৰ্বক পঞ্চাদাংগতদিগের মধ্যে আনুপ্রবেশ
কৱিলেন।

২। স্ফটিকালে তাহার অধিষ্ঠান, অৰ্থাৎ আশ্রয়স্থলে কি ছিল? কোনু
ছান হইতে কিৱাপে তিনি স্ফটিকার্যা আৱস্থা কৱিলেন? সেই বিশ্বকর্মা,
বিশ্বদৰ্শনকাৰী দেব কোনু ছানে থাকিয়া পৃথিবী নির্মাণপূৰ্বক প্ৰকাশ
জাকাৰ্যকে উপাৱে বিস্তাৰিত কৱিয়া দিলেন?

৩। সেই এক প্ৰত্নু, তাহাৰ সকল দিকে চক্ৰ, সকল দিকে মুখ,
সকল দিকে হস্ত, সকল দিকে পদ(২), ইনি দুই হন্তে এবং বিবিধ
পক্ষ সঞ্চালনপূৰ্বক নিৰ্বাণ কৱেন, তাহাতে বৃহৎ দ্যুলোক ও ভূলোক
রূচি হয়।

৪। সে কোনু বন? কোনু হৃষ্কেৱ কাঠ? যাহা হইতে দ্যুলোক ও
ভূলোক গঠন কৰা হইয়াছে? হে বিশ্বানুগণ! তোমৰা একবাৰ আপন

(১) আমৰা পুৰোহী বলিয়াছি দশম মণ্ডলের অবেক স্তুতি ঋথেদের অব্যান্য
অংশের পৰি রচিত হইয়াছে। ঋথেদের অব্যান্য অংশে আমৰা জ্ঞানে এক প্ৰ-
মেশ্বেরের অনুভব দেখিতে পাইয়াছি। দশম মণ্ডলের অবেক স্তুতে আমৰা সেই অনু-
ভবের পূৰ্ব বিকাশ দেখিতে পাই। (খৰিগণ প্ৰকৃতিৰ তিষ তিষ কাৰ্য্য ও ক্ষমতা ও
সৌভাৰ্য্যকেই তিষ তিষ দেব বিবেচনা কৱিয়া স্তুতি কৱিয়াছেন, একপে তাঁৰা সেই
কাৰ্য্যসমূহেৰ একমাত্ৰ নিৱাস। পৰমেশ্বেৰ অনুভব কৱিতে সক্ষম হইয়াছেন। ৮১
ও ৮২ স্তুতে সেই বিশ্বেৰ নিৱাসকে বিশ্বকর্মা নাম দিয়া অভিহিত কৰা হইয়াছে)
লাগণ বলেন ৮১ স্তুতেৰ অথবা খকে প্ৰলয়েৰ পৰি মুড়ন স্থানৰ উন্নেধ আছে, বিজ্ঞ
আমৰা। পুৰোহী বলিয়াছি, প্ৰলয়, প্ৰভৃতি পৌৰাণিক গল্প ঋথেদেৰ অপৰিচিত।
(প্ৰকৃতিৰ কাৰ্য্যৰ স্তুতি হইতে প্ৰকৃতিৰ ঈশ্বৰেৰ অনুভব এই ঋথেদেৰ ধৰ্ম ।)

(২) এগলি উপমা মাৰ্ত্ত। ইহামাৰা স্ফটিকুজ্জাৰ অপৰিচিত দৰ্শনশক্তি কাৰ্য্য-
শক্তি, গতি প্ৰভৃতিমাত্ৰ প্ৰকটিত হইতেছে।

ଆପନ ମନେ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଯା ଦେଖ, ଦେଖ ତିନି କିମେର ଉପର ଦୀଙ୍ଗାଇଯା । -
ବ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ ଧାରଣ କରେନ(୩) ? ।

୫ । ହେ ବିଶ୍ୱକର୍ମୀ ! ହେ ଯଜ୍ଞଭାଗପ୍ରାଣୀ ! ତୋମାର ଯେ ସକଳ ଉତ୍ସ ଓ
ମଧ୍ୟମ ଓ ନିମ୍ନବର୍ତ୍ତି ଧାର୍ମ ଆଛେ, ଯଜ୍ଞେର ସମୟ ମେଘଲି ଆମାଦିଗକେ ବଲିଯା
ଦାଓ । ତୁମି ନିଜେ ନିଜେର ଯଜ୍ଞ କରିଯା ମିଳ ଶରୀର ପୁଣି କର ।

୬ । ହେ ବିଶ୍ୱକର୍ମୀ ! କି ପୃଥିବୀତେ, କି ଘର୍ଣ୍ଣେ, ତୁମି ନିଜେ ଯଜ୍ଞ
କରିଯା ନିଜ ଶରୀର ପୁଣି କର । ଚତୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ତାବେ ଲୋକ ମିଳେବ । ଇନ୍ଦ୍ର
ଆମାଦିଗେର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତା ହଟନ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନ୍ଦର୍ମୁଣ୍ଡ କରିବା ଦିନ ।

୭ । ଆଦା ଏଇ ଯଜ୍ଞେ ମେଇ ବିଶ୍ୱକର୍ମୀଙ୍କେ ରଙ୍ଗାର ଜମ୍ବ ଡାକିତେଛି, ତିନି
ବାଚମ୍ପତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବାକେର ଅଧିପତି, ଯନ ତୋହାତେ ସଂଲଗ୍ନ ହୁଏ, ତିନି ସକଳ
କଲ୍ୟାଣେର ଉତ୍ସଭିତ୍ତାନ, ତୋହାର କାର୍ଯ୍ୟଭାବରେ ଚମକାର, ତିନି ଆମାଦିଗେର
ତାବେ ଯଜ୍ଞ ସ୍ଵୀକାରପୂର୍ବିକ ଆମାଦିଗକେ ରଙ୍ଗା କବନ ।

୮୨ ମୁଦ୍ରଣ ।

ଶବ୍ଦ ଓ ଦେବତା ପୂର୍ବବନ ।

୧ । ମେଇ ମୁଖୀର ପିତା ଉତ୍ସଭରପ ଦୃଢ଼ି କରିଯା, ମନେ ମନେ ଆଲୋଚନା
କରିଯା ଜାଣାନ୍ତି ପରମ୍ପରା ସମ୍ବଲିତ ଏଇ ଦାବୀପୃଥିବୀ ହାତି କରିଲେନ(୧) ।
ଯଥମ ଇହାର ଚତୁର୍ମୌଷି କ୍ରମଶ ଦୂର ହଇଯା ଉଠିଲ, ତଥନ ଦ୍ୟାମାକ ଓ ଭୂଲୋକ
ପୃଥକ୍ ହଇଯା ଗେଲ ।

୨ । ବିଶ୍ୱକର୍ମୀ ଯିନି, ତୋହାର ଯନ ହୃଦୟ, ତିନି ନିଜେ ହୃଦୟ, ତିନି ମିର୍ମାଣ
କରେନ, ଧାରଣ କରେନ, ଶର୍ମଶୋଷି, ଏବଂ ସକଳ ଅବଲୋକନ କରେମ, ମଣ୍ଡପିରିର

(୩) ଅର୍ଥାତ୍ ବେଳେ ମିଳାଗେର ଉପକରଣ, ଯା ଅବଲହନ ହିଲନା । ଶ୍ରେଣ୍ୟ ହିତେ
ହାତିକର୍ତ୍ତା ବିଶ୍ୱଭୂବମ ହାତି କରିଯାଇନ ।

(୧) ବିଶ୍ୱଭୂବ ଅର୍ଥମେ ବଜ୍ରାନ୍ତି ହିଲ, ଏ କଥା ଅବ୍ୟାପ୍ତ ଧର୍ମାନ୍ତରେ ସେବନ
ଦେଖ ଯାଏ, ବେଦେ ମେଇତଥେ ଦେଖୁ ଯାଏ । ବଧେର ଯତ୍ନାକାଳେ ମୀଳ ଆକାଶକେ
ଜଳୀର ବଲିଲା ଅନୁଭବ କରା ହିତ, ତାହା ହିତେଇ ବୋଧ ହୁଏ, ଏହି କଥା ଉତ୍ସବ
ହଇଯାଇଛି ।

প্ৰবৰ্ত্তী যে ছান, তথাৱ তিনি একাকী আছেন, বিবৰণগণ এই কল্প কহেন, সেই বিবৰণাদিগেৰ অভিজ্ঞান সকল অন্বন্দৰ্বাৰা পৱিতৰ্ণ হয় ।

৩। যিনি আমাদিগেৰ অশুদ্ধাতী পিতা, যিনি বিশ্ব-ভূবনেৰ সকল ধাৰণ অবগত আছেন, যিনি একমাত্, অপচ সকল দেবেৰ নাম ধাৰণ কৰেন(১), অন্য তাৰৎ ভূবনেৰ লোকে তাঁহার বিষয়ে জিজ্ঞাসাযুক্ত হয় ।

৪। স্থাবৰঅস্তৰমন্তৰপ এই ধিশ্বভূবন গঠন হইলে পৱ, যে সকল থৰি এই সমন্বন্ধীয় স্থান্তি কৰিয়াছিলেন, সেই আটোম আবিষ্ট প্ৰভূত স্বৰ কৰিতে কৱিতে অনেক ধৰণ ব্যয় কৰিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান কৰিয়াছিলেন ।

৫। যাহা দুলোকেৰ অপৱ পাৰে, যাহা এই পৃথিবী অভিকৰ্ম কৰিয়া বিদ্যমান আছেন, যাহা অমুৱ দেবগণকে(৩) অভিকৰ্ম কৰিয়া আছে, অলগণ এমন কোনু গৰ্ভ ধাৰণ কৰিয়াছিলেন, যাহাৰ মধ্যে তাৰৎ দেবতা অন্তৰ্ভুত থাকিয়া পৱন্পাৰকে এক স্থানে মিলিত দেখিতেছেন ? ।

৬। সেই অজাত পুৰুষেৰ মাতিদেশে যে স্থান্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাঁহাতে সমন্ব ব্ৰহ্মাণ্ড অবস্থিত আছে, ইহাই অলগণ আংগণ গৰ্ভমন্তৰপ ধাৰণ কৰিয়াছিল, ইহাৰ মধ্যেই দেবতাৰা পৱন্পাৰ সাক্ষাৎ কৰেন ।

৭। যিনি ইহা স্থান্তি কৰিয়াছেন, তাঁহাকে তোমৰা বুঝিতে পাৰে না, তোমাদিগেৰ অন্তঃকৰণ তাঁহা বুঝিবাৰ ক্ষমতা প্ৰাপ্ত হয় নাই । কুজুটি-কাতে আচম্ভ হইয়া লোকে মানু একাৰ জপনা কৰে(৪), তাৰারা আপনৰ আগেৱ তৃণিৰ জন্য আহাৰাদি কৰে এবং স্বত শুভি উচ্চারণ কৰতঃ বিচৰণ কৰে ।

(২) ভিষ ভিষ দেবগণ কেবল এক ঈশ্বরেৰ ভিষ ভিষ নাম মাৰ, তাঁহা এই বক্তৰে থৰি অনুভব কৰিয়াছেন ।

(৩) মূল “দেবেতিঃ অন্তৈবঃ” আছে । সায়ণ দেবগণ ও অন্তৰ্ভুগণ এইকল্প অৰ্থ কৰিয়াছেন ।

(৪) সৃষ্টিৰ ও সৃষ্টিকৰ্তাৰ কথা আলোচনা কৰিয়া খণ্ডেৰ খবি চাৰিসহস্ৰ বৎসৰ পূৰ্বে বাহা বলিয়া পৰিয়াছেৱ, অন্য সক্ষ জগতেৰ দৌলতিসম্পন্ন পশুশতগণ সেই কথাই বলিতেছেৱ, যন্মুখেৱ। তাঁহাকে বুঝিতে পাৰে না, কুজুটিকাতত আছে হইয়া লোকে মানু একাৰ জপনা কৰে ।

୮୭ ଶତ ।

ଯମ୍ଯ ଦେବତା । ଯମ୍ଯ ଖବି ।

୧ । ହେ ଯମ୍ଯ, (ଅର୍ଥାଏ କୋଥିର ଅଧିକ୍ଷାତା ଦେବତା) ! ହେ ବଜ୍ରତୁଳ୍ୟ ! ହେ ବାଗମନ୍ଦୂଷ ! ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ତୋମାର ପତ୍ରିର୍ଯ୍ୟ କରେ, ମେ ସର୍ବଦା ସର୍ବ ଶ୍ରୀକାର ତେଜି
ଓ ବଳ ଧାରଣ କରେ, ତୋମାକେ ସହାୟ ପାଇଯା ଆମରା ଯେନ ଦାସଜୀବି ଓ ଆର୍ଯ୍ୟ-
ଜୀବି ଉଭୟଙ୍କର ସଞ୍ଜେଇ ଯୁକ୍ତ କରିତେ ପାରକ ହଇ(୧), କାରଣ, ତୁମି ବଲେର କର୍ତ୍ତା,
ନିଜେ ବଲନ୍ତପ ଓ ବଲବାନ ।

୨ । ଯମ୍ଯଇ ନିଜେ ଇନ୍ଦ୍ର, ଯମ୍ଯାଇ ଦେବତା, ତିନି ହୋତା, ତିମି ବକ୍ରନ, ତିମି
ଆତବେଦା ବହୁ । ଯମ୍ବାଜୀ ତୀର ତାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀଜୀ ଯମ୍ଯକେ ତୁ ବରେ । ହେ ଯମ୍ଯ !
ତଥଃ, ଅର୍ଥାଏ ଆମାର ପିତାର ସହିତ ମିଲିତ ହଇଯା ଆମାଦିଗେର ରଙ୍ଗ କର ।

୩ । ହେ ଯମ୍ଯ ! ଅତି ବିପୁଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣପୂର୍ବକ ଏସ, ତଥଃ, ଅର୍ଥାଏ
ଆମାର ପିତାକେ ନହାୟ କରିଯା ଶକ୍ତିଦିଗ୍ନିକେ ଧର୍ମ କର । ତୁମି ଶକ୍ତ ସଂହାର-
କାରୀ, ହତ ନିଧିକାରୀ ଏବଂ ଦୟାଜୀବି ପ୍ରାଣବନ୍ଧକାରୀ(୨) । ଆମାଦିଗେର ଜମ୍ଯ
ସର୍ବଶ୍ରୀକାର ମଞ୍ଚକ୍ଷିତା ଆନିଯା ଦାଓ ।

୪ । ହେ ଯମ୍ଯ ! ତୋମାର ତେଜି ମକ୍ଷମ କେ ପରାତନ କରେ ? ତୁମି ଦୟାଯୁକ୍ତ,
ତୁମି ଦିଶ୍ତଶୀଳ, ଶକ୍ତ ଅସକାରୀ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦିକ ଦର୍ଶମକାରୀ, ଶକ୍ତ ଆକ୍ରମଣ ମହା
କରିତେ ଶର୍ମର୍ଥ ଏବଂ ବଲବାନ । ଆମାଦିଗେର ମେଲାବର୍ଗକେ ତେଜୋଯୁକ୍ତ କର ।

୫ । ହେ ଉତ୍କୃତ ଜ୍ଞାନସଙ୍କାଳ ! ଯଜ୍ଞ ଭାଗେର ଆରୋଜନ କରିତେ ନୀ
ପାରିଯା, ଆସି ତୋମାକେ ପୁଜା ଦିତେ ବିନୁଥ ହିଥାଛି, ବନ୍ଦିଚ ତୁମି ମହାନ୍,
ତ୍ୟାପି ଆସି ପୁଜା ଦି ନାଇ । ହେ ଯମ୍ଯ ! ଏହି କଂପେ ତୋମାର ଯଜ୍ଞ ମଞ୍ଚମଳେ
ଶୈଥିନ୍ୟ କରିଯା ଏଥର ଲଜ୍ଜା ପାଇତେଛି । ତୁମି ନିଜ ଓଳେ ଆଗମ ଇଚ୍ଛାର
ଆମାକେ ବଳ ଦିତେ ଏସ ।

୬ । ହେ ଯମ୍ଯ ! ଏହି ଆସି ତୋମାର ମିକଟେ ଆସିଯାଛି, ତୁମି ଅନୁହୂମ
ହଇଯା ଆମାର ମିକଟ ଆସିଯା ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋ । ତୁମି ଆକ୍ରମଣ ମହ କରିତେ

(୧) ଦାସଜୀବି ଓ ଆର୍ଯ୍ୟଜୀବି ଉତ୍ସେଷ ।

(୨) ଦୟାଜୀବିର କଷା ।

সমর্থ, তুমি সকলের ধারণ কর্ত্তা ! হে বজ্রধারী মহ্য ! আমার নিকটে হচ্ছি
আগু হও, আমাকে আত্মীয় জ্ঞান কর, তাহা হইলে আমি দস্তুদিগকে
বধ করিতে পারি(৩) ।

৭। নিকটে এস, আমার দক্ষিণ হন্তের দিকে অবস্থিত হও, তাহা হইলে
মুক্তদিগকে নিধন করিতে পারি(৪), তোমার নিমিত্ত ঘনুর উৎকৃষ্ট অংশ
হোম করিতেছি, উহুদ্বারা আম ধারণ সম্পন্ন হইবেক । এস, তোমাতে
আমাতে সর্বাংগে গোপনে ঘনু পান করা যাউক ।

৮৪ শৃঙ্খল।

শ্রষ্টি দেবতা ও পূর্ণবৎ ।

১। হে মহ্য ! মুক্তগণ তোমার সহিত এক রথে আরোহণপূর্বক
আক্ষাদিত ও দুর্দৰ্শ হইয়া তৌক্ষৰ্বাণ লইয়া যুদ্ধেরঅন্তর্ভুক্ত শাশ্বত করিতে
করিতে অগ্নি মূর্তিতে নেতার কার্য করিতে করিতে যুদ্ধ বাত্রা করন ।

২। হে মহ্য ! তুমি অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া শক্ত পরামৰ্শ কর, তুমি
সহ্য করিতে সমর্থ, তোমাকে আহ্বান কর। হইচাহে ; তুমি আমাদিগের
সৈন্যাধ্যক্ষ হও । শক্তদিগকে নিধন করিয়া তাহাদিগের অস্ত ভাগ করিয়া
দাও । তেজ স্তুতি করিয়া বিপক্ষদিগকে তাড়াইয়া দেও ।

৩। হে মহ্য ! আমাদিগের হিংসককে পরাজয় কর ; ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে,
মারিতে মারিতে, নিধন করিতে করিতে, শক্তদিগের সম্মুখীন হও । তোমার
দুর্দুর্দৰ্শ বন কে রোধ করিবে ? তুমি একাই সকলকে বশীভূত কর, কিন্তু নিজে
নিজেরি বশ ।

৪। হে মহ্য ! তুমি এক, অনেকে তোমাকে স্তব করে । প্রত্যেক মহাযাকে
যুদ্ধের অন্য তৌক্ষৰ্বাণ কর, তোমাকে সহায় পাইলে আমাদিগের উজ্জ্বলতা

(৩) পুনরায় দস্তুদ্বাতির উরেখ ।

(৪) ক্রোধেই শক্ত বিজয়ের একটি অধান সাধন ; শক্তদিগের সহিত যুদ্ধ উপ-
সক্ষে, সেই ক্রোধকে দেবজ্ঞপ, এই শৃঙ্খল ও পরের শৃঙ্খল স্তুতি করা হইতেছে ।

କଥନ ଲକ୍ଷ ହେ ନା, ଆମରା ଜୟ ଲାଭେର ଜୟ ଏବଳ ସିଂହମାଦ କରିତେ
ଧ୍ୟାକି ।

୫ । ତୁମି ଇନ୍ଦ୍ରେର ନ୍ୟାୟ ବିଜୟ, ତୋମାର କୋନ ଅପଭାସ, ବା ମିଳା ମାଇ,
ଏହି ହାଲେ ତୁମି ଆମାଦିଗେର ରଙ୍ଗକର୍ତ୍ତା ହୁଏ । ହେ ମହନୀଳ ! ତୋମାର ପ୍ରିୟ
ନାମ ଆମରା ଉଚ୍ଛାରଣ କରିତେଛି, ଯେ ଉପତ୍ତିହାନ ହିତେ ତୁମି ଅଧିକାହ,
ତାହା ଆମରା ଜାନି ।

୬ । ହେ ବଜ୍ରତୁଳ୍ୟ ! ହେ ବାଗତୁଳ୍ୟ ! ଶକ୍ରପରାତିବ କରା ତୋମାର ସହଜ,
ଅର୍ଥାତ୍ ସଭାବ ମିଳ । ହେ ଶକ୍ରପରାତିବକାରୀ ! ତୁମି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ତେଃଜଧାରଣ କର,
ହେ ମହୁୟ ! ତୋମାକେ ବିଜ୍ଞପ୍ତ ଲୋକେ ଡାକେ । ଆମରା ତୋମାକେ ଯଜ୍ଞ ଦିତେଛି,
ଅତିଏବ ଯଥନ ତୁମୁଳ ସଂଗ୍ରାମ ଉପହିତ ହୟ, ଆମାଦିଗେର ଏତି ପ୍ରେହବାଦ
ହିତେ ।

୭ । ସକଳ ଏବଂ ମହ୍ୟ ତୀହାଦିଗେର ହୁଇ ଜନେଇ ଥିଲ ଏକତ ମିଶ୍ରିତ କରିଯା
ଆମାଦିଗଙ୍କେ ଦାନ କରନ୍ତି, ଶକ୍ରଗନ ମନେର ମଧ୍ୟେ ଭୟ ପ୍ରାଣ ଓ ପରାତିତ ହଟକ
ଏବଂ ବିଲୀର ହିଯାଁ ଯାଉକ ।

୮୫ ଲୁଣ । ୦

ମୋମ, ପ୍ରତ୍ଯାମିନ୍ଦରା ପ୍ରତ୍ୟୁଷି ।

୧ । ମତାଇ ପୃଥିବୀକେ ଉତ୍ସନ୍ନିତ କରିଯା ରାଧିଯାଚେନ, ଦୂର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧକେ ଉତ୍ସ-
ନ୍ନିତ କରିଯା ରାଧିଯାଚେନ, ଘଟଅଭାବେ ଆଦିତାଗଣ ଅଂକାଣେ ଅନ୍ତିତ
ଆହେନ, ଉତ୍ତାରଇ ଅଭାବେ ମୋମ ମେଇ ହ୍ଵାଳ ଆଶ୍ରମ କରିଯା ଆହେନ ।

୨ । ମୋମେର ଅଭାବେ ଆଦିତାଗଣ ବଲାନ୍ତି ହେଲେ, ମୋମେର ଅଭାବେ
ପୃଥିବୀ ପ୍ରକାଣ ହିଯାହେ, ଅଗିଚ, ଏହି ସକଳ ଲକ୍ଷତେର ସରିଧାନେ ମୋମକେ
ରାଧିଯା ଦେଶ୍ୟ ହିଯାହେ(୧) ।

(୧) ଏଥାନେ ମୋମ ଅର୍ଥେ ଚନ୍ଦ୍ର କରିଲେ ହୁକ୍କର ଅର୍ଥ ହୟ । ଇହାର ପରେର କବିତେ
“ପ୍ରତ୍ଯାମି” ଅର୍ଥେ ଚନ୍ଦ୍ର ବରନରୀ ବିବେଚନା କରା ହୀତେ ପାରେ । ମବମ ମଶୁଳେ ଓ କବ୍ୟ
ଦେର ଅବ୍ୟାନ୍ୟ ଛାନେ, ମୋମ ଅର୍ଥେ ମୋମରମ, ଏହି ମବମ ମଶୁଳେର କୋମଣ୍ଡ ହୁଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ
କବିଗଣ ଏହି ଶକ୍ର ସ୍ଵର୍ଗହାର କରିଯାହେ କି ନା, ତାହା ବିଚାର କରିତେ ଆମି ଅକ୍ଷୟ
ପଣ୍ଡିତବର Both ଏହି ୮୫ ଲୁଣଟି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଆଧୁନିକ ବଲେନ । Nirukta, p. 147.

৩। যথন উদ্বিজ্ঞপ্তী সোমকে মিষ্ঠীড়ন করে, তখন লোকে ভাবে, তাঁহার সোম পান করা হইল। কিন্তু স্তোতাগণ যাহা প্রকৃত সোম বলিয়া জানেন, তাহা কেহই পান করিতে পায় না।

৪। হে সোম! স্তোতাগণ(২) গোপন করিবার ব্যবস্থা করিয়া তোমাকে গোপন করিয়া রাখেন। তুমি পাষাণের শব্দ শুনিতে থাক, পৃথিবীর কেহই তোমাকে পান করিতে পায় না।

৫। হে দেবসোম! তোমাকে যে পান করা হয়, তাহাতে তোমার ক্ষয় মা হইয়া আবার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বায়ু সোমকে রক্ষা করেন, যে কৃপ সংবৎসরকে মাসগুলি রক্ষা করে, উভয়ের আকৃতি, অর্থাৎ স্বরূপ এক।

৬। সূর্যার, অর্থাৎ স্বর্যাদ্বারা বিবাহকালে বৈরতী (নান্দী শুক্রগুলি) ও সূর্যার সহচরী হইয়াছিল, নরাশংসী (মামকু শুক্রগুলি) উহার দাসী ছিল। সূর্যার অতি মুন্দর বন্ধু গাথা (অর্থাৎ সামগান) দ্বারা পরিস্কৃত হইয়া আসিয়াছিল।

৭। যথন সূর্যা পতিগ্রাহ গমন করিলেন, তখন চৈতন্য স্বরূপ উপবর্হন, (অর্থাৎ উপচোকন) সঙ্গে চলিল, চক্ষুই তাঁহার অভ্যন্তর, (অর্থাৎ দৈল, ইরিজা, ইত্যাদি দ্বারা শরীরের বিমলীকরণ ক্রিয়া)। দ্যুলোক ও ভূলোক তাঁহার কোশস্বরূপ হইয়াছিল।

৮। স্ববসন্মুহ তাঁহার রথের প্রতিধি, অর্থাৎ চক্রাঞ্চয় ছিল; কুরীর মামক ছবি রথের অভ্যন্তরভাগ হইল। অশিদ্বয় সূর্যার বর হইলেন, অশি অগ্রগামি দৃতস্বরূপ হইলেন।

৯। সূর্যা ঘনে ঘনে পতি প্রার্থনা করিতেছিলেন, তাহাতে সূর্য যথন সূর্যাকে সম্প্রদান করিলেন, তখন সোম তাঁহার বিবাহার্থী ছিলেন, কিন্তু অশি দ্বয়ই তাঁহার বরস্বরূপে পরিগঞ্জিত হইলেন(৩)।

(২) (২) মূলে “বাহুত” শব্দ আছে। “বৃহ” ধাতু হইতে উৎপন্ন সুতরাং অর্থ বোধ হয় “বৃক্ষ,” অর্থাৎ শোহ উচ্চারণকারী। “Lofty ones.”—Weber. *Ind. Stud.*, v. 178.

(৩) সূর্যার বিবাহ সংস্কৰণে ১। ১১৬। ১৭ খকের টাকা দেখ, তথ্যসোম অর্থে সোমরূপ করিয়া আমি টাকা লিখিয়াছিলাম। সূর্যকল্পার বিবাহার্থী যে সোম, তিনি লোহলতা, না চক্র, তাঁহা বিচার করা কঠিন। স্তুত রচয়িতা কি অর্থে এ শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন?

१०। यन्है ताहार शकट हइल, आकाशहि उर्ध्वास्थान हइल। तुइ
शुक्र, (अर्थात् द्वृष्टि शुक्रतार) ताहार शकट बाही हइल; एই रूपे सूर्या पतिरु
गृहे गमन करिलेन।

११। शक्र ओ मांदारा बग्नि तुइ ब्रूष तांहार शकट, एই खाल हइते
बहिया लहिया गेल। हे सूर्या! तुइ कर्ण तोमार रथचक्र हइल, आर मेइ
रुथेर पथ आकाशे, ऐ पथे सर्वदा गतांसात हइया थाके।

१२। याहिवार मय तोमार तुइ रथचक्र अति उज्ज्वल हइल, मेइ रथे
विक्षारित अक्ष संष्ठापित हिल। सूर्या पतिगृहे याइते उद्यात हइया यसः
स्वरूप शकटे आरोहण करिलेन।

१३। पतिगृहे गमनकाले सूर्य सूर्याके ये उपचोकन दियाहिलेन,
ताहा अग्रे अग्रे चलिल। यसा नक्षत्रेर उदयकाले मेइ उपचोकनेर
अम्भुत गाभोदिगके डाँड़ाईया लहिया याय(४), अर्जुनी, अर्थात् सामुग्री
नामक तुइ नक्षत्रेर उदय काले मेइ उपचोकन बहिया लहिया याय(५)।

१४। हे अश्विन्य! तोमरा यथन त्रिचक्रमुक्त रथे आरोहणपूर्वक
जिज्ञासा करिते करिते सूर्यार विवाहानम अहग करिले, तथन सकल देवता
तोमादिगेर चैइ ग्रहणकर्त्ता अमूर्मोदन करिलेन, पूर्णा तोमादिगेर पूज्ञ
हइया तोमादिगके कल्यार वरमन्त्रण बरण करिलेन।

१५। हे अश्विन्य! तोमरा यथन बर हइया सूर्याके बरण करिते
निकटे गमन करिले, तथन तोमादिगेर एकथानि चक्र कोथार छिल,
तोमरा पथ जिज्ञासा करिवार अन्य कोथाय दौड़ाईया छिले?

१६। शोऽनुग्रह जाबेल ये, काले काले अप्सर हइया थाके, एकप
तुइथानि चक्र असिन्द्र आहे, आर अति गोपनीय एकथानि ये चक्र आहे,
ताहा विवानेरा जाबेन।

१७। सूर्या ओ देवगण एवं मित्र ओ वकण, इंहारा आदिवर्णेर शुक्तचिन्ता
करेल, इंहादिगके नमस्कार करिलाम।

(४) मूले “असामु हन्यते गायवः” आहे।

(५) मूले “अर्जुनेयो परि उत्त्यते” आहे।

১৮। এই ছুইটী শিশু ক্ষমতাবলে পূর্ব, পশ্চিমে বিচরণ করেন,
ইঁহারা কৌড়া করিতে করিতে যজ্ঞে যান, একজন, (অর্থাৎ চন্দ) ভুবনে খতু
ব্যবস্থা করিতে করিতে সংসার অবলোকন করেন। দ্বিতীয়, (অর্থাৎ সূর্যা)
খতুগণ বিধান করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করেন।

১৯। সেই সূর্য দিনের পতাকা, অর্থাৎ জ্যাপনকর্তা, প্রত্যহ মৃতন,
মৃতন হইয়া প্রভাতের অগ্রে আসিয়া থাকেন। আসিয়া দেবতাদিগকে
যজ্ঞভাগ দিবার ব্যবস্থা করেন। চন্দ দীর্ঘজায়ুঃ বিতরণ করেন।

২০। হে সূর্য ! তোমার পতিগৃহেতে যাইবার রথে সুন্দর পলাশ,
ততু, সুন্দর শালমলীরূপ আছে, [অর্থাৎ ঐ কাঠে নির্মিত] ইহার মুর্দি
উৎকৃষ্ট, সুবর্ণের ন্যায় প্রভা। উহা উত্তমরূপে পরিবেষ্টিত, উহার সুন্দর
কেঁক, উহা সুখের আবাস স্থান। তোমার পতিগৃহে অতি প্রচুর উপচোকন
লইয়া যাও।

২১। হে বিশ্ববস্তু ! এই স্থান হইতে গাঁত্রোথান কর, যেহেতু এই
কল্যান বিবাহ হইয়া গিয়াছে। নমস্কার ও স্তবের দ্বারা বিশ্বাবস্তুকে শুব
করি। আর যে কোন কল্যান পিতৃ গৃহে বিবাহ লক্ষণ যুক্ত হইয়া আছে,
তাহার নিকটে গমন কর ; সেই তোমার ভাগস্বরূপ জন্মিয়াছে, তাহার বিষয়
অবগত হও(৬)।

২২। হে বিশ্ববস্তু ! এই স্থান হইতে গাঁত্রোথান কর। নমস্কার-
দ্বারা তোমাকে পূজা করি। নিতম্ববতী, অন্য অবিবাহিতা মারীর নিকটে
যাও, তাহাকে পত্নী করিয়া স্বামি সংসর্গণী করিয়া দাও(৭)।

২৩। যে সকল পথ দিয়া আমাদিগের বন্ধুগণ বিবাহের জন্য কল্যান
প্রার্থনা করিতে যান, সেই সকল পথ যেন সরল ও কল্টকবিহীন হয়,
অর্যমা এবং ডগ আমাদিগকে উত্তমরূপে লইয়া চলুন। হে দেবগণ ! পতি
পত্নী যেন পরস্পর উৎকৃষ্টরূপে প্রথিত হয়।

(৬) বিশ্বাবস্তু বিবাহের অধিকারী। বিবাহ হইয়া গেলে তাহার অধিকারী হত্ত
থাকে না।

(৭) কল্যান বিবাহ লক্ষণপ্রাপ্ত হইলে পর, তাহার বিবাহ দেওয়া বিধেয়, এই
যত ২১ ও ২২ খকে প্রতীয়মান হইতেছে। এই স্থান হইতে সূক্ষ্মের শেব পর্যন্ত
বিবাহের বিবরণ ও অন্ত পাওয়া যায়।

— ୨୪ । ହେ କନ୍ୟା ! ସୁନ୍ଦରମୃତ୍ତିଧାରୀ ଶ୍ରୀମଦେବ ଯେ ବନ୍ଦଳେର ସାରା ତୋମାକେ ବନ୍ଦ କରିଯାଉ ଛିଲେନ, ମେହି ବନ୍ଦଗେର ବନ୍ଦ ହିତେ ତୋମାକେ ଘୋଚନ କରିତେଛି । ଯାହା ସତ୍ୟର ଆଧ୍ୟାତ୍ମାର, ଯାହା ମୁକ୍ତିର ଆବାସଶାନମୂଳପ, ଏହି ରତ୍ନ ଛାନେ ତୋମାକେ ନିରପଦ୍ରବେ ତୋମାର ପତିର ସହିତ ଛାପନ କରିତେଛି ।

୨୫ । ଏହି ନାରୀକେ ଏହି ଛାନ ହିତେ ମୋଚନ କରିତେଛି, ଅପର ଛାନ ହିତେ ରହେ(୮) । ଅପର ଛାନେର ସହିତ ଇହାକେ ଉତ୍ସମକ୍ରମ ପ୍ରେସିଟ କରିଯା ଦିଲାମ । ହେ ହଣ୍ଡିବରସଙ୍କାରୀ ଇଞ୍ଜ ! ଇନି ଦେନ ମୌତାଗ୍ୟବତୀ ଓ ଉତ୍କୁଷ୍ଟ ପୁନ୍ନ-ବତୀ ହେଯେନ ।

୨୬ । ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୋମାକେ ହଣ୍ଡେ ଧାରଣ କରିଯା ଏହାନ ଚଟିତେ ଲାଇଯା ଯାଉନ । — ଅଶ୍ଵିନୀର ତୋମାକେ ରଥେ ବହନ କରନ । ଗୁହେ ଯାଇଯା ଗୁହେର କର୍ତ୍ତ୍ତୀ ହେ । ତୋମାର ଗୁହେର ମକଳେର ଉପର ପ୍ରାନ୍ତୁ ହଇଯା ପ୍ରାନ୍ତୁ ହିତୁ ପ୍ରାନ୍ତୁ କର ।

୨୭ । ଏହି ଶ୍ଵାମେ ଶତାନମନ୍ତତ ଅଯିଯା ତୋମାର ପ୍ରୀତିଲାଭ ହଟକ । ଏହି ଗୁହେ ସାବଧାନ ହଟଯା ଗୁହକାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କର । ଏହି ଶାନ୍ତିର ସହିତ ଆପନ ଶାରୀର ସମ୍ମିଳିତ କର, ହନ୍ତାବନ୍ଧୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଗୁହେ ପ୍ରାନ୍ତୁ ହିତୁ କର ।

୨୮ । ନୀଳ ଓ ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣ ହିତେଛେ; ଇହାତେ ଅନୁମାନ ହିତେହେ ଯେ, କୃତ୍ୟାର ଆକ୍ରମଣ ହଇରାହେ । ଏହି ନାରୀର ଆତିଗନ ହନ୍ତି ପାଇତେଛେ । ଇହାରୀ ଶାନ୍ତି ନାନା ବନ୍ଦଳେ ବନ୍ଦ ହିତେଛେ ।

୨୯ । ମଲିନ ବନ୍ତ୍ର ତାଣ୍ଗ କର । ଶ୍ରୋତାଦିଗକେ ଧର ଦାନ କର । ଏହି କୃତ୍ୟାପାଦଯୁକ୍ତୀ ହଇରାହେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚଲିଯା ଗିଲାହେ । ପାତ୍ରୀ ପତିର ସହିତ ଏକ ହଇଯା ଯାଇତେଛେ(୯) ।

୩୦ । ସଦି ପତି ବଧୁର ବନ୍ଦରାରୀ ଆପନ ଅଜ୍ଞାନମ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରେନ, ତାହା ହଇଲେ ଏହି କୃତ୍ୟା ଆକ୍ରମଣ କରେ, ଉତ୍ତରମ ଶରୀରର ଓ ଶ୍ରୀଭବତ ହଇଯା ଯାଯ ।

(୮) ଅର୍ଥ ବୋଧ ହୁଏ ପିତୃକୁଳ ହିତେ ଘୋଚନ କରିଯା ଶାନ୍ତିକୁଳେ ପ୍ରେସିଟ କରିଲାମ,

୨୬ ଓ ୨୭ ଖତେ ବିବାହିତା ଶ୍ରୀର ପତି ଉପଦେଶ ।

(୯) “କୃତ୍ୟା” ଅର୍ଥ ଆସି ବୁଝିତେ ପାରି ଯାଇ । ନାରୀର ଇହାର ଅର୍ଦ୍ଦ ପାପ ଦେବତା କରିଯାଇନ ।

৩১। যাহারা বরের নিকট হইতে বধুর নিকট লক্ষ্মীদানক উপচোকন সরাইয়ে লইতে আসে, তাহারা যথা হইতে অসিয়াছিল, তথায় যজ্ঞভাগগ্রাহী দেবতাগণ তাহাদিগকে পাঠাইয়া দিন, অর্থাৎ বিফলপ্রয়াস করিয়া দিব।

৩২। যাহারা বিপক্ষভাচরণ করিবার জন্য এই পতি পত্নীর নিকটে আসে, তাহারা বিনাশ প্রাপ্ত হউক। পতি পত্নী বেন সুবিধার দ্বারা অস্ত্র-বিধি সম্বন্ধ কাটাইয়া উঠেন। শক্তগণ দূরে পলায়ন করক।

৩৩। এই বধু অতি লক্ষণাত্মিতা, তোমরা এন, ইহাকে দেখ। ইহাকে সৌভাগ্য, অর্থাৎ স্বামীর প্রীতিপাত্র হউক, এইরূপ আশীর্বাদ করিয়া নিজ নিজ গৃহে প্রতিগমন কর।

৩৪। এই বন্ত দৃষ্টিত, অগ্রাহ্য, মালিন্যযুক্ত ও বিষযুক্ত। ইহা ব্যবহা-
রের মোগ্য নহে। যে, ত্রুক্ষা নামা খড়িক্ বিদ্বান সে বধুর বন্ত পাইতে
পারে(১০)।

৩৫। দেখ, সূর্যার মূর্তি কি প্রকার, ইহার বন্ত কোথাও অর্দেক ছিল,
কোথাও মধ্যে ছিল, কোথাও চতুর্দিকে ছিল। যিনি ত্রুক্ষা নামক, খড়িকু তিনি
তাহা শেখান অর্থাৎ অবীকৃত করেন।

৩৬। তুমি সৌভাগ্যবতী হইবে বলিয়া তোমার হস্তধারণ করিতেছি।
আমাকে পতি পাইয়া তুমি হৃদ্বাবস্থায় উপনীত হও, এই প্রার্থনা করি,
ভগ্ন ও অর্যমা ও অতি বদ্যম্য সবিভা, এই সকল দেবতা আমার সহিত
গৃহকার্য করিবার জন্য তোমাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন(১১)।

৩৭। হে পুর্ণ ! যে নারীর গর্ভে মনুষ্যগণ বীজ বপন করে,
তাহাকে তুমি যাঁরপর রাই কল্যাণ সম্পন্না করিয়া পাঠাইয়া দাও।
সে কামবশ হইয়া নিজ উরুদ্বয় আমাদিগের নিকট বিসারিত করে,
আমরা কামবশ হইয়া তাহাতে শেপপ্রাহার করিয়া থাকি।

৩৮। হে অগ্নি ! উপচোকন সম্বেত সূর্যাকে অগ্নে তোমার

(১০) এই খকগুলি বিবাহের আচার সম্বন্ধে। একখে যেমন নাপিত বিবাহের
বন্ত সাত করে, তৎকালে বোধ হয় সে বন্ত খড়িকের প্রাপ্য ছিল।

(১১) এটি স্বামীর উকি।

নিকট লইয়া বাঁচ্য হয়। তুমি সন্তানসন্ততি সমেত বনিতাকে পতি-
দিগের নিকট সমর্পণ করিলে ।

৪১। অগ্নি আবার লাবণ্য ও পরমায়ুঃ দিয়া বনিতাকে শ্রদ্ধান
করিলেন। এই বনিতার পতি দীর্ঘায়ুঃ হইয়া একশত বৎসর জীবিত
থাকিবে(১২)।

৪০। অথবে তোমাকে সোম বিবাহ করে, পরে গঙ্কর্ব বিবাহ
করে, তোমার তৃতীয় পতি অগ্নি, মূর্খসন্তান তোমার চতুর্থ পতি।

৪১। সোম সেই নারী গৃহবর্ষকে দিলেন, গৃহৰ্ব অগ্নিকে দিলেন,
অগ্নিধন পুত্র সমেত এই নারী আমাকে দিলেন(১৩)।

৪২। হে বরবধূ ! তোমরা এইছানেই উভয়ে থাক, পরম্পর পৃথক
হইও না, নানা থান্দ তোজন কর, আপন গ্রহে থাকিয়া পুত্র পৌত্র-
দিগের সঙ্গে আমোদ আঙ্গাদ ও কৌড়া বিহু কর(১৪)।

৪৩। অজাগতি আমাদিগের সন্তানসন্ততি উৎপাদন করিয়া দিন,
অর্ধ্যমা আমাদিগকে রুদ্ধাস্থ পর্যান্ত মিলন করিয়া রাখুন। হে বধূ ! তুমি
উৎকৃষ্ট কল্যাণসম্পন্ন হইয়া পতিগ্রহে অধিষ্ঠাত্র কর। আমাদিগের দাসদাসী
এবং আমাদিগের পশুগণের মঙ্গল বিধান কর(১৫)।

৪৪। তোমার চক্ষু যেন দোষ শূল হয়, তুমি পতির কলাণকরী হও,
পশুদিগের মঙ্গলকারী হও, তোমার যুব যেন শ্রফুল এবং লাবণ্য,
যেন উজ্জল হয়। তুমি বীরপুত্র প্রসবিনী এবং দেবতাদিগের পতি
তত্ত্ব হও। আমাদিগের দাস দাসী, (ইত্যাদি পুরুষকের শেষ অংশের
সুহিত এক)।

৪৫। হে ইত্তিবর্ষণকারী ইন্দ্র ! এই নারীকে তুমি উৎকৃষ্ট পুত্রস্তো
ও সৌভাগ্যবত্তি কর। ইঁহার গর্তে দশ পুত্র মংছাপন কর, পতিকে
লইয়া একাদশ বাস্তি কর।

(১২) মুর্যু জীবনের সীমা শৃত বৎসর।

(১৩) কন্যাকে শেখ হয় সোম ও গঙ্কর্ব ও অগ্নির নিকট সমর্পণ করিয়া
পরে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইত।

(১৪) এটা বরবধূর পতি উচ্চি।

(১৫) ৪৩ হইতে ৪৬ পর্যন্ত বধূর পতি উচ্চি। ৪৭ টক বরবধূর উচ্চি।

৪৬। তুমি শৃঙ্গের উপর ঔভূতি কর, শ্রাঙ্ককে বশ কর, নন্দ ও দেবর-
গণের উপর সত্রাট্টের ন্যায় হও ।

৪৭। তাৰং দেৱতাগণ আমাদিগের উভয়ের হৃদয়কে ছিলিত কৱিয়া
দিন। বায়ু ও ধাতা ও বায়ুদ্বী আমাদিগের উভয়কে পরম্পর সংযুক্ত
কৰন(১৬) ।

(১৬) এই স্তুতের অনেকাংশ পাঠ কৱিতে কৱিতে একশকার দ্বীপাচারের
ব্যাপারের সহিত কিছু কিছু সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। এই স্তুতের অনেক স্থান পূর্ব-
কালে বিবাহের সময় মন্ত্রের ন্যায় পাঠ করা হইত, এথেকার অনুমান কৱিলে বোধহয়
বিশেষভাব হইবেক না ।

ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ।

୮୬ ଲଙ୍ଘ । ୦

ଇନ୍ଦ୍ର, ଅଭ୍ୟତ ଦେବତା । ଇନ୍ଦ୍ର, ଅଭ୍ୟତିଇ ଧରି ।

୧ । ମୋମ ଅଞ୍ଜଳି କରିବାର ଜନା ତାହାଦିଗଙ୍କେ ଇନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାଯ ଦିମେମ ;
କିନ୍ତୁ ତାହାରା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କେ ଶ୍ଵର କରିଲ ନା, କିନ୍ତୁ ଆମାର ସଖୀ, ଅର୍ଥାଏ ଆମାର ପୁଣ୍ୟ
ବ୍ୟାକପି ମେଇ ମୋମ ପାନେ ମତ ହଇଲ, ଛଟପୁଣ୍ୟଦିଗେର ମଧ୍ୟେ ଆମା ହଇଲ ।
ଇନ୍ଦ୍ର ସକଳେର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ।

୨ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୁ ମୁଁ ହୃଦୟକପିକେ ଦେଖିଯା ଆଜ୍ଞାତ କୁଳ ହଇଯା ଅର୍ତ୍ତଗମ
ରିକର୍ତ୍ତେଛ । ଅଥଚ ଆର କୁତାପି ମୋମପାନ କରିତେ ପାଠିତେଛ ନା । ଇନ୍ଦ୍ର
ସକଳେର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ।

୩ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୁ ମୁଁ ଯେ ଧନ୍ୟାମ୍ଭି ଦାତାବାକ୍ତିର ମାଯ ହରିନର୍ମୟଗ-
ମୁକ୍ତୀଧାରୀ ଏହି ବ୍ୟାକପିକେ ପ୍ରତିକର ବିବିଦ ସାମଗ୍ରୀ ଅଶ୍ଵ କରିତେଛ, ଏହି
ବ୍ୟାକପି ତୋମାର କି ଉପକାର କରିବାଛେ ? ଇନ୍ଦ୍ର ସକଳେର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ।

୪ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୋମାର ପ୍ରେମାଳ୍ପଦୀ ଯେ ଏହି ବ୍ୟାକପିକେ ତୁ ମୁଁ ତକ୍ଷୀ
କରିତେଛ, ସବାହ ଅନୁମରଣକାରୀ ତୁତ୍ତୁ ଇହାର କରେ ମଂଶନ କରିଯାଛେ । ଇନ୍ଦ୍ର
ସକଳେର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ।

୫ । ଆମି ଉତ୍ସ ଉତ୍ସ ସାମଗ୍ରୀ ପୃଥିକୁ ପୃଥିକୁ ସାଜାଇଯା ରାତିରୀ-
ଛିଲାମ, ଏହି ବାନର, ଅର୍ଥାଏ ବ୍ୟାକପି ସକଳି ନନ୍ତ କରିଯା ରିଲ । ଆମାର
ଇଚ୍ଛା ଯେ, ଇହାର ମୁକ୍ତ ହେବାର କରି, ଏହି ଦୁଷ୍ଟାଶ୍ୟରେ ଅତି ଜ୍ଞାତା କରିତେ
ପାରିନା । ଇନ୍ଦ୍ର ସକଳେର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ।

୬ । (ଇନ୍ଦ୍ରାଗୀ କହିତେଛନ) —କୋମତ ନାହିଁ ଆମା ଅପେକ୍ଷା ଅକ୍ଷ-
ସୌର୍ତ୍ତବ୍ୟତ୍ଵୀ ନହେ, କୋମତ ନାହିଁ ଆମା ଅପେକ୍ଷା ବିଲାସଗତି ଭାବିନେ ମା,
କୋମତ ନାହିଁ ଆମା ଅପେକ୍ଷା ଅକ୍ଷତ୍ରକଣେ ନ୍ୟାୟିର ରିକଟ ଶର୍ମ କରିତେ,
ଅଥବା ବ୍ୟାକପି ସମ୍ବନ୍ଧ ଉକ୍ତବ୍ୟ ଉତ୍କେପନ କରିବେ ଆମେ ନା । ଇନ୍ଦ୍ର ସକଳେର
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ।

৭। (হৃষাকপি কহিতেছে) — হে আমার ! তুমি উত্তম পতি পাইযাছ। তোমার অঙ্গ ও উক ও মন্ত্রক যেমন আবশ্যক তেমনিট হচ্ছেকে । পতি সৎসর্গে আনন্দলাভ করিয়া থাক । ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ ।

৮। (ইন্দ্র কহিতেছেন) — হে ইন্দ্রাণী ! তোমার বাছ, জগন, কেশ, কপাল ও অঙ্গুলিশুলি অতি সুন্দর । তুমি বীরের পত্নী হইয়া হৃষাকপিকে কেন দ্বেষ করিতেছে । ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ ।

৯। (ইন্দ্রাণী কহিতেছেন) — এই হিংস্রক হৃষাকপি আমাকে দেন পতিপুত্রবিহীনার ন্যায় জ্ঞান করিতেছে । কিন্তু আমি পতিপুত্রবতী ইন্দ্রের পত্নী ; মৃৎগণ আমার সহায় । ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ ।

১০। যখন একত্রে হোম হয়, বা মুক্ত হয়, পতিপুত্রবতী ইন্দ্রাণী
✓ তথায় গমন করেন । তিনি যজ্ঞের বিধানকর্তা, তাহাকে সকলে পূজা করে ।
ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ ।

১১। এই সকল মারীর মধ্যে আমি ইন্দ্রাণীকে সৌভাগ্যবতী বলিয়া
✓ শুনিয়াছি । তাহার পতিকে অন্যান্য ব্যক্তির মত অর্থাত্ব হইয়া পরিতে
হয় না । ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ ।

১২। হে ইন্দ্রাণী ! আমার বন্ধু হৃষাকপি ব্যতিরেকে প্রীতি সাচ করি
না । সেই হৃষাকপিরই সরল হোমস্রব্য দেবতাদিগের নিকটে যাইতেছে ।
ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ ।

১৩। হে হৃষাকপিবন্নিতে ! তুমি ধনশালিনী ও উৎকৃষ্ট পুত্রযুক্তা
এবং আমার সুন্দরী পুত্রবধু । তোমার হৃষিগংকে ইন্দ্র ভজণ করন(১),
তোমার অতি চমৎকার, অতি সুখকর হোমস্রব্য তিনি ভজণ করন । ইন্দ্র
সকলের শ্রেষ্ঠ ।

১৪। আমার জন্য পঞ্চদশ এমন কি দিংশ হৃষ পাক করিয়া দেয়(২),
আমি খাইয়া শরীরের স্ফূলতা সম্পাদন করি, আমার উদরের দ্রুই পার্শ্ব পূর্ণ
হয় । ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ ।

(১) এখানে হৃষ ভক্ষণের কথা পাওয়া যায় ।

(২) এখানেও ১৫ কি ১০ হৃষ পাক করিবার কথা পাওয়া যায় ।

୧୫ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୋମାର ଡକ୍ଟର ତୋମାର ଜନା ବେ ଦିନିମୟ ପୁଅ ଦେଇ,
ଉହା, ଅନ୍ତରୁ ହଇବାର ସମୟ ମୁଖ ମଧ୍ୟେ ଗର୍ଜନକାରୀ ହୁଥେର ନ୍ୟାୟ ଶକ କରିତେ
ଥାକେ । ଏ ମନ୍ତ୍ର ତୋମାର ହଦୟକେ ମୁଖୀ କରକ । ଇନ୍ଦ୍ର ସକଳେର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ।

୧୬ । ଯାହାର ଉକ୍ତବ୍ୟେର ମଧ୍ୟେ ପୁରୁଷଙ୍କ ଲସ୍ତମାନଭାବେ ଥାକେ, ମେ ସମର୍ଥ
ହୁଣା । ଉପବେଶନ କରିଲେ ଯାହାର ଲୋମାହୁତ ପୁରୁଷଙ୍କ ବଳ ଅକାଶ କରିଯା ।
ଉଠେ, ମେହି ସମର୍ଥ ହୁଣ । ଇନ୍ଦ୍ର ସକଳେର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ।

୧୭ । ଉପବେଶନକାଲେ ଯାହାର ଲୋମାହୁତ ପୁରୁଷଙ୍କ ବଳ ଅକାଶ କରିଯା
ଉଠେ, ମେ ସମର୍ଥ ହୁଣା । ଯାହାର ଉକ୍ତବ୍ୟେର ମଧ୍ୟେ ପୁରୁଷଙ୍କ ଲସ୍ତମାନଭାବେ
ଥାକେ, ମେହି ପାରେ । ଇନ୍ଦ୍ର ସକଳେର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ।

୧୮ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ଏହି ହସାକପି ପରଧନ ଗ୍ରହଣକାରୀ ଧର୍ମକେ ବଧ କରକ,
ମେ ଖଜା ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଅଭିମବ୍ରଚକ (ଗଣ୍ଡିତ୍ୟା ଚନ୍ଦ୍ରାନ) ଓ ଦାହକାଟପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକଥାଳି
ଶ୍ଵରୁଟ ପ୍ରାଣ ହିଉକ । ଇନ୍ଦ୍ର ସକଳେର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ।

୧୯ । ଏହି ଆୟି ଚତୁର୍ଦ୍ଦିକ ନିରୀକଣ କରିତେ କରିତେ ଆସିତେଛି । ଦାସ-
ଜାତି ଓ ଆର୍ଯ୍ୟଜାତି ଅନ୍ତେଷ୍ଟ କରିତେଛି । ଯାହାରୀ ଯଜ୍ଞାର ପାକ କରେ,
ଅଧିବ୍ୟ ସୋମରସ ଅନ୍ତ୍ରତ କରେ, ତାହାଦିଗେର ମିକଟ ନୋମ ପାମ କରିତେଛି(୩) ।
ମୁବୁକ୍ରି କେ, ତାହା ଆୟି ନିର୍ଜପଣ କରିଯାଛି । ଇନ୍ଦ୍ର ସକଳେର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ।

୨୦ । ମରଦେଶ, ଆର ଛେଦନ କରିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ଅବ୍ୟାପ୍ରଦେଶ, ଏ ଉତ୍ତରେ
କହ ଯୋଜନାହିଁ ବା କରୁନ ? ହେ ହସାକପି ! ନିକଟେରେ ଲୋକାଳରେ ମିକଟେ
ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରେ । ଇନ୍ଦ୍ର ସକଳେର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ।

୨୧ । ହେ ହସାକପି ! ପୁରୁଷର ଏମ । ତୋମାର ନିମିତ୍ତ ଉତ୍ସ ଉତ୍ସ
ଯଜ୍ଞଭାଗ ଅନ୍ତ୍ରତ କରିତେଛି । ଏହି ମେ ନିଜାବିଳ୍ୟାସୀ ଶ୍ରୀଦେବ, ଇଲି ଦେଇ
ଅନୁଷ୍ଠାନେ ଗମନ କରେନ, ତୁ ମିଶ୍ର ତେବେନ ଗୃହମଧ୍ୟେ ଅଗମନ କର । ଇନ୍ଦ୍ର ସକ-
ଳେର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ।

୨୨ । ହେ ହସାକପି ! ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୋମରୀ ଉର୍ଜାଭ୍ୟୁଷ ହଇଯା ଗୁହେ ଗମନ
କରିଲେ, ମେହି ବହୁଭାବୀ ହୃଦୟ କୋଣ୍ଠାର ଗୋଲ ? ଲୋକଦିଗେର ମେହି ଶୋଭା-
ମଞ୍ଜାନକ କୋଣ୍ଠାର ? ଇନ୍ଦ୍ର ସକଳେର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ।

(୩) ଦାସ ଅର୍ଧାତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟଦିଗେର ମଧ୍ୟେ ଅନେକେ ଆର୍ଯ୍ୟଧର୍ମ ଅଧିଷ୍ଟନ କରିଯା
ଯଜ୍ଞାଦି କରିତ, ଏହି ରକ୍ତ ହିତେ ଅକାଶ ହୁଣ ।

২৩। পর্ণু নামে মাতৃবী এককালে বিশ্বতি সন্তান প্রসন্ন করিল। যাহার উদ্বোধন হইয়াছিল, হে বাণ ! তাহার মন্ত্র হটেক। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ(৪)।

৮৭ সূত্র । ০

রাজসনিধনকারী অগ্নি দেবতা ! পায়ু ঋষি।

১। রাজসনিধনকারী বলঘান শুবিস্তারিত নমুন্দ্রকপ ছাঁটিকে আঁচ্ছিত্যুক্ত করিতেছি। গৃহে গমন করিতেছি। অগ্নি যজ সহযোগে তৌক্ষু ও প্রজ্ঞলিত হইয়া দিবারাত্রি আমাদিগকে শতদিগের হন্ত হইতে রক্ষা করন(১)।

২। হে জ্ঞাতবেদো ! লোহের ন্যাঃ দৃঢ় দন্ত ধারণপূর্বক রাজসদিগকে শিখাদ্বারা স্পর্শ কর। প্রজ্ঞলিত হইয়া জিহ্বাদ্বারা মৃচ্ছ দেবতা, অর্থাৎ অপদেবতাদিগকে আকৃত্যন কর। মাংসভোজী রাজসদিগকে ছেদন করিয়া মুখ মধ্যে ধারণপূর্বক চর্বণ কর।

৩। হে দন্তদুয়ধারী অগ্নি ! হিংসাশীল ও তৌক্ষু হইয়া দুই দিকেই দন্ত বসাইয়া দাও। হে শোভায় ! আকাশে উঠিয়া যাও। রাজসদিগকে আকৃত্যন্দ্বারা তাড়না কর।

৪। হে অগ্নি ! যজ্ঞদ্বারা বাণগুলিকে নত করিয়া এবং বাণের অগ্নিভাগ বজ্ঞদ্বারা সংযুক্ত করিয়া ঐ সকল অস্ত্রদ্বারা রাজসদিগের হন্তয়ে আষাঢ় কর, উহাদিগের পার্শ্বদ্বয়বর্তী বাছ সকল ভঙ্গ করিয়া দাও।

৫। হে অগ্নি ! রাজসের চর্ম্ম বিদোর্ণ কর। অগ্নবধকারী বজ্ঞ শীত্র উহাকে নিধন করক। হে জ্ঞাতবেদো ! উহার তিত্র তিত্র দেহসন্ধি

(৪) বৃষাকপির প্রকরণ একটি ছুরুহ অংশ। যদি এরপ জান করা যায়, যে বৃষাকপি একই জাতীয় বানর, একদা এ বানর কোন বজ্ঞানের বজ্ঞান্যদ্বী উচ্চিষ্ট করিয়া মষ্ট করিয়াছিল। বজ্ঞান একপ কল্পনা করিল, যে এ বানর ইন্দ্রের পুত্র, মেই নির্মিত ইন্দ্র উহার ধৃষ্টেড়া নিবারণ করিলেন না। কবি মেই কল্পনার উপর ইন্দ্রের উক্তি ও ইন্দ্ৰাণীৰ কথা, ইত্যাদি রচনা করিলেন। এই প্রকার জ্ঞান করিলে বৃষাকপি সৃজনের প্রায় সর্বাংশে ব্যাখ্যাত হয়। এ সূত্রটি বেধ হয় অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

(১) এই সূত্রটি সমস্তই রাজসদিগের রথ সংযুক্ত।

চেদন কর। চেদন করা হইলে মাংসাণী, পশুমাংস লোভী হইয়া উহার নিকটে গমন করক।

৬। হে জাতবেদো অগ্নি ! যে থানেই তুমি রাক্ষসকে দেখ, মে দণ্ড-মান থাকুক, অথবা ইতস্তত বিচরণ করক, আকাশে থাকুক, অথবা পথে গমন করক, তুমি তৌক্ষণ্যাগ ক্ষেপণপূর্ণক তাহাকে বিন্দু কর।

৭। হে জাতবেদো ! আক্রমণকারী রাক্ষসের হন্ত হইতে আক্রমণ্যত্বকে খণ্ডিতে অক্ষিন্যাদক অন্তর্দ্বারা রক্ষা কর। হে অগ্নি ! উজ্জ্বল মুর্তি ধারণ করিয়া সর্বাপ্রে আমমাংসভোজীদিগকে বধ কর। এইসকল পক্ষী তাহাকে তোজন করক।

৮। হে অগ্নি ! বলিষ্ঠ দাও, কোন্ রাক্ষস এই যজ্ঞের বিপ্লব করিতেছে, হে অতিযুক্ত অগ্নি ! কাঠদ্বারা প্রজ্ঞানিত হইয়া তুমি মেই রাক্ষসকে আক্রমণ কর। তুমি মনুষ্যদিগের উপর তোমার কৃপার দৃষ্টি নিকেপ করিয়া থাক, মেই দৃষ্টিতে ঐ রাক্ষসকে দমন কর।

৯। হে অগ্নি ! তোমার তৌক্ষণ্য দৃষ্টিদ্বারা এই যজ্ঞ রক্ষা কর, এই যজ্ঞ ধরের অনুকূল ; হে শুভ চিত্তধারী ! এই যজ্ঞ সম্পন্ন কর। হে মনুষ্য দর্শনকারী ! তুমি উজ্জ্বল হইয়া রাক্ষসদিগকে নিধন কর, তোমাকে যেন রাক্ষসেরা পঞ্চভব করিতে না পারে।

১০। হে মনুষ্য দর্শনকারী ! রাক্ষসদিগের বিষয়ে সতর্ক হও, মনুষ্য-দিগকে দৃষ্টি কর। রাক্ষসের তিন মন্ত্র ছেদন কর। শীষ উহার পার্শ্ব-দেশ ছেদন কর। ঐ রাক্ষসের তিমটি চৰণ ছেদন কর।

১১। হে অগ্নি ! যে রাক্ষস অসত্ত্বারী সহকে নষ্ট করে, মেই রাক্ষস তিনবার তোমার বক্ষসীমার মধ্যে ধাঁগছন করক, অর্থাৎ দক্ষ রাক্ষসের অতি তুমি দৃষ্টি প্রযোগ করিয়া থাক, শব্দকারী রাক্ষসের অতি অক্ষণে মেই দৃষ্টি প্রযোগ কর। অবর্বন নামক শব্দির ন্যায় তুমি সত্ত্ব ধূসকারী নিরোগকে নিয়ে তেজের দ্বারা নষ্ট করিয়া ফেল।

১২। রাক্ষস শুরুতুলা নঁকের দ্বারা সাধুদিগকে আঘাত করে, মেই রাক্ষসের অতি তুমি দৃষ্টি প্রযোগ করিয়া থাক, শব্দকারী রাক্ষসের অতি অক্ষণে মেই দৃষ্টি প্রযোগ কর। অবর্বন নামক শব্দির ন্যায় তুমি সত্ত্ব ধূসকারী নিরোগকে নিয়ে তেজের দ্বারা নষ্ট করিয়া ফেল।

১৩। হে অগ্নি ! দেখ, স্তুপুরুষে পরম্পর গাঁলি দিতেছেন, দেখ টৌকার করিতে করিতে কটু কথা কহিতেছে। অতএব মনে ক্রোধোদয় হইলে যে বাঁশ জ্বেগণ করা হয়, তত্ত্বার্থ রাক্ষসদিগের হন্দয় বিন্দ কর, কাঁচণ ঐ সকল কটু কথা প্রয়োগ কর। রাক্ষসদিগের প্রবর্তনাতে ঘটে।

১৪। উত্তাপের দ্বারা রাক্ষসদিগকে বধ কর ; হে অগ্নি ! বলের দ্বারা রাক্ষসকে নিধন কর। শিখাদ্বারা সেই মৃচ্ছ নির্বোধ অপদেবতাদিগকে ধ্বংস কর, উজ্জ্বল হইয়া সেই প্রাণসংহারকারীদিগকে নষ্ট কর।

১৫। দেবতাঙ্গণ অন্য পাপ নষ্ট করিয়া দিন। অতি বিরল তুর্যাক্য সকল সেই রাক্ষসের দিকে শমন করক। সেই বাক্য চোর, অর্থাৎ মিথ্যা-বাদী রাক্ষসকে বাঁশগণ মর্মস্থানে আনীত করক। রাক্ষস বিশ্বাপ্তি অগ্নির বন্ধনে পতিত হউক।

১৬। যে রাক্ষস নরমাংস সংগ্রহ করে, অথবা অশু অচুতি পশুদিগের মাংস সংগ্রহ করে, যে হত্যা করিবার অবোগ্য গাঁভোর দুঃখ হরণ করে, হে অগ্নি ! নিজ বলে তাহাদিগের মন্ত্রক হেনন করিয়া দাও।

১৭। গাঁভোর যে দুঃখ এক বৎসর ধরিয়া সংগ্রহ করে, হে মহুষ ! দর্শনকারী অগ্নি ! রাক্ষস যেন সেই দুঃখ পান না করে। হে অগ্নি ! যে রাক্ষস সেই অমৃত তুল্য দুঃখপানের প্রয়োগী হয়, সে পুরোবর্তী হইলে শিখাদ্বারা তাহার মর্ম বিন্দ কর।

১৮। রাক্ষসগণ গাঁভীদিগের যে দুঃখ পান করে, উহা যেন তাহাদিগের বিষতুল্য হয়, সেই দুঃখ শয়ন করিয়া অদিতির নিকট বলিদান দাও। শ্র্যাদেব ইহাদিগকে উচ্ছিন্ন করুন। তৃনলতাংদির যে অসার পরিত্যজ্য অংশ আছে, রাক্ষসেরা তাহাই প্রহণ করক।

১৯। হে অগ্নি ! ক্রমাগত রাক্ষসদিগকে মারিয়া ফেল, যুক্তে রাক্ষসেরা যেন তোমার উপর জয়ী না হয়, আমর্মাংসভোজী রাক্ষসদিগকে সম্মুখে ধ্বংস কর, তাহারা যেন তোমার দিব্য অস্ত্র হইতে মুক্তি লাভ না করে।

২০। হে অগ্নি ! ভূমি আমাদিগকে দক্ষিণে, উত্তরে, পশ্চিমে ও পূর্বে রক্ষণ কর। তোমার অতি উজ্জ্বল, অবিনাশী, অতি উত্তপ্ত শিখা আছে, তাহারা পাপাত্মা রাক্ষসকে ভয়ৌভূত করক।

২১। হে দীপ্তি অগ্নি ! তুমি কবি, অর্থাৎ কার্যাকুশল, অতএব ক্রিয়া কৌশলের দ্বারা। আমাদিগের উত্তর, মঙ্গিণ, পূর্ব, পশ্চিম রুচি কর। হে বন্ধু অগ্নি ! আমি তোমার সখা, তোমার জরা মাই, কিন্তু আমি যেন দীর্ঘ আয়ুঃ ও রুদ্ধাবন্ধু প্রাপ্ত হই। তুমি অমর, আমরা মৃত্যুশীল, আমাদিগকে রক্ষা কর।

২২। হে অগ্নি ! বলের পূরণকর্তা, বুদ্ধিমান, তোমার মূর্তি দেখিলেই ভীত হইতে হয়, তুনি নিত্য রাক্ষসদিগকে বধ কর, তোমাকে বিশিষ্ট ক্রপে ধ্যান করি।

২৩। হে অগ্নি ! বিদ্যুক্তারী রাক্ষসদিগকে বিষের দ্বারা, তোক্ত শিখার দ্বারা এবং ঝটি নামক উত্তপ্ত তন্ত্রের দ্বারা দন্ত কর।

২৪। হে অগ্নি ! যে রাঙ্গসগণ স্তোপুরুষে কোথায় কি আছে, দেখিয়া বেড়ায়, তাহাদিগকে দন্ত কর। হে বুদ্ধিমান ! তুমি ছৰ্কর্য, তোমাকে আমি স্বের দ্বারা উত্তেজিত করিতেছি, তুমি আগ্রহ হও।

২৫। হে অগ্নি ! তোমার নিজ তেজের দ্বারা রাক্ষসের তেজঃ সর্বত্ত মন্ত্র করিয়া দাও, যাত্ত্বান রাক্ষসের বজ বীর্য ভাসিয়া দাও।

৮৮ মুক্তি।

অগ্নি ও সূর্য উভয়ে মিলিত দেখতা। মুক্তব্রত রবি।

১। পান কঠিবার উপযুক্ত যে হোমজ্বা, অর্থাৎ সোমরস, যাহা চিরকাল মুতন থাকে, যাহা দেবতারা সেবন করেন, তাহা অবগামী আকাশস্পর্শ অগ্নিতেহোম কর। হইবাহে। মেই সোমরসের উৎপাদন পরিপূরণ ও ধারণের জন্য দেবতারা সুখকর অগ্নিকে দর্জিত করেন।

২। অক্ষকার ভূবনকে আস করে। তাহাতে ভূবন অনুর্ধ্বাম প্রাপ্ত হয়, অগ্নি অঞ্চলে মেই সমস্ত ভূবন প্রকাশ পায়। মেই অগ্নির বন্ধু হলাতে মক্ষলেই প্রীত হয়, দেবতারা, পৃথিবী, আকাশ, জল, বৃক্ষাদি সকলই সন্তুষ্ট।

৩। যজ্ঞতাংগপ্রাহী দেবতারা আমাকে অগ্নিতি দিয়াছেন, তাই আমি অরুণারহিত একাও অগ্নিকে স্ব করিতেছি। তিনি নিজ ক্রিয়ে পৃথিবী,

আকাশ উভয়ের মধ্যবর্তীস্থান এবং দ্যুলোক ও ভূলোক ছাইরা ফেলিমেন।

৪। তিনিই সর্ব প্রথম হোতা ছিলেন, দেবতারা তাঁহাকে পরিবেষ্টন করেন, যজমানগণ বর চাহিতে চাহিতে তাঁহাকে স্মৃতসংযুক্ত করেন। সেই অঘি পশু, পক্ষী, স্থাবরজন্ম, প্রভৃতি সকলি অবিলম্বে রচমা করেন।

৫। হে অঘি! হে জাতবেদ! হে ভুবনের মনুকস্বরূপ! তুমি যথন দীপ্তমূর্ধ্যের সহিত একত্রে দণ্ডায়মান হও, তখন তোমাকে আমরা ধ্যান, স্তবস্তুতির দ্বারা উপাসনা করি। তুমি দ্যুলোক ও ভূলোক পূর্ণ করিয়া যজ্ঞের উপায়োগী হও।

৬। রাত্রিকালে অঘিরাই তাবৎ সংসারের মনুকস্বরূপ হয়েন, পরে প্রাতে তিনি স্তৰ্যরূপে উদয় হয়েন। তিনি বিবেচনাপূর্বক সকল স্থানে শীত্র শীত্র বিচলণ করেন, ইহা যজ্ঞসম্পাদনকারী দেবতাদিগেরই ক্রিয়াকৌশল।

৭। যে অঘি বিশেষ প্রজ্ঞলিত হইয়া মুক্তি মৃত্তি ধারণ করিয়া আকাশে স্থান গ্রহণ করিয়া উজ্জ্বলের সহিত শোভা পাইতে লাগিলেন, সেই অঘিতে শরীর রক্ষাকারী সকল দেবতা স্মৃত পাঠ করিতে করিতে হোমের দ্রব্য সমর্পণ করিলেন।

৮। দেবতারা প্রথমে স্মৃতি স্মর্তি করিলেন, পরে অঘি, পরে হোমের দ্রব্য স্মর্তি করিলেন। সেই অঘি হঁহাদিগের শরীর রক্ষাকারী যজ্ঞস্বরূপ হইলেন, আকাশ, পৃথিবী ও জলের সহিত সেই অঘির পরিচয় আছে।

৯। যে অঘিকে দেবতারা উৎপাদন করিলেন, সর্ববেদ নামক যজ্ঞের সময় যে অঘিতে সকল বস্তুরই হোম হয়, তিনি সরল গতি ধারণপূর্বক নিজ অকাশ শিখ দ্বারা দ্যুলোক ও ভূলোকে তাপ দিতে লাগিলেন।

১০। দেবলোকে দেবতারা নানা ক্ষমতাদ্বারা কেবল স্তব সহকারেই সেই অঘিকে উৎপাদন করিলেন, যিনি দ্যাবাপৃথিবী পরিপূর্ণ করেন। সেই সুখকর অঘিকে তাঁহারা ত্রিবিধ করিয়া স্মর্তি করিলেন। সেই অঘি নানা অকার মুক্তাদিকে পরিণত অবস্থার উপনীত করেন।

১১। যজ্ঞভাগান্বাহী দেবতারা যথন এই অঘিতে আর অণিতি পুত্র পূর্ব্যকে আকাশে স্থাপন করিলেন, যথন তাঁহারা উভয়ে ধূম্রূপী হইয়া

বিচরণ করিতে লাগিলেন, তখন তাৰঁ আনিবাৰ্গ ঝাঁহানিগকে দেখিতে পাইল।

১২। দেবতাৰা তাৰঁ মনুষ্যোৱ হিতকাৰী অগ্নিকে সমস্ত ভুবনেৱ
জন্য দিনেৱ কেতুশূলক কঢ়িয়াছেন। সেই অগ্নি বিশিষ্ট দীপ্তিশালী
অভাতকে বিস্তাৰ কৰেন এবং যাইতে শিখাৰাবাৰা অক্ষকাৰ সমস্ত
নষ্ট কৰেন।

১৩। ক্ৰিয়াকুশল যজ্ঞভাগপ্রাণী দেবতাৰা অবিমাণী ও তাৰঁ
মনুষ্যোৱ হিতকাৰী অগ্নিকে উৎপাদন কৰিয়াছেন। ইনি যখন কূল ও
চুৰুৎ হয়েন, তখন আকাশে চিৰকাল বিচুণশীল মন্ত্ৰকে দেবতাৰ সমক্ষেই
অভাবীৰ কৰিয়া দেন।

১৪। ঈশ্বাৰৰ অগ্নি নিত্য নিতা দীপ্তিশালী হয়েন, সেই ক্ৰিয়াকুশল
অগ্নিৰ অনুগ্রহ লাভেৱ জন্য মন্ত্ৰপাঠ কৰিতেছি। তিনি আপন মহিমাবাবাৰা
ছুলোক ও চুলোক আচ্ছাদন কৰেন এবং উৰ্কে ও রিমে উত্তাপ দেন।

১৫। কি দেবতা, কি পিতৃলোক, কি মনুষ্যবৰ্গ, ইঁহানিগেৱ আশি
ছিবিথ গতি শ্ৰবণ কৰিয়াছি। এই বিশ্বভূবন অগ্নসৰ হইতে হইতে সেই
গতি প্ৰাপ্ত হয়, অৰ্পণ যে কেহ মাতা পিতাৰ মধ্যে অৰ্পণ কৰে(২),
ঝাঁহানিগেৱ গ্ৰহণ হইতে পাইতে পাইতে সকল ভুবনেৱ নিকে অতি সুখে
অবহিত থাকেন।

১৬। যে স্মৰ্য মন্তক, অৰ্থাৎ উদ্বৃত্তি হইতে অশ্বিয়াছেন, যাঁহাকে
স্তৰেৱ দ্বাৰা পৱিত্ৰুণ কৰা হয়, তিনি যখন বিচৰণ কৰেন, তখন দ্যাৰা-
পৃথিবী ঝাঁহাকে ধাৰণ কৰেন, সেই পৱিত্ৰাণকৰ্ত্তা কখন নিজ কৰ্ম্মে ঈশ্বিল্য
কৰেন না, তিনি দীপ্তি পাইতে পাইতে সকল ভুবনেৱ নিকে অতি সুখে
অবহিত থাকেন।

১৭। যে স্থানে নিম্নলিখিত অগ্নি আৱ উৰ্কষিত অগ্নি পৱিত্ৰুণ এই
বলিয়া বিবাদ কৰেন যে, আমোৱা উভয়েই যজ্ঞ সম্পাদন কঢ়িয়া থাকি, কিন্তু
আমাদেৱ উভয়েৱ, মধ্যে অধিক জ্ঞানীকে তখন বক্ষুগণ যজ্ঞ অনুষ্ঠান

(২) সামুদ্ৰিক কৰণে, কোৱাৰ্দ্ধগীতা অনুসৰে মোক কোৱা সংস্কৰণ, এই ইউ গতি
আছে। কিন্তু এব্যাখ্যা আধুনিক, বৈদিক নহে।

করিলেম বটে, কিন্তু যজ্ঞ অমুষ্ঠামকারীদিগের মধ্যে কে ঐ প্রশ্নের নির্ণয় করিতে পারে।

১৮। হে পিতৃগণ ! তোমাদিগের নিকট তর্ক বিতর্কের কথা কহিতেছি আমি, কেবল উত্তমজনে জ্ঞানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, অগ্নি কর জন, সূর্য কর জন, উষা কর জন, জলইবা, অর্থাৎ জলদেবীইবা কয় জন ।

১৯। হে বায়ু ! যে পর্যাপ্ত রাত্রিগাঃ উধার মুখের আচ্ছাদন খুলিয়া আমি পেন, তখনই নিষ্পত্তি পার্থির অগ্নি আসিয়া যজ্ঞের নিকটে স্থান প্রাপ্ত করেন, তিনি হোত্তা, তিনিই স্তোত্রকারী ।

৮৯ শুক্র।

ইন্দ্র দেবতা। রেণু ঋষি।

১। সকল অধ্যক্ষের প্রধান ইন্দ্রকে স্তব কর। তাহার মহিমা পৃথিবীর শেষ সীমা পর্যাপ্ত সকলের তেজঃ হীন করিয়াছে। তিনি মনুষাদিগকে ধারণ করেন, তাহার মহিমা সমুদ্র অপেক্ষা অধিক, তাহার তেজঃ সমস্ত সংসার পরিপূর্ণ করে।

২। বৈর্যবান্ম ইন্দ্র আপনার তেজঃ সমস্ত তেমনিভাবে চতুর্দিশকে শুণিত করিতে থাকেন, যেমন রথী চক্র শুণিত করে। কৃষবর্ণ অঙ্গকার সমস্ত যেন একটী অস্ত্রায়ী ও অদৃশ্য স্ফটিকসূর্য, তাহাকে ইন্দ্র আপন জ্যোতিঃস্থারী নষ্ট করেন।

৩। হে স্তবকারী ! আমার সহিত যিনিত হইয়া সেই ইন্দ্রের উদ্দেশে এরূপ একটী মৃতন স্তুব উচ্চারণ কর, যাহা নিন্দিত না হয়, যাহা পৃথিবী ও পূর্বে উপমারহিত হয়। তিনি যজ্ঞে উচ্চারিত স্তবগুলি পাইবার জন্য যেনেকপ ইচ্ছুক হয়েন; শত্রুদিগের দর্শন পাইবার জন্যও তদ্বপ যজ্ঞ হয়েন। তিনি বন্ধুকে অমুসন্ধান করেন না, অর্থাৎ অনিষ্ট করিবার জন্য অমুসন্ধান করেন না।

৪। ইন্দ্রকে অকাতরে স্তব করা হইয়াছে, আকাশের গন্তক হইতে জল আঁকায়ন করিয়াছি, যেমন অঙ্গবাহী চক্র ধারিত হয়, তদ্বপ সেই ইন্দ্র নিজ কাষ্ঠের দ্বারা দ্যুলোক ও কৃলোককে উত্সন্নিত করিয়া রাখেন।

৫। ঠাহাকে পান করিলে মনে তেজ উদয় হয়, যিনি শীত্র অংহার করেন, যিনি বীরস্ত করিয়া শক্রদিগকে কশ্চাত্তিত করেন, যিনি অস্ত্রশস্ত্রধারী ও সরল গতিশীল, সেই সোম অরণ্যসমূহকে হৃক্ষিযুক্ত করেন। কিন্তু বর্জিত হইয়াও মেই অরণ্যসমূহ ইঙ্গের সহিত সমতুল হইতে পারে না, কিংবা ঠাহার ডাঁরের লাঘব করিতে পারে না।

৬। দ্যাবাপৃথিবী, বা মকদেশ, বা আকাশ, বা পর্বতগাম যে ইঙ্গের সমতুল্য হইতে পারে না, ঠাহার বিমিত সোমরস করিত হইতেছে। ইহার ক্রোধ যথন শক্রদিগের উপর চালিত হয়, তখন ইনি বিলগ্ন হিংসা করেন, ছুর্দেন্দাদিগকেও তেন করেন।

৭। দেন্তপ পরশ অরণ্য ছেদন করে, তদ্বপ ইন্দ্র হৃষকে বধ করিলেন, শক্রর পুরৌ ধংস করিলেন, পৃথিবী বিদীর্ণ করিয়া মনীর পথ পরকার করিয়া দিলেন, অপকৃ কলসের ল্যায় পর্বতকে ভদ্র করিলেন। আপনি সহায়দিগের সঙ্গে গাঁভীমযুক্ত বিন্ধাশিত করিলেন।

৮। হে ইন্দ্র ! তুমি ভদ্রের খণ ঘোচন কর, তুমি অবিচলিত। থক্ক দেমন প্রশ্নি ছেদন করে; তদ্বপ তুমি অকল্যাণ মন্ত কর। যে সকল তাঙ্গি যিত্ব ও বক্ষণের কার্য নষ্ট করে, তাহারা আমে মা যে, ঠাহাদের কার্য তাঁচ-দিগের পক্ষে হিতকর বন্ধুর কার্যের ম্যায়; ইন্দ্র তাঁচদিগকেও হিংসা করেন।

৯। যে সকল দুষ্টাশয় ব্যক্তি যিত্ব ও অর্যামা ও বন্ধুণ ও যকৎগনকে দ্বেষ করে, হে হৃষিবর্ষণকারী ইন্দ্র ! তাঁচদিগকে বধ করিবাঁও জন্য শক্তকারী ও হৃষিবর্ষণকারী উজ্জ্বল বজ্র শাশিত কর।

১০। কি স্বর্গ, কি পৃথিবী, কি জল, কি পর্বত, সকলেই উপর ইঙ্গের আধিপত্য আছে। অবশ যাত্রি ও বৃক্ষস্থান ব্যক্তিদিগের উপর ইঙ্গেরই আধিপত্য। কি মূত্তম বস্ত লাভ করিবার সময়, কি মৃত্য বস্ত রক্ষা করিবার সময়, সকল অবসরেই ইন্দ্রকে প্রার্থনা করিতে হয়।

১১। কি রাত্রি, কি দিন, কি আকাশ, কি অন্ধারী সমূজ, কি শুভিত্তির বায়, কি পৃথিবীর সীমা, কি মনী, কি মৃত্য, সকল অপেক্ষাই ইর্জ অধ্যাত্ম, সকলকেই ইন্দ্র অতিক্রম করিবা আছেন।

১২। হে ইন্দ্র ! তোমার অস্ত্র, ডঙ্গ হইবার মছে, দীপ্তিময়ী উষা
গত্তাকার ন্যায় তোমার অস্ত্র জ্যোতির্ময় হউক। যেন্নপ আকাশ হইতে
অস্ত্র পতিত হইয়া রুক্ষ ধ্বংস করে, তচ্ছপ তুমি অনিষ্টিকারী শক্তিদিগকে
অতি উচ্চশ্রেণ ও গজ্জমকারী অস্ত্র দ্বারা বিন্দু কর।

১৩। যথন ইন্দ্র অশ্ব প্রহল করিলেন, তখন মাস সকল ও বমসমূহ
ও উত্তিজ্জবর্ষ ও পর্বতগণ এবং পরম্পর সংযুক্ত দ্যায়াপৃথিবীর, ইহারা
সকলে তাঁহার পশ্চাত্ত পশ্চাত্ত যাইতে লাগিল।

১৪। হে ইন্দ্র ! যে অস্ত্র ক্ষেপণ করিয়া পারায়া রাঙ্কসকে বিনীর
করিলে, তোমার সেই নিষ্কেপমৌগ্য অস্ত্র কোথায় রহিল ? যেন্নপ গোহত্যা-
স্থানে গাভীগণ হত হয়(১), তচ্ছপ তোমার ঐ অস্ত্রদ্বারা নিহত হইয়া
বন্ধুদ্বেষী রাঙ্কসগণ পৃথিবীতে পতিত হইয়া শয়ন করে।

১৫। যে সকল রাঙ্কস শক্তভা করিতে করিতে এবং অর্তাস্ত পীড়া
দিতে দিতে আমাদিগকে বেষ্টন করিল, হে ইন্দ্র ! তাহারা গাঢ় অস্ত্রকারে
পতিত হউক, নিতাস্ত জ্যোতির্ময় রজনীও তাহাদিগের পক্ষে অস্ত্রকারুমূল
হউক।

১৬। মোক্ষ কল তোমার উদ্দেশে অনেক ইজ্জত অনুষ্ঠান করে, শ্রব-
কারী শ্বিদিগের মন্ত্রগুলি তোমাকে আক্ষাদিত করে। তোমাকে এই যে
সকলে মিলিয়া আহ্বান কর। হইতেছে, তাহা তুমি ঘোষণা করিয়া দাও।
তাবৎ পুজকের প্রতি অনুরূপ হইয়া তাহাদিগের নিকট গমন কর।

১৭। হে ইন্দ্র ! তোমার শুবগুলি আমাদিগকে রুক্ষ করিয়া থাকে।
আমরা যেন মূতন মূতন উৎকৃষ্ট শ্রব লাভ করি। আমরা বিশ্বামিত্র সন্তান,
রুক্ষার জন্য তোমার শ্রব করিতেছি, আমরা যেন নানা বন্ধুসন্তান করি।

১৮। সেই শুলকার্য ধনশালী ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছি। এই
শুলকের সংগ্রহ যথন অন্ন ইত্যাদি দ্রব্য বন্টন হইবেক, তখন তিনিই প্রধান-
শূলপে অধ্যাক্ষতা করিবেন। শুলকে তিনি স্বপক্ষ রুক্ষার জন্য উপর্যুক্তি ধারণ-
পূর্বক শক্তিদিগকে হিংসা করেন, ব্রহ্মদিগকে বধ করেন, ধন সমষ্ট জয়
করেন।

(১) গোহত্যা প্রথা বিশেষ রূপে প্রচলিত ছিল, বচেৎ গোহত্যার জন্য তিন
শ্বান নির্বাচিত থাকা সন্তুষ্ট মন্তব্য।

৯০ শূক্র। ০

পুরুষ দেবতা। নারীরণ ঋষি।

১। পুরুষের সহস্র মন্তক, সহস্র চক্র ও সহস্র চরণ। তিনি পৃথিবীকে সর্বত্র ব্যাপ্ত করিয়া দশ অঙ্গুলি পরিমাণ অভিযন্ত হইয়া অবস্থিত থাকেন(১)।

২। বাহা হইয়াছে, অথবা বাহা হইবেক, সকলি সেই পুরুষ। তিনি অমরত্বনাভৈ অধিকারী হয়েন, কেন না, তিনি অমুম্বারা অভিযোগ করেন।

৩। তোহার এতাদুশ মহিমা, তিনি কিন্তু ইহা অগেক্ষণও রহস্য। বিশ্বজীবসমূহ তোহার একপাদ মাত্র, আকাশে অমর অংশ তোহার তিনি পাদ।

৪। পুরুষ আগমনার তিনি পাদ (বা অংশ) লইয়া উপরে উঠিলেন। তোহার চতুর্থ অংশ এই ছানে রহিল। তিনি তদন্তের ভোজনকারী ও ভোজনরহিত (চেতন ও অচেতন) তাঁবৎ বস্তে ব্যাপ্ত হইলেন।

৫। তোহাঁ হইতে বিরাট জগতেন, এবং বিরাট হইতে সেই পুরুষ জগতেন। তিনি অংশগ্রহণপূর্বক পশ্চাস্তাগে ও পুরোভাগে পৃথিবীকে অভিক্রম করিলেন।

৬। যথম পুরুষকে হয়ন্তে প্রাণ করিয়া দেবতারা যজ্ঞ আঁড়ন্ত করিলেন, তথন বসন্ত মৃত হইল, পৌষ্ণ কাঞ্চ হইল, শরৎ হ্য হইল।

৭। যিনি সকলের অগ্নে অধিয়াচ্ছিলেন, সেই পুরুষকে যজ্ঞীয় পশু-স্তন্যপে সেই বহিতে পুজা দেওয়া হইল। দেবতারাও সাধ্যবর্ণ এবং শ্঵িগণ উহা দ্বারা যজ্ঞ করিলেন।

৮। সেই সর্ব হোমস্বৃত যজ্ঞ হইতে দধি ও মৃত উৎপন্ন হইল। তিনি সেই বায়ব্য পশু নির্মাণ করিলেন, তাহারা বল এবং প্রায়।

(১) এই প্রসিদ্ধ শূক্রক পুরুষস্তুত করে। ঈশ্বর কেবল এক, এই বিশ্বজীব তোহারই অস্তিত্ব, এই বিশ্বাস এই শূক্রে অবস্থিত হয়। এই শূক্রটী অগেকাঙ্ক্ষ জ্ঞানিকে ক্ষুণ্ণ রচিত।

৯। সেই সর্ব হোমসম্বলিত যজ্ঞ হইতে খক ও সামস্যুহ উৎপন্ন হইল,
চন্দ সকল তথা হইতে আবির্ভূত হইল, বজ্রও তাঁহা হইতে জল্ল প্রিণ
করিল(২)।

১০। ষ্টোটকগণ এবং অন্যান্য দন্ত পঞ্জিক্তিদ্যবারী পশুগণ জয়িল।
তাঁহা হইতে গাড়ীগণ ও ছাঁগ ও মেষগণ জয়িল।

১১। পুরুষকে থণ্ড থণ্ড করা হইল, কর থণ্ড করা হইয়াছিল? ইহার
মুখ কি হইল, দুই হন্ত, দুই উক, দুই চরণ, কি হইল?

১২। ইহার মুখ ত্রাঙ্কণ হইল, দুই বাঁহু রঁজন্য হইল; যাহা উক ছিল,
তাঁহা বৈশা হইল, দুই চরণ হইতে শূন্ত হইল(৩)।

১৩। মন হইতে চন্দ হইলেন, চন্দ হইতে সূর্য, মুখ হইতে ইন্দ্র ও
অগ্নি, প্রাণ হইতে বায়ু।

১৪। নাভি হইতে আকাশ, মস্তক হইতে স্বর্গ, দুই চরণ হইতে ভূমি,
কর্ণ হইতে দিক্ষ ও ভূবন সকল নির্মাণ করা হইল।

১৫। দেবতারা বজ্ঞ সম্পাদন কালে পুরুষস্বরূপ পশুকে যথন বক্ষন
করিলেন, তথন সাতটী পরিধি আর্থাৎ বেদী নির্মাণ করা হইল, এবং
তিনসপ্ত সংখ্যক ২জকাঠ হইল(৪)।

১৬। দেবতারা যজ্ঞদ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন, উহাই সর্ব প্রথম
ধর্মান্বস্থান। যে স্বর্গলোকে প্রধান অধ্যান দেবতা ও সাধ্যেরা আছেন,
মহিমান্বিত দেবতাবর্গ সেই স্বর্গধার্ম প্রতিষ্ঠা করিলেন।

(২) এইস্তৃতিক কত জ্যুষ্মিক তাঁহা এই খকের স্বারূপ কতক প্রকাশ হইতেছে,
ইহার রচনাকালে খক, সাম ও যজ্ঞযেষ মন্ত্রগুলি পৃথক পৃথক করা হইয়াছে।

(৩) ঝঁথেদ রচনা কালের অনেক পর এই অংশ রচিত হইয়া খঁথেদের ভিতর
প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাঁহার সন্দেহ নাই। খঁথেদের অন্য কোমও অংশে ত্রাঙ্কণ, কর্তৃত,
বৈশ্য, শূন্ত এই চারি জাতির উল্লেখ নাই, এই শব্দগুলি কোমও ছানে শ্রেণী
বিশেষ বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হয় নাই। ব্যাকরণবিঃ পশুতর্গণ প্রমাণ করিয়াছেন
যে, এই ক্ষেত্রে তাঁহা ও বৈদিকভাব নহে। তাঁহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক সংস্কৃত।
আতিবিভাগ প্রথা খঁথেদের সময় প্রচলিত ছিল না। খঁথেদে এই কুপ্রথাৰ একটী
প্রমাণ সূতি করিবার জন্য এই অংশ প্রক্ষিপ্তহইয়াছে।

(৪) বিশ্বজগতের নিরস্তাকে বলিশুরূপ অর্পণ করা, এ অনুভবটীও খঁথেদের
সময়ের নহে, খঁথেদে আঁর কোথাও পাওয়া যায় না, ইহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক সম-
য়ের অনুভব। "It was evidently produced at a period when the ceremonial of
sacrifice was largely developed. * * Penetrated with a sense of the sanctity

୧୧ ମୁଦ୍ରଣ ।

ଅଗ୍ନି ଦେବତା । ଅରୁଣ ର୍ଥୟ ।

୧ । ଗତର୍କ ସାବଧାନ ସ୍ତ୍ରୀକାରିଗମ ଆଗ୍ନିକ କ୍ଷର କରିତେଛେ, ବନ୍ଦାନ୍ୟ ଆଗ୍ନି
ବେଦିନ୍ଦ୍ର ଉପର ଉପବେଶନ ପୂର୍ବିକ ଅନ୍ନ ଲାଭେର ଜନ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ଞଳିତ ହିତେଛେ, ତିନି
ତାବେ ଯଜ୍ଞ ସାମଗ୍ରିର ହୋମକର୍ତ୍ତା, ତିନି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୌଷିଶାଶ୍ଵି; ତାହାର ମହିତ ଯେ
ବନ୍ଧୁତ୍ୱ କରେ, ତିନି ତାହାର ଅଭି ବନ୍ଧୁ ତାଚରଣ କରେନ ।

୨ । ତିନି ମୁଖୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହେର ଅତିଦିଷ୍ଟକଣ୍ଠ, ତିନି ଗମମକାଟୀ
ବ୍ୟକ୍ତିର ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବନ ଅଧ୍ୟାୟ କରିତେଛେ । ତିନି ଲୋକେର ହିତକାରୀ
କୋନ ବ୍ୟକ୍ତିକେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରେନ ନା, ତିନି ଅଜ୍ଞାବର୍ଗେର ହିତକାରୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ
ଅଜ୍ଞାର ଭବନେ ଗମନ କରେନ ।

୩ । ହେ ଆଗ୍ନି ! ତୁ ମୁଁ ବଲେ ବଲୀ, ତୋମାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅତିଶ୍ୱର, ତୁ ମୁଁ
କ୍ରିୟା କୌଶଲବାନ୍, ଧର୍ମସ୍ଵରୂପ ମକଳ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲାଭ କର, ତୁଲୋକ ଓ ଭୂଲୋକ ଯେ
ମୟନ୍ତ ଧନ ଧାରଣ କରେ, ତୁ ମୁଁ ମେହ ମକଳ ଧନେର ଅନ୍ତରୁ ।

୪ । ସତ୍ତବେଦିନ୍ଦ୍ର ଉପର ସଥାକାଳେ ହତ୍ୟକ ଉପବେଶମହାବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରା
ହୁଏ, ହେ ଆଗ୍ନି ! ତାହା କୋନ ହୁଅ ? ତୁ ମୁଁ ନିଜେ ତୋମାର ଭନ୍ଦା ଚିନ୍ମୟ
ଲାଭ ଏବଂ ବିବେଚନାପୂର୍ବିକ ତାହାତେ ଉପବେଶମ କର । ତୋମାର ଶିଥା ଗମନ୍ତ
ଓଡାତେର ଆଭାର ନ୍ୟାୟ ଅର୍ଥବା ସ୍ତର୍ଯୋର କିରଣେର ନ୍ୟାୟ ନିର୍ମଳ ହିଁ । ଦୃଷ୍ଟି
ହିତେ ଥାକେ ।

୫ । ତୋମାର ବିଚିତ୍ର ଶୋଭାଗୁଣି ଅଜ୍ଞବର୍ଦ୍ଧନକାରୀ ମେବ ହିତେ ଉନ୍ନ୍ତ ବିହୁ-
ତେର ନ୍ୟାୟ, ଅର୍ଥବା ପ୍ରଭାତେର ଆଗ୍ନୟମୁହେର ନ୍ୟାୟ ଦୃଷ୍ଟି ହିତେ
ଥାକେ, ତୁ ମୁଁ ତଥନ ଯେବ ବନ୍ଧନ ହିତେ ମୁକ୍ତି ପାଇୟା ଓ ସାଧି ଅର୍ଥବା ଶମ୍ଭ୍ୟାଦି
ଏବଂ ଦୟା ଅର୍ଥବା କାଷ୍ଟ, ଇତ୍ୟାଦି ଆଶ୍ଵେଷଣ କରିତେ ଥାକ, ଉହାରା ତୋମାର ମୁଖେ
ଅନ୍ନସ୍ଵରୂପ ହୁଏ ।

and efficacy of the rite, and familiar with all its details, the priestly poet to whom we owe this hymn has thought it no profanity to represent the supreme Purusha himself as forming the victim."—Muir's *Sanskrit Texts* vol. V (1884), p. 373.

୬ । ଶୁଦ୍ଧିଗଣ ମେଇ ଅଗ୍ନିକେ ସଥୀକାଳେ ଗର୍ଭଶ୍ଵରପ ଧାରଣ କରେ, ଜଳଗଣ ଜଗନୀର ନ୍ୟାୟ ତ୍ବାହାକେ ଅଶ୍ଵାନାଳ କରେ । ବନ୍ଦିତ ଲତାଗଣ ଗର୍ଭବତୀ ହଇୟା ଦିନ ଦିନ ଏକଭାବେ ତ୍ବାହାକେ ପ୍ରସବ କରେ ।

୭ । ହେ ଅଗ୍ନି ! ତୁମি ବାସୁଦ୍ଵାରା କଞ୍ଚିତ ହଇୟା ସଖାଲିତ ହୁଏ ଏବଂ ଚମକାର ଅନ୍ନ ସମ୍ବନ୍ଧର ଯଥେ ଅବେଶପୂର୍ବକ ଅବହିତ କର । ହେ ଅଗ୍ନି ! ସଥଳ ତୁମି ଦନ୍ତ କରିତେ ଉଦ୍‌ୟତ ହୁଏ, ତୋମାର ଅବଳ ଓ ଅକ୍ଷୟ ଶିଥାଗଣ ରଥାଳାଟୁ ଯୋଜାଦିଗେର ନ୍ୟାୟ ପୃଥକ ପୃଥକ ହଇୟା ବଳ ପ୍ରକାଶ କରେ ।

୮ । ଅଗ୍ନି ଲୋକକେ ମେଧ୍ୟାୟୁକ୍ତ କରେନ, ତିନି ଯଜ୍ଞେର ମିଳି ବିଧାତୀ, ତିନି ହୋମକର୍ତ୍ତା, ଅତି ମହିତ ଓ ଜ୍ଞାନବାନ୍, ଅଣ୍ପ ହୋମେର ଆସ୍ୟାଇ ଦେଉୟା ହଟକ, ଆର ଅଧିକ ପରିମାଣେଇ ବା ଦେଉୟା ହଟକ, ଅଗ୍ନିକେଇ ସକଳ ସମୟେ ବରଣ କରୀ ହୁଯ ; ଆର କାହାକେଓ ନହେ ।

୯ । ହେ ଅଗ୍ନି ! ଯଜମାନଗଣ ଯଜ୍ଞେର ସମୟ ତୋମାକେ ପାଇବାର ଅଭିଲାଷୀ ହଇୟା ତୋମାକେଇ ହୋତାଳଗେ ବରଣ କରେ । ତେବେଳେ ଦେବଭକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଗଣ ହୋମପ୍ରସ୍ତ୍ୟ ଆହରଣ ଓ କୁଣ୍ଡମୁହଁ ହେନମପୂର୍ବକ ତୋମାର ନିଶ୍ଚିତ ଅସ୍ତ୍ର ସମସ୍ତ ଛାପନ କରିଯା ଥାକେନ ।

୧୦ । ହେ ଅଗ୍ନି ! ତୋମାକେଇ ହୋତା ଓ ସଥା ସମୟେ ପୋତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିତେ ହୁଁ । ଯଜ୍ଞକଣ୍ଠୀବ୍ୟକ୍ତିର ଜନ୍ୟ ତୁମିଇ ନେଣ୍ଟୀ ଓ ଅଗ୍ନି । ତୁମି ଅଶାଙ୍କା ଓ ଅଧିର୍ଯ୍ୟ ଓ ବ୍ରକ୍ଷାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କର । ତୁମିଇ ଆମାଦିଗେର ଗୁହେ ଗୃହପତି ଅବ୍ରତ ।

୧୧ । ହେ ଅଗ୍ନି ! ସେ ମନୁଷ୍ୟ ତୋମାକେ ଅମର ଜାନିଯା ଯଜ୍ଞ କାନ୍ତ ଦାନ କରେ ଏବଂ ହୋମ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରେ, ତୁମି ତାହାର ହୋତା ହୁଏ, ଦେବଭାଦିଗେର ନିକଟ ତାହାର ଜନ୍ୟ ଦୂତେର କାର୍ଯ୍ୟ କର, ଦେବଭାଦିଗାକେ ବିମସ୍ତ୍ରଣ କର, ଯଜ୍ଞ ଅମୁଷ୍ଟାନ କର ଏବଂ ଅଧିର୍ଯ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ କର ।

୧୨ । ଅଗ୍ନିର ଉଦ୍‌ଦେଶେ ଏଇ ସମସ୍ତ ଧ୍ୟାନ, ବୈଦ୍ୟକ୍ୟ ଏବଂ ଶ୍ଵର କରୀ ହିତେହେ । ଜ୍ଞାତବେଦୀ ଅଗ୍ନି ନିଜ ଅର୍ଦ୍ଧଶ୍ଵରପ, ଏଇ ଶ୍ଵର ସକଳ ଅର୍ଥେର କାମନାତେ ତାହାତେ ଯାଇୟା ମିଲିତ ହିତେହେନ । ଶ୍ରୀରଙ୍କି ସମ୍ପାଦନକାରୀ ଅଗ୍ନି ଏଇ ସକଳ ଶ୍ଵର ହୁକ୍ତି ପ୍ରାଣ ହିଲେ ସନ୍ତୋଷ ହେଯନ ।

୧୩ । ଶ୍ଵରେ କାମନାକାରୀ ମେଇ ଆଚୀନ ଅଗ୍ନିର ଉଦ୍‌ଦେଶେ ଆଶି ଅତି ମୁକ୍ତମ ଏଇ ଚମକାର ଶ୍ଵର ଉତ୍ତାରଣ କରିବ, ତିନି ଅବଣ କରନ । ସେଇନ ନାହିଁ

ଶ୍ରୀଗର ପରବଶ ହଇଁଯା ଉତ୍ତମ ପତିଚଛଦ ଧାରଣପୂର୍ବକ ପତିର ବକ୍ଷହଲେ ମିଜଦେହ ଶିଳିତ କରେ, ତତ୍କପ ଆସି ଯେନ ଏହି ଅଧିର ହଦୟର ମଧ୍ୟରୁଥାନ ଶ୍ରମଶ୍ରଦ୍ଧା କରି ।

୧୪ । ଯେ ଅଧିର ଉପରାତ୍ମା ବିନ୍ଦୁର ଘୋଟିକ, ବଲବାମ ହୃଦ, ପୁରସ୍ତ ବିହିନ ମେଧ ଆହୁତିଜନପେ ଅର୍ପଣ କରା ହଇଯାଛେ(୧), ଯିନି ଜଳେର ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ଯାହାର ପୃଷ୍ଠେ ସୋମରୁସ, ଯିନି ଯଜ୍ଞେର ଅମୁଷ୍ଟାତ୍ମା, ମେହି ଅଧିର ଉଦ୍ଦେଶେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରିଯା । ଏହି ମୁଦ୍ରର ଶ୍ରମ ରଚନା କରିତେଛି ।

୧୫ । ଯେମନ ଶ୍ରକ ନାମକ ପାତ୍ରେ ହୃତ ହୃତପନ କରା ହର, ଯେମନ ଚମୁ ମାମକ ପାତ୍ମପାତ୍ରେ ସୋମରୁ ରଙ୍ଗୀ କରା ହୟ, ତତ୍କପ ହେ ଅଧି ! ତୋମାର ମୁଖେ ହୋଇଥେର ଅବ୍ୟ ହୋମ କରା ହଇଯାଛେ । ତୁମି ଅହ ଓ ଅର୍ଥ ଓ ଉତ୍ୱକୃଷ୍ଟ ପୁତ୍ରପୌତ୍ରାଦି ଏବଂ ବିପୁଲ ସଶ ମାନ କର ।

୧୨ ସ୍କତ୍ତ ।

ମାନା ଦେବତା । ଶର୍ମାତି ଖରି ।

୧ । ଯିନି ଯଜ୍ଞେର ରଥୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଧାମ ଶ୍ଵରପ, ଯିନି ଜକଳ ପ୍ରଜାତି ଅଧିପତି, ଯିନି ହୋତା, ରାତ୍ରିକାଳେର ଅତିରି ଏବଂ ଏଭାବେ ମୃଦ୍ଦ ହେଲେ, ତୋହାକେ ଶ୍ରୀଗର ଉତ୍ତମ କରେନ ଏବଂ ଅଭିଲିତ ହେଲେ, ଅଶ୍ଵକାଟେ ଚୁରୁଚର ଶର୍ମ କରେନ ଏବଂ ଅଭିଲାଷ ସିନ୍କ କରେନ, ଯଜ୍ଞେର ପତାକାଶ୍ଵରପ କାକାଶେ ଅବଗ୍ରହନ କରେନ ।

୨ । ଦେବଗଣ ଓ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗଣ ଇହାରା ଉତ୍ତରେ ଏହି ଅଧିକେ ଶ୍ରୀଗ୍ର ପ୍ରକ୍ଷତ କରିଲେନ, ଧାରଣକର୍ତ୍ତା ଓ ଯଜ୍ଞେର ସମ୍ପାଦନକର୍ତ୍ତା । ଇମି ମହେ, ଇମି ପୁରୋହିତ କରିଲେନ ଏବଂ ଉତ୍ୱଜ୍ଞଲେର ବନ୍ଧନକାରୀ । ଉଷାଦେଵୀଗଣ ଇହାକେ ମୂର୍ଖୀର ନ୍ୟାଯ ଚୁମ୍ବନ କରିତେଛେ ।

୩ । କୁବରୋଣ୍ୟ ଏହି ଅଧି ଯେ ଶର୍ମ ଦେଖାଇଯା ଦେଲ, ତାହାଇ ଏହୁତ ପଥ, ଆସରୀ ଯାହା ହୋମ କରିତେଛି, ତାହା ତିରି ତୋଜନ କରନ । ଯଥମ ତୋହାକେ ଶ୍ରୀଗର ପ୍ରବଳ ଶିଥୀଗଣ ଅକ୍ଷୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୌଷିଶ୍ଵର ହେଲ, ତଥମ ଦେବତାଦିଗେର ଅବ୍ୟ ବିକିଷ୍ଟ ହଇତେ ଲାଗିଲ ।

(୧) ଏଥାବେ ଘୋଟିକ, ଶ୍ରମ ଓ ମେହ ଆହୁତି ଦିବାର ଉତ୍ତମ ପାଇଁ ବାର ।

৪। যজকাঠের আশ্রয়ভূতা অদিতি, বিজ্ঞীন অন্তরীক্ষ এবং স্ব-
যোগ্য অসীম পৃথিবী, অগ্নিকে নমস্কার করেন। ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, ভগ ও
সরিতা, পরিত্ব বলধারী এই সকল দেবতা আবির্ভূত হয়েন।

৫। বেগবানু মুকুৎগণের সহায়তা পাইয়া নদীরা বহমান হয় এবং
অসীম ভূমি আচ্ছাদন করে। সর্বত্রিচরণকারী ইন্দ্র সর্বত্রগমন করিয়া
ঐ মুকুৎগণের সাহায্যে আকাশে গজ্জল করেন এবং মহাবেগে উগতে কুল
সেচন করেন।

৬। মুকুৎগণ যথেন কার্য্য আরম্ভ করেন, তখন জগৎকে যেন কর্য্য
করিয়া ফেলেন, তাহারা যেন আকাশের শৈনপক্ষী, তাহারা ঘেঁঘের আশ্রয়।
বরুণ, মিত্র, অর্যামা এবং অশ্বারুচি ইন্দ্র, অশ্বারুচি সেই মুকুৎ দেবতাদিগের
সহিত ঐ সমস্ত ব্যাপার দেখিতে থাকেন।

৭। স্তুতকারীগণ ইন্দ্রের নিকট রক্ষা প্রাপ্ত হইল, স্মর্যের নিকট দৃষ্টি-
শক্তি এবং বর্ণকারী ইন্দ্রের নিকট পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইল। যাহারা উৎকৃষ্ট-
ক্রপে ইন্দ্রের পূজা প্রস্তুত করিয়াছিল, তাহারা যজকালে ইন্দ্রের বজ্রকে
সহায়স্বরূপ প্রাপ্ত হইল।

৮। স্মর্যাণ আপন অশ্বদিগকে ইন্দ্রের ভয়ে চালাইয়া থাকেন এবং
পথে গমন কালে সকলকে প্রাপ্ত করেন। সেই আতি মহানু ইন্দ্রকে কেনা তত্ত্ব
করে? তিনি ভয়ালুক এবং হৃষিবর্ষণকারী, আকাশে শব্দ করিতে থাকেন,
বিগক্ষ পরাত্বকারী বজ্রধনি তাহারই ভয়ে প্রতি দিন আবির্ভূত হয়।

৯। অদা সেই কন্দুকম কদ্রকে নমস্কার ও অমেক স্তুত অর্পণ কর।
তিনি শক্তদিগকে ক্ষয় করেন। তিনি অশ্বারুচি উৎসাহবান মুকুৎগণকে
আপনার সহায় পাইয়া আকাশ হইতে জল সেচন করিয়া মঙ্গলকর হয়েন
এবং আপন যশ বিস্তার করেন।

১০। হৃষিক্ষতি এবং সোমাভিজ্ঞানী অব্যান্ত দেবতা প্রজাদিগের জন্য
অন্ত সংস্থিত করিলেন। অর্থাৎ নামে খবি সর্বপ্রথমে যজ্ঞদারী দেবতা-
দিগকে তুষ্ট করিলেন। দেবতারা এবং ভূগুণশীঘ্ৰেৱা বল অকাশপূর্বক
গমন করিয়া সেই যজ্ঞ অবগত হইলেন।

১১। মুরাশংস আমুক সেই যজ্ঞে চারি অগ্নি স্থাপিত হইয়াছিল, বহ-

କଜ୍ଜେର ପତ୍ରୀ, ମରୁଗଣ ଓ ବିଷୁଷ, ଇହାରା ମେଟ ଯଜେ କ୍ଷବ ଆଣ୍ଟ ହଇଯାଇଲେ ।

୧୨ । ଅଭିଲାଷୀ ହଇଯା ଆମରା ଯେ ସକଳ ମୁହଁ ମୁହଁ କ୍ଷବ କରିତେଛି, ଆକାଶବାସୀ ଅହିରୁଦ୍ଧ୍ୟ ଯଜ୍ଞେର ସମୟ ତାହା ଅବଶ କରନ । ହେ ଆକାଶେ ପରିଭ୍ରମଣକାରୀ ଶ୍ରୟ ଚଞ୍ଚ ! ତୋମରା ଆକାଶେ ବାସ କର, ତୋମରା ମନେ ମନେ ଇହାର କ୍ଷବ ଅବଗତ ହୁଏ ।

୧୩ । ସକଳ ଦେବତାର ହିତକାରୀ ଓ ଜମେର ବନ୍ଧଦର ପୂର୍ବାଦେବ ଆମା-ଦିଗେର ପଶୁ, ଇତ୍ୟାଦିକେ ରଙ୍ଗା କରନ । ବାୟୁଓ ଯଜ୍ଞେର ଅନ୍ୟ ରଙ୍ଗା କରନ । ଧନେର ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାସ୍ଵରପ ବାୟୁକେ ତୋମରା କ୍ଷବ କର । ହେ ଅଶ୍ଵଦ୍ଵୟ ! ତୋମା-ଦିଗକେ ଆହାନ କରିଲେ କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ । ତୋମରା ପଥେ ଗମନ କାଲେ ମେଇ କ୍ଷବ ଅବଶ କର ।

୧୪ । ଏଇ ସମ୍ମନ ପ୍ରଜାକେ ଯିନି ଅଭ୍ୟ ଦିବାର ପ୍ରଭୁ, ଯିନି ଆପନାର କୌର୍ତ୍ତି ଆପନି ଉପାର୍ଜନ କରେନ, ତାହାକେ କ୍ଷବେର ଧାରା କ୍ଷବ କରି । ତାବେ ଦେବମାରୀଦିଗେର ସହିତ ଅବିଚନ୍ତିତ ଅଦିତିକେ ଏବଂ ରାତ୍ରିର ସ୍ଵାମୀ ଚିନ୍ମୟକେ କ୍ଷବ କରି । ତିନି ମନୁଷ୍ୟଦିଗେର ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେନ ।

୧୫ । ବରୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅଞ୍ଜିରା ଏଇ ଯଜେ ବାକୀ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଲେମ । ଗ୍ରହ-ଗୁଣି ଉର୍ଜା ହଇଯା ଯଜ୍ଞୀଯ ସୋମ ଅନ୍ତ୍ରତ କରିଲ । ତାହା ପାର କରିଯା ବୁଦ୍ଧିମନ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ର ଶୂଳକାରୀ ହଇଲେ, ତାହାର ଅନ୍ତ୍ର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମୁଣ୍ଡିବାରି ଶତ୍ରୁ କରିଲ ।

୧୭ ସ୍ତ୍ରୀ ।

ବିଶ୍ଵଦେବ ଦେବତା । ତାହା ଶ୍ରୀ ।

୧ । ହେ ଦ୍ୟାବାପୃଥିବୀ ! ଆପନାର ବିଲକ୍ଷଣ ବିନ୍ଦୁରିତ ହଉନ । ଆପନାର ହୃଦୟାର୍ଥି ହଇଯା ନାରୀର ନ୍ୟାୟ ଆମାଦିଗେର ଶୃଷ୍ଟେ ଆଗମନ କରନ । ମେଇ ସକଳ ଶୁବ୍ରଦିତ କାର୍ଯ୍ୟଦାରୀ ଆମାଦିଗକେ ଶତ୍ରୁ ହଇତେ ରଙ୍ଗା କରନ, ଏଇ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ହାରା ଉତ୍ତାପେର ସମୟ ରଙ୍ଗା କରନ ।

୨ । ଯିବି ବିଶିଷ୍ଟକୁଳ ଅଧ୍ୟାତ୍ମନ କରିଯା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବନ୍ଧୁବାରା ଦେବତାଦିଗେ ଅନ୍ତ୍ରରଙ୍ଗନ କରେନ, ମେଇ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ଶ୍ରୀତକୁଳପେ ସକଳ ଯଜ୍ଞ ଦେବତାଦିଗେ ମେତା କବା ହୁଏ ।

୩ । ଦେବତାରୀ ସକଳେର ଅଭ୍ୟୁଦ୍‌; ତୋହାଦିଗେର ଦାନ ଅତି ମହା । ତୋହାରୀ ସକଳେ ମର୍ଯ୍ୟାନ୍ତକାର ବଲେ ବଲୀ । ତୋହାରୀ ସକଳେ ଯଜ୍ଞେର ସମୟ ଯଜ୍ଞଭାଗ ଆଶ୍ରମ ହେଲେ ।

୪ । ଅର୍ଥ୍ୟମା ଓ ମିତ୍ର ଓ ସର୍ବତ୍ରଗାମୀ ବକଳ ଏବଂ ଯେ କର୍ମକେ ଶ୍ଵବ କରିଲେ ମର୍ଯ୍ୟାଗଣେର ମୁଖ ଲାଭ ହେଲା । ତିନିଓ ମର୍ଯ୍ୟାଗଣ ଏବଂ ଭାଗ, ଇହାରୀ ଅମୃତେର ବାଁଜା, ଶ୍ଵବେର ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ପୁଣ୍ଯବିଧାନକର୍ତ୍ତା ।

୫ । ସଥନ ଆହିରୁଦ୍‌ଧ୍ୟ ଜାଳେର ସହିତ ଏକତ୍ର ଇହିଯା ଉପବେଶନ କରେନ । ତଥନ ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଏକତ୍ର ଉପବେଶନପୂର୍ବକ ଦିବାରାତ୍ର ଅଳସ୍ଵରପ ଧର ବର୍ଷଣ କରେନ ।

୬ । କଳ୍ୟାଣେର ଅଧିଗତି ଅଶ୍ଵିନୀମକ ଦେଇ ଦୁଇ ଦେବ ଏବଂ ମିତ୍ର ଓ ବକଳ ନିଜ ତେଜେର ଦ୍ୱାରା ଆମାଦିଗକେ ରଙ୍ଗା କରନ । ତୋହାଦେର ରକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ବିନ୍ଦୁ ଧର ଆଶ୍ରମ ହେଲା, ମର୍ଯ୍ୟାମା ତୁଳ୍ୟ ଦୂରବଞ୍ଚା ହିତେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇ ।

୭ । ଆମରା ଶ୍ଵବ କରିତେଛି, କର୍ମପୁର୍ବ ବାୟୁଗଣ, ଅଶ୍ଵିଦୟ, ସକଳ ଦେବତା, ବୃଥାକୁଳ ଭାଗ, ବଲବାନ୍ ଖୁଲୁ, ଖୁଲୁକ୍ଷା ଏବଂ ସର୍ବତ୍ରଗାମୀ ଇଞ୍ଜ, ଏହି ସକଳ ସର୍ବଜ୍ଞ ଦେବତା ରଙ୍ଗା କରନ ।

୮ । ଇନ୍ଦ୍ର, ଶତ୍ରୁ, ଅର୍ଥାଏ ରଙ୍ଗି ପାଇତେଛେ ; ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ସଥନ ତୁମି ବେଗ-ବାସ ଘୋଟିକ ଯୋଜନା କର, ତଥନ ଯଜ୍ଞକର୍ତ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତିର ଆନନ୍ଦ ରଙ୍ଗି ପାଇ । ଦେଇ ଇନ୍ଦ୍ରେର ଉଦ୍ଦେଶେ ଯେ ଦୋଷ ପାଇ ହେଲା, ତୋହା ଅସାମାନ୍ୟ । ତୋହାର ଉଦ୍ଦେଶେ ଯେ ଯଜ୍ଞାମୁହୂର୍ତ୍ତାନ ହେଲା, ଉହା ମାନୁଷେର ଉପଯୁକ୍ତ ନହେ, ଉହା ପୃଥକ ପ୍ରକାରେର ଯଜ୍ଞ ।

୯ । ହେ ଦେବମରିତା ! ଏହି ରନ୍ଧନ କର, ଆମାଦିଗକେ ଯେନ ଲଜ୍ଜିତ ହିତେ ନା ହେଲା । ଏହି ନିରମିତ ତୋମାକେ ଧର୍ମାଚ୍ୟାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଦିଗେର ଗୁହେ ଶ୍ଵବ କରା ହିହ୍ୟା ଥାଙ୍କେ, ଇଞ୍ଜ ଆମାଦିଗେର ବଲବରପ ; ତିନି ଏହି ସକଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯଜ୍ଞେ ଆସିବାର ଅଳ୍ୟ ଆପନୀର ଉତ୍ତରାଳ ରଥ ଚକ୍ରେ ଯେନ ବାୟୁଗନକେ ଯୋଜନା କରିଲେନ, ଅର୍ଥାଏ ମହାବୈଣେ ଆଗମନ କରିଲେନ ।

୧୦ । ହେ ଦ୍ୟାବାପୃଥିବୀ ! ଆମାଦିଗେର ପୁନ୍ଦ୍ରଦିଗେକେ ଶ୍ରୀରାତ୍ର ଅଭ୍ୟୁଦ୍‌ ଦାନ କର, ମେଇ ଅମ ଯେନ ତାବେ ଲୋକେର ପକ୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହେଲା, ଯେବେ ତୋହା ବଲକର ହେଲା, ଯେବେ ତାହା ଧର ଲାଭେର ଅଳ୍ୟ ଏବଂ ବିପଦ ହିତେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାର ଜମ୍ବ ଉପଯୋଗୀ ହେଲା ।

୧୧ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୁ ମି ସଖ ଆମାଦିଗେର ଲିକଟ ଅମିତେ ଇଚ୍ଛା କର,
ତଥମ କୁବକାରୀ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଥାମେଇ କେବ ଥାକୁକ ନା, ଇହାକେ ଏହି କରିବାର
ସମୟ ବୁଝା କର । ହେ ସମାଜାତୀ ! ତୋହାକେ ସାହାରୀ ମେହ କରେ, ତାହାଦିଗେର
ସଂବାଦ ଲାଭ ।

୧୨ । ଆମାର ଏହି ବିଭୂତ କୁବ ଦୀତିର ସହିତ ଶ୍ଵରୋର ଉଦ୍‌ଦେଶେ
ଯାଇତେହେ ଓ ମନୁଷ୍ୟଦିଗେର ଶ୍ରୀହଙ୍କି କରିତେହେ । ଯେ କୁଳ ତଣ୍ଡୀ(ଛୃତାର) ଅଥେ
ଆକର୍ଷଣ କରିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ଦୃଢ଼ତର ବ୍ୟବ ନିର୍ମାଣ କରେ । ଇହାକେ ଆମି ତେବେନି-
ଭାବେ ରଚନା କରିଯାଇ ।

୧୩ । ସାହାଦିଗେର ଲିକଟ ଧର କାମନା କରି, ତାହାଦିଗେର ଉଦ୍‌ଦେଶେ ଏହି
ମୁଦ୍ରଗମୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କୁବ ପୁନଃ ପୁନଃ ଆହୁତି କରିତେହି । ଯେତେବେଳେ
ଯୁଦ୍ଧର ଦୈନାଗତ ପୁନଃ ପୁନଃ ଅଗ୍ରମର ହୁଏ, ଅଥବା ସଟୀଚକ୍ର ଶ୍ରୀଯଜ୍ଞ
ହିନ୍ଦୁ ଅଗ୍ରପଞ୍ଚାଂଭାବେ ଉଠିତେ ଥାକେ, ଆମାର କୁବ ଶୁଳିଷ ତଙ୍କପ(୧) ।

୧୪ । ଯେ ସକଳ ଦେବତା ପଥ୍ୟଶତ ରୁଧି ସୌଟିକ ଯୋଜନା କରିଯା ପଥେ ଗମନ
କରେନ, (ଅର୍ଥାତ୍ ଯଜେ ସାହାରାର ଅମା), ତାହାଦିଗେର ବର୍ଣନ ମୁକ୍ତ କୁବ ଆବି
ଦୁଃଖୀମ ଓ ପୃଥବୀନ୍ ଓ ବେଳ ଓ ଅମ୍ବର ବ୍ରାମ ଏହି ସକଳ ଧର୍ମାଚ ରାଜାଙ୍କ ଲିକଟ
ପାଠ କରିଯାଇ ।

୧୫ । ଏହି ପ୍ରାଣେ ତାତ୍ପର ଓ ପାର୍ଥୀ ଓ ମାୟବ ଏହି କରେକ ଅମ ଥବି ଜଣସନ୍ତତି
ଗାୟତ୍ରୀ ତଥକଣ୍ଠ ଅର୍ଥମା କରିଲେନ ।

୧୫ ଶ୍ଲୋକ ।

ମୋଯବିକ୍ଷିତୀତି କରିବାର ପ୍ରତିର ଦେବତା । ଅମ୍ବ ବରି ।

୧ । ଏହି ସକଳ ପ୍ରତିର କଥା କରୁକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶବ୍ଦ କରକ ; ଆମରାଓ କଥା
କହି, ଇହାରୀ କଥା କହିତେହେ, ଇହାଦେର କଥାର କଥା କଣ । ଯଥମ କିଞ୍ଚିକାରୀ ଓ

(୧) ଏକ ଧାନି ଟକେର ପରିଧିତେ ଅନେକ କୁଳି ସତ୍ତି ନନ୍ଦାରିତ ଥାକେ, ହୃଦୟ
ମଧ୍ୟେ ମେଇ ଚକ୍ର ସୁନ୍ଦିତ ହିନ୍ଦୁ କ୍ରମାବ୍ୟରେ ବଜୀଗୁଲି କଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିତେ ଥାକେ । ଇହାକେ
ଶଟୀଚକ୍ର କହେ । ଏତେ ସଟୀଚକ୍ର ଆହ୍ୟାପି ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ଆହି ଉତ୍ସର ଗଞ୍ଜିଦ ଅନେମେ ଏତେ
ରାଜକୁନ୍ତମେ ଦେଖିଯାଇ ।

দৃঢ়তর এই প্রস্তরগুলি একত্র হইয়া স্তব করিবার ভঙ্গিতে শব্দ করে, তখন হে সোম সম্পন্ন ব্যক্তিগণ ! ইন্দ্রের জন্য সোমপাত্র পূর্ণ কর ।

২। এই প্রস্তরগণ একশত ব্যক্তি, অথবা একদশস্তৰ ব্যক্তির ন্যায় । শব্দ করিতেছে, ইহারা হরিদ্বন্দ মুখ দিয়া চীৎকার করিতেছে। যজ্ঞের সময় এই সকল পুণ্যবান् প্রস্তর অগ্নির অগ্নেই হোমের দ্রব্য ভোজন করে ।

৩। ইহারা শব্দ করিতেছে। ইহারা মুখে সোমস্বরূপ মধু ধারণ করিয়াছে। যেমন মাংসাশীরা মাংস পাক হইলে আহ্লাদ সূচক রব করে, ইহারাও সেইরূপ রব করিতেছে। নবীন হৃক্ষের শাখা কঙ্কণ কালে সুন্দর রূপে ভঙ্গ করিতে করিতে হৃষ্ণগণ যেরূপ শব্দ করে, ইহারাও তত্ত্বপূর্ণ শব্দ করিতেছে ।

৪। ইহারা মুখে ধারণপূর্বক মত্ততাজনক সোমরস প্রস্তুত করিয়া উচ্চেঃস্থরে ইন্দ্রকে আহ্লাদ করিতেছে। সোমবিষ্ণীড়নকারী অঙ্গুলিদিগের সঙ্গে সংরক্ষ করিয়া ইহারা নৃত্য করিতেছে; ইহাদিগের শব্দে পৃথিবী অতিথ্বিত হইতেছে ।

৫। ইহাদের শব্দ শুনিয়া জ্ঞান হয়, যেন পক্ষীরা আকাশে কলরব করিতেছে, যেন মৃগ হিচাব স্থানে কৃষ্ণার হরিণের। চলাচল করিয়া নৃত্য করিতেছে। প্রস্তরের ঘারা নিষ্পোড়িত রসকে ইহারা নিম্নে পাঁতিত করিতেছে, যেন সূর্যের ঝায় শ্বেতবর্ণ বিস্তর শুক্র নির্মত করিল ।

৬। যেমন বলবান্ ঘোটকগণ পরস্পর মিলিত হইয়া রথের ধূরা ধারণ-পূর্বক রথ বহন করে, প্রস্তাৱ ত্যাগ করে এবং শৰীৱ আয়ত করে, তত্ত্বপূর্ণ এই প্রস্তরগুলিও আয়ত হইয়া সোমরস বৰ্ষণ করিতেছে। ইহারা সোম গ্রাস করিতে করিতে শাসমহকারে শব্দ করিল, ঘোটকদিগের ঝায় ইহাদের মুখমির্গত এই শব্দ আমি প্রবণ করিতেছি ।

৭। এই অবিলাশী প্রস্তরদিগের গুণকীর্তন কর । দশ অঙ্গুলি যথোচ্চ সোমবুস নিষ্পীড়নকালে ইহাদিগকে স্পর্শ করে, সেই দশঅঙ্গুলিকে যেন প্রস্তরস্বরূপ ঘোটকদিগের দশটী বৰত্তা বোধ হৈ, অথবা দশটী ঘোড়া (ঘোড়ার সাঙ্গ), অথবা দশটী যোজনা (অর্ধাৎ রথের মুত্তিবার রঞ্জ), অথবা

ଦଶଟି ପ୍ରାଣୀ (ବାନୀ) ବଲିଯା ଜୀବ ହୁଏ । ଅଥବା ଯେବେ ଦଶଟି ରୁଥୁରା ଏକତ୍ର ହଇଯା ଇହାରୀ ବହନ କରିତେଛେ ।

୮ । ମେଟ ପ୍ରକ୍ଷରଣୁଳି ଦଶଟି ଅଞ୍ଚୁଲିକେ ବଳ୍କମ ରଜ୍ଜୁସ୍ତରଗ୍ର ପାଟିଯା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିତେଛେ । ତାହାଦିଗେର ଉପାଦିତ ମୋହରସ ହରିଦ୍ଵର୍ଗ ହଇଯା ଆସିତେଛେ । ମୋହର ଅଂଶ (ଡାଟା) ମିଳ୍ପାଡିତ ହଇଯା ଅଭରନ୍ ଧାରଣ-ପୂର୍ବକ ଅମୃତ ରସ ନିର୍ଗତ କରେ, ତାହାର ଅଥବା ଯେ ଅଂଶ ଇହାରାଇ ପାଇଯା ଥାକେ ।

୯ । ମେଇ ପ୍ରକ୍ଷରଗଣ ମୋହ ଭକ୍ଷଣପୂର୍ବକ ଇନ୍ଦ୍ରେର ଦୁଇ ଘୋଟକକେ ଚୁମ୍ବନ କରିତେଛେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରେର ରଥେ ଉପମୌତ ହଇତେଛେ । ଅଂଶ (ଡାଟା) ହଇତେ ରସ ନିର୍ଗତ କରିଯା ଗୋଚର୍ମେର ଉପର ସାଇତେଛେ । ତାହାରୀ ମୋହର ଯେ ମଧ୍ୟ ରିଂଗତ କରିଯା ଦେଇ, ତାହା ପାନ କରିଯା ଇନ୍ଦ୍ର ମୂଳିତ ଓ ବିଭାଗିତ ହିତେ-ଛେନ ଏବଂ ହୁଥେର ନ୍ୟାୟ ବଳ ପ୍ରକାଶ କରିତେଛେ ।

୧୦ । ହେ ପ୍ରକ୍ଷରଗଣ ! ମୋହର ଅଂଶ (ଡାଟା) ତୋମାଦିଗଙ୍କେ ରସ ଦାନ କରିବେ, ତୋମରୀ ଯେବେ ଭଗ୍ନ ହିଂସା ନା । ତୋମରା ଯାହାର ସଜେ ଉପଶିଷ୍ଟ ଥାକ, ତାହାରୀ ମରିଦାଇ ଅଭବାନ୍ ଓ କୃତେଭାଜନ ହୁଏ, ତାହାରୀ ଧନବାନ୍ ଲୋକେର ନ୍ୟାୟ ଉତ୍ତରାଳ ତେଜୋଯୁକ୍ତ ହୁଏ ।

୧୧ । ହେ ପ୍ରକ୍ଷରଗଣ ! ତୋମରା ନିଜେ ଭଗ୍ନ ନା ହଇଯା ଅମ୍ଯକେ ଭଗ୍ନ କର, ତୋମାଦିଗେର ପରିଶ୍ରମ ନାହିଁ, ଶୈଥିଲ୍ୟ ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଆଶା ନାହିଁ, ରୋଗ ନାହିଁ, ତୃଷ୍ଣା ନାହିଁ, ସ୍ପଷ୍ଟା ନାହିଁ, ତୋମରା ଶୁଲ୍, ଅର୍ଥ ଉତ୍କେପଣ, ଅବହେଳଣ ପ୍ରଭୃତି କ୍ରିୟା ବିଷୟେ ତୋମାଦିଗେର ସଥେଷ୍ଟ ପାଟୁତା ଆଛେ ।

୧୨ । ତୋମାଦିଗେର ପିତାସ୍ତରଗ୍ର ପର୍ବତଗଣ ସୁଗ ସୁଗାନ୍ତର ଧରିଯା ହିର ଆଛେ, ତାହାରା ପୂର୍ଣ୍ଣାଭିଲାବ ହଇଯାଛେ, କୋମ କାରଣେ ମିଜ ଛାମ ତାଗ କରେ ନା । ତାହାରୀ ଅଭାରହିତ, ହରିଦ୍ଵର୍ଗ ହରିବିଶିଷ୍ଟ, ହରିଦ୍ଵର୍ଗ ସଂୟୁକ୍ତ ହଇଯା (ପଞ୍ଚାଦିଗେତ୍ର) କଲରବ ଦ୍ଵାରା ଛାଲୋକ ଓ ଭୁଲୋକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ ।

୧୩ । ଯେ କୁଳ ରଥାରୋହିଗଣ ରଥଚର୍ବ୍ୟା କେତେ ରଥ ଚାଲାଇଯା ଶବ୍ଦ ଉତ୍ସାହ କରେ, ତତ୍କଳ ପ୍ରକ୍ଷର ମୋହରସ ନିର୍ଗତ କରିବାର ମରହ ଶବ୍ଦ କରେ । ଶବ୍ଦାଳ୍ୟ ବପନ କାର୍ଯ୍ୟରୀ ବୌଜ ଯେବେ ବପନ କରେ, ତତ୍କଳ ଇହାରୀ ମୋହ ବିକାର କରିତେଛେ । ଭକ୍ଷଣ କରିଯା ଉହୀ ନଷ୍ଟ କରିତେଛେ ନା ।

१४। सोम निष्पौर्णित हैले, अन्तरेया शब्द करितेहे, थेन ज्ञीड़ा,
सकु लिश्वरा ज्ञीड़ास्त्रे अनन्तीके आघात करिया (ठेलिया दिया) शब्द
करितेहे। ये अन्तर सोमरस निष्पौर्ण करियाहे, ताहाके बनकर,
अन्तरगण संवर्द्धन पाहिया मुर्गित हैते थाकुक ।

ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ।

୧୫ ମୁକ୍ତ ।

ପୁରୁଷା ଓ ଉର୍ବଣୀ ଖବି ତୋକାରୀ ଦେବତା(୧) ।

୧। (ପୁରୁଷାର ଉତ୍କି) —ହେ ପଡ଼ି, ତୋମାର ଚିତ୍ତ କି ନିଷ୍ଠୁର ! ଅତି ଶୀଘ୍ର ଚଲିଯା ଯାଇଲେ ନା, ଆମେ ଦିଗେର ଉଭରେ କିଛିଏ କଥୋପକଥିନ ଆବଶ୍ୟକ ହିତେହେ । ଏକଣେ ମନେର କଥା ଯଦି ଉଭରେ ଅକାଶ କରିଯା ନା ବଳା ହୁଏ ଭବିଷ୍ୟତେ ମୁଖେର ବିଷୟ ହିବେକ ନା ।

୨। (ଉର୍ବଣୀର ଉତ୍କି) —ତୋମାର ସହିତ ବାକ୍ୟାମାପ କରିଯା ଆମାର କି ହିତେ ? ଆମି ଅର୍ଥମ ଉସ୍ତାର ନାଯା(୨) ଚଲିଯା ଆମିଯାହି । ହେ ପୁରୁଷା, ଆମର ଗୃହେ କିମ୍ବିଳୀ ସାନ୍ତେଷ । ସ୍ଵାମୀଙ୍କୁ ଯେମନ ଧାରଣ କରା ଯାଏ ନା, ତୁ ଯିଶୁ ତେବେଳି ଆମାକେ ଧାରଣ କରିତେ ପାରିବେ ନା ।

୩। (ପୁରୁଷାର ଉତ୍କି) —ତୋମାର ବିରହେ ଆମାର ତୁଳୀର ହିତେ ବାଣ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅସ୍ତ୍ରୀ ଲାଭ ହୁଏ ନାହିଁ; ଆମି ଯୁକ୍ତ ଗମନପୂର୍ବକ ଶତସହସ୍ର ଗାୟି ଆନନ୍ଦନ କରିତେ ପାରି ନାହିଁ । ରାଜକୀୟ ବୌରଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟ ହିଯାହେ, ଇହାର କୋମ ଶୋଭା ନାହିଁ; ଆମାର ଦୈନାଗତ ସିଂହମାଦ କରିବାର ଚିନ୍ତା ଏକକାଳେ ତୋଂଗ କରିଯାଇଛେ ।

୪। (ଉର୍ବଣୀର ଉତ୍କି) —ହେ ଉଷାଦେବୀ ! ମେହି ଉର୍ବଣୀ ଶତ୍ରୁକେ ତୋଜେନେର ସାମାନ୍ୟ ଦିତେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରିତେଲେ, ତାହା ହିତେ ମର୍ମିହିତ ଗୁରୁ ହିତେ ଶୟନ ଗୃହେ ଯାଇତେନ, ତଥାଯ ଦିବାରାତ୍ରି ଆମର ନିକଟ ରୁମଣ ଶୁଖ ସନ୍ଦେଶ କରିତେନ ।

୫। ହେ ପୁରୁଷା ! ତୁ ଯି ଅତିଦିମ ତିମବାର ଆମାକେ ରୁମଣ କରିବେ । କୋନ୍ତେ ସପତ୍ନୀର ସହିତ ଆମାର ଅତିରକ୍ଷିତା ହିଲ ନା, ଆମାକେଇ ବିକ୍ଷିତ କରିବାର ।

(୧) ଏହି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଓ ପୁରୁଷାର ବୈଦିକ ଉପାଧ୍ୟାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ହିର୍ଯ୍ୟାହେ । ପୁରୁଷାର ଅନ୍ୟମା ଉର୍ବଣୀର ସହିତ କିଛୁ କାଳ ମହବାସ କରିଯାଇଛନ, ଉର୍ବଣୀ ଏକଣେ ପୁରୁଷବାନଙ୍କେ ଛାଇଛି ଯାଇତେହେ । ଆମ୍ବଦା ପୁର୍ବେଇ ବିଲାହିଛି, ଉର୍ବଣୀର ଆଦିଅର୍ଦ୍ଧ ଉତ୍ତରା, ପୁରୁଷାର ଆଦି ଅର୍ଦ୍ଧ ମୂର୍ଖ । ଅର୍ଦ୍ଧ ଉତ୍ତର ଚାଲିଲେ ଉତ୍ତର ଆମାର ଥାବେବା ।

(୨) ଉର୍ବଣୀର ଆଦି ଅର୍ଦ୍ଧ ଉତ୍ତର, ତାହା ସେଇ ଉପର୍ବାହାର କରିବ ଯନ୍ତେ ଅନ୍ତର୍ମାତ୍ରରେ ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ହିତେହେ ।

ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବେ । ତୋମାର ଗୁହେ ଆମି ଆଗମନ କରିଲାମ, ତୁମି ଆମାର ରାଜୀ,
ତୁମି ଆମାର ଅଶେଷ ମୁଖେର ବିଧାତୀ ହଟିଲେ ।

୬ । (ପୁରୁରବୀର ଉତ୍ତି) — ମୁଜୂର୍ଣ୍ଣ, ଶ୍ରେଣି, ମୁଦ୍ରା, ଆପି, ଛୁଦେ ଚକ୍ର,
ଅନ୍ତିମନୀ, ଚରଣ୍ୟ, ଆମାର ଏହି ସେ କର ମହିଳା ଛିଲ, ତୁମି ଆସିବୀର ପର ତାହାରୀ
ଆର ଆମାର ଲିକଟ ବେଶତୁମ୍ଭ କରିବା ଆସିତ ନା । ଗାଁଭୀଗମ ଗୁହେ ଯାଇବୀର
ସମର ଯେମନ ଶବ୍ଦ କରେ, ତାହାରୀ ଆଏ ନେନପ ଶବ୍ଦ କରିଯା ଆମାର ଗୁହେ
ଆସିତ ନା ।

୭ । (ଉର୍ବଶୀର ଉତ୍ତି) — ପୁରୁରବୀ ସଥଳ ଅନ୍ତଗ୍ରହନ କରିଲେନ, ଦେବ ମହି-
ଲାରୀ ଦେଖିବେ ଆସିଲ, ନିଜ କ୍ଷମତାୟ ଯାହାରୀ ଗମନ କରେ, ମେହି ମଦୀରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ସଂବର୍ଜନୀ କରିଲ ; ହେ ପୁରୁରବୀ ! ଦେବତାରୀ ଦୟା ବଧ ଉପରଙ୍କେ ତୋମାଙ୍କେ ତୁମୁଳ
ଯୁକ୍ତେ ପାଠୀଇବାର ଜମ୍ବ ସଂବର୍ଜନୀ କରିବେ ଲାଗିଲେନ (୩) ।

୮ । (ପୁରୁରବୀର ଉତ୍ତି) — ପୁରୁରବୀ ନିଜେ ମନୁଷ୍ୟ ହଇଯା ସଥଳ ଅପ୍ରମାଣ-
ଦିଗେର ଦିକେ ଅଗ୍ରସର ହଇଲେନ, ତଥମ ତାହାରୀ ଆପନ ରନ୍ ତାଁଗ କରିଯା ଅନୁ-
ଧୀନ ହଇଲ । ଯେମନ ହରଣୀ ଭର ପାଇଯା ପଳାଯନ କରେ, ଅଥବା ରଥେ ବୋଜିତ
ଘୋଟିକେବା ଯେମନ ଧାରମନ ହୟ, ତନ୍ଦନ ତାହାରୀ ଚଲିଯାଏଲ ।

୯ । ପୁରୁରବୀ ନିଜେ ମନୁଷ୍ୟ ହଇଯା ଦେବଲୋକବାସିନୀ ଅପ୍ରମାଣଦିଗେର
ସଙ୍ଗେ ସଥଳ କଥା କହିବେ ଏବଂ ତାହାଦିଗେର ଶରୀର ଶ୍ରୀର ଶ୍ରୀର କରିବେ ଅଗ୍ରମର ହି-

୧୦ । (୩) ହର୍ଯ୍ୟନ୍ତପ ଇଲ୍ଲାଇ ଦୟାରପ ଅନ୍ତକାରକେ ହନ୍ତ କରେନ । ପୁରୁରବୀର ହର୍ଯ୍ୟର
ମହିତ ଏକତ୍ର ଏହି ଶକଦ୍ୱାରା କରି ପରିମାଣେ ସ୍ଥିତ ହିତେଛେ ।

“ That Pururavas is an appropriate name of a solar hero requires hardly any proof. Pururavas meant * * endued with much light; for though rava is generally used of sound, yet the root ru, which means originally to cry, is also applied to color in the sense of a loud or crying colour, i.e., red * * (Sanskrit Ravi, sun). Besides Pururavas calls himself Vasishta (୧୭ ପଦ୍ମ), which, as we know, is a name of the sun; and if he is called Aida (୧୮ ପଦ୍ମ), the son of Ida, the same name is elsewhere (Rig Veda III, 29, 3) given to Agni, the fire.”—Max Muller’s Selected Essays (1881), vol. I, pp. 407, 408.

“ I therefore accept the common Indian explanation by which this name (Urvasi) is derived from Uru, wide * * and a root. As to pervade, and thus compare Uru-asi with another frequent epithet of the dawn, Uruki.”—*Ibid*, p.—405.

হইলেন, তখন তাহারা অদর্শন হইল, নিজ শব্দীর দেখাইল না, ক্রৌড়াসন্ত ঘোটকদিগের ন্যায় পলায়ন করিল।

১০। যে উর্বশী আকাশ হইতে পতমশীল বিচ্ছাতের ন্যায় ঔজ্জ্বল্য ধারণ করিয়াছিল এবং আমার সকল মনোরথ পূর্ণ করিয়াছিল, তাহার গভৰ্ণ মরুষোর ভূরসে মুক্তি পুর জয় গ্রহণ করিল। উর্বশী তাহাকে দীর্ঘায়ু করল।

১১। (উর্বশীর উক্তি) — হে পুকুরবা ! তুমি পৃথিবীর পালনের জন্য পুন্তের জন্মদান করিলে, আমার গভৰ্ণ নিজ বীর্য পাতিত করিলে। সর্বিদা আমি তোমাকে কহিয়াছি যে, কি হইলে আমি তোমার নিকট খাকিব না, কারণ আমি তাহা জনিতাম। তুমি তাহা শুনিলে না ; একপে পৃথিবী পালন কার্য পরিত্যাগ করিয়া কেন মৃথী বাক্যব্যয় করিতেছ ।

১২। (পুকুরবার উক্তি) — তোমার পুর কবেই বী আমার প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করিবে ? আর যদি আমার নিকটে আসে, তাহা হইলে সে কি রোদন করিবে না ? অক্ষুপাত করিবে না ? পরম্পর প্রীতিমুক্ত স্তুতি পুকুরের দিছেন ঘটাইতে কাহার ইচ্ছা হয় ? তোমার শুনুরের গৃহে যেমন অগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, (অর্থাৎ তোমার বিরহ সন্তাপ অসহ) ।

১৩। (উর্বশীর উক্তি) — আমি তোমার কথার উক্তরে কহিতেছি ; পুর তোমার নিকট যাহারা অক্ষুপাত, বী কন্দন করিবে না। আমি উহার মঙ্গল চিন্তা করিব। আমার গভৰ্ণ যে পুর উৎপাদন করিয়াছ, তাহাকে তোমার নিকট প্রেরণ করিব। হে নির্বোধ ! গৃহে ক্ষিরয়াঘাও। আমাকে আর পাইবে না ।

১৪। (পুরুরবার উক্তি) — তবে তোমার অণগ্নী (আমি) অস্য পতিত হউক, আর কথনও যেন উপ্রিত না হয়। সে যেমন বহু দূরে দূর হইয়া ষাটক। সে যেন নিঃখণ্ডির অক্ষে শহিত হউক, বলবানু হৃকণ তাহাকে ভক্ষণ করক ।

১৫। (উর্বশীর উক্তি) — হে পুকুরবা ! একপে মৃত্যু কামনা করিণ না ; উচিত্ত যাইও না, দুর্দাস্ত হুকেরা তোমাকে যেমন ভক্ষণ না করে। স্তুতি লোকের অগ্ন স্থায়ী হয় না। স্তুলেকের হস্ত আর হুকের হস্ত দুই এক প্রকার ।

୧୬ । ଆମି ପରିବର୍ତ୍ତିତଙ୍କପେ ଭମଳ କରିଯାଛି, ସୁନ୍ଦରିଦିଗେର ମଧ୍ୟେ ଚାରି ବେଂସର ରାତ୍ରିବାସ କରିଯାଛି(୫), ନିମ୍ନର ମଧ୍ୟେ ଏକବାର କିଞ୍ଚିତ୍ ପ୍ରତି ଯୃତ ପାନ କରିଯା ତାହା ତେଇ କୁଥା ନିର୍ମିତିପୂର୍ବକ ଅସଗ କରିଯାଛି ।

୧୭ । ଆମି ବସିଥିଲୁଗୁ (ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଖ୍ୟ), ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣକାରିଣୀ ଆକାଶପ୍ରେସ୍ ଉର୍ବଲୀକେ (ଅର୍ଥାତ୍ ଉଷାକେ) ଆମି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିତେଛି । ତୋମାର ମୁକୁତେ ର ମୁକୁଳ ଯେମେ ତୋମାର ନିକଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାକେ । (ହେ ଉର୍ବଲୀ ! ଫିରିଯା ଆଇସ, ଆମାର ହନ୍ଦଯ ଦଫ୍କ ହିତେଛେ ।

୧୮ । ହେ ଇଲାପୁନ୍ନ ପୁରୁଷ ! ଏହି ସକଳ ଦେବତା ତୋମାକେ ବଲିତେଛେ ଯେ, ତୁ ମୁହଁ ଜୟାହି ହିବେ, ସ୍ଵକୀୟ ହୋମ ଦ୍ୱାରା ଦେବତାଦିଗେର ପୂଜା କରିବେ, ତୁ ମୁହଁ ସ୍ଵର୍ଗେ ଯାଇବା ଆଶୋଦ ଆଜ୍ଞାଦ କରିବେ ।

୯୬ ପୃଷ୍ଠା ।

ଇତ୍ତର ଘୋଟକହର ଦେବତା । ବନ୍ଦ ଖ୍ୟାତି ।

୧ । ହେ ଇତ୍ତ ! ଏହି ମହାବଜେ ତୋମାର ଦୁଇ ଘୋଟକକେ ଶ୍ଵର କରିଯାଛି । ତୁ ମୁହଁ ଶକ୍ତିହିସ୍ତାକାରୀ, ତୁ ମୁହଁ ଅନୁଷ୍ଠାନକପେ ମତ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ସାହଯୁକ୍ତ ହୁଏ, ଇହା ଆର୍ଥନା କରି । ତୁ ମୁହଁ ହରିବର୍ଣ୍ଣ ଅଥମୋଗେ ଆନିୟା ହୁତେର ନୀର ଚନ୍ଦକାର ଜଳ ବର୍ଷଣ କର, ତୁ ମୁହଁ ଉଜ୍ଜ୍ଵଳକପୀ, ତୋମାର ନିକଟ ଆମାର ସ୍ତତ୍ତ୍ଵବାକ୍ୟ ସକଳ ଗନ୍ଧର କରକ ।

୨ । ତୋମାର ଇତ୍ତକେ ସଜ୍ଜେ ଦିକେ ଡାକିଯାଛ, ଦେବାୟତନ ଅର୍ଥାତ୍ ବଜ୍ର-ଗହେର ଦିକେ ଇତ୍ତର ଦୁଇ ଘୋଟକକେ ଚାଲାଇଥାଏ ଆନିୟାହ, ତୋମାର ଇତ୍ତର ବଲବିର୍ଯ୍ୟ ଘୋଟକମୟେତ ଶ୍ଵର କର, ଦେଖ, ଯେମନ ଗାଭୀଗନ ହକ୍କ ଦେଇ, ତଜ୍ଜପ ଇତ୍ତକେ ହରିବର୍ଣ୍ଣ ଦୋଷରସର ଦ୍ୱାରା ଆପ୍ଯାନ୍ତିତ କରା ହିତେଛେ ।

୩ । ଇହାର ଯେ ଲୋହନିର୍ମିତ ବଜ୍ର, ତାହା ହରିବର୍ଣ୍ଣ; ତାହା ବିଲଙ୍କଣ ଶକ୍ତ ସଂହାର କରେ, ତାହା ଦୁଇ ହଣ୍ଡେ ଧୂତ ହୁଏ । ଇତ୍ତ ନିଜେ ଧମବାମ୍, ମୁଗ୍ଧଟମ ହରୁଦିଶିଷ୍ଟ, ଏବଂ ବାଗ ଦ୍ୱାରା ସକ୍ରୋଧେ ଶକ୍ତ ସଂହାର କରେମ । ହରିମୂର୍ତ୍ତି ଶୋଭରସଜ୍ଜାରା ଇତ୍ତକେ ଅଭିଧିକ୍ତ କରା ହିଲ ।

(୫) ମୁଲେ “ଅବସଂ ଚାକ୍ରିଃ ଶରଦଃ ଚତୁର୍ବିଃ” ଆଛେ । ସକ୍ଷମୁଳର ଅନୁବାଦ କରିଯାଇଥିବା—“I dwelt with thee four nights of the autumn.”

৪। আকাশে সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল বজ্র প্লত হইল। সে যেমন আপন বেগে সমস্ত দিক বাঁশি কঢ়িল, মুগঠের ইমুবিশিষ্ট সোমরস পাম-কারী ইন্দ্র লৌহময় বজ্রায়া হৃতকে নিধন করিবার সময় অপরিসীম দিষ্টি প্রাপ্ত হইলেন।

৫। হে উজ্জ্বলকেশধারী ইন্দ্র! পূর্বকালের বজ্রান্নেরা তোমাকে স্তব করিত, তুমি যজ্ঞে আসিতে। তুমি উজ্জ্বল হও। হে উজ্জ্বলশূলপী! তোমার সর্বপ্রকার অন্ন প্রশংসন্নার ঘোগ্য, নিরপত্ন ও উজ্জ্বল।

৬। স্তবঘোগ্য বজ্রধারী ইন্দ্র যশন সোমরস পাঁনের আমোদে প্রহ্লত হয়েন, তখন দুই উজ্জ্বল ঘোটক রথে ঘোজিত হইয়া তাঁহাক বহন করে। উজ্জ্বল ইন্দ্রের জন্য অনেক বাঁর সোমরস বিস্পীড়িত হয় এবং হরিদ্বৰ্ণ সোমরস সংস্থাপিত হইয়া থাকে।

৭। অবিচলিত ইন্দ্রের জন্য যথেষ্ট সোমরস রাখি হইয়াছে, সেই সোমরস ইন্দ্রের ঘোটককে যজ্ঞের দিকে তুরাযুক্ত করিতেছে। হরিদ্বৰ্ণ ঘোটকেরা তাঁহার যে রথকে যুক্তে লইয়া যায়, সেই রথ এই রমণীয় সোমযাগে আসিয়া অধিষ্ঠান হইয়াছে।

৮। ইন্দ্রের শূণ্য উজ্জ্বল, কেশ উজ্জ্বল, তিনি সৌহের ন্যায় দৃঢ়কায়, তিনি সোমপায়ী, শীত্র শীত্র সোমপান করিয়া শরীর স্ফীত করেন। যজ্ঞই তাঁহার সম্পত্তিশুল্প, হরিদ্বৰ্ণ ঘোটকেরা তাঁহাকে যজ্ঞে লইয়া যায়। তিনি দুই ঘোটকে আরোহণপূর্বক সকল দুর্গতি দূর করিয়া দিন।

৯। তাঁহার দুই উজ্জ্বল চক্ৰ ক্রম্য নামক যজ্ঞপাঠের মত যজ্ঞের উপর মিক্ষিত হইল। তিনি অন্ন ভক্ষণ করিবার জন্য উজ্জ্বল হয়ুদ্বয় কল্পিত করিতেছেন। পরিষ্কার চমসের মধ্যে যে চমৎকার সোমরস ছিল, তাহা পান করিয়া তিনি আপনার দুই ঘোটকের গাত্রস্বাঞ্জলি করিতেছেন।

১০। উজ্জ্বল ইন্দ্রের আবাসস্থান দ্যাবৎপৃথিবীর মধ্যেই বিদ্যমান আছে। তিনি অশ্বারুচ হইয়া ঘোটকের ন্যায় মধ্যবেগে যুক্তে থাক। অতি উৎকৃষ্ট স্তব তাঁহাকে বর্ণনা করিতেছে। হে উজ্জ্বল ইন্দ্র! তুমি আপন্যার ক্ষমতাবান্না প্রচুর অন্ন দিয়া থাক।

১। হে ইন্দ্র ! তুমি অহিমীদ্বারা দ্যাবাপৃথিবী বাস্তু করিয়া নিত্য মৃত্যু চমৎকার স্তব পাইয়া থাক। হে অমুর ! গাঁতোগণের উৎকৃষ্ট স্থান উজ্জ্বল সুর্যোর নিকট প্রকাশ কর। (উত্তম গোষ্ঠী দেখাও) ।

২। হে উজ্জ্বল মুগঠন হনুবিশিষ্ট ইন্দ্র ! ঘোটকগণ তোমার রথে যোজিত হইয়া তোমাকে মহুম্বের যজ্ঞে আনন্দম করক। তোমার অন্য যে মধুর সোমরস প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা পান কর। দশ অঙ্গুলি-দ্বারা যে সোম প্রস্তুত হইয়া যজ্ঞের উপকরণস্বরূপ হয়, যুদ্ধের সময় তাহা পান করিতে ইচ্ছা কর।

৩। হে অশ্ববিশিষ্ট ইন্দ্র ! অথবে যে সোম প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাত পান করিয়াছ। এক্ষণে যাহা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা কেবল তোমারি অন্য। হে ইন্দ্র ! এই মধুমুক্ত সোম আনন্দন কর। হে অচুর হাস্তিকারী ! তোমার উদ্বু আঁস্ব কর।

১৭ হ্রস্ত । ০

৭ ওষধি দেবতা। ভিক্ষু খৰি(১)।

১। পূর্বকালে তিনি যুগ ধরিয়া দেবতারা যে সমস্ত আঁচৌ ওষধি স্থান করিয়াছেন, মেই সকল পিঙ্গলবর্ণ ওষধির একশত সপ্ত স্থান বিদ্যমান আছে, আমি এইরূপ জান করি।

২। হে অনন্তীস্তুপা ওষধিগণ ! তোমরা মৃত্তিকাতে রোহন কর, অর্থাৎ উৎপন্ন ও তোমাদিগের একশত এমন কি একসহস্র স্থান আছে। তোমাদিগের ক্রিয়া শত প্রকার, তোমরা আমার আরোগ্য বিধান কর।

৩। হে পুন্পবতী ফল প্রসবকারিণী ওষধিগণ ! তোমরা রোগীর প্রতি সন্তুষ্ট হও। তোমরা ঘোটকের ন্যায় জরশীল মৃত্তিকাতে জন্ম গ্রহণ কর, রোগীকে রক্ষা কর।

(১) এই স্তুতিটী প্রথম প্রোগের চিকিৎসা সহকে। ইহার শেষ অংশে অনেক গুলি পীড়া আরোগ্যের মন্ত্র লক্ষিত হয়। স্তুতিটী অপেক্ষাকৃত আঁধুনিক।

୪ । ହେ ଦୀପିଶାଲୀ ଓସଦିଗଣ ! ତୋମରୀ ଅନନ୍ତକୁଳପ । ତୋମା-
ଦିଗେର ସମକ୍ଷେ ଆମି ସ୍ଥିକାର କରିତେଛି, ଯେ ଆମି ଚିକିତ୍ସକ ବ୍ୟକ୍ତିକେ ଗୋ,
ଅଶ୍ଵ, ବନ୍ଦ୍ର, ଏମନ କି, ଆପନାକେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିତେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦ୍ଵାରା ଆଛି ।

୫ । ହେ ଓସଦିଗଣ ! ଅଶ୍ଵଥ ରୁକ୍ଷେ ତୋମରୀ ଉପବେଶନ କର । ପଞ୍ଚାଶ
ରୁକ୍ଷେ ତୋମରୀ ବାସ କର । ସଥମ ରୋଗୀର ଅନ୍ତି ଅମୁଖର କର, ତଥାଲ
ତୋମାଦିଗକେ ଗାତ୍ରୀ ଦାମ କରା ଉଚିତ ହୟ, ଅର୍ଥାଂ ବିଶିଷ୍ଟ କୃତଜ୍ଞତାର
ଭାଁଜନ ହେ ।

୬ । ଯେମନ ରାଜାଗଣ ମୁକ୍ତେ ଏକତ୍ର ହନ, ତନ୍ଦ୍ରପ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିକଟ
ଓସଦିଗଣ ମିଲିତ ହୟ, (ଅର୍ଥାଂ ଯେ ଓସଦୀ ଜାନେ) ମେଇ ବୁଦ୍ଧିମାନୁ ଭିକ୍ଷୁ
ବ୍ୟକ୍ତିକେ ଅର୍ଥାଂ ଚିକିତ୍ସକ, କହେ, ମେ ରୋଗଦିଗକେ ଧଂସ କରେ ।

୭ । ଅଶ୍ଵବତୀ, ମୋହବତୀ, ଉର୍ଜ୍ୟନ୍ତୀ, ଉନ୍ଦୋଜ୍ସନ, ଅଭୂତି ତାବର ଓସଦି
ସଂଗ୍ରହ କରିଯାଛି, ଅଭିପ୍ରାୟ ଯେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆରୋଗ୍ୟ ବିଧାନ କରିବ ।

୮ । ହେ ରୋଗୀ ! ଏଇ ଦେଖ, ଯେମନ ଗୋଟି ହଇତେ ଗାତ୍ରୀଗଣ ବାହିର
ହୟ, ତନ୍ଦ୍ରପ ଓସଦିର୍ବାର ହଇତେ ତାହାଦିଗେର ଶୁଣ ମୟନ୍ତ ବାହିର ହଇତେହେ,
ଇହାରା ତୋମାକେ ତୋମାର ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ।

୯ । ହେ ଓସଦିଗଣ ! ତୋମାଦିଗେର ଯାତାର ନାୟ ଇକ୍ଷତି । ତୋମରୀ
ରୋଗେର ନିକୃତି ସ୍ଵରୂପ । ଯାହା କିନ୍ତୁ ଶରୀରକେ ପୌଡ଼ା ଦେଇ, ତୋମରୀ ତାହା
ବେଗବତୀ ପକ୍ଷିନୀର ନ୍ୟାୟ ବାହିତ କରିଯା ଦାଓ ।

୧୦ । ଯେ ରୂପ କୋଣ ଚୋର ଗୋଟି ଅତିକ୍ରମ କରିଯା ଯାଇ, ତନ୍ଦ୍ରପ ବିଶ୍-
ବ୍ୟାପୀ ସର୍ବତ୍ରଗାୟି ଓସଦିଗକେ ଅତିକ୍ରମ କରିଲ । ଶରୀରେ ଯେ କିନ୍ତୁ
ପୌଡ଼ା ବିଦ୍ୟମାନ ଛିଲ, ଓସଦିଗଣ ତାହା ଦୂରୀକୃତ କରିଲ ।

୧୧ । ସଥମଇ ଆମି ଏଇ ସକଳ ଓସଦିକେ ହଣ୍ଡେ ଗ୍ରହଣ କରିଲାମ ଏବଂ
ରୋଗୀର ଦୌର୍ଲଭ୍ୟ ନିର୍ବାକରୀ କରିଲାମ, ତଥନଇ ରୋଗେର ଆଜ୍ଞା ମଟ ହଇଲ, ମେଇ
ରୋଗ ତେପୁର୍ବେ ଆଗକେ ଆକ୍ରମଣ କରିଯା ଯେବେ ବସିଯାଇଲ ।

୧୨ । ଯେତେ ବନ୍ଦାମୁ ଓ ସଧାବନ୍ତୀବ୍ୟକ୍ତି ସକଳକେଇ ଆଯତ କରେନ,
ତନ୍ଦ୍ରପ ହେ ଓସଦିଗଣ ! ତୋମରୀ ଯାହାର ଅଜ ଅତାଗ ଓ ଅନ୍ତିତ ଅନ୍ତିତ
ବିଚରଣ କର, ତାହାର ରୋଗ ମେଇ ମେ ଛାନ ହଇତେ ଦୂରୀକୃତ କର ।

১৩। চাষ ও কিকিনীবি পক্ষী যেমন ক্রতবেগে উরিষ্ঠ যাই, অথবা
বায়ু যেমন বেগে গমন করে, অথবা গোধী যেমন ধাবমান হয়, হে রোগ !
তুমি ও তজ্জপ শৌভ্র অপস্থিত হও ।

১৪। হে ওষধিগণ ! তোমাদিগের একজন আর একজনকে রক্ষা
করুক, তাহাকে আর একজন রক্ষা করুক । এইসকলে সকলে পরম্পর একমত
ও এক কার্যকারিণী হইয়া আমার এই কথা রক্ষা কর ।

১৫। যাহারা ফলবতী অথবা যাহারা ফলবতী নয়, যাহারা পুস্পবতী,
অথবা যাহারা তাদৃশ নয়, রহস্যতিকর্তৃক উৎপাদিত সেই সমস্ত ওষধি
আমাদিগের পাপ হইতে রক্ষা করুক ।

১৬। কেহ অভিসম্পাদ করাতে আমার যে পাপ হইয়াছে, অথবা
বক্ষের পাশ অথবা যমের নিগড় হইতে এবং অন্যান্য সকল দেবতা
সংক্রান্ত পাপ হইতে ওষধিগণ আমাকে রক্ষা করুক ।

১৭। ওষধিগণ স্বর্গ হইতে নিম্নে পতিত হইবার সময় বলিয়াছিল,
আমরা যে প্রাণীকে অনুগ্রহ করি, তাহার কোন অনিষ্ট উপস্থিত
হয় না ।

১৮। সোম যে সকল ওষধির রাজা, যাহারা অসংখ্য এবং নানা উপ-
কার করিয়া থাকে, হে ওষধি ! তুমি তাহাদিগের শ্রেষ্ঠ । তুমি বাসনা পূর্ণ
করিতে এবং জনযকে মুখী করিতে সমর্থ ।

১৯। সোম যে সকল ওষধির রাজা, যাহারা পৃথিবীর নানা স্থানে
বিস্তৃত আছে, রহস্যতি কর্তৃক উৎপাদিত, সেই সকল ওষধি এই রোগী
ব্যক্তির বলাধান কর, অথবা এই উপস্থিত ওষধিকে বৈর্যবতী কর ।
(এ স্থলে তিষ্ক যে ওষধিটি উপস্থিত রোগে ব্যবহার করিবেন, তাহারা
বিষয়ে বক্ষিতেছেন) ।

২০। হে ওষধিগণ ! আমি তোমাদিগের খননকর্তা, আমি যেন নষ্ট না
হই, এবং যাহার জন্মে ধূমন করিতেছি, সেও যেন নষ্ট না হয় । আমা-
দিগের যাহা কিছু সম্পত্তি আছে, দ্বিপদ ইউক, চতুর্পদ ইউক, সকলি যেন
নৌকোগ থাকে ।

୨୧ । ସେ ସକଳ ଶୁଦ୍ଧି ଆମୀର ଏହି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିତେଛେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାରୀ ଅତି ଦୂରେ ଆହେ, ସେଇ ସକଳ ଶୁଦ୍ଧି ଏକତ୍ର ହଇଗଲା ଏହି ଉପଶିତ ଶୁଦ୍ଧିକେ ବୀର୍ଯ୍ୟବତ୍ତୀ କର ।

୨୨ । ଶୁଦ୍ଧିଗଣ ମୋହାନ୍ତିଆର ମହିତ ଏହି କଥୋଗକଥମ କରିଲେଛେ, ହେ ରାଜମ୍ ! ଶ୍ରୋତୁ ଯାହାର ଚିକିତ୍ସା କରେ, ତାହାକେଇ ଆମରା ପରିବାଗ କରି ।

୨୩ । ହେ ଶୁଦ୍ଧି ! ତୁ ମି ପ୍ରେସ୍ଟ; ଯେଥାଲେ ସତ ହୁଳ ଆହେ, ସକଳେଇ ତୋମାର ନିକଟ ଦୀର୍ଘ । ସେ ଆମାଦିଗେର ଅନିଷ୍ଟ ଚିତ୍ତୀ କରେ, ସେ ଯେବେ ଆମା-ଦିଗେର ନିକଟ ଦୀର୍ଘ ହୁଲ ହୁଲ ।

୯୮ ପୃଷ୍ଠା ।

ମଧ୍ୟନା ଦେବତା । ଦେବାପି ଶବ୍ଦ ।

୧ । ହେ ହୃଦୟପତି ! ତୁ ମି ଆମାର ଜମା ପ୍ରାତୋକ ଦେବତାର ନିକଟେ ଗମନ କର । ତୁ ମି ମିତ୍ର, ବୀ ବକଣ, ବୀ ପୁଷ୍ଟାଇ ହୁଏ, ଅଥବା ଆମି ତାଙ୍ଗଶ ଓ ସମ୍ମାନସମେତ । ଇନ୍ଦ୍ରାଇ ବୀ ହୁଏ, ତୁ ମି ଶକ୍ତ୍ସ୍ଵରୁ ରାଜାର ଜମ୍ୟ(୧) ମେଘକେ ବାରିବର୍ଷଣ କରାନ୍ତି ।

୨ । ହେ ଦେବାପି ! କୋନ ଏକ ବିଜ୍ଞ ଶୀତ୍ରଗାମୀ ଦେବ ତୋମାର ନିକଟେ ହିତେ ଦୃତସରଗ ହଇଲା ଆମାର ନିକଟ ଆଗମନ କରକ । ହେ ହୃଦୟପତି ! ଆମାଦିଗେର ପ୍ରତି ଅଭିଯୁକ୍ତ ହଇଲା ଆଗମନ କର । ତୋମାର ଜମ୍ୟ ଉଚ୍ଚଲ ମୁଖେ ଧାରଣ କରିବାଛି ।

୩ । ହେ ହୃଦୟପତି ! ଆମାଦିଗେର ମୁଖେ ଏବଳ ଏକଟି ଉଚ୍ଚଲ ଶ୍ଵର ତୁ ଲିଯା ଦାନ୍ତ, ଯାହା ଅନ୍ତରେତା ଦୋଷେ ଦୂରିତ ବା ହୁଲ, ଏବଂ ଉତ୍ତମଜଳେ ଶକ୍ତ୍ସ୍ଵର ହୁଲ । ତଦ୍ଵାରା ଆମରା ଶକ୍ତ୍ସ୍ଵର ଜମ୍ୟ ହିତି ଉପଶିତ କରି । ମଧ୍ୟୁକ୍ତ ରମ ଆକାଶ ହିତେ ଆଗମନ କରକ ।

୪ । ମଧ୍ୟୁକ୍ତ ରମଙ୍କଳି ଅର୍ଦ୍ଧା ହିତିବାରି ଆମାଦିଗେର ମିରିତ ଆଗମ କରକ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ରଥେର ଉପର ସଂକୁଳପନ୍ତର୍କ ବିକ୍ରତ ଧରି ଦାନ କର । ହେ ଦେବାପି ! ଏହି ହୋମକାର୍ଯ୍ୟ ଆମିରା ଉପବେଶନ କର, କାଳେ କାଳେ ଦେବତା-ଦିଗକେ ପୂଜା କର, ହୋମେର ଜ୍ଵା ଦିର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କର ।

(୧) ଶକ୍ତ୍ସ୍ଵର ରାଜାର ଅନୁର୍ଦ୍ଧିତ ସଜେ ବୋଧ ହୁଏ, ଏହି ପୃଷ୍ଠା ହିତି, ବୀ ଉଚ୍ଚଲ ହଇରାହିଲ ।

৫। শ্বষ্টিসেনের পুত্র দেবাপি খৰি দেবতাদিগের জন্য উৎকৃষ্ট স্তব ছিৱ কৱিয়া হোম কৱিতে বসিলেন। তখন তিনি উপরের সমুদ্র হইতে অর্গের বৃক্ষিবাৰি নীচের সমুদ্রে আনয়ন কৱিলেন।

৬। এই উপরের সমুদ্র(২), অৰ্থাৎ আকাশমধ্যে দেবতাৱা অল আচ্ছাদন কৱিয়া রাখিয়াছিলেন। শ্বষ্টিসেনের পুত্র দেবাপি সেই অল সঞ্চালিত কৱিলেন, তখন জলগুলি সুগারিষ্ঠ ক্ষেত্ৰভূমিৰ উপৰ ধাৰণাৰ হইল।

৭। যখন শন্তমুৰ পুরোহিত দেবাপি হোম কৱিবাৰ অল উদ্যোগী হইয়া হাতি উৎপাদনকাৰী দেবস্তব ধ্যানবাৰা নিৰূপিত কৱিলেন, তখন হহস্পতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার মনে সেই স্তুতিবাক্যেৰ উদয় কৱিয়া দিয়া ছিলেন।

৮। হে অগ্নি ! শ্বষ্টিসেনের পুত্র মহুষজাতীয়, দেবাপি উজ্জ্বল হইয়া তোমাকে অজ্ঞালিত কৱিয়াছে। তাৰঁ দেবতাৰ সহকাৰিতা প্রাপ্ত হইয়া তুমি শ্বষ্টিবৰ্ষণকাৰী মেঘকে প্ৰবৰ্ণিত কৱ।

৯। তোমাকে বিশ্বের লোকে আহুতি কৱে। যাবতীয় আটীন খৰি ঘজেৰ সময় স্তুতিবাক্য দ্বাৰা তোমাৰ মেৰা কৱিয়াছিলেন। হে রোহিণি-নামক অশ্ববিশিষ্ট অগ্নি ! আমাদিগেৰ ঘজেৰ দিকে সহস্রসংখ্যক সম্পত্তি রথে বহুলপূৰ্বক লইয়া আইস।

১০। হে অগ্নি ! এই দেখ নবত্বতীসহস্র রথবাহিত সম্পত্তি তোমাকে আহুতি দেওয়া হইল। হে বীৱি ! তাৰঁ দ্বাৰা তোমাৰ আটীন শৱীৰ সকল হৃক্ষিযুক্ত কৱ। আমাদিগেৰ আৰ্থনা শুনিয়া আকাশ হইতে শ্বষ্টি আনয়ন কৱ।

১১। হে অগ্নি ! এই নবত্বতীসহস্র আহুতি ; শ্বষ্টিকাৰী ইন্দ্ৰকে ইহাৰ ভাগ দাও। কালে কালে দেবতাদিগেৰ নিকট থাইবার জন্য যে পথ বিদ্যমান আছে, তাহা তুমি তাৰ, অতএব ঔলাল নামক ব্যক্তিকে দেবলোকে দেবতাদিগেৰ নিকট সংস্থাপন কৱ।

(২) অঞ্চলে অনেক ক্ষেত্ৰে আকাশকে সমুদ্র বলা হইয়াছে। আকাশ অলোক বলিয়া অমৃতৰ ছিল। ১২ অংক, দেখ।

১২। হে অগ্নি ! শক্রদিগের দুর্গম পুরুষ সকল ধস কর। রোগ দূর কর, রাজসদিগকে তাঁড়াইয়া দেও। একাণ্ড আঁকাশে যে এই সমুজ্জ্বল বিদ্যমান আছে, তথ্য হইতে অগ্রিমীয় জন এই স্থানে আবিষ্য দাও।

১৩ স্তুতি ।

ইন্দ্র দেবতা। বশ খণ্ডি।

১। হে ইন্দ্র ! তুমি বুরিয়া বুবিয়া চমৎকার সম্পত্তি আবিষ্যদিগকে প্রেরণ করিয়া থাক, উহা অচুর হইয়া উঠে, উহা অতি উৎকৃষ্ট, উহাবারা আমাদিগের শৈশ্বরিক হয়। সেই ইন্দ্রের বল হৃক্ষির জন্য কিই বা দেশের যাইতে পারে ? তাঁহার নিমিত্ত হৃতনিধিমকারী বজ্রনির্মিত হইয়াছে। তিনি হৃষ্টিবর্ষণ করিলেন।

২। তিনি দীপ্তি ধারণপূর্বক বিদ্যুৎ আবিষ্ট করিয়া যজ্ঞে সামগ্রানের নিকট গমন করেন। তিনি বলপূর্বক অনেক স্থান অধিকার করেন। তিনি একস্থানবাসী মুকৎগণের সহিত শক্ত পরাভব করেন। তিনি আদিত্যদিগের সপ্তম ভ্রাতা, তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া কোন কার্যাই হইবার নহে।

৩। তিনি সুচাক গতিতে গমনপূর্বক যুক্তক্ষেত্রে উপস্থিত হন। তিনি সর্ব বস্তুর দাতা, দিতে উদ্যত হইয়া যুক্তে অবস্থিত হয়েন। তিনি অবিচলিতভাবে শতধাৰবিশিষ্ট শক্তপুরুষ হইতে থন অগ্রহণ করেন এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ দুরাজ্ঞাদিগকে নিজ তেজ পরাভব করেন।

৪। তিনি মেঘের দিকে গমন করিয়া মেঘে ভ্রমণপূর্বক উর্ধ্বরা চুম্বিতে অচুর জল সেচন করেন। সেই সকল ক্ষেত্রে অনেক ক্ষুত্র মনৌ একত্র হইয়া স্ফততুল্য জল বহাইয়া দেয়; তাঁহাদিগের চরণ মাই, রথ মাই, হোশি তাঁহাদিগের অগ্ন(১)।

৫। সেই ইন্দ্র বিনা প্রার্থনায় অভি-ব্রহ্ম পূর্ণ করেন, তিনি একাণ্ড, দুর্গম তাঁহার মিকটেও যাইলা, তিনি নিজ স্থান ত্যাগ করিয়া কজ্জপুজ্জ মুকৎগণের সহিত এই স্থানে আগমন করেন। আমি বশ, আমার পিতা-ভাতার মনের ক্ষেপ বোধ হয় দুর হইল, কারণ আবি যাইয়া শক্ত অব্রহণ করিয়াছি এবং শক্রদিগকে ঝোদম করাইয়াছি।

(১) অর্ধাং হোশি (তোতা) দ্বারা জল সইয়া ক্ষেত্রে সেচন করে।

৬। মেই প্রভু ইন্দ্র বহুল চিৎকারকারী দাস জাতীয়কে শাসন করিয়াছেন, অস্তকত্ত্ববিশিষ্ট ষটচক্র শক্তকে সমন্ব করিয়াছেন। তিত ইহার তেজে তেজস্বী হইয়া লোহের ন্যায় তৌকু নথবিশিষ্ট অঙ্গুলি দ্বারা বরাহকে বধ করিয়াছে।

৭। তাঁহার কোন ভক্তকে যদি শক্ররা যুক্তার্থে আহ্বান করে, তাহা হইলে তিনি দর্পভরে শরীর উপ্ত করিয়া শক্র হিংসা করিবার উৎকৃষ্ট অস্ত প্রমাণ করেন। তিনি মনুষ্যদিগের সর্বোৎকৃষ্ট মেতা, সম্য হত্যার সময় উত্তমক্ষেত্রে দর্শন দিয়া মান্য ইন্দ্র অনেক শক্ত পুরী ধূস করিলেন।

৮। তিনি ঘেবসমূহের তৃণময়ী ভূমিতে জল বর্ষণ করেন, আমাদিগকে ভবনের পথ দেখাইয়াছেন। তিনি আগম শরীরের সর্বোৎশে সোম সেচন করিয়া শ্যেষপক্ষীর ন্যায় সৌহতুল্য তৌকু দৃঢ়পাঞ্চি' ভাগের দ্বারা দম্যদিগকে বধ করেন।

৯। তিনি পরাক্রান্ত শক্তদিগকে দৃঢ় অন্তর্বাতী দূর করিয়া দেন। কুৎস মাত্রক ব্যক্তির স্বব শুনিয়া শুষ্ঠ মাত্রক অস্তরকে ছেদন করিয়াছেন। যিনি শুবকারী কবি উশনাকে কবচ লইয়া দাখ করিলেন। তিনি তাঁহাকে ও অন্য অন্য মনুষ্যকে দাঁম করেন।

১০। তিনি মনুষ্যহিতকারী মুকৎগণের সহিত ধৰ দিতে ইচ্ছা করিয়া ধন পাঠাইয়াছেন। তিনি বকগের ন্যায় মিজ তেজে সুজি এবং ক্ষমতাবান্ম। তিনি রাম্যমুর্তি, কালে কালে রক্ষাকর্তা বলিয়া সকলে তাঁহাকে জানে। তিনি চতুর্পাদ শক্তকে নিখন করিলেন।

১১। শ্রজিশা মায়ক উশিজের পুত্র তাঁহাকে স্বব করিয়া বজ্রবারা পিপরু গোষ্ঠ বিদীর্ণ করিলেন। যখন মেই উশিজের পুত্র সোম প্রস্তুত করিয়া যজ্ঞাহৃতামপূর্বক স্ববাক্য কহিয়াছিলেন, তখন ইন্দ্র আসিয়া মিজতেজে শক্তপুরী ধূস করিলেন।

১২। হে অশ্বর ইন্দ্র ! আমি বশ, প্রচুর হোমজ্ঞবা দিবার জন্য পাঁচারী হইয়া তোমার নিকট আসিয়াছি। তুমি আসিয়া এই ব্যক্তির, অর্থাৎ আমার অঙ্গলক্ষণ ; অশ্ব ও বল এবং উৎকৃষ্ট গৃহ, এমন কি সকল বস্তুই দাঁম কর ।

୧୦୦ ମୁକ୍ତ ।

ବିଶେଷଦେବୀ ଦେବତା । ଛବ୍ସ୍ୟ ଋତି ।

୧ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୋହାର ସମକଳ ଏଇ ଶକ୍ତିମୈଳ୍ୟକେ ସଥ କର । ତୁବ ପ୍ରତିନ ଓ ମୋମପାନପୂର୍ବକ ଆମାଦିଗଙ୍କେ ରଙ୍ଗା କରିବାର ଜମ୍ଯ ଜାଗନ୍ତକ ହତ ; ଆମାଦିମେର ଶ୍ରୀହଞ୍ଜି ବିଧାନ କର । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବତାର ସହିତ ସବିତା ଆମା-
ଦିଗେର ବିଦ୍ୟାତ ଯଜ୍ଞ ରଙ୍ଗା କର । ସର୍ବମଂଶାହିଣୀ ଅଦିତି ଦେବୀକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ।

୨ । ଉପଚିହ୍ନ ଖତୁର ଉପଯୁକ୍ତ ଯଜ୍ଞଭାଗ ବୃକ୍ଷେର ଜମ୍ଯ ବାତୁକେ ଦାଓ, ତିଲି
ବିଶୁଦ୍ଧ ମୋମପାନ କରେନ, ତ୍ବାହାର ଯାଇବାର ସମୟ ଶବ୍ଦ ହୁଏ । ତିଲି ଶ୍ରୀବର୍ଣ୍ଣ
ଦୁକ୍ଷେର ପାଲକ୍ରିୟାତେ ପ୍ରତ୍ତ ହଇଯାଇଲେ । ସର୍ବମଂଶାହିଣୀ, ଇତ୍ୟାଦି ।

୩ । ଆମାଦିଗେର ଖଜୁତାତିଲାବୀ ଓ ଅଭିସନ୍ଧକାରୀ ସଜାନକେ ଦେବ-
ସବିତା ଅନ୍ଵଦାନ କରନ । ସେଇ ମେହେ ପରିପକ ଅନ୍ଧାରା ଦେବଗଣେର ଅଚ୍ଛମ୍ଭୁତ
କରିବେ ପାରି । ସର୍ବମଂଶାହିଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ।

୪ । ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଦିନ ଆମାଦିଗେର ଅତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥାକୁଳ । ମୋହରୀଙ୍କା
ଆମାଦିଗେର ଯଜ୍ଞେ ଅଧିଷ୍ଠାନ ହଟେ । ବନ୍ଧୁଗନ ଯେ ଏକାର ଆୟୋଜନ କରିଯା-
ଇଲେ, ଉତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମେହେ ଏକାରେ ମଞ୍ଚପ ହଟେ । ସର୍ବ ମଂଶାହିଣୀ, ଇତ୍ୟାଦି ।

୫ । ଇନ୍ଦ୍ର ଚମ୍ବକାର ଅତ୍ୟ ଦାନ କରିଯା ଆମାଦିଗେର ଦେହ ରଙ୍ଗ କରିଲେନ ।
ହେ ବୃହକ୍ଷତି ! ତୁମି ପରମାୟ ଅଦ୍ଵାତ କରିଯା ଥାକ । ଯଜ୍ଞଇ ଆମାଦିଗେର
ଗତି, ମତି, ରଙ୍ଗକ ଓ ସୁଖସ୍ଵରୂପ । ସର୍ବମଂଶାହିଣୀ, ଇତ୍ୟାଦି ।

୬ । ଦେବତାଦିଗେର ବଳ ଇନ୍ଦ୍ରାଇ ଶକ୍ତି କରିଯାଇଲେ । ଗୃହଚିହ୍ନ ଅଧି
ଦେବତାଦିଗେର ତୁବ କରେନ, ଯଜ୍ଞ ମଞ୍ଚପ କରେନ, କାର୍ଯ୍ୟ ମିର୍ବାହ କରେନ । ତିଲି
ଯଜ୍ଞେର ସମୟ ପୂଜା ଓ ରତ୍ନାଲୀର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାଦିର ଅତି ଆଜ୍ଞାଯି । ସର୍ବମଂଶା-
ହିଣୀ, ଇତ୍ୟାଦି ।

୭ । ହେ ବନ୍ଧୁଗନ ! ତୋହାଦିଗେର ଅଗୋଚରେ ବିଶେଷ କୋମ ଅପରାଧ
କରିଲାଇ ଅଥବା ତୋହାଦିଗେର ମାଜାତେ ଏବଂ କୋମ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଲାଇ ଯାହାତେ
ଦେବତାଦିଗେର କୋମ ହର । ହେ ଦେବଗନ ! ତୋହାଦିଗେକେ ଶିଖାକଣ୍ଠ କରିଲେ ମା ।
ସର୍ବମଂଶାହିଣୀ, ଇତ୍ୟାଦି ।

୮ । ଯେ ଛାମେ ମଧୁତୁଳ୍ୟ ସୋମ୍ୟରସ ଅନ୍ତରୁ ହୁଏ ଏବଂ ପାରେ ନିଷ୍ପାତନେର ଅନ୍ତରକେ ଉତ୍ତମଲାପେ ଶ୍ଵବ କରା ହେ, ସବିତା ବେଳ ରୋଗ ଦୂର କରେନ, ପର୍ବତଗଣ ଯେବେ ତଥାକାର ଶୁକ୍ରତର ଅନ୍ତର୍ଥ ଅଧଃପାତିତ କରେନ ।

୯ । ହେ ବସୁଗଣ ! ସୋମ ଅନ୍ତରୁ ହଇବାର ଜନ୍ୟ ଅନ୍ତର ଉପତ ହଟକ, ତାବେ
ଶକ୍ରକେ ଅଶ୍ରୀକାଶଭାବେ ପୃଥିକ ପୃଥିକ କରିଯା ଦାଶ । ଦେବ ସବିତା ରଙ୍ଗୀ କରେନ,
ତୋହାକେ ଶ୍ଵବ କରା ଉଚିତ । ସର୍ବସଂଶ୍ରାହିଣୀ, ଇତ୍ୟାଦି ।

୧୦ । ହେ ଗଭିଗଣ ! ତୋମରା ଘାସଭୁବିତେ ବିଚରଣପୂର୍ବକ ହୁଲ ହୁଣ,
ତୋମରା ଯଜ୍ଞରେ ଦୁର୍ଖପାତ୍ରେ ଦୁର୍ଖ ଦିଇଯା ଥାକ । ତୋମାଦିଗେର ଦେହର୍ମିଗତ ଦୁର୍ଖ
ସୋମ୍ୟରସେନ୍ଦ୍ର ଓତ୍ସବ ଦୁର୍କଳ ହଟକ । ସର୍ବସଂଶ୍ରାହିଣୀ, ଇତ୍ୟାଦି ।

୧୧ । ଇନ୍ଦ୍ର ଯଜ୍ଞ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେନ, ସକଳକେ ଅରାୟକୁ କରେନ, ତିନି ଯୁବା ଓ
ସୋମ୍ୟାଗକାରୀଦିଗକେ ରଙ୍ଗୀ କରେନ ଓ ଉତ୍ତମ ଶ୍ଵବ ପାଇଯା ଅନୁକୂଳ ହେଯେନ ।
ତୋହାର ଶର୍ଗୀର୍ଯ୍ୟ ଆପିନ ପୃଥିବୀକେ ଅଭିଷେକ କରିବାର ଜନ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହେ ।
ସର୍ବସଂଶ୍ରାହିଣୀ, ଇତ୍ୟାଦି ।

୧୨ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୋମାର ଶ୍ରୀଜ୍ଞଲ୍ୟ ଚମତ୍କାର, ତୋହା ଯଜ୍ଞ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ,
ତାଦୂଶ ଶ୍ରୀଜ୍ଞଲ୍ୟ ଆର୍ଥନୀ କରିବାର ବୋଗ୍ୟ । ତୋମାର ଦୁର୍ଦ୍ଵର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସକଳ ଶ୍ଵବ-
କର୍ତ୍ତାର ଅଭିଲାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ । ଏଇ ନିମିତ୍ତ ଦୁର୍ବସ୍ୟ ମାତ୍ରକ ଶ୍ଵବ ଅଭି ସରଳ
ଦୁର୍ଜ୍ଞଦ୍ୱାରା ଗାଁତୀର ଅଭିଭାଗ ସତ୍ତର ଆକର୍ଷଣ କରିତେହେନ ।

୧୦୧ ଲ୍ଲକ୍ଷ ।

ବିଶେଦେବୀ ଦେବତା । ବୁଧ ଶ୍ଵବ ।

୧ । ହେ ସଥୀଗଣ ! ଏକମନ ହଇଯା ଆଗନ୍ତୁ ହୁଣ, ଅନେକେ ଏକହାନିବରତୀ
ହଇଯା ଅନ୍ତିକେ ଅଜ୍ଞଲିତ କର । ଦର୍ଢିକୀ ଏବଂ ଦେବୀ ଉଷା ଓ ଇନ୍ଦ୍ରକେ ଇଂହା-
ଦିଗକେ ରଙ୍ଗୀ କରିବାର ଜନ୍ୟ ଆହାନ କରିତେହି ।

୨ । ଗନ୍ତ୍ଵାର ଶ୍ରବ, ଶ୍ଵବ କର(୧); ଅରିତ୍ର ସହ୍ୟୋଗବାନୀ ପାରେ ଉତ୍ତିର
ହଶ୍ୟା ସାର, ଏକଳ ମୋକ୍ଷା ପ୍ରତ୍ୱାନ ଅନ୍ତରୁ କର; ଅନ୍ତର ମକଳ ଶାଶ୍ଵତ ଓ ଶୋଭିତ କର;
ହେ ସଥୀଗଣ ! ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଯଜ୍ଞର ଅନୁଷ୍ଠାନ କର ।

(୧) ଏହି ଜ୍ଞାନ ହଇତେ କହେକଟି ଥିଲେ କୃବି କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣ ପାଇଯା ଥାଏ ।

৩। লাঙ্গলগুলি ঘোজনা কর; যুগ্মগুলি বিস্তাৰিত কর; এই ছালে ষে ক্ষেত্ৰ অস্তৃত কৰা হইয়াছে, তাহাতে বীজ বপন কৰ, আমাদিগোৱে স্বৰেৱ সহিত আমাদিগোৱে অৱ পৱিত্ৰ ইউক। শণিগুলি (কাণ্ডে) বিকটবৰ্তী পক্ষগোষ্যে পতিত হউক।

৪। লাঙ্গলগুলি ঘোজিত হইতেছে; শৰ্ম্মকুরুগণ যুগ্ম সমন্বয় পৃথক কৱিতেছে; বুদ্ধিমানগণ দেবোদ্দেশে সুন্দৱ স্বৰ পাঢ়িতেছেন।

৫। পশুদিগোৱে জলপানস্থান অস্তৃত কৰ; বৰুৱা (চৰুৱজু) ঘোজনা কৰ; এই উদ্বিষ্ট অক্ষয় ও মৌকার্ধাযুক্ত গৰ্ত্ত হইতে জল সেচন কৱি।

৬। পশুদিগোৱে জলপানস্থান অস্তৃত হইয়াছে; এই উদ্বিষ্ট অক্ষয় জলপূৰ্ণ গৰ্ত্তে সুন্দৱ চৰুৱজু বিদ্যমান আছে; অন্তেশে জল সেচন কৱা যায়; ইহা হইতে জল সেচন কৱি।

৭। ঘোটকদিগকে পত্ৰিতৃপ্ত কৰ, ক্ষেত্ৰে সংস্থাপিত ধান্য গ্রহণ কৰ, নিৰপত্রবে ধান্য বহন কৱে এতাদৃশ রথ প্ৰস্তৃত কৰ। এই জলপূৰ্ণ পশুদিগোৱে জলাধাৰ এক ত্ৰোণ প্ৰমাণ হইবেক। ইহাতে অস্তুৱিষ্মিত চৰ্ত আছে। আৱ মনুষ্যদিগোৱে পাঁলে পযোগী জলাধাৰ সুন্দৱ পৱিত্ৰণ হইবেক। ইহা জলপূৰ্ণ কৰ।

৮। গোষ্ঠ অস্তৃত কৰ, সেই ছামই মনুষ্যদিগোৱে জল পাঁল কৱিবাৰ অন্য উপযুক্ত, বহুসংখ্যকে বুল কৰচ সীৱন কৰ, দৃঢ়তৱ লৌহময় পাত্ৰ নিষ্কাশিত কৰ, চমস দৃঢ়ীভূত কৰ, ইহা হইতে যেন জল পৱিত্ৰত না হয়।

৯। হে দেবগণ ! তোমাদিগোৱে ধ্যান কৱিত্বি কৱিতেছি, অভিপ্ৰায় যে তোমৱা রুক্ষ কৰি। সেই ধ্যান যজ্ঞেৱ উপযোগী, সেই ধ্যান তোমাদিগকে বজ্জতাগ প্ৰদান কৱে। যেমন ধাম তোজন কৱিয়া গাতৌ সহস্ৰধাৰায় ছুঁফ দেয়, তন্মুগ সেই ধ্যান যেন আমাদিগোৱে অভিলাষ পূৰ্ণ কৱে।

১০। কাঁচুমৰ পাত্ৰে সংস্থাপিত হৱির্বৰ্ণ সোমৱসে ছুক্ষ সেক কৰ। অস্তুৱময় কুঠারেৱ ধাৰা পাত্ৰ অস্তৃত কৰ। দশঅঙ্গুলি ধাৰা পাত্ৰটী বেঠে-পুৰৰ্বক ধাৰণ কৰ। বহুকাৰী পশুকে রথেৱ ছুই ধূয়াতে ঘোজিত কৰ।

୧୧ । ବହମକାରୀ ପଣ୍ଡ ରଥେର ଛୁଇ ଧୂରା ଶକ୍ତିଭାବ କରିଯା ବିଚରଣ କରିତେହେ, ଯେନ ଛୁଇ ଭାର୍ଯ୍ୟାର ଶ୍ଵାସୀ ରତ୍ନକ୍ରିୟା କରିତେହେ । କାନ୍ତିମିର୍ବିତ ଶକ୍ତିକେ ଇହାର କାନ୍ତିମୟ ଆଧାରେ ଆରୋପଣ କର, ଉତ୍ତମରପେ ମଂଞ୍ଚାଗଳ କର, ଇହାର ମୂଳଦେଶ ଯେମ ଥିଲନ କରିବଳୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତ ଯେନ ଆଧାର ଭବେ ନା ହୁଯ ।

୧୨ । ହେ କର୍ମଧ୍ୟକ୍ଷଗଣ ! ଏହି ଇନ୍ଦ୍ର ରୁଥେର ଦାତା, ଇହାକେ ମୁଖ୍ୟର ସୌମ ଦାନ କର, ଅପ୍ରଦିବାର ଜନ୍ୟ ଇହାକେ ପ୍ରେରଣ କର, ଅନୁରୋଧ କର । ମେହି ଇନ୍ଦ୍ର ଲିଙ୍ଗିତ୍ରୀର ଅର୍ଥାତ୍ ଅନିତିର ପୁତ୍ର, ତୋମାଦେର ସକଳେରି ସମ୍ବାଦ ପୀଡ଼ାଭୟ, ଅତ୍ରିବ ରକ୍ଷାର ଜନ୍ୟ ତୋହାକେ ଏଥାନେ ଆହ୍ଵାନ କର, ଯେ ତିନି ଦୋଷପାନ କରିବେନ ।

୧୦୨ ପୃଷ୍ଠା ।

ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା । ମୁକାଳ ଋଷି ।

୧ । ହେ ମୁଦ୍ଗଳ ! ଯୁକ୍ତେ ଡୋମାର ରଥ ସଥଳ ଅମହାୟ ହୁଯ, ତଥଳ ଦୁର୍କର୍ଷ ଇନ୍ଦ୍ର ତାହା ରକ୍ଷା କରନ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ଏହି ବିଦ୍ୟାତ ଯୁକ୍ତେ ଧନୋପାର୍ଜନେର ସମୟ ତୁରି ଆମାଦିଗକେ ରକ୍ଷା କର ।

୨ । ମୁକାଲେର ପତ୍ରୀ ସଥଳ ରଥକୁରା ହଇଯା ସହଜରିନୀ ହଇଲେନ, ତଥଳ ବ୍ୟାୟ ତୋହାର ବସ୍ତ୍ର ସଫ୍ରାଲିତ କରିଲ, ଗାଭୀଜରେର ସମବ ମୁଦ୍ଗଳ ପତ୍ରୀ ରଥୀ ହଇଲେନ । ଇନ୍ଦ୍ରମେଳା ବାହୀ ସେଇ ମୁକାଲାନୀ ଯୁକ୍ତେର ସମୟ ଗାଭୀଗଣକେ ଶକ୍ତ ଦୈନ୍ୟ ହିତେ ବାହିର କରିଯା ଆନିଲେନ(୧) ।

୩ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ନିଧିମେଦ୍ୟତ ଶକ୍ତଦିଗେର ଉପର ବଜୁପାତ କର । ଦାସଜାତୀୟ ହଟକ, ବୀ ଆର୍ଯ୍ୟଜାତୀୟ ହଟକ, ଉହାକେ ଅନ୍ଧକାଶକଳପେ ସଥ କର(୨) ।

(୧) ଯୁକ୍ତରଥେ ବାହୀର ସୋଧିତରପେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାକୁର କ୍ରତ୍ତା । ୬, ୮, ଓ ୧୧ ପୃଷ୍ଠା ଦେଖ ।

(୨) ଆର୍ଯ୍ୟଦିଗେର ସଥ୍ୟ ପରମାରେ ଅନେକ ବୈରଭାବ ଛିଲ ଓ ଯୁଦ୍ଧ ହଟିଲ । ଅନ୍ଧର୍ଯ୍ୟଦିଗେର ସଥ୍ୟ ଅନେକେ ଆର୍ଯ୍ୟଧର୍ମ ଗର୍ହ କରିଯା ମିତଭାବେ ଧାକିତ ତାହାର ଅନ୍ଧର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବେ ଶାଇଯାଇଛି ।

৪। দেখ এই হৃষি মহানদে জলপান করিল, যুক্তিকালুপ শৃঙ্খ-
দ্বারা খননপূর্বক শক্তর দিকে ধাইতেছে। তাহার মুক্ত ভাঁরবৎ মচুমা
আছে, সে আহারার্থী হইয়া দুই শৃঙ্খ শাণিত করিয়া শীত্র আসিতেছে।

৫। মনুষ্যগণ এটি হৃষের মিকটে গিয়া ইহাকে টীকার করাইল, যুক্ত
মধ্যে ইহাকে অস্ত্রাব করাইল। তাহাতে মুদ্গল উত্তম ঝাঁহারপটু শক্ত-
সহস্র গাঁতৌ জয় করিলেন।

৬। শক্ত হিংসার জন্য হৃষি ঘোড়িত হইল; ইহার কেশধারী সারণি,
অর্থাৎ মুদ্গালানী (স্ত্রীলোক বরিয়া কেশধারী) শব্দ করিতে লাগিলেন।
রথে ঘোড়িত সেই হৃষকে ধরিয়া রংখা গেল না, সে শক্ত লহিয়া ধাৰমাম
হইল, সৈন্যগণ নির্ণত হইয়া মুদ্গালানীর পশ্চাং পশ্চ. ৬ চলিল।

৭। সেই বিদ্বান মুদ্গল রথের চক্রের পরিধি বাঁধিয়া দিয়াছিলেন।
কৌশলমহকারে রথে হৃষকে ঘোড়ান্বী করিলেন। সেই গাঁভীগণের পতি,
অর্থাৎ হৃষকে ইন্দ্র রক্ষা করিলেন। সেই হৃষি হৃতবেগে পথে চলিল।

৮। ওতোদধারী ও কপদ্বী চর্মরঞ্জুবারা কাঁচ ধাঁধিতে ধাঁধিতে
মুচারুকপে বিচৰণ করিলেন। বিস্তর লোকের ধৰ উকার করিলেন।
বহু সংখ্যক গাঁভী স্পর্শ করিয়া ধরিয়া আনিলেন।

৯। দেখ, মুক্ত সীমার মধ্য এই যে মুদ্গার পর্তত আছে, ইহা সেই
হৃষের সহকারিতা করিয়াছিল। ইহাবারা মুদ্গাল শক্তসম্য মধ্যে শক্তসহস্র
গাঁভী জয় করিয়াছিলেন।

১০। অতি দূরদেশেও কেই বা এ প্রকার কথন দেখিয়াছে? যাহাকে
রথে ঘোড়মা করিয়াছে, তাহাকেই আত্মোহণ করাইয়াছে। ইহাকে যামজন
দেখলা, ইথে এ রংধুরার উক্ত ভার বহন করিতেছে, এবং এইভূকে জয় ও
করিতেছে(৩)।

১১। মুদ্গালানী বিধবার ব্যায় নির্জে ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া পতির ধৰ
গ্রহণ করিলেন, তিনি যেন বেষ্টে ব্যায় বাঁচাবার্থে করিলেন। ঈশ্বর সারণি

(৩) এই ঘকের অর্থ অল্পষ্ট, সারণেও বাঁধ্যা হইতেও বিশদ হব না। তবে
কল্পনা করা হাইতে পারে যে, মুদ্গার বৃষ্টপুরী হইয়া যুক্তে রথ ট দিয়া ছিল; বোধ হয়
এই প্রকার প্রবাদ অবলম্বন করিয়া ইহা সন্ধিত হইয়াছে।

দ্বারা আমরা বেশ জয়লী লাভ করি। আমাদিগেরও যেন অন্ন প্রতি
লাভ হয়।

১২। হে ইন্দ্র ! তুমি সমস্ত অগ্নের চক্ষু স্ফুরণ ; যাহাদিগের চক্ষু
আছে, তাহাদিগের তুমি চক্ষু। তুমি বারিবর্ষণকারী ; তুমি দুইটা পুরু-
জাতীয় অশ্ব বজ্জুবারা একত্র বন্ধন করিয়া চালিত কর এবং দমদান কর।

১০৩ শুক্র।

ইন্দ্র ও অপূর্ণা দেবতা। অপ্রতিরোধ ঋষি।

১। ইন্দ্র সর্ববাণী শক্রদিগের পক্ষে তীক্ষ্ণ, হৃষের ন্যায় ভয়ঙ্কর
শক্রবধকারী, মহুষ্যদিগকে বিচলিত করেন, মহুষ্যের ত্রন্ত হয়। শক্রদিগকে
রোদন করান, সর্বদা সকল দিক দৃষ্টি করেন, সমবেত বিস্তর সৈন্য তিনি
একাকী জয় করিয়াছেন।

২। হে যুক্তকারী মহুষ্যগণ ! ইন্দ্রকে সহায় পাইয়া জয়ী হও, বিপক্ষ
পরাভব কর। তিনি শক্রকে রোদন করান, সর্বদা সকল দিক দেখিনে, যুদ্ধ
করিয়া জয়ী হয়েন, তাহাকে কেহ স্থান ভুক্ত করিতে পারে না, তিনি দুর্বৰ্ষ
তাহার হন্তে বাণ আছে, তিনি বারিবর্ষণ করেন।

৩। বাণধাৰী ও তুণীযুক্ত ব্যক্তিগণ তাহার সঙ্গে বিদ্যমান আছে,
তিনি সকলকে বণ করেন। যুক্তকালে বিস্তর শক্র সঙ্গে যুদ্ধ করেন, যাহারই
অভিযুক্ত গমন করেন, তাহাকেই জয় করেন, তিনি সৌম পান করেন, তাহার
বিলক্ষণ তুজবল ও ত্যানক ধনু, সেই ধনু হইতে বাণ ত্যাগ করিয়া শক্র
পাতিত করেন।

৪। হে বৃহৎপাতি ! রাক্ষসদিগেকে বধ করিতে করিতে এবং শক্রদিগকে
পীড়া দিতে দিতে রথযোগে আগমন কর। শক্রসেন্যা ধ্বংস কর, বিপক্ষ
যোক্ষাদিগকে আরিয়া ফেল, জয়ী হও, আমাদিগের রথগুলি রুক্ষ। কর।

৫। হে ইন্দ্র ! তুমি শক্র বলাবল আন, তুমি বহুকালের প্রাচীন,
উৎকৃষ্ট বৌর, তেজস্বী, বেগবান, ভয়ঙ্কর ও বিপক্ষ পরাভবকারী। বৌরদিগের
প্রতি ধাৰ্য্যাম হও, আমিদিগের প্রতি ধাৰ্য্যাম হও, তুমি বলের পুত্ৰস্ফুরণ।
এতাদৃশ তুমি গাঢ়ী জয়ের অস্ত্য জয়লীল রথে আরোহণ কর।

৬। ইন্ন মেঘদিগকে বিদীর্ণ করেন, ধাতো লাভ করেন, তাহার
হস্তে বজ্র, তিনি অস্তির শক্তিসম্পন্ন নিজ তেজে অয় ও বধ করেন। হে
আঞ্চল্যগণ ! ইহার দৃষ্টান্তে বৌরত্ব কর ; হে সথাগণ ! ইহার অনুসারী
হইয়া পরাক্রম প্রকাশ কর।

৭। শক্ত যজ্ঞকারি বীর ইন্ন মেঘদিগের দিকে ধাবমান হইতেছেন,
তাহার দয়া নাই, তিনি ছান্নভট্ট হয়েন না, শক্তিসম্পন্ন পরাক্রম করেন,
তাহার সঙ্গে কেহ যুক্ত করিতে পারে না ; যুক্তহলে তিনি আমাদিগের
সেৱাবর্গকে রক্ষা করন।

৮। ইন্ন সেই সকল সেনার সেনাপতি। মৃহল্পতি তাহাদিগের
দক্ষিণে থাকুন, যজ্ঞোপযোগী মোম তাহাদিগের অগ্রে থাকুন ; মুকুৎগণ
বিপক্ষভন্ধকারী জয়শীল দেবসেনাদিগের অগ্রে অগ্রে গমন করন।

৯। বারি বর্ষণকারী ইন্ন, রাজা বক্ষ, আদিত্যগণ ও মুকুৎগণ, ইঁহা-
দিগের ক্ষমতা অতি ভয়ানক। মহামুভাব দেবতাগণ যথেষ্ট ভূবনকে কল্পা-
ন্বিত করিয়া জয়ী হইতে লাগিলেন, তখন কোলাহল উন্মিত হইল।

১০। হে ইন্ন ! অন্তর্শন্ত্র প্রস্তুত কর, অশ্যদীয় অনুচরদিগের মন
উৎসাহিত কর। হে তৃত্বধকারী ! ঘোটকদিগের বল উত্তিরুক্ত ইউক,
জয়শীল বৃথের নির্বোধ ধনি উপর্যুক্ত ইউক।

১১। যথন ধূজ উত্তোলিত হয়, তখন ইন্ন আমাদিগেরই দিকে
থাকেন ; আমাদিগের বাগশুলি যেন জয়ী হয় ; আমাদিগের বীরগণ যেন
শ্রেষ্ঠ হয় ; হে দেবতাগণ ! যুক্তে আমাদিগেকে রক্ষা কর।

১২। হে অপু !^(১) ! তুমি চলিয়া থাও ; এ সকল শক্তির মনকে
প্রলোভিত কর ; উহাদিগের শরীরে প্রবেশ কর ; উচ্চাদিগের দিকে থাও ;
শোকের দ্বারা উহাদিগের ক্ষমতার দাঁহ উৎপাদন কর ; শক্তিগণ অক্ষকারীদের
রূজনীর সহিত একত্র ইউক।

(১) “পঁশ দেবতা।” নাম। “ব্যাধিৰ্বী তরঁৎ বা।” মিত্রজ । ৬।১২।
“Roth says the word means a disease. In the improvements and addition to
his Lexicon, vol. V, he refers to the word as denoting a goddess.”—Muir’s
Sanskrit Texts, vol. V (1884), p. 110, note.

୧୦ । ହେ ଯଶୋଯଗଣ ! ଅନ୍ତର ହେ, ଜୟାଇ ହେ ; ଇନ୍ଦ୍ର ତୋମାଦିଗେକେ ମୁଖୀ କରନ । ତୋମାରୀ ମିଳେ ଯେମନ ଦୁର୍ବିଷ୍ଟ, ତୋମାଦିଗେର ବାହୁ ତେମନି ଭରନ୍ତର ହିଉକ ।

୧୦୫ ମୁଖ୍ୟ ।

ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା । ଅଟକ ରଖି ।

୧ । ହେ ପୁକୁହୃତ । ତୋମାର ଜନ୍ୟ ସୋମ ପ୍ରକ୍ଷ୍ଵତ କରା ହଇଯାଛେ, ତୁ ଉ ସୋଟିକର ଦ୍ୱାରା ଶୌତ୍ର ସଜେ ଏମ । ଅଧାନ ଅଧାନ ତୋତାଗଣ ତୋମାର ଉଦ୍ଦେଶେ କ୍ଷବ ଉଚ୍ଛାରଣ କରିତେ କରିତେ ଏ ସୋମ ଦିଇଯାଛେ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ସୋମ ପାଇ କର ।

୨ । ହେ ହରିଲାଭକ ସୋଟିକେର ସାମୀ ! କର୍ମାଧ୍ୟକ୍ଷଗଣ ସାହା ପ୍ରକ୍ଷ୍ଵତ କରିଯା ଅଳେ ପରିଷାର କରିଯା ଲଇଯାଛେ, ମେଇ ସୋମ ପାଇ କର, ଉଦ୍ଦର ପୂର୍ଣ୍ଣ କର । ପ୍ରକ୍ଷ୍ଵରଗଣ ସାହା ତୋମ ର ଜନ୍ୟ ମେଚନ କରିଯା ଦିଇଯାଛେ, ତାହା ଦ୍ୱାରା ମତ ହେ, ଆଶଂମୀ ସକଳ ଅହଗ କର ।

୩ । ହେ ହରି ନାମକ କଶ୍ମେର ସାମୀ ! ସୋମ ପ୍ରକ୍ଷ୍ଵତ ହଇଯାଛେ, ତୁ ଯି ବର୍ଷଣ କାରୀ, ସଜେ ଆସିବେ ବଲିଯା ତୋମାର ପାଇମେର ଜନ୍ୟ ଅଚୁର ସୋମ ଦିତେଛି । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ କ୍ଷବ ପାଇଯା ଆମୋଦ କର । ବିବିଦ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ନାନୀ ଝକାରେ ତୋମାର କ୍ଷେତ୍ର ହିଉକ ।

୪ । ହେ କ୍ଷମତାମ୍ପନ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ! ଉଶିତ୍ର-ବଂଶୀଯେରୀ ଯଜ୍ଞ କରିତେ ଆନେ । ତୋମାର ଆଶ୍ୟର ପାଇଯା ତୋମାର ଅଭାବେ ଅହଲାଭ କରିଯା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରି ଆଶ ହଇଯା ଯଜମାନେର ଗୃହେ ରହିଲ, ତାହାରୀ ସକଳେ ଆମୋଦ କରିଯା ତୋମାକେ କ୍ଷବ କରିତେ ଲାଗିଲ ।

୫ । ହେ ହରିଲାଭକ ସୋଟିକେର ଅଭୁ ! ତୋମାର କ୍ଷବ ମୁଦ୍ର, ତୋମାର ମନ୍ତ୍ରଭିତ୍ତି ଚମଃକାର, ତୋମାର ଉତ୍ୱଜୁଳ୍ୟ ସଂତିଶୟ, ତୁ ଯି ଯେ ସକଳ ମୁଦ୍ରର ଯଥାର୍ଥ କ୍ଷବ ଆଶରମ କରିଯାଛ, ତାହା ଦ୍ୱାରା ତୋମାକେ କ୍ଷବ କରିଯା ବିନ୍ଦର ଲୋକ ବିଜେ ରଙ୍ଗ ପାଇଯାଛେ ଏବଂ ଅପରକେ ରଙ୍ଗ କରିଯାଛେ ।

୬ । ହେ ହରିଲାଭକ ଅଧେର ଅଭୁ ଇନ୍ଦ୍ର ! ଏ ସୋମ ପ୍ରକ୍ଷ୍ଵତ କବା ହଇଯାଛେ, ତାହା ପାଇ କରିବାର ଜନ୍ୟ ହରିଲାଭକ ଦୁଇ ସୋଟିକ୍ୟୋଗେ ସକଳ ସଜେ ପଥମ କର । ତୁ ଯି କ୍ଷମତାବାନ୍ୟ, ସତ ତୋମାକେ ଏ ଆଶ ହୟ, ତୁ ଯି ସଜେର ବିବର ଅବଧାତ ହଇଯା ଦ୍ୱାରା କର ।

৭। যাহার অপরিমিত অন্ন আছে, যিনি শক্তদিগকে পরামর্শ করেন
যিনি সোমে ঔত্তিলাভ করেন, যাহাকে স্তব করিলে আমন্দ হয়, যাহার
বিপক্ষে কেহ যাইতে পারে না, স্তব সকল তাহাকে ভূষিত করিতেছে, স্তব-
কর্তার প্রণামগুলি তাহাকে পূজা করিতেছে।

৮। হে ইন্দ্র ! অতিচ্ছব্দিকার ও অপ্রতিহত গতিযুক্ত সাতমনৌ
তাঁছ, তুমি সেই নদীয়ে গৈ শক্তপুরী তেস করিণ সিঙ্গু পার হইলে।
তুমি দেব মহুয়ের উপকারার্থ মৰবদতি মনীর পথ পরিষ্কার করিয়া নিয়াছ ।

৯। তুমি জলসমূহের আচ্ছাদন খুলিয়া দিয়াছ, তুমি একী উল্লি-
খিত জল আমরনের জন্ম মনোযোগী হইবাছিলে। হে ইন্দ্র ! হৃদবৎ উপ-
লক্ষে তুমি যে সকল কার্য করিয়াছ, তদ্বারা সকল সংসারের শ্রীর পোষণ
করিয়াছ ।

১০। ইন্দ্র মহাবীর, ক্রিয়াকুণ্ড, তাহাকে স্তব করিলে আমন্দ হয়।
উৎকৃষ্ট স্তব উদয় হইয়া ইগকে পূজা করে। তিমি হৃতকে বধিলেম, সংসার
স্থষ্টি করিলেম, ক্ষমতাযুক্ত হইয়া শক্তপরাভব করিলেন, বিপক্ষসেমান
অভিকুলে গঘন করিলেন।

১১। (১০। ৮৯। ১৮ খকের সংহিত এক)।

১০৫ মুক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। সুমিত্র অথবা ইথিত শবি ।

১। হে ইন্দ্র ! তুমি স্তব বাঞ্ছা কর, স্তব দিয়াছি; হাতির জন্ম প্রচুর
সোম প্রস্তুত করিয়াছি; কবে আমাদিগের ক্ষেত্রের অসংগঠিত বারিপূর্ণ
হইবে ?

২। তাহার হৃষী পুকুর ঘোটক সুলিঙ্কিত, অনেক কার্য করে, মুষ্টীই
উজ্জ্বল ও কেশমুক্ত । তাহাদিগের পতি অর্ধাং ইন্দ্র দাম করিবার জন্য
অংগমন কুল ।

৩। বজবান ইন্দ্র যথম শোভার জন্ম ঘোটক ঘোজমা করিলেম, তথম
পাঁপের কস সকল অপমত হইল, তথম মহুয়ের পরিঅম ও তত্ত্ব আর দুহিল
মা, অর্ধাং মহুয়া সুখী হইল ।

୪ । ଇନ୍ଦ୍ର ମନୁଷ୍ୟର ନିକଟ ପୁଜା ଆଣ୍ଟ ହିଁଯା ଥିଲ ସମ୍ମନ ଏକତ୍ର ଆକର୍ଷଣ କରିଯା ଦିଲେନ । ତିନି ନାମା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଶକ୍ତୀର୍ଥାଳ ଛୁଇ ଘୋଟକ ଚାଲାଇତେ ଲାଗିଲେନ ।

୫ । ତିନି କେଶବିଶିଷ୍ଟ ଥ୍ରୀଣ୍ଟ ଦୁଇ ଘୋଟକେ ଆରୋହଣପୂର୍ବକ ଆପନାର ଦେହ ପୁଣ୍ଡିର ଅନ୍ୟ ଆପନାର ସୁଗଠଳ ଛୁଇ ହମ୍ବ ଚାଲନାପୂର୍ବକ ଆହାର ଆର୍ଥମୀ କରେନ ।

୬ । ଇନ୍ଦ୍ରର କମତା ଅତି ମୁଦ୍ରନ ; ତିନି ମୁଣ୍ଡି, ସର୍ବଦେବତାଦିଗେର ସହିତ ଯଜମାନକେ ସାଧୁବାଦ କରିଲେନ । ତିନି ମାତ୍ରରିଖାତେ ଥାକେନ ; ଯେତେପାଇଁ ଖତୁଗନ କିର୍ତ୍ତାକୌଶଳେ ରଥ ଇତ୍ୟାଦି ମିର୍ମାଣ କରିଯାଇଲେ, ତଞ୍ଚପ ଦୀର ଇନ୍ଦ୍ର ନିଜ ବଳେ ନାମା ବୀରେର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଲେ ।

୭ । ^୧ତିନି ଦସ୍ୱାକେ ବଧ କରିବାର ଜନ୍ୟ ବଜ୍ର ପ୍ରେସ୍ତ୍ର କରିଯାଇଲେ ; ତୋହାର ଶ୍ଵାସ ହରିବର୍ଣ୍ଣ ; ତୋହାର ଘୋଟକଙ୍କ ହରିତବର୍ଣ୍ଣ ; ତୋହାର ହମ୍ଦିଶ ମୁଣ୍ଡି ; ତିନି ଆକାଶର ନ୍ୟାୟ ବିଶାଳ ।

୮ । ଆମାଦିଗେର ପାପ ସମ୍ମନ ଲୟ କର ; ଆମରୀ ଯେବେ ଖକେନ ଅଭିବେ ଅକୁଶ୍ଲୟ ସାତ୍ତ୍ଵନିଦିଗଙ୍କେ ବଧ କରିତେ ପାରି : ସେ ସଜେ ତୁବେର ସମ୍ପର୍କ ଆଇ, ତୋହା କଥନ ତୁବ୍ୟୁକ୍ତ ସଜେର ନ୍ୟାୟ ତୋମାର ଶ୍ରୀତିକର ହୟ ନା(୧) ।

୯ । ସଜ୍ଜଗ୍ରହେ ସଜ୍ଜଭୌରବହନକାରୀ ଶ୍ରିକୁଗନ ସଥଳ କିନ୍ତୁ ଆରଣ୍ୟ କରିଲେନ, ତଥଳ ତୁମି ଯଜମାନେର ସଙ୍ଗେ ଏକ ମୌକାଯ ଆରୋହଣ କରିଯା ଆପନାର କୌର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର, ଆର୍ଥିଂ ସଜ୍ଜମାନକେ ଡାରଣ କର ।

୧୦ । ସେ ଗାଭୀ ଦୁଃଖ ବର୍ଣ୍ଣ କରେ, ମେ ତୋମାର ଶୁଭେର ଜନ୍ୟ ହଟକ, ସେ ପାତ୍ର-ଭାରୀ ତୁମି ନିଜ ପାତ୍ରେ ଧ୍ୱ ତୁଳିଯାଇଲୁ, ମେଇ ଦର୍ବାରୀ (ହାତୀ) ଯେବେ ଲିର୍ମଲ ଓ କଳ୍ପାଗକର ହୟ ।

୧୧ । ହେ ବଲଶାଳୀ ! ତୋମାର ଉଦ୍‌ଦେଶେ ଶୁଭିତ ଏଇ ଏକର ଶତ ତୁବ ଉଚ୍ଚିର୍ବେ କରିଲେନ ; ତୁର୍ମିତ ଏଇନିପ ତୁବ କରିଲେନ ; ସେହେତୁ ତୁମି ଦମ୍ପତ୍ତୀ-ବ୍ୟାପାରେର କୁଳେର ପୁଣ୍ୟକେ ରକ୍ଷା କରିଯାଇ । (କୁଳେର ପୁଣ୍ୟକେ ଶୁଭିତ ଏବଂ ଏଇ ଦ୍ୱାରା ଶୁଭିତ)

(୧) ଶକ୍ତ୍ୟ ଲୋକେର ଉଲ୍ଲେଖ । ତୋହାଦିଗେର ଧର୍ମମୁଠାନ ତୁବଶ୍ଵମ୍ୟ ।

୪୯ ଅଧ୍ୟାୟ ।

୧୦୬ ମୃତ୍ତ୍ଵ ।

ଅଶ୍ଵିନୀ ଦେବତା । ଭୁତୀଂଶ ଖବି ।

୧ । ହେ ଅଶ୍ଵିନୀ ! ତୋମରୀ ଦୁଇମେ ଆମାଦିଗେର ଜାହତି ଅଭିନାସ କରିତେଛ ; ଯେତେ ତତ୍ତ୍ଵବାୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସୟଳ କରେ, ତତ୍କପ ଆମାଦିଗେର ତୁବ ବିଷାର୍ଦ୍ଦ କରିଯଥୁ ଦିତେଛ(୧) । ଏହି ଯଜମାନ ଉତ୍ସମରପେ ଏହି ସଲିଯା ତୁବ କରିତେଛେ ଯେ, ତୋମରୀ ଏକବ୍ରେ ଏସ । ଚନ୍ଦ୍ର ଶୂର୍ଯ୍ୟର ନ୍ୟାୟ ତୋମରୀ ଥାନ୍ୟ ଜ୍ଞାନକେ ଆଲୋକିତ କରିଯା ବସିଯାଇ ।

୨ । ଯେତେ ଦୁଇ ବଲୀବର୍ଦ୍ଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନେ ବିଚରଣ କରେ, ତତ୍କପ ତୋମରୀ ସଜ୍ଜଦାନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିକଟେ ଗମନ କର । ରୁଥେ ଯୋଜିତ ଦୁଇ ରସେର ନ୍ୟାୟ ଧଳ ଦାନେର ଜନ୍ୟ ତୋମରୀ ତୁବକର୍ତ୍ତାର ନିକଟ ଆସିଯା ଥାକ । ତୋମରୀ ଦୂରେ ଅଧ୍ୟାୟ ଲୋକଦିଗେର ନିକଟ ସମସ୍ତୀ ହୁଏ । ଦୁଟି ମହିଷ ଯେତେ ଜଳପାତା ସ୍ଥାନ ହଇତେ ଅଗସ୍ତ ହୁଯାନା, ତତ୍କପ ତୋମରୀଓ ମୌମ ପାନ ହଇତେ ଅଗସ୍ତ ହଇଅନା ।

୩ । ଯେତେ ପକ୍ଷୀର ଦୁଇ ପକ୍ଷ ପରମ୍ପରା ଦିଲିତ, ତତ୍କପ ତୋମରୀଓ ପରମ୍ପରା ଦିଲିତ । ବିଚିତ୍ର ଦୁଇ ପଶୁର ନ୍ୟାୟ ତୋମରୀ ଏହି ଯଜେ ଆସିଯାଇ ସଜ୍ଜକର୍ତ୍ତା ଅଗ୍ନିର ନ୍ୟାୟ ତୋମରୀ ଦୌଷିଣ୍ୟକୁ । ସର୍ବତ୍ରବିହାରୀ ଦୁଇ ପୁରୋହିତେର ନ୍ୟାୟ ତୋମରୀ ନାମ ସ୍ଥାନେ ଦେବପୂଜୀ କରିଯା ଥାକ ।

୪ । ପିତା ମାତା ସେ ତେବେ ପୁନ୍ନେର ଅତି, ତତ୍କପ ତୋମରୀ ଆମାଦିଗେର ଆଦ୍ୟୀର ହୁଏ । ଅଗ୍ନି ଓ ଶୂର୍ଯ୍ୟର ନ୍ୟାୟ ତୋମରୀ ଦୌଷିଣ୍ୟିଲ ହୁଏ; ଗ୍ରାଙ୍କାର ନ୍ୟାୟ କିନ୍ତୁକାରୀ ହୁଏ, ଧନବାଲ ବ୍ୟକ୍ତିର ନ୍ୟାୟ ଉପଚାରୀ ହୁଏ; ଶୂର୍ଯ୍ୟକିରଣେର ନ୍ୟାୟ ଆଲୋକ ଦାନପୂର୍ବିକ ଲୋକଦିଗେର ମୁଖଭୋଗେର ଅଶୁକୁମତୀ କର । ମୁଖୀ ଲୋକେର ନ୍ୟାୟ ତୋମରୀ ଏହି ଯଜେ ଆଗମନ କର ।

(୧) ଭକ୍ତବାୟର ଉଦେଶ ।

୫ । ମୁଚ୍ଚାରୁଗତିଶାଲୀ ଦୁଇ ହୃଷେରନ୍ୟାଯର ତୋମରା ହକ୍ଟପୁଣ୍ଡ ଓ ମୁଣ୍ଡି, ମିଠ ଓ ବକ୍ଷଶେର ନ୍ୟାଯ ତୋମରା ସଥାର୍ଥଦଶୀ, ବଦାଳ୍ୟ ଏବଂ ଦୁଃଖ ହ୍ରାସ କରିଯା କୁବ ଲାଭ କର, ଦୁଟୀ ଘୋଟକେର ନ୍ୟାଯ ତୋମରା ଥାଇଯା ଥାଇଯା ଉପତଶ୍କୌରବିଶିଷ୍ଟ ହଇଯାଛ, ଏବଂ ଆଲୋକମୟ ଆକାଶେ ବାସ କର । ଦୁଟୀ ମେଷେର ନ୍ୟାଯ ତୋମରା ଆହାରାଦି ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହଇଯା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚପ୍ରତ୍ୟାଙ୍ଗବିଶିଷ୍ଟ ହଇଯାଛ ।

୬ । ଅକୁଣ୍ଠ ତାତ୍ତ୍ଵିତ ମତ ହଣ୍ଡିର ନ୍ୟାଯ ତୋମରା ଶରୀର ଅବନତ କରିଯା ଶର୍କ୍ର ସଂହାର କର । ଶକ୍ତରିଥିବକାରୀର ସନ୍ତାନେର ନ୍ୟାଯ ତୋମରା ଶକ୍ତକେ ବିଦୋର ଓ ବଧ କର । ତୋମରା ଏମନି ବିର୍ଭବ, ଯେନ ଜନମଧୋ ଜଶ୍ୟାତ ; ତୋମରା ବଲବାନ୍ ଓ ଜୟଶୀଳ । ମେଇ ତୋମରା ଆହାର ମରଣଧର୍ମଶୀଳ ଦେହକେ ପୁନର୍ବାର ଯୌବନବର୍ଷ ଦାନ କର ।

୭ । ହେ ତୌବବଲଶାଲୀ ଅଶ୍ଵିଦୟ ! ସେଇପ ଦୌର୍ଯ୍ୟଚରଣବିଶିଷ୍ଟ ବାକ୍ତି ଅଭ୍ୟକେ ଜଳ ପାର କରିଯା ଦେଇ, ତତ୍କପ ତୋମରା ଅମାର ଜାଗାଜୀର୍ଣ୍ଣ ମରଣ-ଧର୍ମଶୀଳ ଦେହକେ ବିପଦ ହଇତେ ପାର କରିଯା ଅଭିଲବିତ ବିଷୟେ ଲଇଯା ଚଳ, ତୋମରା ଶ୍ଵରୁ ନ୍ୟାଯ ଅତି ପଢ଼ିକାର ରଥ ପାଇଯାଛ । ମେଇ ଶ୍ରୀପାଣ୍ଡିତ ରଥ ବାଯୁର ନ୍ୟାଯ ଉଡ଼ିଯା ଶିଖି ଶକ୍ତର ଧର ଆରିଯା ଦିଯାଛେ ।

୮ । ତୋମରା ମହାବୀରେର ନ୍ୟାଯ ଆପନ ଉଦୟର ସ୍ଵତ ଟାଙ୍ଗିଆ ଦାଓ । ତୋମରା ଧନ ରକ୍ଷା କର ଏବଂ ଅନ୍ତଧାରୀ ହଇଯା ଶକ୍ତ ହିଁସା କର । ତୋମରା ପକ୍ଷୀର ନ୍ୟାଯ ରତ୍ନବାନ୍ ଓ ସର୍ବତ୍ର ବିହାରୀ, ଇଚ୍ଛାମାତ୍ରେ ତୋମରା ଭୂଷିତ ହୁଏ, ଏବଂ କୁବେର ଅମ୍ୟ ଯଜେ ଆଗମନ କର ।

୯ । ହେଇପ ଶୁଦ୍ଧୀର୍ଘ ଦୁଇ ଚରଣ ଧାରିଲେ ଗନ୍ତୀର ଜଳ ପାର ହଟବାର ସମୟ ଆଶ୍ରମ ପାଞ୍ଚୀ ଯାଇ, ତୋମରା ମେଇର ଆଶ୍ରମ ଆଶ୍ରମ ଦାଓ । ତୋମରା ଦୁଇ କଣେର ନ୍ୟାଯ କୁବକାରୀର କଥା ମନୋଯୋଗପୂର୍ବକ ଅବଶ କର । ଯଜେର ଦୁଇ ଅଞ୍ଚେର ନ୍ୟାଯ ଆମ୍ବାଦିଗେର ଏହି ବିଚିତ୍ର ସହିତ ଆଗମନ କର ।

୧୦ । ଶକ୍ତକାରୀ ଦୁଇ ମଧୁର୍ମକକାଇ ସେମନ ମଧୁ ଚକ୍ର ମଧୁଦେଚନ କରେ, ତତ୍କପ ତୋମରା ଗାଭୀର ଆପଣୀଲେ ମଧୁତୁଳ୍ୟ ଦୁର୍ଫ ସଞ୍ଚାର କରିଯା ଦାଓ । ଶ୍ରମଜୀବୀ ଯେହନ ଅମ କରିଯା ସର୍ବାକ୍ଷର କଲେବର ହୟ, ତତ୍କପ ତୋମରା ସର୍ପମନ ନ୍ୟାଯ ଜଳ ମେଚନ କର । ସେହନ ଦୁର୍ବଳ ଗାଭୀ ସାମ୍ବୁନ୍ତ ହାଲେ ହାଇଯା ଆହାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୟ, ତତ୍କପ ତୋମରା ଯଜେ ଆରିଯା ଆହାର ପାଓ ।

୧୧ । ଆଶ୍ରାୟ କୁବ ବିଭାଗିତ କରିତେଛି, ଆହାର ବିଭାଗ କରିତେଛି, ତୋମରୀ ଏକବିଧୀନାଙ୍କ ହିଁରା ଆଶ୍ରାୟଦିଗେର ଯଜ୍ଞେ ଏମ । ଗାଭୌର ଆଶ୍ରାୟ ମଧ୍ୟେ ପୁରିଷ୍ଠ ଆହାରର ନାମ୍ୟ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟାର ହିଁଯାଇଛେ । କୃତାଂଶ୍ଚ ଖବି ଏହି କୁବ କରିଯାଇ ଅଶ୍ଵଦହେର ମନୋରଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଲେମ ।

୧୦୭ ଜୁଲାଇ ।

ଦକ୍ଷିଣୀ ଦେବତା । ଦିବ୍ୟ ରବି ।

୧ । ଏହି ସକଳ ସଜ୍ଜାନଦିଗେର ଯଜ୍ଞ ନିର୍ବାହେର ଜନ୍ୟ ମୁଦ୍ୟାକ୍ଷପୀ ଇନ୍ଦ୍ରେ ବିପୁଲ ତେଜଃ ପ୍ରକାଶ ହିଁଲ । ସକଳ ଆଶ୍ରାୟ ଅକ୍ଷକାର ହିଁତେ ମୁକ୍ତି ପାଇଲ, ଶିତ୍ତଲୋକଗଣ ଯେ ବିପୁଲ ଜ୍ଞାତ ଦିଯାଇଲେମ, ତାହା ଉପର୍ଦ୍ଵିତ୍ତ ହିଁଲ । ଦକ୍ଷିଣୀ ଦେବାର ଅଶକ୍ତ ପଞ୍ଚକ୍ତି ଦୃଷ୍ଟ ହିଁଲ ।

୨ । ସାହାରା ଦକ୍ଷିଣୀ ଦେଇ, ତାହାରୀ ଅର୍ଦ୍ଦେ ଉତ୍ତର ଆଶମ ଆଶ ହୁଯ(୧) ଅର୍ଦ୍ଦାନିମକ୍ତାବୀରା ଦୂର୍ବୋର ସହିତ ଏକତ ହୁଯ । ଶୁବ୍ର ଦାନ କରିବା ଅଭିରୁତ୍ତ ଲ୍ଯାତ କରେ; ସଞ୍ଚ ଦାନାବା ସମ୍ମେର ଲିକଟ ଯାଇ । ସକଳେଇ ଦୌର୍ଯ୍ୟ ହୁଯ ।

୩ । ଦକ୍ଷିଣୀ ଦେବତାନଦିଗେର ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଣ୍ଟିଅକ୍ଷମ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦକ୍ଷିଣାଦାରା ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ପୂର୍ବତୀ ଆଶ ହୁଯ; ଇହା ଦେବପୁର୍ବାର ଅକ୍ଷ-ସ୍ଵରକ୍ଷ । ସାହାରା କୁଂସିତାଚାର, ତାହାନଦିଗେର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେମ ନା । ପଞ୍ଚକ୍ତରେ ଯେ ସକଳ ସ୍ୟାକ୍ରମ ପରିତ ଦକ୍ଷିଣୀ ଦେଇ, ଲିମ୍ବାର ଭୟ କରେ, ତାହାରା ଅନୁକେଇ ନିଜ କର୍ମ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିତେ ପାରେ ।

୪ । ଯେ ସାମ୍ଯ ଶତପଥେ ବହମାମ ହେଲେ, ତୋହାର ଜନ୍ୟ ଓ ଆକାଶବର୍ତ୍ତୀ ମୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟହିତକାବୀ ଦେବତାନଦିଗେର ଉଦ୍‌ଦେଶେ ହୋମେର ଜ୍ଵଯ ଦେଇଯାଇଥିଲା । ସାହାରା ଦେବତାନିକାକେ ପରିତୃପ୍ତ କରେମ ଏବଂ ଦାନଓ କରେମ, ଦକ୍ଷିଣୀ ତାହାନଦିଗେର ଅଭିଲାଷ ରୋହନ ଅର୍ଦ୍ଦାଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଯାଇନେ । ଏହି ଦକ୍ଷିଣୀ ଆଶ ହଇବାର ଅଧିକାରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିତ ବିଦ୍ୟାମ ଆହେଲ ।

୫ । ଦକ୍ଷିଣାଦାତାକେ ସକଳେ ଅଗ୍ରେ ଆଶାନ କରା ହୁଯ; ତମି ଆବେର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୁଯ, ସକଳେ ଅଗ୍ରେ ଅଗ୍ରେ ଥାମ । ଯିବି ସର୍ବ ପ୍ରଥମ ଦକ୍ଷିଣୀ ଉପର୍ଦ୍ଵିତ୍ତ କରେମ, ତାହାକେଇ ଆସି ଲୋକନଦିଗେର ଦ୍ଵାଜା ଆମ କରି ।

(୧) ବର୍ଗଲାଭର କଥା । ଦକ୍ଷିଣୀ, ଅର୍ଦ୍ଦାଂ ଦାନାଇ ଏହି ଦୃଷ୍ଟର ଦେବତା ।

৭। যিনি কংগে দক্ষিণা দিশা পুরোহিতদিগকে ভূষ্ণ করেন, তিনিই খবি ও ব্ৰহ্মা ব্ৰহ্মিণী কথিত হয়েন, তিনি যজ্ঞের অধ্যক্ষ, সামগ্ৰীকৰ্ত্তা, স্বৰূপালকৰ্ত্তা। তিনি অগ্নির তিম মুর্তি অবগত হন।

৮। দক্ষিণার মিকট ঘোটক, দক্ষিণার লিকট গাভী লাভ হয়; দক্ষিণা হইতে মনঃ ঔদিকের সুবৰ্ণ লাভ হয়। আমাদিগের আস্তাস্তুপ যে আহাৰ তাহা দক্ষিণা হইতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞব, ক্রি দক্ষিণাকে দেহৰক্ষেপযোগী কথচের ম্যায় ব্যবহাৰ করেন।

৯। ভোজগণের(২) শৃঙ্গ মাই, তাহাৱা অৰ্থহীনতা আপন হল না, ক্লেশ, ব্যথা, বা দুঃখ পান না। এই পৃথিবী, অথৰ্বা স্বর্ণে বাহা কিছু বিদ্যমান আছে, তাহা সম্ভুতি দক্ষিণা তাহাদিগকে দেন।

১০। ভোজেৱা শৃঙ্গ দুষ্টানির উৎপাদকারিণী গাভী সর্বাংগে আপন হয়, তাহাৱা অদিৱার সামৰ্থ্য আপন হয়; সুন্দৱ পরিচ্ছদস্থারিণী নায় তাহাৱাই পায়; ভোজেৱাই স্পন্দনাযুক্ত শক্তদিগকে জয় কৰে।

১১। সুন্দৱহনকাৰী ঘোটকেৱা ভোজেক বহুম কৰে; তাহাৱাই জন্ম সুগঠন কৰে উপৰিত থাকে। দেখতাঁগণ বুকেৱ সময় ভোজকে রক্ষা কৰন; বুকেৱ সময় ভোজ শক্তদিগকে জয় কৰে।

১০৮ পৃষ্ঠা।

পশ্চিম, সরমা দেবতা। তাহাৱাই খবি।

১২। হে সুরমা! তুমি কি বালায় এ ছানে আসিয়াছ? ইহা অতি দুরোপ পথ। এ পথে আসিতে হইলে পশ্চাত দিকে দৃষ্টিপ্রাপ্ত কৰিলে আসা যায় না, আমাদিগের মিকট এমন কি বস্তু আছে, যাহাৰ জন্য আসিয়াছ? কৰ রাত্ৰি খৰিয়া আসিয়াছ? মনীৰ জল পাই হইলে কি জলে?

(২) “ভোজ” অৰ্থে সারণ ভোজবন্দাতা, অৰ্দ্ধ দক্ষিণাদাতা কৰিয়াছেন।
১১৭ পৃষ্ঠাৰ ৩ থক দেখ।

२। (सरमार उक्ति) — इन्हें दृढ़ी व्यक्ति प्रेरित होया आवि अस्ति-
याहि । क्षे पणिगम ! तोमरा ये विक्षेप गोगम संग्रह करियाछे, ताहा एहम
कराइ आमार इच्छा । अल आमाके रक्षा करियाछे, अलेकु तर हइल, पाहे
आयि उज्ज्वलपूर्णक चलिया याहि । एই लगे नदीर अल पार होयाहि (१) ।

३। (पणिगम उक्ति) — हे सरमा ! ये इन्हें दृढ़ी होया तुमि दूर-
देश होते आसियाहि, मेहि इन्ह किनप ? ताहाके देखिते कि एकात ?

(१) उवाकर्त्तक प्रातःकाले आलोक उठारह उपमाकृत्त्वे प्रथाकर्त्तक गाडी
उड्डावकृत्त्वे वर्णित होयाहे एवं एहि आध्यात्म आवार शौकदिग्देव यद्यो द्वारेक
युक्तेर गम्भीरकृत्त्वे वर्णित होयाहे, एहि इउद्देपीय युक्ती आयं पुर्वेहि उद्दृत
करियाहि । पूर्वायु ए द्वले लेटी उद्भृत करियेहि ।

"The bright cows, the rays of the sun or the rain clouds, for both go by the same name, have been stolen by the powers of darkness, by the Night and her manifold progeny. Gods and men are anxious for their return; but where are they to be found? They are hidden in a dark and strong stable, or scattered along the ends of the sky, and the robbers will not restore them. At last in the farthest distance the first signs of the Dawn appear; she peers about, and runs with lightning quickness, it may be like a hound after a scent across the darkness of the sky. She is looking for something and following the right path. She has found it: she has heard the lowing of the cows. * *

"The idea that Pani wished to seduce Saramá from her allegiance to Indra may be discovered in the ninth verse of the Vedio dialogue, though in India it does not seem to have given rise to any further myths. But many a myth that only germinates in the Veda may be seen breaking forth in full bloom in Homer. If, then, we may be allowed a guess, we would recognise in Helea, the sister of the Dieskuroi, the Indian Saramá, their names being phonetically identical, not only in every consonant and vowel, but even in their accent. * * * * *

"The siege of Troy is but a repetition of the daily siege of the east by the solar powers that every evening are robbed of their brightest treasures in the west. That siege in its original form is the constant theme of the hymns of the Veda. Saramá, it is true, does not yield in the Veda to the temptation of Pani, yet the first indications of her faithlessness are there. * * *

"And as the Sanskrit name Pavis betrays the former presence of an r, Paris himself might possibly be identified with the robber who tempted Saramá."—Max Müller's *Science of Language* (1882), vol. II, pp. 513 to 516.

ତିମି ଆଶୁର, ତୋହାକେ ଆମରା ବଞ୍ଚୁ ସିଲିଙ୍ଗୀ ଶ୍ଵିକାର କରିତେ ଅନ୍ତରେ ଆଛି,
ତିମି ଆମାଦିଗେର ଗାଁତୀ ଲହିୟା ଗାଁତିଗଣେର ଅତ୍ୱାଧିକାରୀ ହଟୁଳ ।

୪ । (ସରମାର ଉତ୍ତି) — ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରେର ଦୂତୀ ହଇୟା ଆଁମି ଦୂରଦେଶ ହିତେ
ଆସିଯାଛି, ତୋହାକେ ପରାଜୟ କରେ, ଏକପ ବ୍ୟକ୍ତିକେ ଦେଖି ନୀ । ତିବିହି
ସକଳକେ ପରାଜୟ କରେନ । ଗାଁତୀର ନଦୀଗଣ ତୋହାକେ ଆଚ୍ଛାଦନ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୋହାର
ଗତିରୋଧ କରିତେ ସମର୍ଥ ନାହେ । ହେ ପଣିଗଣ ! ନିଚର ତୋମରା ଇନ୍ଦ୍ରେର ହଞ୍ଚେ
ମିଥିମ ହଇୟା ଶଯଳ କରିବେ ।

୫ । (ପଣିଦିଗେର ଉତ୍ତି) — ହେ ଶୁଦ୍ଧରି ସରମେ ! ତୁମି ଶର୍ଣ୍ଣର ଶେଷ ସୀମା
ହିତେ ଆସିଭେଛ, ଅତେବ ତୋମାକେ ଏହି ସକଳ ଗାଁତୀର ମଧ୍ୟ ହିତେ ଯେ
କହେକଟି ଇଚ୍ଛା କର, ଦିନେଛି, ବିଳା ଯୁକ୍ତ ଏହି ସକଳ ଗାଁତୀ କେଇବୀ ତୋମାକେ
ଦେତ ? ତୌକୁ ତୌକୁ ଅନେକ ଅନ୍ତରୁ ଆମାଦିଗେର ନିକଟ ବିଦ୍ୟମାନ ଆଛେ ।

୬ । (ସରମାର ଉତ୍ତି) — ହେ ପଣିଗଣ ! ସୈନିକ ପୁରୁଷେର ଉପଯୁକ୍ତ ତୋମାଦିଗେର
ଏହି ସକଳ କଣ୍ଠ ହୟ ନାହିଁ । ତୋମାଦିଗେର ଶରୀରେ ପାପ ଆଛେ, ଏହି
ଶରୀର ଯେବେ ଇନ୍ଦ୍ରେର ବାଣେର ଲଙ୍ଘ ନା ହୟ । ତୋମାଦିଗେର ଘରେ ଆସିବାର
ଏହି ଯେ ପଥ, ଇହା ଯେବେ ଦେବତାରୀ ଆକ୍ରମଣ ନା କରେନ ; ଆଁମି ଆଶକ୍ତି
କରିତେଛି, ପାଛେ ବୃଦ୍ଧିତି ତୋମାଦିଗକେ କ୍ଳେଶ ଦେନ । ଅର୍ଥାତ୍ ସଦି ତୋମରା
ମତ୍ତୁ ହଇୟା ଗାଁତୀ ନା ଦେଉ, ତାହା ହଇଲେ ତୋମାଦିଗେର ବିପଦ ବିକଟ ।

୭ । (ପଣିଦିଗେର ଉତ୍ତି) — ହେ ସରମୀ ! ଆମାଦିଗେର ଏହି ଧନ ପରିଭ୍ରାନ୍ତ-
ଭାରୀ ରକ୍ଷିତ, ଇହା ଗାଁତୀ, ଅସ୍ତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ଯାହାରୀ
ଉତ୍ତମରପ ରକ୍ଷା କରିତେ ପାରେ, ଏତାଦୁଶ ପଣିଗଣ ମେଇ ଥିଲ ରକ୍ଷା କରିତେଛେ ।
ତୁମି ଗାଁତୀର ଶଦ ଶୁଣିଯା ଏହି ଛାମେ ଆସିଯାଛ, କିନ୍ତୁ ତୋମାର ବ୍ୟାହି ଭାଗୀ
ହଇୟାଛେ ।

୮ । (ସରମାର ଉତ୍ତି) — ଅଧ୍ୟାତ୍ମା ଶବ୍ଦ, ଅନ୍ତିରାର ସନ୍ତୋଳଗଣ ଏବଂ ନବଗୁଗଣ,
ମୋମଗାଣେ, ଉଂସାହିତ ହଇୟା ଆସିବେନ ; ତୋହାରୀ ଏହି ଦ୍ଵା ପରିମାଣ ଗାଁତୀ
ଭାଗ କରିଯା ଲାଇବେଳ ; ହେ ପଣିଗଣ ! ତଥାର ତୋମାଦିଗକେ ଏପ୍ରକାର ଦର୍ପେର
ଉତ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରିତେ ହିବେ ।

୯ । (ପଣିଗଣେର ଉତ୍ତି) — ହେ ସରମା ! ଦେବତାରୀ ଭୟ ଅଦରନ କରିଯା
ତୋମାକେ ଏହି ଛାମେ ପାଠାଇଯାଛେଲ, ମେଇ ମିମିକ୍ତି ତୁମି ଆସିଯାଛ ।

ତୋମାକେ ଆମରୀ ଭଗିନୀଷ୍ଵରଗେ ପରିଗ୍ରହ କରିତେଛି, ତୁମି ଆର କିମ୍ବା
ଯାଇଓନୀ । ହେ ମୁଦ୍ଦରି ! ତୋମାକେ ଏହି ଗୋଧମେର ଭାଗ ଦିତେଛି ।

୧୦ । (ସରମାର ଉତ୍ତି) —ଆମି ଭାତ୍ତଗିନୌସଂକ୍ରାନ୍ତ କୋମ କଥା
ବୁଝିତେ ପାରିଲା । ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ପରକାନ୍ତ ଅଜିରୀର ମନ୍ତ୍ରମେରୀ ସକଳି ଆମେ,
ତୋହାରୀ ଗାଭି ପାଇଁଯାର ଅଳ୍ପ ଆମାକେ ରଙ୍ଗାପୂର୍ବକ ପାଠୀଇଯା ଦିଯାଛେବ, ଆମି
ତୋହାଦିଗେର ଆଶ୍ୟ ପାଇୟା ଆସିଯାଇଛି । ହେ ପନିଗଣ ! ଏହି ଛାନ ହିତେ
ଅତି ଦୂରେ ପଲାୟନ କର ।

୧୧ । ହେ ପନିଗଣ ! ଏହାନ ହିତେ ଅତି ଦୂରେ ପଲାୟନ କର । ଗାଭୋ-
ଗଣ କଟ ପାଇତେଛେ, ତାହାରୀ ଧର୍ମର ଆଶ୍ୟେ ଏହି ପରିତ ହିତେ ଉଠିଯା ଚଲୁକ
ବୁଝିପତି, ମୋମ, ମୋମପ୍ରତ୍ତକାରୀ ଅନ୍ତରଗଣ, ଖାଦ୍ୟଗଣ ଏବଂ ଯେବାବୀଗଣ ଏହି
ସକଳ ଗୁଣ ଛାନିଛିତ ଗାଭିଦିଗେର ବିଷୟ ଜାରିତେ ପାରିଯାଇଛେ ।

୧୦୯ ମୁହଁ । ୦

ବିଶେଷେବା ଦେବତା । କୁହ କରି ।

୧ । ସଥଳ ବୁଝିପତି ବ୍ରଜକିର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣ ହେଲେ, ଅର୍ଥାଃ ତିମି ଆପଣ
ପାତ୍ରୀ ଜୁହକେ ତ୍ୟାଗ କରେଲ, ତଥାନ ଶୂର୍ଯ୍ୟ, ବକ୍ଷ, ଶୈସ୍ରଗାମୀ ବାୟୁ, ଅଞ୍ଜଳିତ
ଅଧିଷ୍ଟି, ମୁଖକର ମୋମ, ଜଳର ଅବିଷ୍ଟାତ୍ମୀ ଦେବତା ଏବଂ ଶ୍ଵତ୍ୟଷ୍ଵରପ ପ୍ରାପତ୍ତିର
ଆର ଆର ଅଗ୍ରନ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରାନ ବଲିଲେମ ।

୨ । ମୋମରାଜୀ କିଛୁବାତ୍ର ଲଜ୍ଜିତ ନା ହଇୟା ପବିତ୍ର ଚରିତ୍ରାଲିମୀ
ଭାର୍ଯ୍ୟକେ ସର୍ବ ଅର୍ଥମ ସମର୍ପଣ କରିଯାଇଲେମ । ଶିତ୍ର ଓ ବକ୍ଷ ମେଇ ବିଷୟେର
ଅଭ୍ୟମୋଦନ କରିଲେମ । ହୋରକର୍ତ୍ତା ଅଧି ହଣେ ଧାରଣପୂର୍ବକ ପାତ୍ରୀକେ ଆମିଯା
ଦିଲେମ ।

୩ । “ଏହି ପାତ୍ରୀର ଦେହ ହଞ୍ଚ ଦ୍ଵାରାଇ ସ୍ପର୍ଶ କରା କର୍ତ୍ତ୍ୟା, ଇନି ସଥାବିଧିମେ
ପାରିଗୀତ ପାତ୍ରୀ ।” ଏହି କଥା ତୋହାରୀ କହିଲେ । ଯେ ଦୂତ ପାଠୀ ଯେତ୍ରା-
ହିଲ, ଇନି ତୋହାର ଏତି ଆସନ୍ତ ହନ ନାହିଁ । ଯେ ତୁମ ବଲବାନ୍ ବ୍ରାଜାର ରାଜୀ
ଶୁରୁକିତ ହୁଏ, ତର୍କଣ ଇଂହାର ସତୀତ୍ବ ରଙ୍ଗ ହଇୟାଇଛେ ।

୪ । ସେ ସମ୍ବନ୍ଧି ତପସ୍ୟାର ଅର୍ହତ ହଇଯାଇଲେ, ତୋହାରୀ ଏବଂ ଆଚୀନ
ଦେବତାରୀ ଏହି ପାତ୍ରୀର ବିଷୟେ ବହିଯାଇଲେ । ଇନି ଅତି ଶୁଦ୍ଧ ଚରିତା, ଜୋତାକେ

বিবাহ করিয়াছেন। তপস্যা ও সচরিতা প্রভাবে বিকৃষ্ট পদার্থে
পরমধামে প্রাপ্তি হইতে পারে।

৫। হৃষ্ণপ্রতি পত্নী অভাবে একশে **ত্রুট্যচর্যা** লিঙ্গ পালন করিতেছেন'
তিনি সকল দেবতার সঙ্গে একাঞ্চা হইয়া তোহাদিগের অবয়ব বিশেব হই-
যাছেন। তাহাতে তিনি পুরৈয়েমন সোমের হন্তে পত্নী পাইয়াছিলেন,
তত্ত্বপ একশেও শুলকার সেই জুত লাভক পত্নীকে প্রাপ্ত হইলেন।

৬। দেবতারা আবার তোহাকে পত্নী আবিষ্য দিলেন; মনুষ্যেরাও
আবিষ্য দিলেন। রাজাৱা শপথপূর্বক, (অর্থাৎ চতুর্থ জন্ম হয় নাই
এই শপথ করিয়া) শুক্র চরিতা পত্নী তোহাকে পুনৰ্বার সমর্পণ করিলেন।

৭। শুক্রচরিতা পত্নীকে পুনৰ্বার আবিষ্য দিয়া দেবতারা হৃষ্ণপ্রতিকে
অপাপ করিলেন। পরে পৃথিবীৰ সর্বশ্রেষ্ঠ অস্ত সমস্ত ভাগ করিয়া সর্ব
সুখে অবস্থিতি করিতেছেন(১)।

১১০ স্কন্দ। ০

আগ্রী দেবতা। জয়দশ্মি ঋষি।

১। হে জাতবেদ! অরি! তুমি মনুষ্যের গৃহে অদ্য সমিক্ষ হইয়া,
মিজে দেব, অথচ আর আর দেবতাদিগকে পূজা কর। তোমার বন্ধু
তোমাকে পূজা করেন, তুমি দেখিয়া দেখিয়া দেবতাদিগকে লইয়া এস, কারণ
তুমি অকৃষ্ট বুদ্ধিসম্পন্ন ও ক্রিয়াকুশল দৃত।

২। হে তম্রপাদ! যজ্ঞের গমনের যে সকল পথ, অর্থাৎ হোদের
জ্যে আছে, তোহাদিগকে সমুদ্ধিত্ব করিয়া তোমার মুন্দুর জিহ্বাব্রায়া
আঘাতম লও। মুন্দুর মুন্দুর ত্বাবের জ্বারা শুষ্ণগ্নিকে এবং যজ্ঞকে সমৃক্ষ
কর এবং আবাদিগের যজ্ঞকে দেবতা, অর্থাৎ দেবতোগ্য করিয়া দাও।

(১) এ স্কন্দের মৰ্য পাহণ করিতে পারিনাম অৰ্হ। স্কৃতি অপেক্ষাকৃত আধুনিক
ভাষায় সম্ভব নাই, এবং অনেক আধুনিক স্কন্দের ম্যার গৃচ্ছাবে বিজড়িত। ইহাতে
যে **বৃক্ষচারিদের কৰা আছে,** কথেরের অথব অংশসমূহে সে কথার হোনও
উচ্চে নাই। হৃষ্ণপ্রতি ত্বার সক্ষীকৃত বহুক সম্মেহকজনই এই স্কন্দের বিষয়।

৩। হে অগ্নি ! তুমি দেবতাদিগের আহ্বামকর্তা, তুমি ইড্য ও প্রণামের যোগ্য, বশদিগের সঙ্গে একত্র হইয়া এস। হে প্রকাণ পুরুষ ! তুমি দেবতাদিগের হোতা ; তোমাকে প্রেরণ করা হইতেছে, তোমার হত যজ্ঞ করিতে কেহ পারে না, তুমি এই সমস্ত দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ কর।

৪। দিনের প্রথমাংশে, অর্ধাংশ পূর্বৰাত্রে বেদিকে আচ্ছাদন করিবার অন্য বহির্ভুল পূর্বমুখ করিয়া বিস্তারিত হইতেছে। সেই পরম সুস্মর কুশ আঁরাৰ নিষ্ঠৃত হইতেছে, উহাতে দেবতারা এবং অদিতি অতি সুখে উপবেশন করিলেন।

৫। যনিতারা দেশভূষণ করিয়া পতিদিগের নিকট নিজদেহ প্রকাশ করে, তজ্জপ এই সকল মৃহৎ মৃহৎ মুনিপর্মিত দ্বারদ্বৈগণ পৃথক হইয়া যাউক বিস্তারভাবে খুলিয়া যাউক, হে দ্বারদ্বৈগণ ! যাঁগতে দেবতারা সুখে যাইতে পারেন, এইরূপে উদ্বাটিত হও।

৬। উষাদেবী আর রাত্রিদেবী ইঁহারা সুশ্পির ছেতু, অর্ধাংশ মোকের উত্তম নিত্যাজনিত সুখ উৎপাদন করিয়া দেন ; তাহারা যজ্ঞতাগের অধিকারী ; তাহারা পরম্পর যিলিঙ্গ হইয়া যজ্ঞস্থানে উপবেশন করন। তাহারা দিঘ্যলোকবাসিনী দুই নারীর ম্যায়, অতি গুণবতী, পরম শোভাবিতা ; উজ্জ্বল শ্রী ধৰ্মরূপ করেন।

৭। দৈব্য হোতাদ্বয়ই অগ্রে উত্তম যাঁকে শুব করেন, যশুষোর যজ্ঞের অন্য যজ্ঞামুষ্টামকার্যাকে নির্মাণ করিয়া তুলেন। পুরোহিতদিগকে তিষ্ঠিত্ব অনুষ্ঠান বিধয়ে প্রেরণ করেন, তাহারা ক্রিয়াকুশল এবং অস্ত্রসহকারে পুরুদিগ্বর্ত্তী আলোক উৎপাদন করেন।

৮। ভারতাদেবী শৌভ্র আশ্মালিগের বাঞ্ছে আগমন করন ; ইলাদেবী এই যজ্ঞের বিষয় শ্যারণপূর্বক যশুষোর ম্যাং আগমন করন। তাহারা দুই জন এবং সর্বস্বত্ত্ব এই তিনি চতুর্থাংশ কর্মকারিনী দেবী পুরোহিতী সুখকর কুলাসনে অংসিয়া উপবেশন করন।

৯। ম্যাংপৃথিবী দেবতাদিগের অমরীক্ষণমুণ্ড ; বেদে তাহার শৌভ্র উভয়কে উৎপাদন করিয়া সমস্ত জগতে নামা প্রাণী স্মর্তি করিবাহৈ, হই হোতা ! তুমি সেই হস্তো দেবকে অন্য পূজা কর ; কারণ তোমার অস্ত্রাহৈ, তোমার হত যজ্ঞ করিতে কেহ পারে না এবং তুমি বিজ্ঞ।

১০। হে হৃপ ! (যজে পশুবস্তু করিবার কাষ্ঠ), তুমি মিজেই বথ-
সময়ে দেবতাদিগের অন্ন এবং অন্যান্য হোমযন্ত্র উপস্থিত করিয়া নিবেদন
করিয়া দাও। বলস্পতি, শমিতা আমৃক দেব এবং অগ্নি ইঁহারা মধু ও
মৃতের সহিত হোমের দুর্ব আস্থাদন করম।

১১। অগ্নি জ্যোতিৰ্মতি তৎক্ষণাৎ ঘজমিশ্রাণ করিলেন, দেবতাদিগের
অগ্রগামী দৃতস্বরূপ হইলেন। এই অগ্নিস্বরূপ হোতা মন্ত্র পাঠ করল,
যজ্ঞোপযোগী দেববাক্য উচ্চারিত হউক, ‘স্বাহা’ মন্ত্রে যে হোমের দ্রব্য
দেওয়া হষ্ট, তাহা দেবতারা ভক্ষণ করম।

১১১ মুক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। অষ্টাদশঞ্চ খণ্ড।

১। হে বিশ্বগণ ! মনুষ্যদিগের শেষম ষেষম দুর্দিগ উদয় হয়, তদনু-
স্থল স্তব পাঠ কর। সৎকর্ম অনুষ্ঠানপূর্বক ইন্দ্রকে আনয়ম করা বাড়িক।
কারণ মেই বীর ইন্দ্র স্তব জানিতেপারিলে স্বরক্ষারীনিগকে মেহ করেন।

২। জলের আধার যিনি ধারণ করেন, তিনি (অর্থাৎ ইন্দ্র) আজ্ঞান্য-
মাল হইলেন। অপ্রবয়ক গাভীর গর্ভজাত হৃষ হেমন গাভীনিগের সহিত
মিলিত হয়, তদ্বপ ইন্দ্র সর্বব্যাপী হইলেন। বিলক্ষণ কোলাহলের সহিত
তিনি উদয় হইলেন। হৃহৎ হৃহৎ জলরাশি তিনি সৃষ্টি করিলেন।

৩। ইন্দ্রই কেবল এই স্তব শুনিতে আননেন, তিনি জয়কীল, তিনি
স্মৰ্যার পথ নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। অবিচলিত ইন্দ্র মেনাকে অবিচ্ছুত
করিলেন। তিনি গাভীর অস্ত্রাবিকারী ও স্বর্গের প্রতু হইলেন। তিনি
চিরস্থায়ী, তাহার বিগক্ষে কেহ গমন করিতে পারে না।

৪। অগ্নিরার সন্তানেরা বথন স্তব করিলেন, তখন ইন্দ্র নিজ মহিমা-
ভাবা প্রকাণ্ড সমুদ্রের অর্ধাং মেঘের কার্য সকল লক্ষ করিলেন। তিনি
অনুস্তু পরিমাণ জল স্থান করিলেন, তিনি সত্ত্বস্বরূপ ছ্যলোকে বলধারণ
করিলেন।

৫। ইন্দ্র এক দিকে, আঁর পৃথিবী ও আকাশ এক দিকে, অর্ধাং তিনি
একাকী হইয়া সমবেত এ উভয়ের মুক্ত। তিনি সকল সৌম্যহাণ্ডের সহবাস

ରାଥେଲ, ତାପ ନଷ୍ଟ କରେନ ! ତିମି ଶୂର୍ଯ୍ୟଦ୍ୱାରା ଆକାଶକେ ସଜ୍ଜିତ କରିଯାଇଛେ, ତିମି ପାଇଗ କରିତେ ପଟ୍ଟ, ତିମି ଯେଣ ଶୁଣେର ଦ୍ୱାରା ଆକାଶକେ ଉପସ୍ଥିତ କରିଯାଇଥାଇଛେ ।

୬ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୁ ମି ହତ୍ତନିଧିମକାରୀ, ବଜ୍ରଦ୍ୱାରା ହତ୍ତକେ ବଧ କରିଯାଇ, ଦେବବିରୋଧୀ ମେହି ହତ୍ତ ଯଥମ ହନ୍ତି ପାଇତେଛିଲ, ତଥାନ ଦୁର୍ଦ୍ଵର୍ଷ ତୁ ମି ବଜ୍ରଦ୍ୱାରା ତାହାର ମକଳ ମାଝୀ ମଷ୍ଟ କରିଲେ । ହେ ଧରଣୀମୀ ! ତଂପରେ ତୁ ମି ବାହୁବଲେ ବଲୀ ହଇଲେ ।

୭ । ଯଥମ ଉତ୍ସାଦେବୀଗଣ ଶୂର୍ଯ୍ୟେର ମହିତ ମିଲିତ ହଇଲେ, ତଥମ ଶୂର୍ଯ୍ୟେର ରଶ୍ମିଶ୍ରମ ନାହାଯିବା ବର୍ଣେର ଶୋଭା ଧୀରଣ କରିଲ । ପରେ ଯଥମ ଆକାଶର ମନ୍ତ୍ରକ୍ରିୟା ଦୃଷ୍ଟି ହଇଲ, ତଥାନ କେହି ଆର ଗମନକାରୀ ଶୂର୍ଯ୍ୟେର ନିଷ୍ଠୁର ଦେଖିତେ ପାଇଲ ନା ।

୮ । ଇନ୍ଦ୍ରେର ଆଜ୍ଞାୟ ଯେ ମକଳ ଜଳ ଚଲିତ ହଇଲ, ମେହି ସର୍ବ ପ୍ରଗମ ଜଳ-ଶ୍ରୀଅତି ଦୂରେ ଗିଯାଇଛିଲ, ମେହି ଜଳଦିଗେର ଅଗ୍ରଭାଗଇ ବା କୋଣାଯ ? ମନ୍ତ୍ରକିରି ବା କୋଣାଯ ? ହେ ଜଳଗଣ ! ତୋମାଦିଗେର ମଧ୍ୟନ୍ତାନ, ବା ଚରମ ମୀରା କୋଣାଯ ? ।

୯ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ହତ୍ତ ଯଥନ ଜଳଦିଗକେ ଆସ କରିତେଛିଲ, ତୁ ମି ତାହାଦିଗକେ ଘୋଚନ କରିଯା ଦିଲେ । ତଥାନେ ଜଳଶ୍ରୀଅତି ସର୍ବତ୍ର ବେଗେ ଧ୍ୟବିତ ହଇଲ । ଇନ୍ଦ୍ର ଇଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ଯଥମ ଜଳ ମୋଚ କରିଯାଇ ଦିଲେନ, ତଥାନ ମେହି ପରିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ମକଳ ଆର ଛିର ଥାକିତେ ପାରିଲ ନା ।

୧୦ । ଜଳଗଣ ଯେଣ କାମାତୁର ହଇଯା ଏକତ୍ର ଶିଳନପୂର୍ବକ ସମୁଦ୍ରେ ଚିଲି, ଶକ୍ତପୁରଧ୍ୱଂସକାରୀ ଏବଂ ଶକ୍ତଜର୍ଜରକାରୀ ଇନ୍ଦ୍ର ଚିରକାଳଇ ଏହି ମକଳ ଜଳେର ଅଭ୍ୟ ହଇଯାଇ ଅଛେନ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ଆମାଦିଗେର ପୃଥିବୀଶ୍ଵିତ ନାନା ଯତ୍ନମାଯାଦୀ ଏବଂ ଚିରାଭାସ ନାନା ପ୍ରୀତିକର ଶ୍ଵର ତୋମାର ନିକଟେ ଗମନ କରକ ।

୧୧୨ ପୃଷ୍ଠା ।

ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା । ମନ୍ତଃ ପ୍ରତ୍ୟେଦମ ଶବ୍ଦ ।

୧ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ମୋତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଇଯାଇଛେ, ଯତ ଇଚ୍ଛା ପାଇ କର । ଆତଃ-କାଳେ ସେ ମୋତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହସ, ତାହା ସର୍ବାଶ୍ରେ ତୋମାରେ ପାଇ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ । ହେ ବୀର ! ଶକ୍ତନିଧନେର ଜନ୍ୟ ଉତ୍ସାହଯୁକ୍ତ ହସ, ଶୋକ ଉଚ୍ଛାରଣପୂର୍ବକ ତୋମାର ବୀରତ୍ଵ ବରନା କରିତେଛି ।

୨ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୋମାର ରୁଥ ସନ ଅପେକ୍ଷା ଓ ହୃଦୟାନ୍ତୀ, ମେହି ରଥଯୌଗେ ମୋମପାନେର ଜନ୍ୟ ଆଗମନ କର । ସେ ସକଳ ପୁରୁଷଜୀବୀ ଘୋଟକେର ସାହାଯ୍ୟ ତୁମି ଆମନ୍ଦ ମନେ ଗମନ କର, ତୋମାର ମେହି ହରିଳାମକ ଘୋଟକଣ୍ଠିଲି ଶୀଘ୍ର ଧୀବିତ ହୁଏ ।

୩ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ହରିବର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ୱଳ୍ୟଦ୍ଵାରା ଏବଂ ସ୍ଵର୍ଯ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଉତ୍ୱଳତର ନାନୀ ଶୋଭାଦ୍ଵାରା ତୋମାର ଶରୀର ବିଭୂଷିତ କର । ଆମରା ବନ୍ଧୁଭାବେ ତୋମାକେ ଡାକିତେଛି ; ଆମାଦେର ମଂଜୁଲେ ଉପବେଶନ ପୂର୍ବକ ଆମୋଦ କର ।

୪ । ମୋମପାନେ ମତ ହଇଲେ ତୋମାର ସେ ମହିମା ହୟ, ଏହି ଦ୍ୟାବା ପୃଥିବୀ ତାହା ସଂଧାରଣ କରିତେ ପାଇରେ ନା । ଅତେବ ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୋମାର ଶ୍ରେଣୀଚିନ୍ତା ଘୋଟକଣ୍ଠିଲି ହୋଜନୀ କରିଯା ମୁଞ୍ଚାଦୁ ଯଜ୍ଞସାଗ୍ରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯଜମାନେର ଘରେ ଆଗମନ କର ।

୫ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ନିତ୍ୟ ଯାହାର ମୋମପାନ କରିଯା ତୁମି ଅତୁଳ ବଳ ପ୍ରକାଶପୂର୍ବକ ଶତହିଂସା କରିଯାଇ, ମେହି ଯଜ୍ଞାନ ତୋମାର ଉଦ୍ଦେଶେ ବିଶ୍ଵର ଶ୍ଵର ପ୍ରେରଣ କରିତେଛେ, ତୋମାର ଆମୋଦେର ଜନ୍ୟ ମେହି ମୋମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରା ହଇଯାଛେ ।

୬ । ହେ ଶତ୍ୟଜିତକାରୀ ଇନ୍ଦ୍ର ! ଏହି ମୋମପାତ୍ର ତୁମି ଚିରକାଳ ପାଇଁଯା ଥାକ, ଇହା ପାଇ କର । ତାବେ ଦେବତା ଯାହା ପାଇତେ ଅଭିଲାଷ କରେଲ, ମେହି ମଧୁତୁଳ୍ୟ ଏବଂ ମତତାଜମକ ମୋମେର ଏହି ନିପାନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରା ହଇଯାଛେ ।

୭ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ବିଶ୍ଵରନୋକେ ଅବସଂଗ୍ରହପୂର୍ବକ ତୋମାକେ ନାନୀ ଶ୍ଵାବେ ନିମଞ୍ଜନ କରେ । କିନ୍ତୁ ଆମାଦିଗେର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରା ଏହି ମୋମଣ୍ଠିଲି ତୋମାର ସର୍ବା-ପେକ୍ଷା ମଧୁର ହୁଏ । ଏହି ଉଲିତେଇ ତୋମାର କୁଚ ଉପର ହୁଏ ।

୮ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ପୂର୍ବକାଳେ ସକଳେର ଅଶ୍ରେ ତୁମି ସେ ସକଳ ବୀରତ କରିଯା-ଛିଲେ, ତାହା ଆମି ବର୍ଣନା କରିଯାଇଛି । ଜଳେର ଜନ୍ୟ ତୁମି ମେଘ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିଯାଇ, ଗାୟଭାକେ କ୍ଷୋତାର ପଙ୍କେ ଅନ୍ତାୟାସଲଭ କରିଯା ଦିଯାଇଛ ।

୯ । ହେ ବଲଲୋକେ ଅଧିପତି ! ଶ୍ଵରକର୍ତ୍ତାଦିଗେର ମଧ୍ୟ ଉପବେଶନ କର, କ୍ରିୟାକୁଶଳ ବ୍ୟକ୍ତିଦିଗେର ମଧ୍ୟ ତୋମାକେଇ ସର୍ବପେକ୍ଷା ବୁଦ୍ଧିମାନ୍ତ କହେ । କି ଲିକଟେ, କି ଦୂରେ, ତୋମା ବ୍ୟକ୍ତିରେକେ କିଛୁଇ ଅଭିଷ୍ଟାଳ ହୟନୀ । ହେ ଧରଣାଲୀ ! ଆମାଦିଗେର ଶ୍ଵର ମଧୁରକେ ବିଜ୍ଞାରିତ ଓ ବିଚିତ୍ର ରୂପ କରିଯା ଦାଓ ।

১০। হে ধনশালী ! আমরা তোমার নিকট গাঁচক, আমাদিগকে তেজস্বী কর। হে ধনের অধিপতি ! হে বন্ধু ! আমরা যে তোমার বন্ধু আছি, আমাদিগের সংবাদ লও। হে যুক্তকারী ! তোমার ক্ষমতাই যথার্থ। যে ছানে ধননাত্তের কোন সন্দ্বাবনা নাই, সেই ছানেও আমাদিগকে ধনের ভাগী কর।

১১৩ শৃঙ্খ।

ইন্দ্র দেবতা। প্রভেদন ঋবি।

১। আর আর দেবতাদিগের সহিত দ্যাবাপৃথিবী মনোযোগী ইয়ে ইন্দ্রের বল বৃক্ষ করুন। যথম তিনি বীরত্ব করিতে করিতে আপনার উপরূপ মহিমা প্রাপ্ত হইলেন, তখন সোমপানপূর্বক নানা কার্য সম্পাদন করিয়া রুক্ষ প্রাপ্ত হইলেন।

২। বিষ্ণু মধুযুক্ত লতাখণ অর্থাৎ সোমলতাখণ প্রেরণপূর্বক ইন্দ্রের সেই মহিমা উৎসাহের সহিত ঘোষণা করেন। ধনশালী ইন্দ্র সহ্যায়ী দেবতাদিগের সহিত একত্র ইয়ে হৃতকে নিধনপূর্বক সর্বশ্রষ্ট হইলেন।

৩। হে উঞ্জতেজা ইন্দ্র ! যথন তুমি স্তুবের বাঁসনাতে অন্তর্শস্ত্র ধারণ-পূর্বক দুর্দৰ্শ হৃতের সহিত যুক্ত করিবার জন্য অগ্রসর হইলে, তখন সমস্ত মুক্তেগণ তোমার মহিমা বাড়াইয়া দিলেন, নিজেও তাহারা রুক্ষি প্রাপ্ত হইলেন।

৪। ইন্দ্র অন্যান্য শক্ত দশন করিয়াছিলেন; তিনি যুক্তের অভিসম্পত্তি করিয়া আপনার পুরুষকার হৃতকে মনোযোগ দিলেন। তিনি হৃতকে ছেদন করিলেন, অলসমুহ মোচন করিয়া দিলেন, উত্তম উদ্যোগ করিয়া বিশ্রীণ স্বর্গ লোককে সন্তুষ্যক করিলেন, অর্থাৎ উপত্বাবে সংস্থাপিত রাখিলেন।

৫। প্রকাণ প্রকাণ শক্তমনাৱ দিকে ইন্দ্র একেবাবেই ধারিত হইলেন। বিশিষ্ট মহিমাবাবা দ্যাবাপৃথিবীকে বশীভূত করিলেন। যে বজ্র দামশীল বকল ও মির্দেবের মুখের উৎপাদক হয়, তিনি সেই সৌহ্যব বজ্র ছুরুষ-ভাবে ধারণ করিলেন।

৬। ইন্দ্র নাম শব্দ করিতেছিলেন, শক্রদিগকে নিধন করিতে ছিলেন, তাহার বসবিক্রম ষোষণ করিবার জন্য জল সকল নির্ণয় হইল। হৃত অঙ্ককারে পরিবেষ্টিত হইয়া জল ধারণ করিয়া রাখিয়াছিল, তাক্ষুতেও ইন্দ্র বলপূর্বক সেই হৃতকে ছেদন করিলেন।

৭। ইন্দ্র ও হৃত পরস্পর স্পর্শাপূর্বক প্রথমে নানা বীরত্ব করিতে লাগিলেন এবং মহারোধে শুন্দ করিতে লাগিলেন। হৃত নিধন হইলে গাঢ় অঙ্ককার মষ্ট হইল। ইন্দ্রের মহিমা এ প্রকার যে, বীরদিগের নামোঞ্চেখ কালে সর্বাত্মে ইহার নাম হয়।

৮। হে ইন্দ্র! সৌমরস ও স্তবের দ্বারা তাবৎ দেবতা তোমার বসবিক্রমের সংবর্দ্ধনা করিলেন। ইন্দ্র দুর্দৰ্শ হৃতকে বধ করিলেন, তাহাতে শীমুই লোকের অন্ত মাত্ত হইল। যেরূপ অগ্নি শিথাদ্বারা দাহবস্তু ভক্ষণ করেন, তজ্জপ লোকে দন্তদ্বারা অন্ত চর্বন করিতে লাগিল।

৯। হে স্তবকর্তাগণ! ইন্দ্র যে সকল বন্ধুত্বের কার্য করিয়াছেন, তাহা উত্তম উত্তম বামা বাক্য এবং বন্ধুজনোচিত নানা ছন্দের দ্বারা বর্ণনা কর, ইন্দ্র ধূনি ও চুম্বুরিকে বধ করিয়াছেন এবং আশ্চাযুক্ত চিত্তে দভীতি রাজাৰ আর্থারাতে কৰ্ণপাত করিয়াছেন।

১০। আমি স্তব উচ্চারণ কালে যাহা অভিলাষ করিয়াছিমাম হে ইন্দ্র! সেই সমস্ত প্রভৃতি পরিমাণ সম্পত্তি এবং উত্তম উত্তম ঘোটক বিতরণ কর। তাবৎ পাপ যেন অতিক্রম করি এবং কল্যাণ লাভ করি। আমরা যে স্তব রচনা করিতেছি, যত্পূর্বক তাহাতে মনোযোগ অদান কর।

১১৪ সূত্র। ৩

বিশ্বদেব দেবতা। সধু ঋবি।

১। সূর্য আৰ অগ্নি, এই যে দ্বই প্রতঙ্গ দেবতা আছেন, তাহারা চতুর্দিকে গমনপূর্বক ত্রিভুবনব্যাপী হইলেন। মাতরিশ্চ তাহাদিগের ঔতি মাত্ত করিলেন। যথন দেবতাৱা সুব ও সূর্যকে প্রাপ্ত হইলেন, তথন তাহারা ত্রিভুবন রক্ষাৰ জন্য আকাশেৱ জল স্ফুল করিলেন।

২। যজ্ঞ দিবার জন্য যজ্ঞকর্ত্তারা তিনি নিঃখতির উপাসনা করে; পরে যশস্বী অগ্নিরা দেবতাদিগের সহিত পরিচিত হয়েন। বিদ্বামেরা তাঁহাদিগের বিদান অবগত আছেন, তাঁহারা পরম গুহ্বতে অবস্থাল করেন।

৩। এক যুবতী নারী আছেন, তাঁহার বস্তকে চাঁরি বেণী, তাঁহার মূর্তি শুল্পের ও স্ত্রী, তিনি উৎকল্পন উৎকৃষ্ট বস্ত্র পরিধান করেন। তুই পক্ষী তাঁহার উপর উপবেশন করে, তথায় দেবতারা ভাগ প্রাপ্ত হয়েন(১)।

৪। এক পক্ষী সমুদ্রে প্রবেশ করিল, সে এই সমস্ত বিশ্বুবস্ত অবস্থাকর করে। পরিষত বুদ্ধিমান তাহাকে আমি দেখিয়াছি, সে বিকটবর্তী মাতাকে লেহন করে, মাতাও তাহাকে লেহন করে(২)।

৫। পক্ষী একই আছেন, বুদ্ধিমান পশ্চিতগণ তাঁহাকে কল্পনা পূর্বক অনেক অকার বর্ণনা করেন। তাঁহারা যজ্ঞের সময় নানা ছন্দ উচ্চারণ করেন, এবং দ্বাদশসংখ্যক সোম পাঁত্র সংস্থাপন করেন(৩)।

৬। পশ্চিতগণ চতুরিংশৎ অকার ছন্দ উচ্চারণ করেন, এবং সাদশ সোমপাঁত্র সংস্থাপন করেন; এই রূপে তাঁহারা বুদ্ধিপূর্বক যজ্ঞার্থাত্ত্ব করিয়া থক ও সামুদ্বারা রথ চালাইয়া থাকেন। অর্থাৎ যজ্ঞ সম্পাদন করেন।

৭। এই যজ্ঞের আরো চতুর্দশ মহিমা আছে; সাত জন বিদ্বান্মু বাক্য-দ্বারা সেই যজ্ঞ সম্পাদন করেন। যজ্ঞের পথে উপস্থিত হইয়া দেবতারা সোম পান করেন, সেই বিশ্বব্যাপী পথের বিষয় কে বর্ণনা করিতে পারে?

(১) অর্থাৎ যজ্ঞ বেদাই সেই নারী, চাঁরি কোন হাত থাকাতে খিট, যজ্ঞসামগ্ৰীই তাল তাল বস্তু, ছই পক্ষী অর্থাৎ বজ্যান ও পুরোহিত। সারণ।

(২) অর্থাৎ পক্ষী এছানে প্রাণ বায়ু, সমুদ্র বক্ষাও। আরমাতা অর্থে বাক্য।

(৩) অর্থাৎ পরমাত্মা এক, তাঁহাকে নানা রূপ কল্পনা করা হয়। সারণ। তিনি তিনি দেবতার নাম এক আস্তা, বা ঈশ্বরের তিনি তিনি নাম দ্বারা এই কল্পনা কথেছে অনেকগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক সূত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। ১ মণ্ডলের ১৩৪ সূত্রের ৪৬ থক দেখ। যে কারণে সেই সূত্রটাকে আমরা অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়াছি, (তাঁহার শেষ খকের টুকু দেখ), সেই সমস্ত কারণ বশতঃ এই সূত্রটাও অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া অনুমান হয়।

৮। পঞ্চম সহস্র উক্থ আছে; দ্যাবাংপৃথিবী ষত হৃষৎ, উক্থও ষত হৃষৎ। স্নোত্তের মহিমা সহস্র প্রকার, স্নোত্ত যেন্নপ অসীম, বাক্যও তদ্বপ অসীম(৮)।

৯। কোনু পশ্চিত এন্নপ আছেন, যিনি সমস্ত ছন্দের বিষয় অবগত আছেন? কেই বা যুলীভূত বাকাকে বুঝিযাইছেন? কে এন্নপ অধ্যান পুরুষ আছেন, যিনি সমস্ত পুরোহিতের উপর অষ্টম হইতে পাঁয়েম(৫)? কেই বা ইন্দ্রের দ্রুই হরিং বর্ণ ঘোটককে নিশ্চিত বুঝিযাইছে অথবা দেখিযাছে?।

১০। কোন কোন ঘোটক পৃথিবীর শেষ সীমা পর্যন্ত বিচরণ করে; কেহ বা রথের ধূরাতে যোজিত হইয়াই থাকে। যথন সারথি রথের উপরে সংচাপিত হয়েন, তখন পরিশ্রম দূর করিবার জন্য ও সকল ঘোটকদিগকে উপর্যুক্ত আহার দেওয়া হয়।

১১৫ স্কৃত।

অংশি দেবতা। উপস্থিত ঋবি।

১। এই নবীন বালকের (অর্ধাৎ অগ্নির) কি আশৰ্চ্য প্রভাব, এ বালক দুঃখ পাঁয়ের জন্য মাতৃ পিতার নিকটে যায়না। ইহার পাঁন করিবার জন্য স্তনদুঃখ নাই, অথচ এ বালক জয়িয়াইছে। তৎক্ষণাত এ বালক গুরুতর দৌতাকার্যের ভার গ্রহণপূর্বক তাহা নির্বিহ করিল।

২। যিনি নানা কর্মকারী ও মাতৃ, সেই অগ্নিকে আধান করা হইলে, ইনি জ্যোতিশ্চর্ম দন্তদ্বার বলদিগকে ভক্ষণ করেন। জুহু নামক উচ্চ পাত্রে ইঁহাকে যজ্ঞ ভাগ দেওয়া হইয়াইছে। হষ্টপুষ্ট বলবান্ত হৃষ বেশম ষাস ভক্ষণ করে, ইনি তদ্বপ যজ্ঞ ভাগ ভক্ষণ করিতেছেন।

(৮) "As early as about 600 B.C. we find that in the theological schools of India every verse, every word, every syllable, of the (Rig) Veda had been counted. The number of verses as computed in treatises of that date varies from 10,402 to 10,622; that of the words is 153,826; that of the syllables, 432,100."—Max Muller's *Selected Essays*, vol. II (1881), p. 119.

(৯) সাত অম পুরোহিতের উন্নেশ নবম ও দশম মণ্ডলের অনেক ক্ষানে পাঁওয়া বার।

୩ । ମେଇ ଅଞ୍ଚିପକ୍ଷୀର ନୟାୟ ମୁକ୍ତ ଆଶ୍ୟା କରେଲ । ତିଲି ଦୌଷିଶୀଳ ଅନ୍ନ ଦାତା, ଶବସହକାରେ ବନ୍ଦାହ କରେଲ, ଜଳ ଧାରନ କରେଲ, ମୁଖେ କରିଯାଇବ୍ୟ ବହୁ କରେଲ, ଆଲୋକେ ଦ୍ୱାରା ରହୁ ହିଯା ଆଛେଲ, ତୋହାର କାର୍ଯ୍ୟ ସହୁ, ଆପନାର ସାଇବାର ପଥକେ ତିନି ରଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣ କରିଯା ଯାଏନ । ମେଇ ଅଞ୍ଚିକେ ତୋମରା ଶ୍ଵବ କର ।

୪ । ହେ ଜ୍ରାରହିତ ଅଗ୍ନି ! ଯଥମ ତୁ ମି ଦାହ କରିତେ ଥାକ, ତଥମ ବାୟୁଗାମ ଆସିଯା ତୋମାର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିକେ ଅବସ୍ଥିତ ହୟ, ତଜ୍ଜପ ଅବିଚଲିତ ପୁରୋହିଗତିଶ, ସଜ୍ଜେପିଲକେ ଶ୍ଵବ କରିତେ କରିତେ ତୋମାକେ ବେଷ୍ଟନ କରିଯା ଦଶ୍ରାମ୍ଭାମ ହୟ, ତଥନ ତୁ ମି ତିନ ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କର, ବଳ ଏକାଶ କର, ଉତ୍ସତ ଗମନ କର, ପୁଣ୍ୟ-ହିତେରା ଯୋଜାନିଗେର ମତ କୋଲାହଳ କରିତେ ଥାକେ ।

୫ । ମେଇ ଅଞ୍ଚି ମର୍ବାପେକ୍ଷା ଶଦ କରେଲ । ଯାହାରା ମଶଦେ ଶ୍ଵବ କରେ, ତିଲି ତୋହାଦେର ବଞ୍ଚି । ତିନି ଗ୍ରୂଡୁ, ଶକ୍ତ ନିକଟେ ପାଇଲେ ବିମାଶ କରେଲ । ଅଞ୍ଚି ଶ୍ଵବକାରୀନିଗକେ ରଙ୍ଗ କରନ, ବିଦ୍ୱାନ୍ତିନିଗକେ ରଙ୍ଗ କରନ । ତୋହାନିଗକେ ଏବଂ ଆମାନିଗକେ ଆଶ୍ୟ ଦିନ ।

୬ । ହେ ଉତ୍କଳ ପିତାର ମନ୍ତ୍ରାନ୍ତ ! ଅଗ୍ନିର ତୁଳ୍ୟ ଅନ୍ନବାନ୍ତ କେବେ ନାହିଁ, ତିନି ବଲବାନ୍ତ ସର୍ବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ବିପଦେର ସମୟ ଧୂର୍ଧରାଣପୂର୍ବକ ରକ୍ଷାର କମେ । ମେଇ ଜାତବେଦୀ ଅଞ୍ଚିକେ ଉତ୍ସାହପୂର୍ବକ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ସଜ୍ଜ ମାମହୀ ଦାଁଁଓ ଏବଂ ଶୌତ୍ର ଶ୍ଵବ କରିବାର ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେ ।

୭ । ବିଦ୍ୱାନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଧ୍ୟକ୍ଷ ମନୁଷ୍ୟଗଣ ଅଞ୍ଚିକେ ଏଇନ୍ଦ୍ରପ ଶ୍ଵବ କରେଲ ଯେ, ଅଞ୍ଚି ବନ୍ଦୁ ଏବଂ ବଲେର ପୁତ୍ରପଲୁପ । ଯାହାରା ଯଜ୍ଞମୁଠୀନ କରେଲ, ବଞ୍ଚିର ନୟାୟ ତୋହାରା ଅଞ୍ଚିର କୃପାୟ ତୃପ୍ତିଲାଭ କରେଲ । ତୋହାରା ଯୋତିଷ୍ୟ ଏହ ଅକ୍ଷତାନ୍ତିର ମ୍ୟାର ନିଜ ତେଜେ ମନୁଷ୍ୟନିଗକେ ପରାଭବ କରେଲ ।

୮ । ହେ ବଲେର ପୁତ୍ର ! ହେ ବଲବାନ ଅଞ୍ଚି ! ଆମି ଉପସ୍ତ୍ର, ସିଙ୍କିଦାତା ଆମାର ଶ୍ଵବବାକ୍ତ ତୋମାକେ ଏଇ ନଗ ଶ୍ଵବ କରିତେହେ । ତୋମାକେ ଶ୍ଵବ କରି, ତୋମାର କୃପାୟ ଅତି ଦୌର୍ବ୍ୟ ହେ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରାନ୍ତ ସନ୍ତ୍ତି ସମ୍ପଦ ହେ ।

୯ । ହଞ୍ଚିହ୍ୟ ନାମକ ଋଷିର ପୁତ୍ର ଉପସ୍ତ୍ରତଗଣ ତୋମାକେ ଏଇ କଥା ବଲିଲେନ । ତୋହାନିଗକେ ଏବଂ ଶ୍ଵବକାରୀ ବିଦ୍ୱାନନିଗକେ ରଙ୍ଗ କର । ତୋହାରା ସଥି ଏହି ବାକ୍ୟେ ଏବଂ ମମୋ ମମ : ଏହି ବାକ୍ୟେ ଶ୍ଵବ କରିଯା ଉଠିଲେନ ।

১১৬ পৃষ্ঠা

ইন্দ্র দেবতা । অধিষ্ঠিত খণ্ড ।

১। হে বলবানদিগের অগ্রগণ্য ইন্দ্র ! অভূত বললাভের জন্য সৌম
পান কর ; হন্তকে বধ করিবার জন্য সোমপান কর । ধন ও অন্নের জন্য
তোমাকে ভাক্ষ হইতেছে, পান কর । মধু পান কর ; তৃণি লাভ করিয়া
হৃষ্টি বর্ণ কর ।

২। হে ইন্দ্র ! এই সৌম অস্তুত করা হইয়াছে, ইহার সঙ্গে আহাৰীৰ
জ্বর্য আছে, সৌম ক্ষরিত হইতেছে, ইহার সারভাগ পান কর । কল্যাণদাম
কর, মনে মনে আনন্দলাভ কর, ধন ও সৌভাগ্যদামের জন্য উচ্চু থ হও ।

৩। হে ইন্দ্র ! স্বর্ণের সৌম তোমাকে মন্ত ককক ; পৃথিবীশু মনুষা-
দিগের মধ্যে যাহা অস্তুত হয়, তাহাত মন্ত ককক । যাহা দ্বাৱা ধনদান কর,
সেই সৌম মন্ত ককক । যাহা দ্বাৱা শক্রনাশ কর, তাহা মন্ত ককক ।

৪। ইন্দ্র ইহলোক ও পরলোক উভয় স্থানেই দৃঢ়, তিনি সর্বত্রগামী,
তিনি হৃষ্টিবৰ্ষণকারী । আঁমরা সৌমস্বরূপ আহাৰীৰ জ্বর্য চতুর্দিকে সেচন
করিয়াছি, দুই ঘোটকের দ্বাৱা তিনি তাহার নিকটে গমন কৰন । হে শক্র
জিধুকারী ! মধুতুল্য সৌম গোচরণের উপর আবজ্জ্বিত (চালা) হইয়াছে,
পরিপূর্ণ রাথ হইয়াছে । ব্ৰহ্মের ন্যায় বলপ্রকাশপূর্বক যজ্ঞের শক্রদিগকে
বিনাশ কর ।

৫। মুড়ীকৃ অস্তুসকল অদৰ্শনপূর্বক রাক্ষসদিগকে ছুঁথিশায়ী কর,
তুঃসি ভীমযুক্তি, তোমাকে বলকর ও উৎসাহকর এই সৌম দিতেছি । শক্র-
দিগের অভিমুখীন হইয়া কোলাহলময় যুদ্ধমধ্যে তাহাদিগকে হেদন কর ।

৬। হে অভু ইন্দ্র ! অম বিস্তার কর, শক্রদিগের প্রতি আপনার
অধিক্ষিত প্রভাব ও ধন্ব বিস্তার কর, আমাদিগের প্রতি অমুকুল হইয়া হৃক্ষি
লাভ কর । শক্রদিগের লিকট পরাভব প্রাপ্ত না হইয়া নিজ বলের দ্বাৱা
শক্তীৱাকে হৃক্ষিযুক্ত কর ।

৭। হে বৰশালী ! এই যজ্ঞসামগ্ৰী তোমাকে উপচৰ্চকম দিলাই । হে
সমুট ! কুপিত না হইয়া প্ৰহণ কর । হে ধনশালী ইন্দ্র ! তোমার জন্য

সোম প্রস্তুত হইয়াছে, তোমার জন্য আহাৰ পাক কৰা হইয়াছে, এই সমস্ত
অব্য তোমার নিকট যাইতেছে, পাল তোজন কৰ।

৮। হে ইন্দ্র! এই সমস্ত যজ্ঞমামগী তোমার নিকট যাইতেছে,
আহাৰেৰ যে অব্য পাক কৰা হইয়াছে, তাৰা এবং সোম, উভয়ই তোজন
কৰ। অন্ন লইয়া তোমাকে আহাৰাৰ্থ বিষদ্বেগ কৰিতেছি। যজ্ঞমামেৰ ঘৰে
বাসনাগুলি সফল হউক।

৯। ইন্দ্র ও অমিৰ অতি সুরচিত স্ব প্ৰেৱণ কৰিতেছি। স্ব-
মন্ত্ৰেৰ দ্বাৰা আমি যেন সমুদ্রে লৌকা ভাসাইলাম। দেবতাৰা পুৱেহিত-
দিগেৰ ন্যায় পৰিচৰ্যা কৰিতেছেন, তাহাৰা আৰাদিগেৰ শক্তি উচ্চুম্ভ-
পূৰ্বক আমাদিগেৰকে ধৰ দাল কৰিতেছেন।

১১৭ পৃষ্ঠা।

দান দেখতা। তিঙ্গু খণ্ড(১)।

১। দেবতাৰা যে কৃধাৰ স্থান কৰিয়াছেন, সেই কৃধা প্ৰাণমানিনী।
আহাৰ কৰিলেও মৃত্যুৰ নিকট অব্যাহতি নাই। কিন্তু দাতাৰ ধৰ হৃৎস হয়
ন। অদাতাৰকে কেহই সুখী কৰে ন।

২। যখন কোন কৃধাতুৰ ব্যক্তি যাত্রা রব কৰিতে কৰিতে উপহিত
হয় এবং অন্ন ভিক্ষা কৰে, তখন যে অৱবান্দ হইয়াও ছন্দৰ কঠিন কৰিয়া
যাবে এবং অগ্রে নিজে তোজন কৰে, তাহাকে কেহ কথন সুখী কৰে ন।

৩। কোন কৃশ ব্যক্তি অন্নলোভে আমিয়া ভিক্ষা কৰিলে, যিনি অন্ন
দান কৰেন, তিনি তোজ, অৰ্থাৎ দাতা। তাহাৰ সম্পূৰ্ণ যজ্ঞফল লাভ হৈয়,
শক্রগণেৰ মধ্যেও তিনি মিত্র লাভ কৰেন।

৪। এক সঙ্গেৰ সঙ্গী যদি নিকটে আমেন, তবে যে ব্যক্তি বন্ধু হইয়া
তাহাকে অন্ন দাল না কৰে, সে বন্ধুই নয়। তাহাৰ নিকট হইতে চলিয়া
যাবত্যাই উচিত। তাহাৰ গৃহ গৃহই নয়। তথম উচিত, অন্য কোন
ধৰ্মাচ্য দাতাৰ্ব্যক্তিৰ নিকট গমন কৰ।

(১) এই স্তুতি দান সহকে। ইহাতে কতকগুলি শক্ত বচ কৰিয়াছো।

৫। যাঁচককে অবশ্য ধন দাঁন করিবে। সেই দাতাব্যক্তি অতি দীর্ঘ পথ প্রাপ্ত হয়। রথের চক্র যেমন উর্ধ্বাখণ্ডাবে ঘূর্ণিত হয়, তজ্জপ ধন কখন এক ব্যক্তির মিকট, কখন অপর ব্যক্তির লিকট গমন করে, অর্থাৎ এক ষাঁচে চিরকাল ধাঁচে না।

৬। যাহার মন উদার নহে, তাহার শিথ্যা তোজন করা। বলিতে কি, তাহার তোজন তাহার মৃত্যু স্বরূপ। সে দেবতাকেও দেয় না, বন্ধুকেও দেয় না। যে কেবল নিজে ভোজন করে, তাহার কেবল পাপই ভোজন করা হয়।

৭। লাঙ্গল কৃষিকার্য করিয়া অপ্র প্রস্তুত করে, সে আপন পথে গমন করিয়া আপনার ক্রিয়াছাঁরা শস্য উৎপাদন করে। পুরোহিত যদি বিদ্বান্ন হয়, তবে সে মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তজ্জপ দাতাব্যক্তি অদাতার উপরিবর্ত্তী।

৮। যাহার এক অংশমাত্র সম্পত্তি থাক, সে দুই অংশ সম্পত্তির অধিকারীকে উপাসনা করে, যাহার দুই অংশ আছে, সে তিনি অংশ, বিশিষ্টের পঞ্চাদ্বয়ী হয়। চতুরৎশবান্ন আবার উহাদিগের উপরে স্থান অগ্রহ করেন। এইজন অগ্র পঞ্চাদ্বয়ীবে শ্রেণীবদ্ধ আছে। অল্প ধনে অধিক ধনীর উপাসনা করে।

৯। আমাদিগের দুইহস্ত পঞ্চস্পর সমানাকৃতি বটে, কিন্তু ধারণক্ষমতা সমান নহে। দুটি গুণ্ডী একমাত্র উদরে জন্মগ্রহণ করিলেও সমান দুঃখ দেয় না। দুই ব্যক্তি যদক ভাতা ইলেও উহাদিগের পরাক্রম সমান হয় না। দুই জনে এক বংশের সন্তান হইয়াও সমান দাতা হয় না।

• ১১৮ পৃষ্ঠা ।

রংকসব্ধকারী অশ্বি দেবতা। উন্নক্ষয় ঋবি।

১। হে পবিত্র ব্রতধারী অশ্বি ! মুশাদিগের মধ্যে তুমি আপন ষাণে দৌশিষাণ হও। শক্তকে বধ কর।

২। ক্রচ নাথক যজগাতে তোমার প্রতি উত্তোলন করা হইয়াছে, তোমাকে উত্তম আভূতি দেওয়া হইয়াছে। তুমি উৎকৃষ্ট স্বতের প্রতি কঢ়ি-বিশিষ্ট হও।

୩ । ଅଗ୍ନିକେ ଆହାରନ କରା ହିଁଯାଛେ । ତିନି ବାକ୍ୟାହାରୀ ଶ୍ଵର କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ । ତିନି ଦୀଣି ପାଇତେହେଲେ । ସକଳ ଦେବତାର ଅଗ୍ରେ ତୋହାକେ ଝର୍ଣ୍ଣାରୀ ଘୁର୍ତ୍ତାନ୍ତକ କରା ହିଁତେହେ ।

୪ । ଅଗ୍ନିତେ ଆହୁତି ଦେଓଯା ହିଁଲ, ତୋହାର ଦେହ ଘୁର୍ମୟ ହିଁଲ, ତିନି ଦୀପ୍ୟମାନ ଓ ମୁନ୍ୟକ୍ଷ ଆଲୋକଯୁକ୍ତ ହିଁଲେବ, ତିନି ଘୁର୍ତ୍ତାନ୍ତ ହିଁଲେ ।

୫ । ହେ ଅଗ୍ନି ! ତୁ ଥି ଦେବାଦିଗେର ନିକଟ ହୋମେର ଜ୍ଞାନ ବହମ କର, ଶ୍ଵର କରିଲେ, ତୁ ଥି ପ୍ରଜ୍ଞାଲିତ ହେ । ଏତୋଦୂଶ ତୋମାଙ୍କେ ମୁଦ୍ୟୋରୀ ଆହାରନ କରିତେହେ ।

୬ । ହେ ମରଣଧର୍ମଶୀଲ ମହାଗଣ ! ମେଇ ଅଗ୍ନି ଅଗ୍ର, ଦୁର୍କ୍ଷର୍ଷ ଏବଂ ଘୁର୍ହେର ହାମୀ । ଘୁର୍ତ୍ତାରୀ ତୋହାର ପୂଜା କର ।

୭ । ହେ ଅଗ୍ନି ! ଦୁର୍କ୍ଷର୍ଷ ତେଜେର ଦ୍ୱାରା ତୁ ଥି ରାଜସକେ ଦନ୍ତ କର । ସଞ୍ଜେର ରକ୍ଷକନ୍ଦରପ ହିଁଯା ଦୀଣି ଧାରଣ କର ।

୮ । ହେ ଅଗ୍ନି ! ତୋମାର ସ୍ଵଭାବମିଳିତ ତେଜଃ ପ୍ରଯୋଗ କରିଯା ରାଜସୀ-ଲିଙ୍ଗକେ ଦନ୍ତ କର । ତୋମାର ସେ ସକଳ ପ୍ରଶନ୍ତ ଶ୍ଵାନ ଆହେ, ତଥାଯ ଅବହିତି-ପୂର୍ବକ ଦୀଣି ଧାରଣ କର ।

୯ । ମୁୟ ଜାତିର ମଧ୍ୟେ ତୋମାର ତୁଳ୍ୟ ଯଜ୍ଞକର୍ତ୍ତୀ କେହ ନାହିଁ; ତୋମାର ନିବାସଚାନ ଅତି ଚମ୍ପକାର; ତୁ ଥି ହବ୍ୟ ବହମ କର, ଏତୋଦୂଶ ତୋମାଙ୍କେ ଶ୍ଵର ମହକାରେ ପ୍ରଜ୍ଞାଲିତ କର । ହିଁଯାଛେ ।

୧୧୯ ପୃଷ୍ଠା ।

ଲେଖକୀ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା । ତିନିଇ ଖ୍ରି ।

୧ । ଆମାର ମାନସଇ ଏହି ଯେ, ଗୋ, ଅଶ୍ଵ ଦାନ କରି । ଆସି ଅମେକ ବାର୍ତ୍ତ ମୋଯ ପାନ କରିଯାଛି ।

୨ । ଯେମନ ବାୟୁ ସ୍ଵକ୍ଷକେ କଞ୍ଚିତ ଓ ଉତ୍ସମିତ କରେ, ତଞ୍ଚପ ମୋରମ ଆମା-କର୍ତ୍ତ୍ଵ ପୌତ ହିଁଯା ଆମାଙ୍କେ ଉତ୍ସମିତ କରିଯାଛେ । ଆସି ଆଲୋକ ବାର, ଇତ୍ୟାଦି ।

୩ । ଯେକଥିଲେ ଶ୍ରୀୟଗାମୀ ଘୋଟକେରା ରଥକେ ଉତ୍ସମିତ କରିଯା ରାଥେ, ତଞ୍ଚପ ମୋରମଙ୍ଗଳି ଆମାକର୍ତ୍ତ୍ଵ ପୌତ ହିଁଯା ଆମାଙ୍କେ ଉତ୍ସମିତ କରିଯା ରାଧିରାହେ । ଆସି ଅମେକ ବାର ଇତ୍ୟାଦି ।

৪। যেকপ গাত্তি হস্তারবে বৎসের অতি যাই, তজ্জপ স্তব আমার দিকে আসিতছে। আমি অনেক বার, ইত্যাদি।

৫। যেকপ তষ্ঠা (চুতার) রথের উপরিভাগ নির্মাণ করে, তজ্জপ আমি মনে মনে স্তব রচনা করিয়াছি, অর্থাৎ স্তোত্তর মনে উদয় করিয়াদি। আমি অনেক বার, ইত্যাদি।

৬। পঞ্চজনপদের যে মন্ত্র আছে, তাহারা কেহ কখন আমার দৃষ্টি অভিক্রম করিতে পারেনা। আমি অনেক বার, ইত্যাদি।

৭। দুই দ্যাবাপৃথিবী মিলিত হইয়া আমার এক পার্শ্বেরও সমান হইবেক না। আমি অনেক বার, ইত্যাদি।

৮। আমার মহিমা স্বর্গস্থোককে এবং এই বিশ্বীর পৃথিবীকে অভিক্রম করে। আমি অনেকবার ইত্যাদি।

৯। আমার একপ ক্ষমতায়ে, যে যদি বল, তবে এই পথিবীকে একস্থান হইতে অন্য স্থানে সরাইয়া রাখিতে পারি। আমি অনেক বার, ইত্যাদি।

১০। এই পৃথিবীকে আমি দন্ত করিতে পারি। যে স্থান বল সেস্থান ধূস করিতে পারি। আমি অনেক বার, ইত্যাদি।

১১। আমার এক পার্শ্বদেশ আকাশে আছে, আর এক পার্শ্বদেশ মৌচের দিকে, অর্থাৎ পৃথিবীতে রাখিয়াছি। আমি অনেক বার, ইত্যাদি।

১২। আমি মহত্ত্বের মহৎ আমি আকাশের দিকে উঠিয়াছি। আমি অনেকবার ইত্যাদি।

১৩। আমাকে স্তব করে, আমি দেবতাদিগের নিকট হ্ব্য বহন করি, এবং স্বয়ং হ্ব্য প্রহণপূর্বক চলিয়া যাই। আমি অনেক বার, ইত্যাদি।

সপ্তম অধ্যায়।

১২০ সূক্ত।

ইন্দ্র দেতো। রাহস্যিক আবি।

১। যাহা হইতে জোতির্ময় সূর্য জন্মিয়াছেন, তিনিই সর্বাপেক্ষা জ্যেষ্ঠ, অর্থাৎ বয়োধিক ছিলেন, অর্থাৎ তাহার পুরো কেহ ছিল না। তিনি জন্মিবামাত্র তৎক্ষণাৎ শক্ত ধূম করেন। তাবৎ দেবতা তাহাকে অভিনন্দন করে।

২। মেই অতি তেজস্বী শক্তনিষ্ঠনকারী ইন্দ্র বিশিষ্ট বলে বলী হইয়া দাসজাতির হৃদয় ভয় সঞ্চার করিয়া দেল। ছাবর, অঙ্গম, সর্বভূতকে তুমি সৌম পানের আনন্দে মুখ্যী কর, তাহাদিগকে শোধন কর; তথাম তাহারা তোমাকে স্তব করে।

৩। দেবতাদিগের তৃণ সম্পাদনকারী যজমানগণ যথম এক হইতে দুই হয়, (অর্থাৎ দারপরিপ্রহ করে), পরে যথম তিনি হয়, (অর্থাৎ সন্তান উৎপাদন করে), তখন তোমার উপরেই সকল যজ্ঞ কার্য সমাপন করে, অর্থাৎ তুমি অহিলে যজ্ঞ হয় না। যাহা মুস্তান্ত আছে, তাহার সহিত তদন্তেক্ষণ আরো মুস্তান্ত বস্ত্র তুমি মিলন করিয়া দাও। এই চয়েকার যে অধু আছে, তাহার সহিত আরো অধু মিলন কর। (অর্থাৎ সোভাগ্যের উপর আরো সোভাগ্য বিধান কর)।

৪। সোম পানপূর্বক যত্ন হইয়া তুমি যথম ধন জয় কর, তথাম ক্ষেত্রাগণও সেই সঙ্গে সোমপানমদে যত্ন হয়। হে দুর্বৰ্ষ! অটল তেঃঅ অদর্শন কর। দুঃসাহসিক রাঙ্কসেরা তোমাকে যেন পর্যাতব করিতে ন পারে।

৫। হে ইন্দ্র! তোমার সহায়তা পাইয়া আমরা যুক্তে বিলক্ষণ শক্ত লিপাত করি; আমরা যেন যুক্ত করিবার উপযুক্ত বিস্তর শক্তির সাম্মাং পাই,

স্তববাক্য উচ্চারণপূর্বক তোমার অন্তর্শন্ত্রকে উৎসাহিত করিতেছি।
বেদবাক্যস্থারা তোমার তেজঃ তৌক্ষু করিয়া দিতেছি।

৬। সেই ইন্দ্রকে স্তব করি, যিনি স্তবের যোগা, যাহার মূর্তি মামা,
যাঁহার দীপ্তি চরংকার, যাঁহার তুল্য প্রভু নাই, যিনি সকল আশীর্যের প্রেষ
আঁশুীয়। তিনি ক্ষমতাবলে সপ্তদ্বারবকে বিদীর্ণ করেন, বিশ্বর প্রতি-
দ্বন্দ্বীকে পরাঞ্জব করেন।

৭। হে ইন্দ্র ! তুমি যে গৃহে আপনার আশ্রম দান করিয়াছ, তথ্য
পার্থিব ও দিব্য তুই একার সম্পত্তি সংস্থাপন করিয়াছ। সর্বভূতের
নির্মাণকারিণী দ্যাবাপুর্থিবী যখন চঞ্চল হয়, তখন তুমিই তাহাদিগকে
মুক্তির বর। সেই উপলক্ষে মানী কার্য তোমাকে করিতে হয়।

৮। খবিৰ্ণেষ্ট হৃহদিব স্বর্গ লাভের অভিনাশী হইয়। ইন্দ্রের উদ্দেশে
এই সকল প্রীতিকর বেদবাক্য পড়িতেছেন। সেই দীপ্তিশালী ইন্দ্র হৃহৎ
পর্বতকে অপসারিত করেন এবং শক্তর অশেষ স্থার উদয়াটম করেন।

৯। অথর্বার সন্তান মহামতি হৃহদিব ইন্দ্রকে উদ্দেশ করিয়া আপনার
স্তব পাঠ করিলেন। পৃথিবীত নির্মল নদীগণ জল প্রবাহিত করিতেছে এবং
অমন্দারা প্রজা লোকের কল্যাণ বর্জন করিতেছে।

১২১ সূক্ত।^০

“ক” এই নামধারী প্রজাপতি দেবতা। হিরণ্যগত বিষ(১)।

১। সর্ব অথমে কেবল হিরণ্যগত ই বিদ্যমান ছিলেন। তিনি জ্ঞাত
মাত্রই সর্বভূতের অবিভীত অধীশ্বর ছিলেন। তিনি এই পৃথিবী ও

(১) এই “ক” অক্ষরটা প্রস্তুত পক্ষে প্রজাপতির নাম নহে। কোনু দেবকে (কট্যে
দেবায়) পূজা করিতে হইবে, তাৰাই খণ্ডের খবি জ্ঞানা করিয়াছেন এবং যতদুর
পৃথিবীতেছেন তাৰার উপর দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। খণ্ডের অনেক পরের সময়ের
উপাসকগণ এই “ক” অক্ষরটাকেই দেব বলিয়া গ্ৰহণ কৰিয়াছেন। খণ্ডের অনেক
সহল বাক্যের এইজন বিৰুদ্ধ অৰ্থ কৰিয়া বেদেৱ ব্রাহ্মণ, প্রভৃতি পুনৰুক্তি পুণ কৰা
হইয়াছে। (See Preface to Max Muller's edition of the *Big Veda Sankhitā*
1856), vol. III, part VIII.) এই ১২১ সূক্তটীভে প্রজাপতি বা হিরণ্যগত নামে
এক সৃষ্টিকৰ্ত্তাৰ অনুভৰ প্রকাশিত হইতেছে। এ সূক্তটী অপেক্ষাকৃত জ্ঞানিক।

আকাশকে স্থানে স্থাপিত করিলেন। কোনু দেবতাকে হ্বয়দ্বাৰা পূজা কৰিব ? ।

২। যিনি জীবাত্মা দিয়াছেন, বল দিয়াছেন, যাহাত আজ্ঞা সকল দেবতাৰা মান্য কৰে। যাহার ছায়া অস্তুষ্টুৱপ, মৃতু যাত্তার বশতাপম। কোনু দেবতাকে হ্বয়দ্বাৰা পূজা কৰিব ? ।

৩। যিনি মিজ মহিমাদ্বাৰা যাবতীয় দৰ্শনেজ্জিয়সম্পূৰ্ণ গতিশক্তি-মুক্ত জীবদিগের অবিতীয় বাজা হইয়াছেন, যিনি এই সকল দ্বিপদ চতুষ্পদেৰ প্রভু। কোনু দেবতাকে হ্বয়দ্বাৰা পূজা কৰিব ? ।

৪। যাহার মহিমাদ্বাৰা এই সকল হিমাচল পর্বত উৎপন্ন হইয়াছে(২), সমাগৰা ধৰা যাহারই স্তুতি বলিয়া উল্লিখিত হয়, এই সকল দিক বিনিক যাহার বাহুষ্টুৱপ। কোনু দেবতাকে হ্বয়দ্বাৰা পূজা কৰিব ? ।

৫। এই সমুদ্রত আকাশ ও এই পৃথিবীকে যিনি স্থানে দৃঢ়কল্পে স্থাপন কৰিয়াছেন, যিনি স্বর্গলোক ও নাগলোককে(৩) স্তুতি কৰিয়া রাখিয়াছেন, যিনি উত্তরীকলোক পতিমাণ কৰিয়াছেন। কোনু দেবকে হ্বয়দ্বাৰা পূজা কৰিব ? ।

৬। দ্যাবাপৃথিবী সশব্দে যাহাকৰ্ত্তক স্তুতি ও উল্লাসিত হইয়াছিল, এবং সেই দীপ্তিশীল দ্যাবাপৃথিবী যাহাকে ম.ন মনে মহিমাবিত বলিয়া বুঝাতে পারিল, যাহাকে আশ্রয় কৰিয়া সূর্য উদয় ও দীপ্তিযুক্ত হয়েন। কোনু দেবকে হ্বয়দ্বাৰা পূজা কৰিব ? ।

৭। ভূরি পত্ৰিমাণ জল সমস্ত বিশ্বভূবম আচ্ছ কৰিয়াছিল, তাহারা গৰ্ভ ধাৰণপূৰ্বক অগ্নিকে উৎপন্ন কৰিল; তাহা হইতে, দেবতাদিগের এক মাত্ৰ প্রাণস্বৰূপ দিনি, তিনি আবিড়ত হইলেন। কোনু দেবকে হ্বয়দ্বাৰা পূজা কৰিব ? ।

(২) মূলে “হিমবন্তঃ” আছে।—“Snowy Mountains.”—*Max Muller.*

(৩) মূলে “সঃ” এবং “নঃ” এই শব্দ আছে। “He through whom the heaven was established,—say, the highest heaven.”—*Max Muller.*

୮ । ସଥଳ ଜଳଗଣ ବଳ ଧାରଣପୂର୍ବକ ଅଶ୍ଵିକେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଲା, ତଥାନ ଯିନି ନିଜ ମହିମାଦ୍ୱାରା ମେହି ଜଳେର ଉପରେ ସର୍ବଭାଗେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଯାଇଲେନ, ଯିନି ଦେବତାଦିଗେର ଉପର ଆଦିତୀଯ ଦେବତା ହଇଲେନ । କୋନ୍ତୁ ଦେବକେ ହ୍ୟ-
ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କରିବ ? ।

୯ । ଯିନି ପୃଥିବୀର ଜଗନ୍ନାଥ, ଯାହାର ଧାରଣକ୍ଷମତା ସଥାର୍ଥ, ଅର୍ଥାତ୍
ଅପ୍ରତିହତ, ଯିନି ଆକାଶକେ ଜଗ୍ମା ଦିଲେନ, ଯିନି ଆନନ୍ଦବର୍ଜନକାରୀ ଭୂରି
ପରିମାଣ ଜଳ ସ୍ଥଟି କରିଯାଇଛେ ତିନି ଯେବେ ଆମାଦିଗକେ ହିଁସୀ ନୀ କରେନ ।
କୋନ୍ତୁ ଦେବକେ ହ୍ୟଦ୍ୱାରା ପୂଜା କରିବ ? ।

୧୦ । ହେ ପ୍ରଜାପ୍ରତି ! ତୁ ମି ବ୍ୟତୀତ ଅମ୍ବ ଆର କେହ ଏହି ସମସ୍ତ ଉତ୍ପନ୍ନ
ବଞ୍ଚକେ ଆୟତ୍ତ କରିଯା ରାଖିତେ ପାରେ ନାହିଁ । ଯେ କାମନାତେ ଆମରୀ ତୋମାର
ହୋମ କରିତେଛି, ତାହା ଯେବେ ଆମାଦିଗେର ସିନ୍ଧ ହୁଏ, ଆମରୀ ଯେମେ ଧଳେର ଅଧି-
ପତି ହୁଏ ।

:୧୨ ଶ୍ଲେଷ ।

ଅଶ୍ଵ ଦେବତା । ଚିତ୍ରମହା ଋବି ।

୧ । ଅଶ୍ଵିର ବିଚିତ୍ର ତେଜ, ତିନି ପୂର୍ବ୍ୟର ତୁଳ୍ୟ, ବୃଦ୍ଧିଯ, ମୁଖକର ଏବଂ
ପ୍ରେମାଙ୍ଗନ ଅତିଧିର ନ୍ୟାୟ । ତୋହାକେ ସ୍ତବ କରି । ଯାହାରୀ ଦୁର୍ଘାଟାରୀ
ସଂସାରକେ ଧାରଣ କରେ ଏବଂ କ୍ଲେଶ ନିବାରଣ କରେ, ତିନି ମେହି ଗାଁଭୋ ଓ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ
ବଳ ଦ୍ୱାରା କରେନ । ତିନି ହୋତା ଓ ଗୃହେର ସ୍ଵାମୀ ।

୨ । ହେ ଅଶ୍ଵ ! ତୁ ମି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହଇଯା ଆମାର ଶ୍ଵବେର ପ୍ରତି କରିଯୁଥିଲୁ ହୁଏ,
ହେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟକର୍ମକାରୀ ! ତୁ ମି ଯାହା ଜୀବିବାର ଆହେ, ସକଳି ଜୀବ । ତୁ ମି ଯୁଗ-
ଛୁତି ଆଶ୍ରମ ହଇଯା ତୋତାକେ ଗାନ କରିତେ କହ, ତୋମାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା
ପରିଚ୍ୟ ଅଳ୍ପାଳ୍ପ ଦେବତା ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରେନ ।

୩ । ହେ ଅଶ୍ଵ ! ତୁ ମି ଅମର । ତୁ ମି ସର୍ବଦ୍ୱାନେ ଗତିବିଧି କରିଯା ଉତ୍ତମ
କର୍ମକାରୀ ଦାତାବ; କ୍ରିକେ ଦାନ କର ଏବଂ ପୂଜା ଅହଣ କର । ଯେ ତୋମାକେ
ଯତ୍କାଣ୍ଠ ଦ୍ୱାରା ସଂବର୍ଜନୀ କରେ, ତାହାର ନିକଟେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମଞ୍ଚତି ଓ
ମନ୍ତ୍ରାଲମନ୍ତ୍ରତି ଉପଚୌକନ ଲାଇଯା ଯାଓ ।

୫ । ସଜ୍ଜ ସାମଗ୍ରୀମଳ୍ପର ସଜ୍ଜିଗଣ ମଧ୍ୟ ଅଶ୍ଵର ଶାମୀ ଅଗ୍ନିକେ ଶ୍ଵର କରି-
ତେହେ; ମେହି ଅଗ୍ନି ଯଜ୍ଞେର ଧ୍ୱାନକୁଳ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୋହିତ, ତିନି ମୃତ୍ୟୁକୁତି
ଆଶ ହଇଯା କାମଳା ଶ୍ରୀବନ୍ଦନାକ ଅଭିନିଷିତ ଫଳ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କରେନ ଏବଂ ଦାତା-
ସଜ୍ଜିକେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବଳ ଦାଲ କରେନ ।

୬ । ହେ ଅଗ୍ନି ! ତୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନେଷ୍ଠ ଆଶ୍ରମୀ ଦୂର । ଅମରତ୍ତ ଲାଭେତୁ ଅନ୍ୟ
ତୋମାକେ ଆହ୍ଵାନ କରିତେହି, ତୁ ମୁଁ ଆନନ୍ଦକର । ଦାତାର ଗୃହେ ମର୍ଦଗଣ ତୋମାକେ
ମୁଶୋଭିତ କରେ । ଭୂଷଣନେବା ଶ୍ଵରେ ଦାତା ତୋମାର ଓଜ୍ଜ୍ଵଳ ବର୍ଜମ କରିଲ ।

୭ । ହେ ଅଗ୍ନି ! ତୋମାର କର୍ମ ଚମ୍ପକାର । ଯେ ଯଜମାନ ସଜ୍ଜାମୁଠାମେ ରତ
ହୁଁ, ତାହାର ଅନ୍ୟ ତୁ ମୁଁ ସଜ୍ଜକୁଳ ପ୍ରାଚୀ ଛନ୍ଦନାଯିନୀ ବିଶ୍ଵପାଳନକାରୀଗୀ ଗାୟତ୍ରୀ
ହଇତେ ସଜ୍ଜଫଳ ଦୋହନ କରିଯା ଦାଓ । ତୁ ମୁହିୟତାହିତି ଆଶ ହଇଯା ତିନ ଶାନ
ଆମ୍ଲେକମୟ କର; ତୁ ମୁଁ ସଜ୍ଜଗୃହେ ମର୍ଦତ ଆହ, ମର୍ଦତ ଗମନ କର, ସଂକର୍ମକାରୀର
ଯେ ଆବରଣ, ତାହା ତୋମାତେ ଦୂଷି ହୁଁ ।

୮ । ହେ ଅଗ୍ନି ! ଭୂଷଣନେବା ସଜ୍ଜ ଉପରକେ ଅମ୍ବଳାଲ ଆରଣ୍ୟ କଣ୍ଠେ ଅର୍ପି-
ମଳ୍ପର ତୋମାକେ ଆହ୍ଵାନ କରିତେ ଲାଗିଲ । ସଜ୍ଜମନ୍ଦିଗେର ଗୃହେ ଶ୍ରୀବନ୍ଦନାକ
ପରିମାଣ ଥଳ ସଂଶ୍ଲାପନ କର, ତୋମରୀ ଅନ୍ତି ସତ୍ସତ୍ତାରୀ ଆମାଦିଗକେ ସର୍ବଦା
ରଙ୍ଗିନ କର ।

୧୨୩ ଶ୍ଲଙ୍କ ।

ବେଳ ଦେବତା । ବେଳ ଦ୍ୱାରି ।

୧ । ବେଳ ନାମେ ଯେ ଦେବତା ତିନି(୧), ଜ୍ୟୋତିଃଦାତା ପରିବେଶିତ, ତିନି
ଅନ ନିର୍ମାଣକାରୀ ଆକାଶମଧ୍ୟେ ଶୂର୍ଯ୍ୟକିରଣେର ସନ୍ତୁରୁଷକୁଳ ଅଲିଙ୍ଗାକେ
ପୃଥିବୀତେ ପ୍ରେରଣ କରେନ । ଯଥନ ଶୂର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଜଳେ ମିଳନ ହୁଁ, ତଥେ
ବୁଦ୍ଧିମାନ ଶ୍ଵରକାରୀଗଣ ମେହି ବେଳ ଦେବକେ ବାଲକେର ବ୍ୟାଯ ମାଳା ମିଟେ ବଢ଼ିଲେ
ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ କରେନ ।

(୧) ବୁଦ୍ଧିଦାତା ଆଲୋକମରକୋମନ ଦେବକେ ବେଳ ନାମେ ଏହି ମୂଳେ ଉପାସନା କରା
ହେଉଥିଲେ ।

২ । বেনদেব আকাশস্রূপ সমুদ্র হইতে জলের তরঙ্গ প্রেরণ করিতেছেন, এই কারণে আকাশে সেই উজ্জ্বলমুক্তি বেনদেবের পৃষ্ঠাদেশ দৃষ্ট হইল, জলের যে সমুদ্রত ছান, অর্থাৎ আকাশ, তথাং তিনি দীপ্তি পাই । তাহার পারিষদেরা সর্বজাত্মারণ উৎপত্তিস্থান আকাশকে প্রতিপ্রিত করিল ।

৩। জলগুলি বেনের সহিত একস্থানবস্তো, অর্থাৎ আকাশে থাকে; তাহারা বৎসের মাতা, অর্থাৎ বিদ্যুতের জন্মনীরূপা; তাহারা একস্থানবস্তো বেনের দিকে শব্দ করিতে লাগিল। জলের উপর উৎপত্তিস্থানে, অর্থাৎ আকাশে মধু তুল্য হাস্তিবারির শব্দ উদয় হইয়া বেনকে সংবর্ক্ষণ করিতেছে ।

৪। বৃক্ষিমান স্তব কারীগণ প্রকাণ্ড পশ্চবিশেষের ন্যায় বেনের শব্দ প্রেরণ করিল, তাহাতে তাহারা বৃক্ষপূর্বক তাঁহার রূপ কল্পনা করিল। তাঁহারা বেনকে যজন্মানপূর্বক নদীর ন্যায় প্রভৃতি জন প্রাণু হইল। সেই গন্ধর্বরূপী বেন জলের প্রভু ।

৫। বিদ্যুৎ যেন একটী উচ্চরা, বেন যেৱে তাঁহার উপপত্তি, তিনি যেন বেনকে দেখিয়া ইষৎ হাস্যপূর্বক আলিঙ্গন করিতেছেন। বেন তাঁহার প্রেমাঙ্গাদ নায়কের ন্যায় প্রেয়সীর রতিকামনা পূর্ণ করতঃ সুবর্ণময় পক্ষে উপবেশন, বৎ শয়ন করিলেন ।

৬। হে বেন ! তুমি স্বর্গে উজ্জ্বল একটী পক্ষীর ন্যায়, তোমার দুই পক্ষ সুবর্ণময়, তুমি সর্বলোক শাসনকারী বৰ্কণের দৃত, তুমি জগতের ভরণ-পোষণকারী পক্ষী তুল্য । এতাদৃশ তোমাকে সকলে দর্শন করে এবং মনে মনে তোমার প্রতি প্রীতিভাব ধারণ করে ।

৭। সেই গন্ধর্বরূপী বেন স্বর্ণের উপর প্রদেশে উপতত্ত্বে দণ্ডার-মাল হইলেন। তিনি চতুর্দিকে বিচিৰি অস্ত্রশস্ত্র ধারণ কৰিয়া আছেন, তিনি আপনার অতি সুন্দর মূল্তি আচ্ছাদন কৰিয়াছেন। এই রূপে অনুর্ধ্বত হইয়া তিনি অভিমুক্ত হাস্তিবারি উৎপাদন করিতেছেন ।

৮। বেনদেব অসুরূপী, তিনি নিজকর্ম সাধন কালেঘাঁধের তুল্য দুর্বিল্লারি চক্ষুব্ধারা দৃষ্টি করিতে করিতে আকাশস্রূপ সমুদ্রের দিকে গমন করেন। তিনি শুভ্রবর্ণ আলোকের দ্বারা দীপ্যমাল হয়েন। দীপ্যমাল হইয়া প্রতিপ্রিপু তৃতীয় সৌক্রে, অর্থাৎ আকাশের উপরিভাগ হইতে সর্বলোক বাস্তুত জলের স্ফটি করেন ।

১২৪ স্কৃত।

অগ্নি, প্রভুতি দেবতা। তাহারাই ঋবি।

১। হে অগ্নি! আমাদিগের এই যে যজ্ঞ, যাহার শত্রুক, যজ্ঞাম, প্রভুতি পাঁচ ব্যক্তি নিয়ামক অর্থাৎ অধ্যক্ষ আছেন, যাহার অমুষ্ঠান ভিন্ন প্রকারে হইয়া থাকে, যাহার সাত জন অমুষ্ঠানস্তু আছেন, সেই যজ্ঞের দিকে তুমি আগমন কর। তুমিই আমাদিগের হরিবর্হমকারী ও অগ্রগামী দৃতস্বরূপ। তুমি চির কালই গাঢ় অক্ষকার মধ্যে শয়ন করিয়া থাকে।

২। (অগ্নির উক্তি) — দেবতারা আমাকে প্রার্থনা করেন, সেই মিথিত আমি দীপ্তিহীন অদর্শনের অবস্থা হইতে দীপ্তিশালী অবস্থা প্রাপ্ত হইয়। চতুর্দিশ নিরৌক্ষণ করতঃ অমরত্ব লাভ করি। যথম যজ্ঞ নিরূপজ্ঞবে সম্পন্ন হয়, তখন আমি অদর্শন হইয়া যজ্ঞকে পরিত্যাগ করিয়া যাই। চিরকালের বন্ধুত্ব-“ প্রযুক্ত মিজ উৎপত্তিহীন অরণির মধ্যেই গমন করি।

৩। পৃথিবী ভিত্তি আর এক যে গমন পথ আছে, অর্থাৎ অকাশ, তথাকার যিনি অতিথি, অর্থাৎ সূর্য, আমি তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, অর্থাৎ তাহার বার্ষিক গতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন খতুতে নান্মা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। অমুর দেবগণ পিতৃস্বরূপ, তাহাদিগের শুধোদেশে আমি স্ব উচ্চারণ করিয়া থাকি। যজ্ঞের অযোগ্য অপবিত্র স্থান হইতে আমি যজ্ঞের উপর্যুক্তস্থানে গমন করি।

৪। ঐই যজ্ঞস্থানে আমি অনেক বৎসর ক্ষেপন করিধাচ্ছি। তথায় ইন্দ্রকে বরণ করতঃ আপন পিতা অরণিকে ত্যাগ করি। অর্থাৎ অরণি হইতে নির্গত হই। আমি অদর্শন হওয়াতে অগ্নি ও সোম ও বকগের পতন হইল, বাজ্য বিপর্যস্ত হইল, তখন আমি আসিয়া রক্ষা করি।

৫। আমি আসিলে সেই অমুরগণ শক্তিহীন হইয়া গেল। হে বকণ! তুমি ও আমাকে প্রার্থনা কর। অতএব হে প্রভু! সত্তা হইতে মিথ্যাকে পৃথক করিয়া আমার রাজত্বের আধিপত্য প্রাপ্ত কর!

৬। (অগ্নির বা বকণের উক্তি) — হে সোম! এই দেখ স্বর্গ। ইহা অতি সুন্দর ছিল। এই দেখ আলোক। এই বিস্তীর্ণ আকাশ। হে সোৰ! তুমি

୨ । ହେ ବକଣ ! ହେ ମିତ୍ର ! ହେ ଅର୍ଯ୍ୟମା ! ସାହାତେ ତୋମରୀ ପାପ ହିତେ
ମନୁଷ୍ୟକେ ରକ୍ଷା କର ଏବଂ ଶକ୍ତର ହଣ୍ଡ ହିତେ ଉକ୍ତାର କରିଯା ଦୀଓ, ଆମରା
ତାହାଇ ଆର୍ଥନା କରି ।

୩ । ଏଇ ବକଣ, ମିତ୍ର ଓ ଅର୍ଯ୍ୟମା ରିଚ୍ୟ ଆମାଦିଗକେ ରକ୍ଷା କରିବେନ ।
ହେ ବକଣ ଅଭୃତି ! ଆମାଦିଗକେ ଲଈଯା ଚଳ ; ଲଈଯା ସାଇବାର କାଳେ ପାଇବ କରିଯା
ଦୀଓ ; ପାଇବ କରିବାର କାଳେ ଶକ୍ତର ହଣ୍ଡ ହିତେ ପରିତ୍ରାଣ କର ।

୪ । ହେ ବକଣ, ମିତ୍ର ଓ ଅର୍ଯ୍ୟମା ! ତୋମରୀ ବିଶ୍ୱକେ ରକ୍ଷା କରିଯା ଥାକ,
ତୋମରୀ ମେତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ସମଳିପେ ସମ୍ପାଦନ କର । ତୋମାଦିଗେର ଦ୍ୱାରା
ଆମରା ଶକ୍ତର ହଣ୍ଡ ହିତେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଯା ତୋମାଦିଗେର ନିକଟ ଯେମ ଚର୍ଚ-
କାର ମୁଖ ଆପ୍ନ ହେ ।

୫ । ଆଦିତ୍ୟଗଣ, ବକଣ, ମିତ୍ର ଓ ଅର୍ଯ୍ୟମା ଶକ୍ତଦିଗ୍ରର ହଣ୍ଡ ହିତେ ପାଇ
କରିଯା ଦିନ । ଶକ୍ତର ନିକଟ ପତିତାଳ ପାଇଯା କଲ୍ୟାଣାତ୍ମେର ଜନ୍ୟ ଆମରା
ଉତ୍ସମୂର୍ତ୍ତି କରିଦେବ, ମର୍ମଂଗଣ, ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ଅଞ୍ଚିକେ ଆହ୍ଵାନ କରିତେଛି ।

୬ । ବକଣ, ମିତ୍ର ଓ ଅର୍ଯ୍ୟମା ଇହାରା ପଥ ଦେଖାଇଯା ଲଈଯା ଯାହିତେ ଅତି
ପଟ୍ଟ ; ଇହାରା ପାପଶୁଳି ଅନୁର୍ଧ୍ଵାନ କରିଯା ଦିନ । ମନୁଷ୍ୟବର୍ଗେର ଅଧୀଶ୍ଵର ଐ ସକଳ
ଦେବ ସମ୍ମନ ପାପ ଓ ଶକ୍ତର ହଣ୍ଡ ହିତେ ଆମାଦିଗକେ ଉକ୍ତାର କରିଯା ଦିନ ।

୭ । ବକଣ, ମିତ୍ର ଓ ଅର୍ଯ୍ୟମା ରକ୍ଷା ପୂର୍ବକ ଆମାଦିଗକେ ଶୁଦ୍ଧ କରନ । ଯେ
ମୁଖ ଆମରା ଆର୍ଥନା କରି, ଆଦିତ୍ୟଗଣ ଆମାଦିଗକେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣେ ମେଇ
ମୁଖ ଦିନ, ଶକ୍ତର ହଣ୍ଡ ହିତେ ରକ୍ଷା କରନ ।

୮ । ସଥର ଶୁଭବର୍ଷ ଗାଁତୀର ଚରଣ ବକଳ କରିଯା ରାଖିଯାଇଲି, ତଥର ଯଜ୍ଞ-
ଭାଗଭାଗୀ ବନୁଗଣ ଯେମ ମେଇ ଗାଁତୀକେ ମୋଚନ କରିଯା ଦିଯାଇଲେନ, ତନ୍ଦଗ
ଆମାଦିଗକେ ପାପ ହିତେ ମୁକ୍ତ କର । ହେ ଅଞ୍ଚି ! ଆମାଦିଗକେ ପ୍ରକୃତ ପରମାୟ
ଅନ୍ତାନ କର ।

১২৭ স্কৃত ।

রাত্রি দেবতা । তুলিক ঋষি ।

১। রাত্রিদেবী আগমনপূর্বক চতুর্দিশে বিজ্ঞীর্ণ হইয়াছেন । তিনি নক্ষত্রসমূহের দ্বারা অশোষ প্রকার শোভা সম্পাদন করিয়াছেন ।

২। দেবকূপগী রাত্রিদেবী অতি বিস্তার লাভ করিয়াছেন, যাহারা নৌচে থাকেন, কি যাহারা উর্ধ্বে থাকেন, সকলকেই তিনি আচ্ছন্ন করিলেন । তিনি আলোকের দ্বারা অক্ষকারকে নষ্ট করিয়াছেন ।

৩। রাত্রিদেবী আমিষা উষাকে আপন ভগিনীর মায় পরিপ্রেক্ষ করিলেন, তিনি অক্ষকার দূরাচূত করিলেন ।

৪। পক্ষীরা যেমন হৃকে বাঁস প্রাহণ করে, তজ্জপ যাহার আগমনে আমরা শয়ন করিয়াছি, সেই রাত্রি আমাদিগের শুভকরী ইউন ।

৫। গ্রামসমূহ নিষ্ঠক হইয়াছে; পাদচারীরা, পক্ষীরা, শীত্রগামী শোভগণ, সকলেই নিষ্ঠক হইয়া শয়ন করিয়াছে ।

৬। হে রাত্রি ! হৃকী ও হৃককে আমাদিগের নিকট হইতে দূরে লইয়া যাও ; চৌরুকে দূরে লইয়া যাও । আমাদিগের পক্ষে বিশিষ্টকর্ণপে শুভকরী হও(১) ।

৭। কৃত্বর্গ অক্ষকার স্পষ্ট লক্ষ্য হইয়া দেখা দিয়াছে, আমার নিকট পর্যাপ্ত আচ্ছন্ন করিয়াছে । হে উষাদেবি ! আমার খণকে যেমন পরিশোধপূর্বক নষ্ট কর, তজ্জপ অক্ষকারকে নষ্ট কর ।

৮। হে আকাশের কনা রাত্রি ! তুমি যাইতেছ, তোমাকে গাড়ীর ন্যায় এই ময়ন্ত্র স্বর অর্পণ করিলাম, তুমি প্রাহণ কর ।

(১) রাত্রিতে গ্রামসমূহে পশুপক্ষী নিষ্ঠক হইয়াছে, কেবল হিংস্রজন্ত আঁশের চোরের ভয় ।

୧୨୮ ମୁଦ୍ରଣ ।

ବିଶ୍ୱଦେବା ମେରତା । ବିହବ୍ୟ ଖରି ।

୧ । ହେ ଅପି ! ଯୁଦ୍ଧର ସମୟ ଆମାର ତେଜେର ଉଦୟ ହଟକ । ତୋମାକେ ଅଜ୍ଞଲିତ କରିଯା ଆମରା ନିଜ ଦେହେର ପୁଣିତୋଦ୍ଧର କରିଯା ଥାକି । ଚାରି ଦିକ୍ ଆମାର ନିକଟ ନତ ହଟକ, କୋମାକେ ପ୍ରଭୁ ପାଇୟା ଆମରା ସେବ ଶକ୍ରଦିଗଙ୍କେ ଅନ୍ଯ କରି ।

୨ । ଇଜ୍ଞାଦି ତାବେ ଦେବତା, ମର୍କଣ୍ଗନ, ବିଷୁ, ଓ ଅପି ଯୁଦ୍ଧର ସମୟ ଆମାର ପକ୍ଷେ ଥାକୁଳ । ଆକାଶପ୍ରକଳପ ବିଷ୍ଣୁର ଭୂବନ ଆମାର ପକ୍ଷ ହଟନ । ଆମାର ଉପହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟେ ସାମ୍ଯ ଆମାର ଅନୁକୂଳ ହଇୟା ଆମାକେ ପରିତ କରଣ ।

୩ । ଦେବତାରୀ ଆମାର ଯଜ୍ଞ ଶନ୍ତତ ହଇଯା ଆମାକେ ଧନ ଦାନ କବନ । ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେବ ଆମି ଲାଭ କରି; ଦେବତାଦିଗଙ୍କେ ଆହାନପୂର୍ବିକ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ଯେବ ଆମାର ଏହି ସଟେ । ପୂର୍ବତମ କାଳେ ଯାହାରୀ ଦେବତାଦିଗେର ଉଦ୍ଦେଶେ ହୋଷ କରିଯାଛେ, ତୋହାରୀ ଅନୁକୂଳ ହଟନ । ଆମାଦିଗେର ଶତ୍ରୀର ଲିକପଦ୍ମବ ହଟକ, ସନ୍ତାନମସ୍ତତି ଉପଗ୍ରହ ହଟକ ।

୪ । ଆମାର ଯେ ସକଳ ଯଜ୍ଞମଧ୍ୟୀ ଆଛେ, ତାହା ଆମାର ଜନ୍ୟ ଦେବସାଂକରା ହଟକ । ଆମାର ମନେର ଅଭିପ୍ରାୟ ମିଳି ହଟକ । ଆମି ଯେବ କୋମ ପ୍ରକାର ପାପେ ଲିଙ୍ଗ ନା ହେଉ । ଅଶେଷ ଦେବତାଗଣ ଆମାଦିଗଙ୍କେ ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ ।

୫ । ଛର ଜମ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନ ଦେବୀ ଆମାଦିଗେର ଶ୍ରୀନିକି କରନ : ହେ ତାବେ ଦେବତା ! ଏହି କାମେ ବୀରତ୍ବ କର । ଆମାଦିଗେର ସନ୍ତାନମସ୍ତତିର, କି ଆମାଦିଗେର ଶତ୍ରୀରେ ଯେବ କୋମ ଅକଳ୍ୟାଗ ନା ଘଟେ । ହେ ରାଜୀ ସୋମ ଶକ୍ରର ନିକଟ ଆମରା ଯେବ ବିଲଟ ନା ହେଉ ।

୬ । ହେ ଅପି ! ତୁମି ଶକ୍ରଦିଗେର ଆକ୍ରୋଷ ବିଫଳ କରିଯା ବଜ୍ରକର୍ତ୍ତା ହଣ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ହଇୟା ଆମାଦିଗଙ୍କେ ସର୍ବବିଧାୟ ରକ୍ଷା କର । ମେହି ସକଳ ଶକ୍ର ବ୍ୟର୍ଷପର୍ଯ୍ୟାସ ହଇୟା କରିଯା ଯାହାକ । ସମ୍ମି ବୁଦ୍ଧିମାନଙ୍କ ହେ, ତଥାପି ଇହାଦିଗେର ବୁଦ୍ଧି ଯେବ ସୋପ ହଇୟା ଯାଇ ।

୭ । ଯିମି ଶତିକର୍ତ୍ତାଦିଗେର ଶତିକର୍ତ୍ତା, ଯିମି ଚୂମେର ଅଧୀଶ୍ଵର, ଯିମି ବ୍ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ଓ ଶକ୍ରନିବାରଣକାରୀ, ମେଇ ଦେବକେ ଜ୍ଞବ କରି । ଏହି ଯଜ୍ଞକେ ଦୁଇ ଅଶ୍ଵୀ ଏବଂ ହଃମ୍ପତି ଓ ଆର ଆର ଦେବତା ବ୍ରକ୍ଷା କରନ । ଯଜମାଣେର କିମ୍ବା ଯେବେ ନିର୍ବର୍ଥକ ନା ହ୍ୟ ।

୮ । ଯିମି ବ୍ରହ୍ମିକ୍ଷୀର୍ତ୍ତ ତେଜେର ଅଧିକାରୀ, ଯିମି ବ୍ରହ୍ମ, ମର୍ତ୍ତାପ୍ରେ ଆହୃତ ହ୍ୟେନ, ବିବିଧ ଷ୍ଟାନେ ବାସ କରେନ, ମେଇ ଇନ୍ଦ୍ର ଏହି ଯଜ୍ଞ ଆୟାଦିଗଙ୍କେ ମୁଖୀ କରନ । ହେ ହରିଦ୍ଵର୍ମ ଅଶ୍ଵେର ପ୍ରଭୁ ଇନ୍ଦ୍ର ! ଏତାଦୃଶ ତୁ ମୁଁ ଆୟାଦିଗଙ୍କେ ମୁଖୀ କର, ମନ୍ତ୍ରାନୁମନ୍ତତି ସମ୍ପାଦ କର । ଆୟାଦିଗେର ଅନିଷ୍ଟ କରିବ ନା, ଅତିକୁଳ ହେଉ ନା ।

୯ । ଯାହାର ଆୟାଦିଗେର ଶକ୍ତ, ତାହାର ଦୂର ହ୍ୟେ । ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ଉତ୍ତିର ସାହାଯ୍ୟେ ଆମରୀ ତାହାଦିଗଙ୍କେ ପରାଭବ କରି । ଯମୁଗନ, କ୍ରମନ ଓ ଆନିତ୍ୟ-ଗଣ ଏକଗ କରନ, ଯାହାତେ ଆମି ସର୍ବୋପରିବର୍ତ୍ତୀ, ଦୁର୍କର୍ଷ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ଅଧି-ରାଜ୍ ହେଇ ।

୧୨୯ ମୁକ୍ତ । ୦

✓ X

ପରମାତ୍ମା ଦେବତା । ଅଳ୍ପାପତ୍ତି ଶରୀ(୧) ।

୧ । ତେବେଳେ ଯାହା ନାହିଁ, ତାହାଓ ଛିଲ ନା, ଯାହା ଆହେ, ତାହାଓ ଛିଲ ନା । ପୃଥିବୀଓ ଛିଲ ନା, ଅତି ଦୂରବିଦ୍ୱାରା ଆକାଶଓ ଛିଲ ନା । ଆବରଣ କରେ ଏମନ କି ଛିଲ ? କୌଥାର କାହାର ଷ୍ଟାନ ଛିଲ ? ଦୂର୍ମୟ ଓ ଗମ୍ଭୀର ଅଳ କି ତଥି ଛିଲ ? ।

୨ । ତଥମ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଛିଲ ନା, ଅମରତ୍ୱ ଓ ଛିଲ ନା, ରାତ୍ରି ଓ ଦିନେର ପ୍ରତ୍ୟେକି ଛିଲ ନା । କେବଳ ମେଇ ଏକମାତ୍ର ବନ୍ଧ ବାୟୁର ସହକାରିତା ଯାତିରେକେ ଆସ୍ତା ମାତ୍ର ଅବଲମ୍ବନେ ନିଶ୍ଚାସପ୍ରଥାସ୍ୟକୁ ହେଇବା ଜୀବିତ ଛିଲେମ । ତମି ଯୁତୀତ ଆର କିଛୁଇ ଛିଲ ନା(୨) ।

(୧) ଶିଥେଦେ ଦଶମ ମତୁଲେର ମଧ୍ୟେ ଏହି ଏକଟି ଅଣେକାଙ୍କ୍ଷତ ଆୟାଦିକ ମୁକ୍ତ । ଏହି ଅତି ପ୍ରମିଳି ଓ ଜ୍ଞାନବ୍ୟ, କେମ ନା ଶତିର ଆଧି ବାଦନ ଓ ପ୍ରଗାଢ଼ିର କଥା ଇହାତେ ପର୍ଯ୍ୟା-ଲୋଚନ କରା ହେଇଥାଏ । ଶିଥେଦେ ୩ଟାର୍କ ଲେଖ ମଧ୍ୟେ ଶୃଦ୍ଧିତରେ ଧରିଗଲ ବେଳପ ଯତ ବିଦ୍ୟାଗ କହିଲେନ, ତାହା ଏହି ଅଗିନ୍ତ ମୁକ୍ତ ମୁକ୍ତ ହ୍ୟ ।

(୨) ଶୃଦ୍ଧିର ପୁର୍ବେ ପରମାତ୍ମାର ଅନୁଭବ ।

୩ । ସର୍ବ ଅଥିରେ ଅନ୍ଧକାରେ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ଧକାର ଆହୁତ ଛିଲ । ମମନ୍ତରୀ ଚିକୁବର୍ଜିତ ଓ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିକେ ଜଳଯାଇଲା(୩) । ଅବିଷ୍ୟମାଳ ବନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମେଇ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଆଶ୍ଵର ହିଲେନ । ତପମ୍ୟାର ଅଭାବେ ମେଇ ଏକ ବନ୍ତ ଜଗିଲେନ ।

୪ । ସର୍ବ ଅଥିରେ ମନେ ଉପର କାମେ ଆବିର୍ତ୍ତାବ ହିଲ, ତାହା ହିତେ ସର୍ବ ଅଥିର ଉପତ୍ତି କାରଣ ଲିର୍ଗତ ହିଲ । ବୁନ୍ଦିମାନ୍ତଗଣ ବୁନ୍ଦି ଦ୍ୱାରା ଆପନ ହନ୍ଦରେ ପର୍ଯ୍ୟାଳୋଚନାପୂର୍ବକ ଅବିଷ୍ୟମାଳ ବନ୍ତରେ ବିଦ୍ୟମାଳ ବନ୍ତର ଉପତ୍ତି ଶାନ ନିର୍କପଣ କରିଲେନ ।

୫ । ରେତୋଥୀ ପୁରୁଷେରା ଉତ୍ତବ ହିଲେନ, ମହିମା ସକଳ ଉତ୍ତବ ହିଲେନ । ଉତ୍ତାଦିଗେର ରାଶି(୪) ହେଇ ପାର୍ଶ୍ଵ ଓ ନିମ୍ନର ଦିକେ ଏବଂ ଉର୍କ୍କ ଦିକେ ବିନ୍ଦାରିତ ହିଲ, ମିଶ୍ର ଦିକେ ଶ୍ଵଧା ରହିଲ, ପ୍ରୟାତି ଉର୍କ୍କଦିକେ ରହିଲେନ(୫) ।

୬ । କେଇ ବା ଅନ୍ତୁ ଆମେ ? କେଇ ବା ବର୍ଣନା କରିବେ ? କୋଥା ହିତେ ଜମ୍ବିଲ ? କୋଥା ହିତେ ଏଇ ସକଳ ନାମା ସୃତି ହିଲ ? ଦେବତାରା ଏଇ ମମନ୍ତ ନାମା ସୃତିର ପର ହିଇଯାଛେନ । କୋଥା ହିତେ ଯେ ହିଲ, ତାହା କେଇ ବା ଆମେ(୬) ?

୭ । ଏଇନାମା ସୃତି ଯେ କୋଥା ହିତେ ହିଲ, କାହା ହିତେ ହିଲ, କେହ ସୃତି କରିଯାଛେନ, କି କରେଲ ନାହିଁ, ତାହା ତିନିଇ ଜାମେନ, ଯିମି ଇହାର ପ୍ରଭୁ-ଅନ୍ତପ ପ୍ରମଧାମେ ଆହେନ ! ଅଥବା ତିରିଓ ନାଓ ଜାମିତେ ପାରେନ ।

(୩) ସୃତିର ପୁରେର ଅବଶ୍ୟକ ଏଇ ବର୍ଣନା ଅଭିଶର ଗଭୀର ଓ ଭୟବହ ।

(୪) “ Professor Aufrecht has suggested to me that the word Rasmi may have here the sense of thread or cord, and not of ray.”—Muir’s *Sanskrit Texts* (1884), vol. V, p. 357, note.

(୫) ସାରଳ କହେନ ଯହିଯା ବଲିତେ ପଞ୍ଚଭୂତ, ଆର ଶ୍ଵଧା ଅର୍ଥେ ଅମ ଏବଂ ଅମ ନିଙ୍କଟ ଏବଂ ପ୍ରୟାତି ଅର୍ଥେ ତୋତା ପୁରୁଷ, ମେଇ ତୋତା ଜୀବ ଉପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଧାନ । A self-supporting principle beneath, and energy aloft.”—Muir.

(୬) ଅନ୍ତତିର ଯେ କାର୍ଯ୍ୟମୁହ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକେ ଖବିଗଣ ଏତ ଦିନ ଦେବ ବଲିରା ପୁରୁଷ କରିଯା ଆଶିତେ ହିଲେନ, ତାହାରା ଆଦି ଦେବ ମହେମ, ତାହାରାତ ମହ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଦାଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଧ୍ୱନି, ତାହା ଏକମେ ଖବିର ବିଶେ ଉତ୍ସର୍ଗ ହିଲ । ତବେ କାରଣ କେ ? ଆଦି କେ ? ଏହ ମୂଳ ମେଇ ଅଧେରେ ଉତ୍ସର୍ଗ । ଏ ଅଧେର ଉତ୍ସର୍ଗ ଦେଓରା ଯମୁଖ୍ୟେର ନାଥ୍ୟ ମହେ, ଖବିଗଣ ସାର୍ଯ୍ୟ ମହେ, ଯବି ତାହା ଏହ କୁକେ ସୀକାର କରିଲେହେନ ।

୧୩୦ ପୃଷ୍ଠା । ୦

ଅଜାପତି ଦେବତା । ସଜ ଋଷି ।

୧ । ସଜସ୍ତରଗୁଡ଼ ବନ୍ଧୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିକେ ଘର୍ବ୍ର ବିଶ୍ଵାରେ ଦ୍ୱାରା ବଯଳ କରା ହିୟାଛେ, ଦେବତାଦିଗେର ଉଦ୍‌ଦେଶେ ଏକଶବ୍ଦ, ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁମଂଥ୍ୟ ଅମୁଷ୍ଟାମେର ଦ୍ୱାରା ଈହାର ବିଶ୍ଵାର ସଂଘଟନ ହିୟାଛେ, ସଜେ ଯେ ଶିତ୍ତଲୋକଗଣ ଆସିଯାଛେ, ତୋହାର ବୟଳ କରିତେଛେ । ଦୌଷ୍ଟାର ଦିକେ ବୟଳ କର, ବିଶ୍ଵାରେ ହିକେ ବୟଳ କର, ଏଇ ବାକ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିତେ କରିତେ ତୋହାର ଏଇ ବନ୍ଧୁ ବୟଳକାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିତେଛେ ।

୨ । ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ମେଇ ବନ୍ଧୁକେ ଦୀର୍ଘକୃତ କରିତେଛେ, ଅପର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି, ବିଶ୍ଵାରେ ଜନ୍ୟ ଅସାରିତ କରିତେଛେ । ଇହା ଏହି ସର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ଵାରିତ ହିୟାଛେ । ଏହି ସକଳ ତେଜଃପୂଞ୍ଜ ଦେବତା ସଜୁଗ୍ରହେ ବନ୍ଦିଯାଛେ । ଏହି ବନ୍ଧୁ ବୟଳବ୍ୟାପାରେ ସାମନ୍ତରିକ ତମର ଅର୍ଥାତ୍ ପଡ଼େଇ ରୂପେ କମ୍ପାନୀ କରା ହେଯାଛେ(୧) ।

୩ । ସଙ୍କାଳେ ତାବେ ଦେବତା ଦେବପୂଜା କରିଲେନ, ତଥମ ତୋହାଦିଗେର ଅମୁଷ୍ଟିତ ସଜେର ପରିମାଣ କି ଛିଲ ? ଦେବ ମୂର୍ତ୍ତିଇ ବା କି ଛିଲ ? ସଂକଳନ କି ଛିଲ ? ସ୍ଵତ ଛିଲ କି ? ପରିଧି ଅର୍ଥାତ୍ ସଜସ୍ତାମେର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିକେର ହତି ଅନ୍ତର ଶୀର୍ଷ ବନ୍ଦନାଇ ବା କି ହିୟାଛିଲ ? ଛଦ୍ମ ପ୍ରେସ ବା ଉତ୍କଥ କି ଛିଲ ? ।

୪ । ଗାୟତ୍ରୀ ନାମକ ଛନ୍ଦ ଅଗ୍ନିର ସହ୍ୟୋଗିଣୀ ହିୟିଲେ । ଦେବ ମବିତା ଉଦ୍ଧିକ ନାମକ ଛନ୍ଦେର ସହିତ ମିଲିତ ହିୟିଲେ । ଦୋଷ ଅମୁଷ୍ଟକ୍ଷେତ୍ର ଛନ୍ଦେର ସହିତ ମିଲିତ ହିୟିଲେ । ଆଖି ହହତୀ ନାମକ ଛନ୍ଦ ହହମ୍ପାତିର ବାକ୍ୟକେ ଆଶ୍ରଯ କରିଲ ।

୫ । ବିରାଟ ନାମକ ଛନ୍ଦ ମିତ୍ର ଓ ବରଣ ଦେବକେ ଆଶ୍ରୟ କରିଲ । ତ୍ରିକୁଳ, ଛନ୍ଦ ଇନ୍ଦ୍ରେର ଭାଗେ ପଡ଼ିଲାବେ ଦିବା ଭାଗେର ବେ ସୋଷ, ତାହାର ତୀର୍ତ୍ତାର ଭାଗେ

(୧) ଏହି ଛଇଟି ରକେ ସଜେକେ ବନ୍ଧୁର ଲହିତ ଏବଂ ମତ୍ରତଳିକେ ଟାନା ଓ ପଢ଼େଲେ, ଲହିତ ତୁଳନା କରା ହିୟାଛେ । ଶିତ୍ତଲୋକଗଣ ସଜେ ଉପର୍ଚିତ ଆହେ, ତାହାର ଶିମେଥ ପାଞ୍ଚାରୀ ବାର ।

পড়িন। অগতী নামক ছন্দ তাবৎ দেবতাকে আশ্রয় করিল(২)। এই
রূপে খধিও অনুষ্যগণ যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন।

৬। পুরাকালে যজ্ঞ উৎপন্ন হইলে পর, আমাদিগের পূর্বপুরুষ খধি
ও অনুষ্যগণ উক্ত নিরামে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিলেন। আটোন কালে যাহারা
এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন, আমার বোধ হইতেছে যেন আমি মনের চক্ষে
তাহাদিগকে দেখিতে পাইতেছি।

৭। সাত জন দিব্য শুবসমূহ ও ছন্দ সংগ্রহপূর্বক পুরঃ পুনঃ
অনুষ্ঠান করিলেন, যজ্ঞের পরিমাণ স্থির করিলেন। যে রূপ সারথির ঘোট-
কের রূপি হল্কে ধীরণ করে, তদ্বপ সেই বিষ্ণুর খধিগণ পূর্বপুরুষদিগের
প্রধার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অনুযায়ী যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পন্ন করিলেন।

১৩। স্কৃত। ০

অধিব্যাখ্যান ও ইন্দ্র দেবতা। স্কৃতি খধি।

১। হে শঙ্কুপরাভকরী! সন্মুখের দিকে, অথবা পশ্চাত্য দিকে যে
সকল শঙ্কু আছে, উভয়ে, অথবা দক্ষিণে যাহারা আছে, সকলকেই দূরীভূত
কর। হে বীর! আমরা ধেন তোমার নিকট বিশিষ্ট স্মৃতিলাভ করিয়া
আমন্দিত হইতে পারি।

২। যাহাদিগের ক্ষেত্রে যব জয়িয়াছে, তাহারা যেমন পৃথক পৃথক
করিয়া ক্রমশ সেই যব অনেক বারে কর্তৃন করে, তদ্বপ হে ইন্দ্র! যাহারা
যজ্ঞানুষ্ঠানসহকারে নমঃ শব্দ প্রয়োগ না করে, অর্থাৎ যাহারা পুণ্য কর্মের
অনুষ্ঠানে বিমুখ, তাহাদিগের তোজনের সামগ্ৰী এখনই নষ্ট করিয়া দাও।

৩। যে শকটে একমাত্র পশু যোজিত আছে, তাহা কখন ও যথান্মভূমি
গম্ভীর হামে উপস্থিত হইতে পারে না। শুক্রের সময় তাহা দ্বারা অমৃত
করা যায় না। যাহারা গো, অশ্ব, অন্ন কামনা করেন, সেই বুজ্জিমানগণ ঐ
কারণে ইন্দ্রের বস্তুত্বের অন্য লালায়িত হয়েন। অর্থাৎ ইন্দ্র সহায় না হইলে
ঐ ঐ অভিনাশ সিদ্ধ হয় না।

(২) এই স্কৃতীও অপেক্ষাকৃত আধুনিক। এখানে আটটী ছন্দের মাম পাওয়া
গোল, একটি একটি ছন্দকে এক দেবের সহিত দ্বিলাইয়া দেওয়া কৰিয়া কল্পনা।

৪। হে কল্যাণগৃহ্ণিতি অশ্রিদ্বয়! যথম নমুচির সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তখন তোমরা উভয়ে মিলিত হইয়া চমৎকার সোম পান করিতে করিতে ইন্দ্রের কর্মে তাঁহাকে রুক্ষা করিয়াছিলে।

৫। হে অশ্রিদ্বয়! যে রূপ পিতা মাতা পুত্রকে রুক্ষা করে, তজ্জপ তোমরা চমৎকার সোম পান করতঃ মিজ শক্তি ও আদ্ভুত কার্য্য সমৃহস্ত্বার। ইন্দ্রকে রুক্ষা করিয়াছিলে। হে ইন্দ্র! স্বরস্তী দেবী তোমার মিকটে ছিলেন।

৬ ও ৭। ইন্দ্র উত্তম ত্রাণকর্তা, ধনশালী, সর্বজ্ঞ, তিনি রুক্ষা করিয়া সুখদায়ী হউন। শক্রদিগকে নিবারণপূর্বক তিনি অভয় দান করন। আমরা যেন উত্তম ক্ষমতার অধিকারী হই। মেই যজ্ঞভাগারী ইন্দ্রের মিকট যেন আমরা প্রসংস্কৃতাজন হই। তিনি যেন আমাদিগের প্রতি উত্তমরূপ সন্তুষ্ট থাকেন। তিনি উৎকৃষ্ট ত্রাণকর্তা ও ধনশালী। মেই ইন্দ্র যেন, কি দূরবর্তী, কি নিকটবর্তী সকল শক্রকে আমাদিগের দৃষ্টিপথের বহিচ্ছুত করিয়া দেন।

১৩২ স্কৃত।

মিত্র ও বক্তৃ দেহতা। শক্তপুত শবি।

১। যিনি যজ্ঞ করেন, তাঁহারই জন্য আকাশ ধন তুলিয়া ধরিয়া আছেন। তাঁহাকেই পৃথিবী শৈযুক্ত করেন। যজ্ঞকারীকেই অশ্রিদ্বয়েন্নানী সুখসামগ্রী দান করিয়া সন্তুষ্ট করেন।

২। হে মিত্র ও বক্তৃ! তোমরা পৃথিবীকে ধারণ কর। উত্তম সুখ সামগ্রীর প্রাৰ্থনাতে তোমাদের উভয়কে পূজা করিতেছি। যজ্ঞমালের প্রতি তোমাদিগের যে সকল বন্ধুত্বাচরণ হইয়া থাকে, তাঁহার অভাবে আমরা যেন শক্র জয় করি।

৩। হে মিত্রাবক্তৃ! যথনই তোমাদিগের উদ্দেশ্যে যজ্ঞসামগ্রী আয়োজন করি, তখনই চমৎকার ধনের নিকটে উপস্থিত হই। যজ্ঞসামগ্রী ব্যক্তি যে ধন প্রাপ্ত হয়, তাঁহার উপর কোম উপজ্বব সংষ্টল হয় না।

৪। হে অমুর মিত্র ! আকাশ যাঁহাকে প্রসব করিয়াছেন, অর্ধাং সূর্য, তিনি তোমা হইতে ভিন্ন। হে বকণ ! তুমি সকলের রাজা। তোমাদিগের রথের ঘনক এই দিকে আসিতেছে। হিংসাকারীদিগের বিলাশকর্তা এই যে যজ্ঞ, ইহার উপর এতুরু অকন্যাগণ স্পর্শ হইবেক না।

৫। এই আমি শক্তপুত, আমাতে যে পাংগ আছে, তাহা আমার সেই ছীচস্তুতাব শক্ত দিগকেই নষ্ট করিতেছে, যে হেতু মিত্রদেব আমার হিতকারী আছেন। সেই মিত্রদেব আসিয়া শরীরের রক্ষা বিধান করল, যে সকল উত্তম উত্তম যজ্ঞসামগ্ৰী আছে, তিনি তাহাও রক্ষা কৰুন।

৬। হে বিশিষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন মিত্র ও বকণ ! অদিতি তোমাদিগের উভয়ের মাতা ; দ্যুলোক ও ভূলোককে জলের ছাঁড়া পরিষ্কার কর ; এই নিম্নলোকে উত্তম উত্তম সামগ্ৰী দাও ; স্মৰ্য্যকিরণদ্বারা সমস্ত চূবন পবিত্র কর।

৭। তোমরা উভয়ে কার্য্যের দ্বাৰা রাজা হইয়া বসিয়াছ। তোমাদিগের যে রথ বন মধ্যে বিহার করে, তাহি একগে ধূরার উপর অবস্থিতি কৰক। যে হেতু সেই সকল শক্তলোক আক্রেণপূর্বক চীৎকাৰ কৰিতেছে। বুদ্ধি-মানু নৃমেধ (আমাৰ পিতা) উপজ্বব হইতে উদ্ধাৰ পাইয়াছেন।

১৩৩ স্কৃত।

ইন্দ্ৰ দেবতা। সুদাম খৰি।

১। ইজ্জেৱ যে মৈন্য তাঁহার রথের সমুখ্যতাগো আছে, উত্তমুপ তাঁহার পুজা কৰ। বুদ্ধেৱ সময় দুই শক্ত নিকটবর্তী হইয়া পৱন্তিৱ সম্মিলিত হইয়া থায়, তখন তিনি পলায়ন কৰেন না। এই কৱণে বুদ্ধকে বধ কৰেন। আমাদিগেৱ প্রভু সেই ইন্দ্ৰ আমাদিগেৱ সংবাদ লাউধ। বিপক্ষদিগেৱ ধনুণ্ডে ছিন্ন হইয়া থাউক।

২। যে সকল জলৱাণি নৌচে আসে, তাহা তুমই মোচন কৰিয়া দাও এবং বুদ্ধকে বধ কৰ। হে ইন্দ্ৰ ! তুমি অজ্ঞেয় ও শক্তৰ অবধ্য হইয়া জগ্নি-রাহ, বিশ্বকে পালন কৰিয়া থাক। তোমাকেই সকলেৱ ঝেঁষ আলিয়া আমৱা লিকটে আসিয়াহি। বিপক্ষ দিগেৱ ধনুণ্ডে, (ইত্যামি পূৰ্ব খন্দ মেথ)।

৩। যাহারা দান করেনা, এতাদৃশ তাৎক্ষণ্য শক্তি পূর্ণ হইতে দূর হউক। আমাদিগের স্ববণ্ডলি চলিতে থাকুক। হে ইন্দ্র ! যে শক্তি আমাদিগকে বধ করিতে ইচ্ছা করে, তুমি তাহার প্রতি মৃত্যু প্রেরণ কর। তোমার যে দানশীলতা, তাহা আমাদিগকে ধন দান করক। বিপক্ষদিগের ধনুগ্রীণ, ইত্যাদি।

৪। হে ইন্দ্র ! ক্ষুদ্র ব্যাক্তের ন্যায় আচরণপূর্বক যে সকল লোক আমাদিগের চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহাদিগকে ধরাশায়ী কর, কারণ তুমি শক্ত পর্যাপ্ত কর ও শক্তকে পীড়া দাও। বিপক্ষদিগের ধনুগ্রীণ, ইত্যাদি।

৫। আমাদিগের সমাজি হউক, বা আমাদিগের অপেক্ষা নিন্দিত হউক, যে কেহ আমাদিগের অনিষ্ট করে, যেমন প্রকাণ্ড আকাশ সকল বস্তুকে নীচস্থ করিয়া রাখিয়াছে, তত্ত্বপূর্ণ তাহার বল নীচস্থ কর। আপনা হইতেই বিপক্ষের ধনুগ্রীণ, ইত্যাদি।

৬। হে ইন্দ্র ! আমরা তোমার অস্তিত্ব, তোমার বস্তুত্বের উপযুক্ত কার্যের উদ্যোগ করিতেছি। পুণ্যকর্মের পথ রিয়া আমাদিগকে লইয়া চল, আমরা যেন সকল পাপ অভিক্রম করি। বিপক্ষদিগের, ইত্যাদি।

৭। হে ইন্দ্র ! আমাদিগকে তুমি সেই বিদ্যা উপদেশ কর, যাহার প্রভাবে স্বকারীর মনোরূপ পূর্ণ হয়। এই প্রথিবীস্বরূপ যে গাতৌ, ইহা যেন বিপুল আপীলবিশিষ্ট হইয়া এবং সহস্র ধারার দুঃখ ক্ষরিত করিয়া আমাদিগক পরিত্বষ্ণ করে।

+ ১৩৪ সূত্র।

ইন্দ্র দেবতা। মান্ত্রাণ্ডা ঋষি, এবং সপ্তম থকের গোধা ঋষি।

১। হে ইন্দ্র ! তুমি উষার ন্যায় ছলোক ও ছলোককে পরিপূর্ণ কর, তুমি মহত্ত্বের মহৎ, মনুষ্যদিগের উপরিবর্ত্তী সত্রাট্। কল্যাণস্তু তোমার মাত্রাদেবী তোমাকে প্রসব করিয়াছেন।

২। যে দুরাত্মায়কি আমাদিগকে বধ করিতে ইচ্ছা করে, তাহার বল অধিক থাকিলেও তুমি সেই বলকে ঝুল করিয়া দাও; যে আমাদিগের অনিষ্ট চেষ্টা করে, তাহাকে ধরাশায়ী কর। কল্যাণস্তু, ইত্যাদি।

୩ । ହେ କ୍ଷମତାବାନ୍ ଶକ୍ତିସଂହାରୀ ଇଞ୍ଜ ! ମେଇ ଯେ ପ୍ରଚୁର ଅମ୍ବ ସମ୍ପତ୍ତି, ଯାହାତେ ସକଳେରୁଇ ଆନନ୍ଦ ହୁଏ, ତାହା ତୋମାର କ୍ଷମତାବଲେ ଆମାଦିଗେର ନିକେ ପ୍ରେରଣ କର । ମେଇ ମନେ ଆମାଦିଗକେ ସର୍ବ ପ୍ରକାରେ ରଙ୍ଗୀ କର । କଲ୍ୟାଣମୟୀ, ଇତ୍ୟାଦି ।

୪ । ହେ ଶତକ୍ରତୁ ଇଞ୍ଜ ! ତୁମି ସଥିନ ନାହା ଅମ୍ବ ପ୍ରେରଣ କରିବେ, ତଥିନ ମୋଯାଗକାରୀ ଯଜ୍ଞାନକେ ସହାର୍ଥକାରେ ରଙ୍ଗୀ କରିବେ ଏବଂ ଧନୀ ଦିବେ । କଲ୍ୟାଣମୟୀ, ଇତ୍ୟାଦି ।

୫ । ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ଅନ୍ତଶ୍ରତ୍ରଗୁଲି ସର୍ପବିନ୍ଦୁର ନ୍ୟାୟ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିକେ ପତିତ ହୁକ, ଦୁର୍ବାର ପ୍ରତାମେତ (କାଣ୍ଡ, ଡାଁଟା), ନାଁଯ ଅନ୍ତଶ୍ରତ୍ରଗୁଲି ବିଶ୍ୱଯାପୀ ହୁକ, ଆମାଦିଗେର ଦୁର୍ମତି ଦୂର ହୁକ । କଲ୍ୟାଣମୟୀ, ଇତ୍ୟାଦି ।

୬ । ହେ ଜ୍ଞାନବାନୁ ଧନଶାଳୀ ଇଞ୍ଜ ! ମୁଦୀର୍ଘ ଅନ୍ତଶ୍ରେଷ୍ଠ ନ୍ୟାୟ ତୁମି ଶକ୍ତି ନାମକ ଅନ୍ତର ଧାରଣ କରିଯା ଥାକ । ଛାଗ ଯେଜପ ଶରୀରେର ମୟୁଥହିତ ଚରଣେର ଦ୍ୱାରା ବୁଝନ୍ତାଥାକେ ଆକର୍ଷଣ କରେ, ତରପ ତୁମି ମେଇ ଶକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଵାରା ଶକ୍ତିକେ ଆକର୍ଷଣପୂର୍ବକ ନିପାତ କର । କଲ୍ୟାଣମୟୀ, ଇତ୍ୟାଦି ।

୭ । ହେ ଦେବତାଗଣ ! ତୋମାଦିଗେର ବିଷୟେ କିଛୁଇ କ୍ରାଟି କରି ନାଇ, କୋନୀଓ କର୍ମେଇ ଶୈଥିଳ୍ୟ ବା ଭ୍ରାନ୍ତି କରି ନାଇ । ମନ୍ତ୍ର ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅମୁମାରେ ଆଚରଣ କରିଯା ଥାକ । ଦୁଇ ହଞ୍ଚେ ରାଶୀକୃତ ଯଜ୍ଞସାମଗ୍ରୀଲଟ୍ୟା ତ୍ୟାତ ସହାୟେ ଏହି ଯଜ୍ଞକର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିଯା ଥାକ ।

୧୩୫ ପୃଷ୍ଠା ।

ସମ ଦେବତା । କୁମାର ଖ୍ୟ ।

୧ । ଚର୍ଯ୍ୟକାର ପତ୍ରଦ୍ଵାରା ଶୋଭିତ ଯେ ବୁକ୍ଳେର ଉପରେ ସମଦେବ ଦେବତା-ଦିଗେର ମନେ ଏକତ୍ରେ ପାଇ କରେଲ, ଆମାଦିଗେର ନରପାତି-ପିତା ଇଞ୍ଜା କରିଯାଇଲେ, ଯେ ଆମି ମେଇ ବୁକ୍ଳେ ସାଇଯା ପୂର୍ବପୁରୁଷଦିଗେର ସଙ୍ଗୀ ହୁଏ ।

୨ । ପିତା ଆମାର ଅତି ନିର୍ଦ୍ଦର୍ଶ ହଇଯା ‘ପୂର୍ବପୁରୁଷଦିଗେର ସଙ୍ଗୀ ହୁଏ’, ଏହି ଆମେଶ କରାତେ ଆମି ତୋହାର ଅତି ବିରକ୍ତି-ମୃଦ୍ଦିପାତ କରିଯାଇଲାମ, ପରେ ମେଇ ବିରାଗ ଭ୍ୟାଗ କରିଯା ପୁରୁଷାର ଅମୁରକ୍ତ ହଇଯାଇ ।

୩ । (ଯମେର ଉତ୍ତି) — ଓହେ କୁମାର ! ତୁ ମମେ ମମେ ଏମଳ ଏକ ଧ୍ୟାନି ନୃତ୍ୟ ରଥ ଆର୍ଥନୀ କରିଯାଇଛିଲେ, ଯାହାର ଚକ୍ର ନାହିଁ, ଯାହାର ଏକମାତ୍ର ଜୀବ, (ବୋହୁ), ଅଥଚ ଯାହା ସର୍ବତ୍ର ଗତିଧିବି କରିତେ ସର୍ବ । ତୁ ମି ମା ବୁଝିଯା ମେଇ ରଥେ ଆରୋହଣ କରିଯାଇ ।

୪ । ଓହେ କୁମାର ! ବୁଦ୍ଧିମାନ୍ ବନ୍ଧୁବାଙ୍ମବନ୍ଦିଗକେ ପରିତ୍ୟାଗପୂର୍ବକ ତୁମି ମେଇ ରଥ ଧ୍ୟାବିତ କରିଯାଇ, ଉହା ତୋମାର ପିତାର ସାନ୍ତୁଳୀ-ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଦେଶବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚଲିଯାଇଛେ, ମେଇ ଉପଦେଶ ଉହାର ଲୋକାଷ୍ଵରପ ଏବଂ ଆଶ୍ରଯନ୍ତରପ ହଇଯାଇଛେ । ମେଇ ଲୋକାତେ ସଂହୁପିତ ହଇଯାଇ ରଥ ଏହାମ ହଇତେ ଚଲିଯାଇଯାଇଛେ ।

୫ । କେ ଏହି ବାଲକେର ଅନ୍ତାତ୍ ? କେ ଏହି ରଥ ପ୍ରେରଣ କରିଯାଇଛେ ? ଯାହାତେ ଏହି ବାଲକ ସମକର୍ତ୍ତ୍ରକ ଜୀବଲୋକେ ଅଭ୍ୟାସିତ ହିବେକ, ମେ ମଜ୍ଜାର ଅନ୍ୟ ଆମାଦିଗକେ କେ ବନ୍ଦିଯା ଦିବେ ? ।

, ୬ । ଯାହାତେ ବାଲକ ସମକର୍ତ୍ତ୍ରକ ଜୀବଲୋକେ ଅଭ୍ୟାସିତ ହିବେକ, ତାହା ଅଗ୍ରେହି ବଳୀ ହଇଯାଇଲା । ପ୍ରଥମ ପିତାର ଉପଦେଶେର ମୂଳ ଅଂଶ ଅକାଶ ହଇଲ, ପଞ୍ଚାଂ ଅଭ୍ୟାସମନ୍ତରେ ଉପାୟ କହା ହଇଲ ।

୭ । ଏହି ଦେଖିତେଛି, ଯମେର ବାଟୀ, ଲୋକେ କହେ, ଇହା ଦେବତାଦିଗେର କର୍ତ୍ତ୍ରକ ନିର୍ମିତ ହଇଯାଇଛେ । ଏହି ଦେଖିତେଛି, ଇହାର ସର୍ବାଙ୍ଗେ ଶିରା ନିର୍ମିତ ହଇଯାଇଥାଏ, ଏହି ଦେଖିତେଛି, ଇହାକେ ଲୋକେ ଶୁବ କରିତେହେ(୧) ।

୧୩୬ ସ୍ତୁତ । ୦

ଅଗ୍ନି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ବାୟୁ ଦେବତା । ଜୂତ, ପ୍ରତ୍ୱିତ ଶବ୍ଦଗମ ।

୧ । କୌଣ୍ଠାମକ ସେ ମେବ, ତିନି ଅଗ୍ନିକେ, ତିନିଇ ଅଲକେ, ତିନିଇ ହାଲୋକ ଓ ଭୂଲୋକକେ ଧ୍ୟାନ କରେନ । ସମ୍ମତ ସଂମାରକେ କେଣାଇ ଆମୋକେର ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶନିଯୋଗ୍ୟ କରେନ । ଏହି ଯେ ଜୋଃତି, ଇହାରି ନାମ କେଣୀ ।

୨ । ସାଂକ୍ରାନ୍ତଶାନେର ଧଂଶୀଯ ମୁନିରା ପିନ୍ଦବର୍ଣ୍ଣ ମନିନ ବନ୍ଦ୍ର ଧାରୁଣ କରେନ ତୋହାରା ଦେବତା ପ୍ରାଣ ହଇଯା ବାୟୁର ଗତିର ଅନୁଗୀଚି ହଇଯାଇଥିବା ।

(୧) କୁମାର ନଚିକେତୀ ପିତାର କଥାର ସମପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିତେ ଥାବ, ମେଇ ଆର୍ଥ୍ୟାନ୍ ଲେଇଯା ନନ୍ଦବତଃ ଏହି ସ୍ତୁତ ମୂର୍ତ୍ତି କରିବାକୁଟିଲି ରଚିତ ହଇଯାଇଛେ ।

୩ । ତପସ୍ୟାରଙ୍ଗେର ବ୍ୟକ୍ତିକ ହିୟା ଆମରୀ ତାହାରେ ଉତ୍ସାହବିଦ, ଆସରା ବାୟୁର ଉପର ଆରୋହଣ କରିଲାମା । ହେ ମୁଁସାଗଣ ! ତୋମରୀ କେବଳ ଆମାଦିଗେର ଶରୀରମାତ୍ର ଦେଖିତେ ପାଇତେଛ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମାଦିଗେର ଏକତ ଆଜ୍ଞା ବାୟୁରୂପୀ ହିୟାଛେ ।

୪ । ଯିନି ମୁଣି ହନ, ତିନି ଆକାଶେ ଉତ୍ତିଷ୍ଠିତ ହିୟାରେ ପାରେନ, ସକଳ ବନ୍ତ ଦେଖିତେ ପାର । ଯେ ହାଲେ ସତ ଦେବତା ଆହେନ, ତିନି ସକଳେର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଦୁ, ସଂକର୍ମେର ଜନ୍ୟାଇ ତିନି ଜୀବିତ ଆହେନ ।

୫ । ଯିନି ମୁଣି ହନ, ତିନି ବାୟୁପଥେ ଭ୍ରମ କରିବାର ଘୋଟିକସ୍ତରପ, ତିନି ବାୟୁର ସହଚର, ଦେବତାରୀ ତାହାକେ ପାଇତେ ଇଚ୍ଛା କରେନ । ପୂର୍ବ ଓ ପରିଚୟ, ଏହି ଦୁଇ ସମୁଦ୍ରେ ତିନି ବାସ କରେନ ।

୬ । କେଶିଦେବ ଅପ୍ସରାଦିଗେର, ଗଞ୍ଜରଦିଗେର ଏବଂ ହରିଗଦିଗେର ବିଚରନ ହାଲେ ବିହାର କରେନ । ତିନି ଜାତବ୍ୟ ସକଳ ବିଷଇ ଜାନେନ ଓ ତିନି ଅତି ଚେତକାର, ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଆବଲଦାୟୀ ବନ୍ଧୁସ୍ଵରୂପ ।

୭ । କେଶି ସଥଳ କରେର ସହିତ ଏକତ୍ରେ ଜଳପାନ କରେନ, ତଥଳ ବାୟୁ ମେଇ ଜଳ ଆଲୋଡ଼ିନ କରିଯା ଦେନ ଏବଂ କଟିଲ କରକାଣ୍ଡି ଭଙ୍ଗ କରିଯା ଦେନ(୧) ।

୧୦୭ ସୂଚି । ୦

‘ବିଶେଦେବ’ ଦେବତା । କୁରାଜ, କଶ୍ୟପ, ଗୋତମ, ଅତି, ବିଶ୍ୱାମିତ, ଜମଦିନ ଓ ବସିଷ୍ଠ, ସଥଳକମେ ଏହି ସାତ ଶବ୍ଦି ।

୧ । ହେ ଦେବତାବର୍ଗ ! ତୋମରାଇ ଆମାକେ ନିମ୍ନେ ପାଇତିତ କରିଯାଇ, ତୋମରାଇ ଆମାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵେ ତୁଳିଯା ଲାଗ । ହେ ଦେବଗଣ ! ହୟତ ଆମି ଅପରାଧ କରିଯାଇଛି; ପୁନର୍ବାର ଆଗ ଦାନ ଦାଓ ।

୨ । ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କି ଆରୋ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହି ଦୁଇ ବାୟୁ ବହିଯା ଥାକେ; ଏକ ବାୟୁ ତୋମାର ବଲାଧାର କରିତେ କରିତେ ଆଗମନ କରକ, ଅଜ୍ୟ ବାୟୁ ତୋମାର ପାପ ସଂଶେଷ ଅଜ୍ୟ ବହମାନ ହଟିକ ।

(୧) କେଶି ଦେବ କେ, ତୋମା ବୁଝିତେ ପାରିଲାମ ନା । ଏ ଶ୍ରୀ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଜାଧୁନିକ, ମୁଣିଦିଗେର ସହକେ ସେ ବନ୍ଦେଶ୍ଵର ଜାହେ, ତାହାର ଆଧୁନିକ ।

୩ । ହେ ବାସୁ ! ତୁ ମି ଔଷଧ ଏଇ ଲିଙ୍କେ ବହିଯା ଆନ ; ସାହା ଅହିତକର, ଏଇ ଦିକୁ ହଇତେ ବହିଯା ଲାଇଯା ଯାଉ । ଯେହେତୁ ତୁ ମିଇ ସଂମୋର୍ଦ୍ଦର ଔଷଧ ଶଳପ, ତୁ ମିଇ ଦେବତାଦିଗେର ଦୃଢ଼ ହିଇଯା ଯାଉ ।

୪ । ହେ ଯଜମାନ ! ତୋମାର ମଞ୍ଚଲକର ଶ୍ଵାସ୍ୟମ ଶାନ୍ତି କରିଯାଇ ତୋମାର ଅଭଜ୍ଜଳ ନିଵାରଣେର କାର୍ଯ୍ୟର କରିଯାଇ । ଯାହାତେ ତୋମାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବଳାଧାର କଥ, ମେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯାଇ । ତୋମାର ରୋଗ ଏଥିର ଦୂର କରିଯା ଦିତେଛି ।

୫ । ଦେବତାରୀ ଏକଣେ ରକ୍ଷା କରନ ; ମର୍କଂଗଣ ରକ୍ଷା କରନ, ତାବନ ଚର୍ବାଚର ରକ୍ଷା କରନ ; ଏଇ ବାନ୍ଧି ଜୀବୋଗ ହୁଏ ।

୬ । ଜଳଇ ଔଷଧଶଳପ ; ଜଳଇ ରୋଗଶାସ୍ତ୍ରର କାଣି ; ଜଳ ସକଳ ରୋଗେରଇ ଔଷଧ । ମେଇ ଜଳ ସେଇ ତୋମାର ଔଷଧ ବିଧାର କରିଯା ଦେ ।

୭ । ଦୁଇ ହଣେ ଦଶ ଅଙ୍ଗୁଳି ଆହେ, ବାକେର ଅପ୍ରେ ଅପ୍ରେଜିହ୍ୟା ବିଚଳିତ ହେ ; ତୋମାର ରୋଗଶାସ୍ତ୍ରର ଜଳ୍ଯ ଏ ହଞ୍ଚବୟେର ଦ୍ୱାରା ତୋମାକେ ପର୍ଶ) କରିତେଛି(୧) ।

୧୫ ଶ୍ଲ୍ଲକ୍ଷ । ୦

ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା । ଅଜ ଖଦି ।

୧ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୋମାର ପ୍ରତି ବନ୍ଧୁତ୍ୱ କରିବାର ଜଳ୍ୟ ଯଜ୍ଞକର୍ତ୍ତାରୀ ସର୍ବ ସାମାଜୀ ବହନ କରିଯା ଯଜ୍ଞେର ଅଭୂତାନ ପୂର୍ବିକ ବଳକେ ବିଦୀର୍ଘ କରିଲେବ । ତଥବ ଶ୍ଵେତ କରା ହଇଲ, କୁଂସକେ ତୁ ମି ଏଭାବେର ଆଲୋକ ଦିଲେ, ଜଳ ମୋଚନ କରିଲେ ଏବଂ ହତ୍ରେର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଧ୍ୱନି କରିଲେ ।

୨ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୁ ମି ଜଳନୀତୁଳା ଜଳନିଦିଗକେ ମୋଚନ କରିଯାଇ, ପରିତ- ଦିନିକେ ବିଚଳିତ କରିଲେ, ଗାଭୀଦିନିକେ ତାଡ଼ିଯା ଲାଇଯା ଗେଲେ, ମୁଖିଷ୍ଟ ମୁଦୁ (ମୋଯ) ପାନ କରିଲେ, ବଳେର ହଞ୍ଚଦିନିକେ ହଞ୍ଚି ଦ୍ୱାରା ଆପ୍ଯାରିତ କରିଲେ, ଯଜ୍ଞୋପଯୋଗୀ ସ୍ତ୍ରିଭିବାକ ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ରେର ଶବ ହଇଲ, ଇହାର କିରାବାଟୀ ଶର୍ଵ ଦୌଷିଣ୍ୟାଳୀ ହଇଲେ ।

(୧) ଏ ଶ୍ଲ୍ଲକ୍ଷଟି ରୋଗ ନିବାରଣେର ଯତ୍ରଶଳପ ।

৩। সুর্যদেব আকাশের মধ্যে আপনার রথ চালিত করিয়া দিলেন, তিনি দেখিলেন, দাসজাতীর সমুক্ষ আৰ্য্যাজাতি, (অর্থাৎ আৰ্য্যাজাতি দাসের মিকট পরাজিত হয়েছে) (১)। ইন্ন খঞ্জিশা নামক ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্ব করিয়া পিণ্ড নামক মায়াবী অস্তরে (২) বলবীৰ্য নষ্ট করিয়া দিলেন।

৪। দুর্দৰ্শ ইন্ন, দুর্দৰ্শ শক্তসৈন্যদিগকে নষ্ট করিলেন ; তিনি দেবশূলদিগের ধনসমূহ ধংস করিলেন। সুর্য যেন্নপ মাসে মাসে পৃথিবীর রস আকর্ষণ করেন, তদ্বপ তিনি শক্তপুরীস্থিত ধন হরণ বরিলেন। তিনি স্তব গ্রহণ করিতে করিতে উজ্জ্বল অস্ত্রদ্বারা শক্ত নিপাত করিলেন।

৫। ইন্নের সেনার সহিত কেহ যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না, সর্বত্রগামী বিদীর্ঘকারী বজ্রদ্বারা। তিনি মৃত্যু নিপাত পূর্বৰ অস্ত্রশস্ত্র শান্তিত করেন, বিদীর্ঘকারী ইন্ন-বজ্র হইতে শক্তগণ ভীত হইল। সর্ববস্তু শোধনকারী সুর্যদেব চলিতে আরম্ভ করিলেন। উষাদেবী আপনার শক্ত চালিত করিয়া দিলেন।

৬। হে ইন্ন ! এই সকল বীরত্বের কার্য কেবল তোমারই শুনা যায়, যেহেতু তুমি অসহায়ে যজ্ঞ বিস্তুকারী অসহায় শক্তকে হিংসা করিয়াছ। তুমি আকাশের উপর চন্দ্রের গভীরাতের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছ। সুর্যের রুখচক্রকে যথেন মৃত্যু ভঙ্গ করে, তথেন সকলের পিতা দ্যুলোক তোমাদ্বারাই সেই চক্র ধারণ করাইয়া থাকেন।

১৩৯ স্কৃত। ১

সর্বিতা ও বিশ্বাবস্থ দেবতা। বিশ্বাবস্থ ঋষি।

১। দ্রেবস্বিতা সুর্যের ক্রিয়ে ক্রিয়মুক্ত, উজ্জ্বল কেশবিশিষ্ট ; তিনি পূর্বদিকে ক্রূরাগত আলোকের উদয় করিতে থাকেন। তাহার জন্ম হইলে পুরাদেব অগ্নির হয়েছে, ইনি জ্ঞানী, সমস্ত ভূবন দর্শন ও রক্ষা করেন।

২। ইন্ন মনুষ্যের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করতঃ আকাশের মধ্যে অবস্থিতি করেন, দ্যুলোক ও ভূলোক ও মধ্যস্থিত আৰুকাশ আঁলোক পূর্ণ করেন। তিনি

(১) আৰ্য্য ও অন্যার্য্যদিগের উদ্রেখ। ইহার নৌচের খকটী ও দেখ।

(২) অস্ত্রের শক্তের পোরাণিক অর্থে ব্যবহার এই হস্তের আধুনিক রচনা অস্তিত্ব করিতেছে।

ଦିକ୍ ସମ୍ପଦ ଓ କୋଣ ସମ୍ପଦ ପ୍ରକାଶିତ କରିଯାଛେ । ତିଲି ପୁରୁଷଭାଗ, ପରଭାଗ, ମଧ୍ୟଭାଗ ଓ ପ୍ରାନ୍ତଭାଗ, ସକଳ ପ୍ରକାଶିତ କରେନ ।)

୩ । ମେଇ ଶ୍ରୀଦେବ ଧରେ ମୁଲକ୍ଷରପା, ସମ୍ପତ୍ତିର ମିଳନକୁଳକୁଳପ । ତିଲି ନିଜ କ୍ଷମତାର ତାବେ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ପଦାର୍ଥକେ ପ୍ରକାଶିତ କରେମ । ତିଲି ସବିଭା-
ଦେବେର ନ୍ୟାୟ ସତ୍ତ୍ଵକର୍ମୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା କରେନ, ତାହା ସଫଳ ହୁଏ । ଗେହୁମେ ହଳ
ସକଳ ଏକତ୍ର ମିଲିତ ହୁଏ, ତଥାଯ ତିନି ଇଶ୍ଵର ନ୍ୟାୟ ଦଣ୍ଡାଯାଇଲେମ ।

୪ । ହେ ମୋମ ! ସଥନ ଜଳ ସକଳ ବିଶ୍ୱାବମ୍ବ ଗନ୍ଧର୍ତ୍ତକେ ଦେଖିଲ, ତଥାମ
ପୂଣ୍ୟକର୍ମପ୍ରଭାବେ ତାହାରୀ ବିଲକ୍ଷଣପେ ନିର୍ଭତ ହଇଲ । ମେଇ ଜଳ ସମ୍ପଦ ଯିନି
ପ୍ରେରଣ କରିଯାଛେ, ମେଇ ଇନ୍ଦ୍ର ଉତ୍ତର ମୃଣାନ୍ତ ଜାନିତେ ପାରିଲେନ । ତିଲି ଶ୍ରୀ
ମଣ୍ଡଳେର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିକ ନିରୌକ୍ଷଣ କରିଲେନ ।

୫ । ବିଶ୍ୱାବମ୍ବ ନାମେ ଦେବଲୋକବାସୀ ଗନ୍ଧର୍ତ୍ତ ଜଳେର ସଂକିର୍ତ୍ତି, ତିଲି ଐ
ସକଳ ବିଷୟ ଆମାଦିଗେକେ ଉପଦେଶ ଦିଲ । ଯାହା ଯଥାର୍ଥ ଅଥବା ଯାହା ଆମା-
ଦିଗେର ଅଜ୍ଞାତ, ତଦ୍ଵିଷୟେ ତିଲି ଆମାଦିଗେର ଚିନ୍ତାପ୍ରବର୍ହିତ କରନ, ଆମା-
ଦିଗେର ବୁଦ୍ଧିଗୁଲି ରଙ୍ଗି କରନ (୧) ।

୬ । ନନ୍ଦୀଦିଗେର ଚରଣଦେଶେ ଇନ୍ଦ୍ର ଏକଟୀ ମେଘ ଦେଖିଲେନ; ତିନି ପ୍ରକ୍ଷରମ୍ଭ
ଦ୍ୱାରା ଉଦୟାଟନ କରିଯା ଦିଲେନ । ଗନ୍ଧର୍ତ୍ତ ଏହି ସମ୍ପଦ ନନ୍ଦୀର ଜଳେର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ
କରିଲେନ, ଇନ୍ଦ୍ର ମେଘଦିଗେର ବଳ ଉତ୍ସମ ଜାନେନ ।

୧୪୦ ଶ୍ରେଣୀ ।

ଅଗ୍ନି ଦେବତା । ଅଗ୍ନି ଋବି ।

୧ । ହେ ଅଗ୍ନି ! ତୋମାର ପ୍ରଶନ୍ତ ଅନ୍ନ ଆହେ; ତୋମାର ଶିଥାଗୁଲି ବିଲକ୍ଷଣ
ଦୀତି ପାଇତେହେ; ଔଜ୍ଜ୍ଵଳ୍ୟଇ ତୋମାର ସମ୍ପତ୍ତି; ତୋମାର ଦୀତି ପ୍ରକାଣ; ତୁମି
କ୍ରିୟାକୁଣ୍ଠଳ; ତୁମି ଦାତା ବାନ୍ଧିକେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅନ୍ନ ଓ ବଳ ଦାଓ ।

୨ । ହେ ଅଗ୍ନି ! ସଥନ ତୁମି ଦୀତିର ସହିତ ଉଦୟ ହୁଏ, ତଥାମ ତୋମାର
ତେଜଃ ସକଳକେ ପରିଶୁଦ୍ଧ କରିଲେ ଥାକେ, ଇହା ଶୁନ୍ଦର ଧାରଣପୁରୁଷ ସୁହୁ ହଇଯା
ଉଠେ । ତୁମି ଦ୍ୱାଲୋକ ଓ ଭୂଲୋକ ସ୍ପର୍ଶ କରିଲେ ଥାକ; ତୁମି ଯେବେ ପୁରୁଷ

(୧) ବିଶ୍ୱାବମ୍ବ ଗନ୍ଧର୍ତ୍ତରେ ବୃଷିଦାତା ଦେବରପେ ଉପାସିତ ହିତେହେ ।

তাহারা যেম আতা, সেই নিমিত্ত যেন তুমি ক্রৌঢ়া করতঃ তাহাদিগকে আলিঙ্গন কর।

৩। হে ত্বেজের পুত্র জ্ঞাতবেদা ! উৎকৃষ্ট স্তব পাঠসহকারে তোমাকে সংছাপন করা হইয়াছে, তুমি আনন্দ কর। তোমার উপরেই মানবিধ ও নামাশ্রেণীরে সংগৃহীত উত্তম উত্তম বজ্ঞামগ্রী হোম করা হইয়াছে।

৪। হে অমর অগ্নি ! নবজ্ঞাতকিরণমণ্ডলে বিভূষিত হইয়া আমাদিগের নিকট ধন্ব বিষ্ণুর কর, তুমি সুদৃশ্য মূর্তিতে সুশোভিত হইয়াছ, সর্বফলদাতা যজ্ঞেক সংস্কৰ্ষ করিতেছ।

৫। হে অগ্নি তুমি যজ্ঞের শোভামস্পাদক, জ্ঞানী, প্রচুর অন্ন দান করিয়া থাক, উত্তম উত্তম বস্ত্রও দান কর। এতাদৃশ তোমাকে স্তব করি। অতি সুন্দর প্রচুর অন্ন মাও এবং সর্বফলোৎপাদক ধন্ব দান কর।

৬। যজ্ঞোপযোগী সর্বজ্ঞষ্ঠা প্রকাণ্ড অগ্নিকে মহুষ্যগণ সুখের জন্য আধান করিয়াছে। তোমার কর্ণ সকলি শুনে, তোমার মত বিষ্ণুরূপালী কিংবু নাই, তুমি দেবলোকবাসী, এতাদৃশ তোমাকে মহুষ্যেরা স্তুপুরুষে স্তব করে।

১৪১ স্কৃত।

বিশ্বেদেবা দেবতা। অগ্নি খবি।

১। হে অগ্নি ! উপযুক্ত মত উপদেশ দাও, আমাদিগের প্রতি অমৃতন ও প্রসন্ন হও। হে নরপতি ! তুমি ধনের দানকর্তা, অতএব আমাদিগকে দান কর।

২। অর্যামা, ভগ, বৃহস্পতি, দেবগণ, সত্যপ্রিয় বাক্যময়ী সরস্বতী দেবী, ইঁহারা সকলে আমাদিগকে দান কর।

৩। আমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য আমরা সোম রাজাকে, অগ্নি, সূর্য, আদিতাগণ, বিষ্ণু, ব্রহ্মগম্পতি, বৃহস্পতিকে স্তবের দ্বারা আহুতি করিতেছি।

৪। ইন্দ্র ও রায়ু ও বৃহস্পতি, ইঁহাদিগকে ডাকিলে আনন্দ হয়, ইঁহা-দিগকে ডাকিতেছি, ইঁহারা যেন সকলেই ধনসাত্ত্বিষয়ে আমাদিগের প্রতি অসন্ন হন।

৫। অর্থাৎ, ইহস্তি, ইস্ত, বায়ু, বিশু, সরস্তী এবং শীত্রগামী
সরিতাদেরকে দানের জন্য অমুরোধ কর।

৬। হে অশ্বি ! তুমি অপরাপর অশ্বদিগের সহিত এক হইয়া আঘা-
দিগের স্তুতি ও যজ্ঞের শ্রীহৃকি কর। আঘাদিগের যজ্ঞের জন্য তুমি দানাতা
দিগকে ধনদান করিতে অমুরোধ কর।

১৪২ মুক্ত।

অশ্বি দেবতা। জরিতা প্রতৃতি চারিপক্ষী, প্রত্যেকে হই ছাই রক্তের পৰ্বত।

১। হে অশ্বি ! এই জরিতা তোমার স্তবকর্তা হইয়াছেন। হে বলের
পুত্র ! তোমার ন্যায় আভূত কেহ নাই। তোমার বাহ্যাম মুদ্র,
তাহার তিলটী প্রকোষ্ঠ। তোমার উত্তাপে দক্ষ হইতেছি, তোমার
উজ্জ্বলশিথা আঘাদিগের নিকট হইতে দূরে লইয়া যাও।

২। হে অশ্বি ! অন্ন কামনা বশত তুমি যথন উৎপন্ন হও, তথম
তোমার উৎপত্তি কি মুন্দর। তুমি বন্ধুর ন্যায় সকল ভূদেন বিদ্যুতিঃ কর,
ইতস্ততোগামী শিথাগুলি আঘাদিগের স্বরের উদয় করিয়া দিয়াছে, তাহারা
পশ্চপালকের ন্যায় আপনা হইতেই অগ্রে অগ্রে যাইতেছে।

৩। হে দীপ্তিশালী অশ্বি ! তুমি যথম দাহ কর, তথম অনেক তৃণ
কাপল হইতে ত্যাগ করিয়া যাও। হয়ত, তুমি শস্যাযুক্ত তুমিকে শস্য শস্য
করিয়া কেল। আঘা-যেন তোমার প্রবল শিথাপ কোণে পতিত না হই।

৪। যথন তুমি উপরুচ্ছিত ও নিম্নস্থিত বশদিগকে দক্ষ করিতে যাও,
অথব লুঠনকাঙ্গী সৈন্যদিগের ন্যায় পৃথক পথকুলে গমন কর। যথম বায়ু
তোমার পশ্চাত্ত বহিতে থাকে, তথম তুমি দিস্ত প্রদেশ তেব্রে মুণ্ড করিয়া
দেও, যেমন নাপিত লোকের শাঙ্খ মুণ্ড করিয়া দেয়(;)।

৫। এই অশ্বির অনেক শিথা দৃষ্ট হইতেছে। ইইঁর গন্তব্য শান
এক, কিন্তু রথ অনেক। হে অশ্বি ! তুমি যেন দুই বাহ মার্জনা করিতে
করিতে স্বরং নত্রমুক্তি হইয়া উর্জ দুর্বিতে আরোহন কর।

(5) এই খকে লুঠন কাঙ্গী সেনার উর্মেধ আছে ও শুঙ্খমুণ্ডকাঙ্গী নাপিতের
উর্মেধ আছে।

৬। হে অগ্নি ! তোমাকে স্ব করা হইতেছে ; তোমার তেজ় ;
তোমার শিথা, তোমার বলবিক্রম উদয় হউক, তুমি বুদ্ধি প্রাপ্ত হও, উর্জা
গমন কর, নিম্নে নামিয়া এস। তোমার চতুর্দিকে একগে তাবৎ বসু
উপবেশন করক ।

৭। এই স্থান জলের আধার, এই স্থানে সমুদ্র অবস্থিত আছেন,
হে অগ্নি ! তুমি আর এক পথ ধর, সেই পথ দিয়া যথা ইচ্ছা ঘাও ।

৮। হে অগ্নি ! তুমি আগমন করিলে, অথবা প্রতিগমন করিলে বিস্তর
পুস্পাবতী দুর্বা এই স্থানে উৎপন্ন হউক। এই স্থানে হৃদ আছে, খেত পদ্ম
আছে, সমুদ্রের অবস্থিতি আছে ।

অস্তম অধ্যায়।

১৪৩ পৃষ্ঠা।

অশ্বিনী দেবতা। অতি খুবি।

১। হে অশ্বিনী ! অত্রিখবি যজ্ঞ করিয়া বৃক্ষ ছাইয়া গিয়া ছিলেন। তাহাকে তোমরা একপ করিলে, যে তিনি ঘোটকের ন্যায় গম্ভীর ছান্দোলনে। যেমন জৌর রথকে মুতল করা হয়, তত্প তোমরা কক্ষীবাহু দ্বারিকে নবযৌবন প্রদান করিলে।

২। প্রবল পরাক্রান্ত শক্ররা অতিকে শীত্রগামী ঘোটকের ন্যায় বৃক্ষন করিয়া রাখিয়াছিল। যেরপ দৃঢ়তর অশ্চি খুলিয়া দেয়, তত্প তোমরা অতিকে মোচন করিলে, তিনি যুবা পুরুষের ন্যায় পৃথিবী অভিযুক্ত চলিয়া এলেন।

৩। হে শুভবর্ণ মুল্লি নায়ক দ্বয় ! অর্চকে বুদ্ধিমান করিতে ইচ্ছা কর, হে শ্রবণের আয়কদ্বয় ! তাহা হইলে আবার স্তব কীর্তন করিতে পারি।

৪। হে উত্তম অমসল্পন্ন অশ্বিনী ! হে নায়কদ্বয় ! তোমরা যথম আমাদিগের গৃহে যুদ্ধাস্থারোহে যজ্ঞ আরম্ভ হইলে আসিয়া রক্ষা করিয়াও, তথম বুবিতেছি যে আমাদিগের দাম এবং আমাদিগের স্তব তোমরা আনিতে পারিয়াছি।

৫। ভূজু নায়ক ব্যক্তি সম্মুখে পতিত হইয়াছিল, তবমের উপর আন্দোলিত হইতেছিল, তোমরা পক্ষবৃক্ত নৈকা লাইয়া তাহার মিকটে উপস্থিত হইলে। হে সত্য খরপ অশ্বিনী ! তোমরা তাহাকে পুনর্বার যজ্ঞামুষ্ঠানে সমর্থ করিয়া দিলে।

৬। হে সর্বজ্ঞ নায়কদ্বয় ! তোমরা ভাগবন্ত লোকের ন্যায় নাতি হইয়া আমাদিগের নিকটে ধনসহকারে আগমন কর। যেরপ দুর্ক হঁজি আশু হইয়া গাঁভীর আপীল পূর্ণ করে, তত্প আমাদিগকে ধনে পূর্ণ কর।

১৪৪ স্কৃত।

ইন্দ্র দেবতা। সুপর্ণ খবি।

১। হে ইন্দ্র ! তুমি স্ফটিকর্তা। তোমার জন্য এই অমৃততুল্য সৌম্য ঘোটকের ন্যায় ধাবিত হইতেছে। ইহা বলের আধানকারী এবং সকলের জীবনস্রূতি।

২। দাতা ইন্দ্রের উজ্জ্বল বজ্র আঘাতিঙ্গের শব্দের ঘোগ্য। ইন্দ্র উর্ক্কৃকৃশল নামক শবকর্তাকে পালন করেন; যেখন খতুদেব ঘজকর্তাকে পালন করেন, তজ্জপ ইনি পালন করেন।

৩। উজ্জ্বলমূর্তি ইন্দ্র যজমানস্বরূপ নিজ আঘাতিঙ্গের নিকট অতি সুচারুপে গতিবিধি করেন। আমি যে শ্রেণ (অর্থাৎ সুপর্ণ) খবি, তিনি যেন আঘাত বংশ বন্ধি করিয়াছেন।

৪। শ্রেণের পুরু সুপর্ণ অতি দূর দেশ হইতে সোম আবিরাছেন, তাহা অশেষ কর্মের উপর্যোগী, তাহা বৃত্তের উৎসাহ হন্তি করে।

৫। ভাষা ব্রহ্মবর্ণ, ভাষা অন্যের স্ফটিকর্তা, ভাষা দেখিতে মুন্দৰ, ভাষা কেহই নষ্ট করিতে পারেন না, ভাষা শ্রেণ আপন চরণের দ্বারা আহরণ করিয়াছে। হে ইন্দ্র ! এই সোমের অমুরোধে অন, পরমায় ও জীবন বিভরণ কর, ইহার অমুরোধে আঘাতিঙ্গের সহিত বন্ধুত্ব কর।

৬। সোম পান করিয়া ইন্দ্র দেবতাদিগকে এবং অশ্মাদানিকে বিশিষ্ট রূপ রক্ষা করেন। হে উৎকৃষ্ট কর্মকারী ইন্দ্র ! যজ্ঞের অমুরোধে আঘাতিঙ্গকে অন্ন ও পরমায় প্রদান কর, যজ্ঞের অমুরোধে এই সোম আঘাতিঙ্গের কর্তৃক প্রস্তুত করা হইয়াছে।

१४५ श्लोक । ०

सप्तत्री पीड़व वेता । इत्तमी खवि ।

१। एই ये तीत्र शक्तियुक्त लता, इहा श्रद्धि, इहा आभि धमरपुरीक उन्नत करितेछि, इहावारा सपत्रीके ह्रेष देवया थार, इहा वारा आमीर अनग्र लाभ करा यार ।

२। हे श्रद्धि! तोमार पत्र उप्रत्युथ, तुमि आमीर प्रिय हइवार उपार-अक्लप, देवतारा तोमाके स्तिति करियाहेन, तोमार तेःज अति तीत्र, तुमि आमार सपत्रीके दूर करिया दाओ; याहाते आमार सामी आमारि बशीत्तुत थाकेन, तुमि ताहा करिया दाओ ।

३। हे श्रद्धि! तुमि अधार; आमिओ येव अधार हइ, अधारेर उपर अधार हइ । आमार सपत्री येव लीचरेण लौच हटेया थाके ।

४। सेहि सपत्रीर नाम पर्यास्त आभि मुखे आनि ला । सपत्री सक्लेर अप्रिय, दूर अपेक्षा आरु दूरे आभि सपत्रीके पाठाइया दि ।

५। हे श्रद्धि! तोमार विलक्षण क्षमता, आयारुण क्षमता आहे; एस आमरा उत्तरे क्षमतांग्रह हइया सपत्रीके हौमवल करि ।

६। हे पति! एই क्षमतायुक्त श्रद्धि तोमार शिरोत्तोगे उपर्याम । सेहि शक्तियुक्त उपाधान (वालिश) तोमाके मृत्तके दिते दिलास । येवर गाभो वृद्धमेरु प्रति धावित हर, येमन जन निम्नपथे धावित हर, तेमि येव तोमार मन आमार दिके धावित हय(१) ।

(१) एই सुकृती सपत्रीदिग्देर उपर अभूत लाभेयत्वा । एटी अपेक्षाकृत अधिकारिक ताहा बला बाहल्य । एस्तु राजारामर वहरिवाह प्रचलित हिंस एवं सपत्रीदिग्देर यथेय विशेष विवेष तावहिंस, ताहा स्पष्टेह दृष्ट हैत्तेहे ।

୧୪୬ ମୁଦ୍ରଣ ।

ଅରଣ୍ୟାଳୀ ଦେବତା । ଦେବ ତୁ ମି ଥାବି ।

୧ । ହେ ଅରଣ୍ୟାଳୀ ! (ବୁଝୁ ବଳ) । ହେ ଅରଣ୍ୟାଳୀ ! ତୁ ମି ଯେବ ଦେଖିତେ ଦେଖିତେ ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଞାଲ ହିଇବା ଥାଓ, (ଅର୍ଜୁଃ କତଦୂର ଚଲିବାଛ, ପ୍ରିସ୍ତ କରିବା ଥାଏ ଥା) । ତୁ ମି କେବ ପାଇଁ ଯାଇବାର ପଥ ଜିଜ୍ଞାସା କରିବା ? ତୋମାର କି ଏକାତ୍ମୀ ଧାକିତେ କ୍ଷୟ ହୁଏ ନା ? ।

୨ । ଏକ ଅନ୍ତ ହୃଦୟରନ୍ୟାଳୀ ଶବ୍ଦ କରିତେହେ, ଆର ଏକ ଅନ୍ତୁ ଚାଚି, ଇତାକାର ଶବ୍ଦ କରିଯା ଯେବ ତାହାର ଷ୍ଟର ଦିତେହେ, ଯେବ ଇହାରା ବୀନାର ଘଟାଯ ଘଟାଯ (ପର୍ଦାଯ ପର୍ଦାଯ) ଶବ୍ଦ ନିର୍ଗତ କରିବା ଅରଣ୍ୟାଳୀକେ ବର୍ଣନା କରିତେହେ ।

୩ । ଅରଣ୍ୟାଳୀର ମଧ୍ୟେ କୋଥାଓ ଯେବ ଗୁରୁତ୍ବ ଚରିତେହେ, (ଏଇକପ ଭମ ହୟ), କୋଥାଓ ଧେମ ଏକଟୀ ଅଟ୍ଟାଲିକାର ମତ ଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ, ସଙ୍କାଳବେଳୀ ଯେବ ଉହାର ମଧ୍ୟ ହଇତେ କତ କତ ଶକ୍ତ ନିର୍ଗତ ହିଇବା ଆସିତେହେ(୧) ।

୪ । ତବେ କି ଏହି ଏକ ବାତି ଗୁରୁତ୍ବକେ ଆହୁନ କରିତେହେ ? ତବେ କି ଏହି ଆର ଏକ ବାତି କାଷ୍ଟ ହେଲମ କରିତେହେ ? ଅରଣ୍ୟାଳୀର ମଧ୍ୟେ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାକେ, ମେ ଜ୍ଞାନ କରେ ଯେବ ସଙ୍କାଳବେଳୀ କେହ ଚୀମକାର କରିଯା ଉଠିଲ ।

୫ । ବାନ୍ଧୁଦିକ କିଛୁ ଅରଣ୍ୟାଳୀ କାହାରୋ ଆଗ ବଧକରେଇ ନା । ଅନ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ ପଣ୍ଡ ନା ଆସିଲେ ତଥାର କୌନ ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ, ତଥାଯ ମୁହଁଦୁ ଫଳ ଆହାର କରିଯା ଅତି କୁଟେ କାଳ କେପ ହୁଏ ।

୬ । ମୁଗଳାଭିର ନ୍ୟାଯ ଅରଣ୍ୟାଳୀର ମୌରଭ କତ, ଆହାର ତଥାର ବିଦ୍ୟ- ମାନ ଅଛେ, ତଥାର କୁଷକ ଲୋକ ଆଦୋ ନାହିଁ । ଅରଣ୍ୟାଳୀ ହରିଗଦିଗେର ଜନନୀ- ଶ୍ରଙ୍ଗା । ଏହି ଜପେ ଆୟି ଅରଣ୍ୟାଳୀ ବର୍ଣନା କରିଲାମ ।

(୧) ଆଲୋକ ଓ ଅନ୍ତକାରେର କ୍ରିଡ଼ା ବଶତଃ ଏହି ସକଳ ଅଲୀକ ଦୃଷ୍ଟି । ଏହି ମୁଦ୍ରଣ ଅରଣ୍ୟ ମଞ୍ଚେ ଏକଟି କବିତା ମାତ୍ର ।

১৪৭ সংক্র ।

ইন্দ্ৰ দেবতা। শুলোক খণ্ড।

১। হে ইন্দ্ৰ ! তোমাৰ ক্রোধকে আমি প্ৰধাৰ বলিয়া মাঝ কৰি।
কাঁৰণ, তুমি হৃতকে বধ কৰিয়াছ এবং লোকহিতাৰ্থে হৃষ্টি স্থষ্টি কৰিয়াছ।
ছুলোক ও ছুলোক তোমাৰই অধীন হইয়া থাকে। হে বজ্রধাৰী ! এই
পৃথিবী তোমাৰ প্ৰভাৱে কাঁপিতে থাকে।

২। হে ইন্দ্ৰ ! তোমাৰ কিছুমাত্ৰ নিদী মাই। তুমি অৱ স্থষ্টি
কৰিবাৰ সংকল্প কৰিয়া আপনাৰ ক্ষমতা দ্বাৰা মাথাৰী হৃতকে পৌড়া দিলে।
অনুষ্যগণ গোকামলা কৰিয়া তোমাৰি নিকট ঘাটক হয়। সকল যজ্ঞ ও
হোমেৰ সময় তোমাকেই প্ৰাৰ্থনা কৰে।

৩। হে ধৰ্মশালী ! হে পুৰুষ ! এইসকল বিদ্বান্ম ব্যক্তিৰ নিকট
আচুত'ত হও, ইহাৱা তোমাৰ প্ৰসাদে শ্ৰীহৃষ্টিশালী ও ধৰ্মবান্ম হইয়াছেন।
পুজ্জপৌত্ৰ ও অন্যান্য অভিলহিত বস্তুলাভের জন্য এবং বিশিষ্ট ধৰ পাইবাৰ
নিষিদ্ধ ইহাৱা যজ্ঞামুষ্টামপূৰ্বক বলবান্ম ইন্দ্ৰেৰই পূজা কৰেন।

৪। যে ব্যক্তি ইন্দ্ৰকে সোমপানজনিত আৰম্ভ প্ৰদান কৰিতে আৰে,
মেই প্ৰচুৰ পৱিত্ৰাণ ধৰ প্ৰাৰ্থনা কৰে। হে ধৰ্মশালী ইন্দ্ৰ ! তুমি যে যজ্ঞদাতা
ব্যক্তিৰ শ্ৰীহৃষ্টি সম্পাদন কৰ, সে শৈত্রাই লিঙ্গ কিঙ্কুড়দিগেৰ দ্বাৰা ধনে
আৰে পৱিপূৰ্ণ হয়।

৫। বল পাইবাৰ জন্য তোমাকে বিশিষ্টকল শ্বব কৰা হয়, তুমি
বিপুল বল প্ৰদান কৰ, ধনও দাও। হে প্ৰিয়দৰ্শন ! তুমি যিত ও বৰকণেৰ
মজাৰ অলোকিক জানেৰ অধিকাৰী, তুমি আমাৰিগকে অৱ সমন্ত তাৎ
কৰিয়া দিয়া থাক।

১৪৮ স্কৃত।

ইন্দ্র। দেবতা। পৃথু খবি।

১। হে প্রচুর ধনশালী ইন্দ্র ! আমরা সৌম প্রস্তুত করিয়া এবং অন্নের আয়োজন করিয়া তোমাকে স্ব করিতেছি । যে সম্পত্তি তোমার ঘনের অমুক্তপ, তাহা আমাদিগকে প্রচুর পরিমাণে দান কর । তোমার আশ্রয়ে আমরা নিজ উদ্দেশ্যাগেষ যেন ধন লাভ করিব ।

২। হে বীর শ্রিয়দর্শন ইন্দ্র ! তুমি জয় প্রহণ করিবার পরই সূর্য-সুর্তিতে দাসজাতীয় অজাদিগকে পরাভব কর । যে গুহার মধ্যে লুক্ষাইত, বা জলের মধ্যে নিষ্ঠৃত আছে, তাহাকেও পরাভব কর । হাস্তি পতন হইলেই আমরা লোম প্রস্তুত করিব ।

৩। হে ইন্দ্র ! তুমি অভু, বিদ্বান्, মেধাবী ও খ্যানিগের স্ব কামনা কর, সেই স্তুতিবাক্যগুলি অভ্যোদন কর । আমরা সৌমের দ্বারা তোমার শ্রীতি উৎপাদন করিয়াছি, অতএব আমরা যেন তোমার অস্তরঙ্গ হই । হে রথাকৃত ! এই সকল আহাৱের দ্রব্য তোমাকে নিবেদন ।

৪। হে ইন্দ্র ! এই সকল প্রধান প্রধান স্ব তোমার উদ্দেশে পাঠ করা হইয়াছে । হে বীর ! যাহারা অধানের অধান, তাহাদিগকে অন্ন দান কর । যাহাদিগকে স্নেহ কর, তাহারা যেন তোমার উদ্দেশে যজ্ঞ করে । যাহারা স্ব করিবার জন্য একত্রে দীঢ়াইয়াছেন, তাহাদিগকে রক্ষা কর ।

৫। হে বীর ইন্দ্র ! আমি পৃথু তোমাক ডাকিতেছি, আমার আহ্বান অবণ কর, বেনের পুরু পৃথুর স্বের দ্বারা তোমাকে স্ব করা হইতেছে । এই বেনপুরু হ্যত্যুক যজ্ঞগৃহে আসিয়া তোমাকে স্ব করিয়াছে । আর আর স্বোচ্ছারণকাৰীগণও ধাবিত হইতেছে, যেনেগ তরঙ্গণ লিঙ্গপথে ধাবিত হয়, তজ্জপ ধাবিত হইতেছে ।

১৪৯ সূত্র।

সবিতা দেবতা। অচ'ৎ খবি।

১। সবিতা নানা যত্নের দ্বারা পৃথিবীকে মুছিব রাখিয়াছেন, তিনি বিষা অবলম্বনে দ্যুলোককে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। এই দেখ, আকাশে সমুদ্রের ন্যায় মেঘরাশি অবস্থিত আছে, ইহার ঘোটকের ন্যায় গাত্র কম্পিত করে, ইহার বিজ্ঞপ্তির স্থানে বন্ধ আছে, ইহা হইতে সবিতা হই কল নির্গত করেন।

২। সমুদ্রতুল্য মেঘরাশি যে স্থানে বন্ধ থাকিয়া পৃথিবীকে আন্তর করে, জলেরপুরু সবিতা ঐ স্থান জানেন। তাহা হইতেই পৃথিবী, তাহা হইতেই আকাশ উদয় হইয়াছে, তাহা হইতেই দ্যুলোক ও ভূলোক বিস্তীর্ণ হইয়াছে।

৩। যে সকল দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ হইয়া থাকে, যাহার অমর, ভূবনের উৎপন্ন জীবস্বরূপ, তাহার শেষে জয়িয়াছেন। সুপর্ণ গফজ্ঞান, সবিতা হইতে অগ্রে জয়িয়াছেন। তিনি ইহার ধারান্তরিয়ার পশ্চাৎ-বর্তী।

৪। মেই সবিতা যাহাকে সংসারশুন্দ সকলে প্রার্থনা করে, তিনি অর্গের ধূরণকর্তা, তিনি আমাদিগের নিকট মেইকৃপ ঔৎসুক্যের সহিত আগমন করন, যেমন গাত্তিগন প্রায়ের দিকে যায়, যেমন যোক্তাবাস্তি অশ্বের দিকে যায়, যেমন অবশ্যুতা ধনু প্রস্রবন্তে দুর্দ বর্ষণ করিতে করিতে বৎসের দিকে যায়, যেমন স্বামী স্তুর নিকটে যায়।

৫। হে সবিতা! যেমন অঙ্গিয়ার বৎশসন্তুত তামার পিতা হিরণ্যসূপ এই যজ্ঞে তোমাকে আহুতি করিতেছেন, তদুপ আমি তাহার পুত্র অচ'ৎ তোমার নিকট আশ্রয় লাভের জন্য বন্ধনা করিতে করিতে তোমার সেবার জন্য তেমনি সতর্ক রহিয়াছি, যেমন যজমানের সোমলতা রক্তার জন্য সতর্ক থাকে।

୧୫୦ ପୃଷ୍ଠା ।

ଅଗ୍ନି ଦେବତା । ମୃତୀକ ଋବି ।

୧ । ହେ ଅଗ୍ନି ! ତୁ ଯି ଦେବତାଦିଗେର ନିକଟେ ହେବ ବହନ କରିଯା ଥାକ,
ତୋମାକେ ଅଜ୍ଞଲିତ କରା ହଇଯାଛେ, ତୁ ଯି ଅନ୍ତିମ ହଇଯାଛ । ଆନିତାଗଣ,
ବନ୍ଧୁଗଣ ଓ ରୁଦ୍ରଗଣେର ସହିତ ଆମାଦିଗେର ସଜେ ଏମ, ମୁଖ ଦିବାର ଜଳ୍ୟ ଏମ ।

୨ । ଏହି ଯଞ୍ଚ, ଏହି ଜ୍ଵଳ, ଇହା ଶାଶନ କର, ନିକଟେ ଏମ । ହେ ଅନ୍ତିମ
ଅଗ୍ନି ! ଆମରା ମହିମା, ତୋମାକେ ଡାକିତେଛି, ମୁଖେର ଜଳ୍ୟ ଡାକିତେଛି ।

୩ । ତୁ ଯି ଆତ୍ମବେଦୀ, ସକଳେର ଆର୍ଥିତ, ତୋମାକେ ସ୍ତତ୍ତ୍ଵବିଦ୍ୟାବାଦୀ
ଜ୍ଵଳ କରି । ହେ ଅଗ୍ନି ! ଯାହାଦିଗେର କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଖକର, ମେଇ ସକଳ ଦେବତାଦିଗଙ୍କେ
ମଜେ ଲାଇଯାଏ ଏମ, ମୁଖେର ଜଳ୍ୟ ଏମ ।

୪ । ଦେବ ଅଗ୍ନି ଦେବତାଦିଗେର ପୁରୋହିତ ହଇଯାଛେ । ମନୁଷ୍ୟୋଙ୍କ
ଋଷିଙ୍କ, ଅଗ୍ନିକେ ଅଜ୍ଞଲିତ କରିଯାଛେ । ଅଚୁର ଅର୍ଥଲାଭ ଉଦ୍ଦେଶେ ଅଗ୍ନିକେ
ଡାକିତେଛି । ତିନି ଆମାକେ ମୁଖୀ କବନ ।

୫ । ଅଗ୍ନି ଯୁଦ୍ଧର ସମୟ ଅତି, ଭରବାଜ, ଗବିଷ୍ଟିର, କଥ ଓ ତସଦୟାକେ
ରୁକ୍ଷ କରିଯାଇଛିଲେନ । ବନ୍ଦିକେ ପୁରୋହିତ ଅଗ୍ନିକେ ଆହ୍ଵାନ କରେନ, ମୁଖେର
ଜଳ୍ୟ ଆହ୍ଵାନ କରେନ ।

୧୫୧ ପୃଷ୍ଠା ।

ଅନ୍ତା ଦେବତା । ଅନ୍ତା ଋବି ।

୧ । ଅନ୍ତାର ଶୁଣେ ଅଗ୍ନି ଅଜ୍ଞଲିତ ହେମ(୧) । ଅନ୍ତାଏୟୁଦ୍ଧରେ ଯଞ୍ଚ-
ମାୟାପ୍ରୀ ଆହୁତି ଦେଖ୍ୟା ହ୍ୟ । ଅନ୍ତା ସମ୍ପତ୍ତିର ମନ୍ତ୍ରକେ ଉପରେ ଥାକେନ । ଇହୀ
ଆୟି ମୃଷ୍ଟ ବାକ୍ୟେ ଆନାଇତେଛି ।

(୧) ଅନ୍ତା ଅର୍ଥେ ଧର୍ମ ବା ମତେ ବିଷ୍ଣୁମ, ତୋହା ହିଂତେ ଏକଟି ଦେବୀଙ୍କପେ ଉପାସିତ
ହେଲେନ । ଏ ମୃଷ୍ଟ ଆଧୁନିକ; ୦ ଥିଲେ ଅନୁର ଶବ୍ଦ ପୌରାଣିକ ଅର୍ଥେ ବ୍ୟବହତ
ହେଯାଛେ ।

୨ । ହେ ଅଙ୍କା ! ଯେ ଦାନ କରେ, ତୁମ ତାହାର ଶ୍ରୀରାଧେର ଅମୃତାନ୍ତ କର ; ଯେ ଦାନ କରିତେ ଇଚ୍ଛା କରିଯାଇଛେ, ତାହାକେଓ ସଂକ୍ଷଟ କର । ଯାହାରୀ ଭୋଜନ କରାଯାଇ, ଯଜ୍ଞ କରେ, ତାହାରୀ ଶ୍ରୀତି ଲାଭ କରିବ । ହେ ଅଙ୍କା ! ଆମାର ଏହି କଥାଟୀ ରଙ୍ଗୀ କର ।

୩ । ସଥଳ ଅମୁରେଣୀ ଏବଳ ହଇଲ, ତଥମ ଦେବତାର ଏହି ଅଙ୍କା, ଅର୍ଦ୍ଧାଂଶୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଲେମ, ଯେ, ଇହାଦିଗଙ୍କେ ବଧ କରିତେଇ ହିବେ । ହେ ଅଙ୍କା ! ଯାହାରୀ ଭୋଜନ କରାଯାଇ ଓ ଯଜ୍ଞ କରେ, ତାହାଦିଗେର ବିଷୟେ ଆମି ଯାହା ବଲିଲାଯାଇ, ସେହି କଥାଟୀ ସଫଳ କର ।

୪ । ଦେବତାର ଏବଂ ସଜ୍ଜାନ ବ୍ୟକ୍ତିରୀ ବୀହୁକେ ରକ୍ଷକସ୍ଵରୂପ ପାଇଯାଇବା ଅଙ୍କାରଇ ଉପାସନା କରେମ । ମନେ କୋମ ସଂକଷ୍ପ ଉଦୟ ହଇଲେ କୋକେ ଅଙ୍କାରଇ ଶରଣାଗତ ହୁଯ । ଅଙ୍କାର ପ୍ରସାଦେ ଧନ ଲାଭ କରା ଯାଇ ।

୫ । ଅଙ୍କାକେ ଆମରୀ ପ୍ରାତଃକାଳେ ଆହ୍ରାନ କରି, ଅଙ୍କାକେଇ ଶଥାଳ କାଳେ ଡାକି ; ସଥଳ ଶୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତରୀମ, ତଥମ ଅଙ୍କାରଇ ମାମ କରି । ହେ ଅଙ୍କା ! ଏହି ପ୍ରାନ୍ତେ ଆମାଦିଗଙ୍କେ ଅଙ୍କାଯୁକ୍ତ କରିଯାଇ ଦାଓ ।

୧୫୨ ଲ୍ଲକ୍ଷ ।

ଇତ୍ତି ଦେବତା । ଶାଶ ଶବ୍ଦ ।

୧ । ଆମି ଶାଶ ଏହି ରୂପେ ଇତ୍ତିକେ ଶ୍ଵର କରିତେହି । ହେ ଇତ୍ତ ! ତୁମି ମହିଦିନ, ଶତ୍ରୁ ଉକ୍ଷେଳକାରୀ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ତୋମାର ସଥାର ମୃତ୍ୟୁ ମାଇ, ତାହାର କଥମ ପରାଜୟ ହୁଯ ନା ।

୨ । ଯିନି କଲ୍ୟାଣ ଦାନ କରେନ, ଯିନି ଅଜ୍ଞାବର୍ଗେର ଅଧିପତି, ହତେର ବିନାଶକର୍ତ୍ତା, ଯୁଦ୍ଧ ରତ, ଶକ୍ତିକେ ବଶ କରେନ, ହଞ୍ଚି ବର୍ଷଣ କରେନ, ମୋର ପାତ୍ର କରେନ, ଅଭୟ ଦାନ କରେନ, ମେଇ ଇତ୍ତ ଆମାଦିଗେର ସମ୍ବନ୍ଧେ ଆଗ୍ରହ କରନ ।

୩ । ହେ ହତ୍ତ-ମଂହାରୀ ଇତ୍ତ ! ରାକ୍ଷସଙ୍କେ ଓ ଶତ୍ରୁଦିଗଙ୍କେ ବଧ କର ; ହତେର ଛୁଇ ଇମୁ ଭଜ କରିଯା ଦାଓ । ଅନିଷ୍ଟିକାରୀ ବିପକ୍ଷେର କ୍ରୋଧକେ ଲିଙ୍ଘନ କର ।

୪ । ହେ ଇତ୍ତ ! ଆମାଦିଗେର ଶତ୍ରୁଦିଗଙ୍କେ ବଧ କର ; ଯୁଦ୍ଧାଭିମାୟ ବିପକ୍ଷ-ଦିଗଙ୍କେ ହୀନବଳ କର । ଯେ ଆମାଦିଗେର ମନ୍ଦ କରେ, ତାହାକେ ଜୟ ଅଜ୍ଞକାରେ ଲିମ୍ବନ କର ।

୫ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ଶକ୍ତର ସନ ଉଠେ କରିଯା ଦାଉ ; ଯେ ଆମାଦିଗଙ୍କେ ତାଣୀ-
ଜୀବ କରିବେ ଚାହେ, ତାହାର ଏତି ମାଂସାତ୍ତିକ ଅନ୍ତ୍ର ପ୍ରଯୋଗ କର । ଶକ୍ତକ
ଆଂଜ୍ଞେଳି ହିତେ ରକ୍ଷା କର, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମୁଖ ଅଦାନ କର, ଶକ୍ତର ମାଂସାତ୍ତିକ ଅନ୍ତ୍ର
ଥଣ୍ଡନ କରିଯା ଦାଉ ।

୧୫୩ ଶ୍ଲେଷ ।

ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା । ଇନ୍ଦ୍ର ଯାତା ମାମେ ଖରିଗଲ ।

୧ । କିମ୍ବାମିପୁଣ ଇନ୍ଦ୍ରମାତାଗଣ ମନ୍ୟ ଅନ୍ତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରେର ନିକଟେ ସାଇରା
ତାହାର ମେଦୀ କରିବେଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହାର ପ୍ରମାଦେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଥବ ଗ୍ରାଣ୍ତ ହଇଯା-
ଛେ ।

୨ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୁମି ବଲବୀର୍ଯ୍ୟ ଓ ତେଜ ହିତେ ଅନ୍ତ୍ରାହଳ କରିଯାଇ,
ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଶୁଲିଇ ତୋମାର ଉପାଦାନ । ହେ ବର୍ଦ୍ଧନକାରୀ ! ତୁମିହି ଅଭିଲାଷ
ପୁରଣକର୍ତ୍ତା ।

୩ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୁମି ହତେର ନିଧନକର୍ତ୍ତା, ତୁମି ଆକାଶକେ ବିଜ୍ଞାରିତ
କରିଯାଇ । ତୁମି ଆପଣ କ୍ଷମତାଦାତାରୀ ସର୍ଗକେ ଉତ୍ସତ କରିଯା ରାଥିଯାଇ ।

୪ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ମୂର୍ଯ୍ୟ ତୋମାର ମହଚର, ତୁମି ତୋହାକେ ତୁଇ ହଣେ ଧାରଣ
କରିଯା ଆଇ । ତୁମି ବଲପୂର୍ବକ ବଜକେ ଶାଣିତ କରିଯା ଥାକ ।

୫ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୁମି ତାବେ ଜନ୍ମକେ ନିଜ ତେଜେ ଅଭିଭବ କର । ଏତା-
ମୃଦୁ ତୁମି ସମ୍ମତ ହ୍ରାମଇ ଆକ୍ରମଣ କରିଯା ରହିଯାଇ ।

୧୫୪ ଶ୍ଲେଷ ।

ମୃତ୍ୟୁକ୍ରିୟ ଅବହ୍ଵା ଦେବତା । ସମୀ ଖରି ।

୧ । କୋମ କୋମ ପ୍ରେତେର ଅନ୍ୟ ମୌମରମ କ୍ଷରିତ ହୟ ; କେହ କେହ ହୃତ
ମେବମ କରେ ; ଯେ ସକଳ ପ୍ରେତେର ଅନ୍ୟ ଅଧୁର ଶ୍ରୋତ ବହିଯା ଥାକେ, ହେ ପ୍ରେତ !
ତୁମି ତାହାଦିଶେର ନିକଟେ ଗମନ କର ।

୨ । ସୀହାରୀ ତପସ୍ୟାବଲେ ଦୁର୍କର୍ମ ହେଇଯାଇଛେ ; ସୀହାରୀ ତପସ୍ୟାବଲେ ସର୍ଗେ
ଗିଯାଇଛେ ; ସୀହାରୀ ଅତି କଟୋର ତପସ୍ୟା କରିଯାଇଛେ ; ହେ ପ୍ରେତ ! ତୁମି ତାହା-
ଦିଶେର ନିକଟେ ଗମନ କର ।

৩। যাহারা যুক্তিলে বৃক্ষ করেন; যে সকল বৌরু শয়ীরের মায়া ভাঁগ করিয়াছেন; কিংবা যাহারা সম্মদক্ষিণ দান করেন; হে প্রেত! তুমি তাঁহাদিগের নিকটে গমন কর।

৪। যে অকল পূর্বতম ব্যক্তি পুণ্যকর্মের অচুষ্টামপুরুষের পুণ্যবাসু হইয়াছেন, পুণ্যের শ্রেষ্ঠ হিন্দি করিয়াছেন, যাহারা তপস্যা করিয়াছেন; হে যম! এই প্রেত তাঁহাদিগের নিকটেই গমন করক।

৫। যে সকল বুক্ষিমানু ব্যক্তি সহস্র প্রকার সংকর্মের পক্ষতি প্রদর্শন করিয়াছেন, যাহারা পূর্যাকে রক্ষা করেন, যাহারা তপস্যা হইতে উৎপন্ন হইয়া তপস্যাই করিয়াছেন; হে যম! এই প্রেত মেই সকল খবিদিগের নিকট গমন করক(১)।

১৫৫ পৃষ্ঠা।

অলঙ্কী মাখ ও ব্রহ্মণ্ডপতি ও বিশ্বদেব দেবতা। শিরিহিট ঘষি।

১। হে অলঙ্কী! তুমি বদান্যাতার বিপক্ষ, সর্বজ্ঞ কুৎসিত শব্দ কর, তোমার আকৃতি বিকট, আক্রোশ করাই তোমার এক ষাঁত্র কার্য; তুমি পর্বতে গমন কর। আমি শিরিহিট, আমি একপ উপায় করিতেছি, যাহাতে তোমাকে অবশ্যই দূর করিব।

২। মেই অলঙ্কী সর্বজ্ঞাতার জগকে মষ্ট করে, (অর্থাৎ হস্তমতা শম্ভুদির অঙ্গুর মষ্ট করিয়া দ্রুতিক্ষ আনন্দ করে); তাঁহাকে আমি এই ছান হইতে এবং ঐ ছান হইতে দূর করিলাম। হে তৌঙ্গতেজা ব্রহ্মণ্ডপতি! বদান্যাতার বিপক্ষস্বরূপ! মেই অলঙ্কীকে এই ছান হইতে দ্বৰীকৃত করতঃ আঁগমন কর।

৩। এক খালি কাঠ সমুদ্র তীরের নিকটে ভাসিতেছে, উহার পুরু অর্থাৎ স্বদ্বাধিকারী কেহ নাই; হে বিরূপাকৃতি অলঙ্কী! উহার উপর আরোহণপূর্বক সমুদ্রের অপর পারে গমন কর।

(১) পুণ্যকর্মে স্বর্গলাভ হয়, তাহা এই সূত্রে প্রকাশিত হইতেছে। বেদের যম স্বর্গস্থদাতা, (দণ্ডের নিষ্পত্তি নহেন), তাহাও ইহা হইতে প্রকাশ পাইতেছে।

୪ । ହେ ହିଂସାଧୟୌ କୁଂସିତ ଶନ୍ଦକାରିଣୀ ଅଳକ୍ଷ୍ମୀଗଣ ! ସଞ୍ଚିନ ତୋମରା ତେବେର ହଇଯା ଆକୃଷିତଗମ୍ଭେ ଚଲିଯାଏ ଗେଲେ, ତଥାନ ଇନ୍ଦ୍ରେର ମକଳ ଶକ୍ତ ନଷ୍ଟ ହଇଲୁ, ଅଳ ବୁଦ୍ଧଦେବ ମାୟ ତାହାରା ମିଳାଇଯାଏ ଗେଲ ।

୫ । ଏହି ସକଳ ସଂକଳି ଗାୟତ୍ରୀଦିଗଙ୍କେ ଅଭ୍ୟାସକ୍ଷାର କରିଯାଇଛେ, ଇହାରା ଅଗ୍ନିକେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହାଲେ ହ୍ରାପନ କରିଯାଇଛେ, ଦେବତାଦିଗେର ଉଦ୍‌ଦେଶେ ଅନ୍ନ ଉତ୍ସମ୍ପର୍ଦ୍ଦିତ କରିଯାଇଛେ; କାହାର ସାଧ୍ୟ ଯେ ଇହାଦିଗଙ୍କେ ଆକ୍ରମଣ କରେ(୧) ? ।

୧୫୬ ପୃଷ୍ଠା ।

ଅଗ୍ନି ଦେବତା । କେତୁ ଖରି ।

୧ । ଯେତେପାଇଁ ଆଜିତେ, ଅର୍ଥାଏ ଘୋଟିକ ଧାବନ ହାନେ ଶ୍ରୀଭଗବ୍ତୀ ସେଟିକକେ ଧାରିବିତ କରା ହୟ, ତତ୍କଳ ଆମାଦିଗେର ଶ୍ଵରଗୁଲି ଅଗ୍ନିକେ ଧାରିବିତ କରିତେହେ, ତାହାର ପ୍ରସାଦେ ଆସିଯା ଯେନ ସାବତୀର ଧର ଜୟ କରି ।

୨ । ହେ ଅଗ୍ନି ! ତୋମାର ଲିକଟ ଯେତେପାଇଁ ଆଶ୍ରମ ପାଇଯା ଆମରା ଗାୟତ୍ରୀ-ଦିଗଙ୍କେ ଉପାର୍ଜନ କରି, ତୋମାର ଯେ ରକ୍ଷା ଆମାଦିଗେର ସାହାଯ୍ୟକାରିଣୀ ମେଲାସ୍ତରଣୀ, ମେହି ରକ୍ଷା ଆମାଦିଗଙ୍କେ ପାଠାଇଯା ଦାଓ, ତାହା ହଇଲେ ଆମରା ଧର ମାତ୍ର କରିବ ।

୩ । ହେ ଅଗ୍ନି ! ଶ୍ରୀମଦ୍ ସର୍ବଦାଇ ସାଇତେହେମ, ଯିନି ଲୋକଦିଗଙ୍କେ ଆଲୋକ ଦିତେହେମ, ତାହାକେ ଆକାଶେ ବସାଇଯା ଦାଓ ।

୪ । ହେ ଅଗ୍ନି ! ତୁ ମି ଆମାଦିଗେର ଅନ୍ତିମ ଆମାଇଯା ଦାଓ, ଅର୍ଥାଏ ତୋମାକେ ଦେଖିଲେଇ ତଥାର ଲୋକାଳୟ ଆହେ ଏହି ଅଶୁଭାନ ହୟ । ତୁ ମି ପ୍ରାୟତନ୍ତ୍ର; ତୁ ମି ଶ୍ରେଷ୍ଠ । ତୁ ମି ଯଜ୍ଞଧାରେ ଉପବେଶନ କର, ଶ୍ଵରେ ଅଭି କର୍ଣ୍ଣପାତ କର; ଅନ୍ନ ଆମିଯା ଦାଓ ।

(୧) ଏ ପୃଷ୍ଠାଟି ଅମଜଳ ମାଥେର ମୁଦ୍ରା । ଏଟି ଆମ୍ବୁଲିକ, ବଳା ବାହଳ୍ୟ ।

১৫৭ স্কৃত। ০

বিশ্বদেৱা দেবতা। চূবন ঋষি।

১। এই সমস্ত চূবন হইতে আমরা যেন মুখের উপায় করিতে পারি ;
ইন্ন ও ভাৰৎ দেবতা সেই উপায় কৰিয়া দিন।

২। ইন্ন ও আদিত্যগণ মিলিত হইয়া আমাদিগের যজ্ঞ ও দেহ ও
সন্তানসন্তি নিরপত্ত্ব কৰিয়া দিন।

৩। ইন্ন আদিত্যদিগকে ও মকংগণকে সহকারী যত্নপ সহিয়া
আমাদিগের দেহেৰ রক্ষাকৰ্ত্তা হউন।

৪। দেবতাৰা যথন অমুরদিগকে বধ কৰিয়া প্রত্যাগমন কৰিসৈব,
তখন তাহাদিগেৱ, অমুরত্ব পদ রক্ষা হইল(;)।

৫। নাৰ্ম কাৰ্যাবৰ্গ স্বকে দেবতাদিগেৱ নিকট প্ৰেৰণ কৰা হইল।
তদনন্তৰ আকাশ হইতে হৃষ্টি পতন হইতে দেখা গেল।

১০৮ স্কৃত।

সূর্য দেবতা। চক্ৰ ঋষি।

১। সূর্য আমাদিগকে স্বর্ণের উপত্বব হইতে, বায়ু আকাশেৰ উপত্বব
হইতে এবং অগ্নি পৃথিবীৰ উপত্বব হইতে রক্ষা কৰন।

২। হে সবিতা ! আমাদিগেৰ পূজা আহল কৰ। তোমাৰ যে তেজঃ,
তাহাৰ উদ্দেশে একশত যজ্ঞ অমুষ্ঠান কৰা উচিত, শক্রদিগেৰ যে সকল
উজ্জ্বল অন্ত্র আসিয়া পড়িতেছে, তাহা হইতে আমাদিগকে রক্ষা কৰ।

৩। সবিভাদেৰ আমাদিগকে চক্ৰ দান কৰণ, পৰ্বতদেৰ চক্ৰ দান
কৰন ; বিধাতা আমাদিগকে চক্ৰ দান কৰন।

৪। আমাদিগেৰ চক্ৰকে চক্ৰ, অৰ্দ্ধাং দৰ্শনশক্তি দান কৰ, যাহাতে
সকল বস্তু উত্তমক্ষণ প্ৰকাশ পায়, সেই জন্য আমাদিগেৰ শরীৱকে চক্ৰ দান।

(১) অসুৱ শব্দেৰ পৌৰাণিক অর্থে প্ৰয়োগ এই স্তুতেৰ অপেক্ষাকৃত আধুনিক
বচন প্ৰকাশ কৰিতেছি।

কর। আমরাখেম সকল বস্তু একত্রে সংগৃহীতক্ষণপে দর্শন করিতে পারি, এবং যেন বিশেষ বিশেষ করিয়াও দর্শন করিতে পারি।

১। হে সূর্য ! তোমাকে যেন আমরা অতিউৎকৃষ্টক্ষণপে দর্শন করিতে পারি, আর মহুষ্যগণ যাহা দেখিতে পায়, তাহা যেন আমরা বিশেষ বিশেষ করিয়া দর্শন করিতে পারি।

১৫৯ শুক্ল । ০

শচী দেবতা। শচীই খবি(১)।

১। এই যে সূর্য উদয় হইয়াছেন, ইহা আমার সৌভাগ্যই উদয় হইয়াছে। আমি ইহা বুঝিয়াছি; সকল সপন্তী আমার নিকট পর্যাপ্ত, আমি স্বামীকেও বশ করিয়াছি।

২। আমিই কেতু, আমিই মন্তক; আমি প্রবল হইয়া স্বামির নিকট মিষ্টি বাক্য লাভ করি। আমাকে সর্বোপরিবর্ত্তিনী জানিয়া আমার স্বামী আমার কার্য্যেই অশুমোদন করেন, আমার অত্তেই চলেন।

৩। আমার পুত্রগণ শক্রনিধনকারী, অর্থাৎ বলবানু; আমার কন্যাই সর্বাঞ্চ শোভায় শোভিত। আমি সকলকে জয় করি। আমারই নাম স্বামির নিকট আদরণীয় হয়।

৪। যে যজ্ঞ করিয়া ইন্দ্র বলবানু ও শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন, হে দেবগণ ! আমি তাহাই করিয়াছি; তাহাতে আমার সকল শক্ত নষ্ট হইয়াছে।

(১) এটা সপন্তীর উপর প্রচুর লাভ করিবার মন্ত্র মাত্র। এটা যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক, তাহা বলা বাহ্যিক। শচীকে এই স্তুতের দেবতা ও খবি বর্ণিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু স্তুতি ইঙ্গীয়ীর উভি, স্তুতের মধ্যে তাহার কোনও নির্দেশন নাই। কলতঃ প্রথম নয় যশুলে যে শুবিদিগের নাম দেওয়া হইয়াছে, তাহার অর্থ আছে, স্তুতগুলি প্রার সেই সেই খবি বা তৰঃশীয়দিগের ঘাবা রিচত। সশম সশু-পেষ অথেকজনি স্তুত অপেক্ষাকৃত-আধুনিক এবং পাঁচে সোকে পে গুলিকে অপেক্ষা করে, সেই অন্য খবির স্বলে দেবতাদিগের নাম বসাইয়। দেওয়া হইয়াছে।

৫। আমার শক্র জীবিত থাকে না, শক্রদিগকে আমি নথ করি, জরুর করি, পরাম্পর করি। যেমন অস্তির বুর্জি লোকের সম্পত্তি অঙ্গে হয়ে যাবে, তজপ আমি অপর নারীগণের জ্ঞান খণ্ডন করিয়া দিয়াছি।

৬। আমি এই সকল সপ্তরীদিগকে ভয় করিয়াছি, পরাম্পর করিয়াছি। সে কারণে আমি এই বীরের উপর অভুত করি, পরিবারবর্ষের উপরও অভুত করি।

১৬০ চূড়া।

ইন্দ্র দেবতা। পূরণ করি।

১। এই সোমরস তৌর করিয়া প্রস্তুত কর। ইয়াচ্ছে, ইহার সঙ্গে আঁহারের সামগ্রী আছে, ইহা পান কর। তোমার রথবহস্যকারী হৃষী ঘোটককে এই দিকে আনিবার জন্য ছাড়িয়া দাও। হে ইন্দ্র ! যেমন আর আর যজমান তোমাকে সন্তুষ্ট করিতে না পারে। তোমারই নিমিত্ত এই সকল সোমরস প্রস্তুত হইয়াছে।

২। যে সোমরস প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা তোমারই জন্য, যাহা প্রস্তুত হইবে তাহাও তোমারই জন্য। এই সকল শব্দ উচ্চারিত হইয়া তোমাকে আঁহান করিতেছে। হে ইন্দ্র ! আমাদিগের এই বজ্জ প্রাপ্তি কর। সকলি তুমি জান, এই স্থানেই সোম পান কর।

৩। ধে. ব্যক্তি একান্তমনে, অমায়িকভাবে, প্রীতিযুক্ত অস্তকরণে, ও দেবতাঙ্কিসহকারে এই ইন্দ্রের জন্য সোম প্রস্তুত করে, ইন্দ্র তাহার গাংত্রী-দিগকে নষ্ট করেন না, অতি মুম্বর শুচাক মন্ত্র তাহার জন্য বিশাল করেন।

৪। যে ধনবানু ব্যক্তি ইহার জন্য সোম প্রস্তুত করে, ইন্দ্র তাহাকে অতাক্ষণপে রিজ মুর্তিতে দর্শন দেন। তিনি আমিয়া তাহার হস্ত ধারণ করেন। আর যাহার পুণ্যকৃষ্ণের দ্বিষী, তিনি কাহারও প্রবর্তনা ব্যতিরেকে, উহাদিগকে বিমাণ করেন।

৫। হে ইন্দ্র ! গাংত্রী, ঘোটক ও অন্নের কামনাতে আমরা তোমার আঁগঘৰ প্রার্থনা করিতেছি। তোমার জন্য এই মৃতন ও উৎকৃষ্ট শব্দ রচনা করিতে করিতে তোমাকে সুখকর আনিয়া ডাকিতেছি।

১৬১ স্কৃত। ০

ইন্দ্র দেবতা। বক্ষ বাঞ্ছন খবি।

১। হে রোগী ! এই যজমানপ্রী দ্বারা তোমাকে অপরিজ্ঞাত যজ্ঞা-
রোগ হইতে, রাজ যজ্ঞারোগ হইতে মোচন করিয়া দিতেছি, তাহা হইলে
তোমার জীবন রক্ষা হইবে । যদি কোন পাপ গ্রহ এই রোগীকে ধরিয়া
থাকে, তাহা হইলে, হে ইন্দ্র ! ইহাকে তাহার হন্ত হইতে মোচন
করিয়া দাও ।

২। যদিচ এই রোগীর পরমায়ু ক্ষয় হইয়া থাকে, অথবা, যদি এ
মরিয়াও গিয়া থাকে, যদি একেবারে মৃত্যুর নিকটেই গিয়া থাকে ; তখন্তিপি
আমি মৃত্যুদ্বেতা নির্ব্বত্তির নিকট হইতে তাহাকে ফিরাইয়া আনি-
তেছি । আমি ইহাকে একপ স্পর্শ করিয়াছি যে এ একশত বৎসর জীবিত
থাকিবে ।

৩। আমি এই যে আহুতি দিলাম, ইহার একশত চন্দ একশত বৎ-
সর পরমায়ু দেয়, একশত আয়ু দেয়, এত দৃশ (আহুতিদ্বারা) আমি
রোগীকে ফিরাইয়া আনিয়াছি । ইন্দ্র যেন সমস্ত পাপ হইতে ইহাকে
পরিদ্রাশ করিয়া একশত বৎসর জীবিত রাখেন ।

৪। হে রোগী ! একশত শরৎকাল জীবিত থাক, সুখে সচ্ছন্দে এক
শত হেমন্ত, এক শত বসন্ত জীবিত থাক । ইন্দ্র, অঞ্জি, সবিতা ও হৃষ্ণগতি
হ্যাদ্বারা তৃণ হইয়া ইহাকে একশত বৎসর পরমায়ু প্রদান করন ।

৫। হে রোগী ! তোমাকে আমি পাইয়াছি, তোমাকে ফিরাইয়া
আনিয়াছি । তুমি পুনর্বার নবীন হইয়া আসিয়াছ । তোমার সমস্ত অঙ্গ,
সমস্ত চন্দ, সমস্ত পরমায়ু, আমি পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছি(১) ।

(১) এটি বক্ষারোগ আরাম করিবার মন্ত্র । এটি আধুনিক, তাহা বলা
বাহ্য । ৪ থাকে অকাশ যে মনুষ্যের পরমায়ু একশত বৎসর ।

১৬২ স্কুল। ০

গৰ্ভৱত্তম দেবতা। রক্ষার্থী।

১। রাজসন নিধনকাৰী অগ্নি স্তোত্ৰের সহিত একমত হইয়া এছাম হইতে গভৰে সেই সমস্ত বাঁধা, উপজ্বব, রোগ দূৰ কৰিয়া দিল, শাহীর দ্বাৰা, হে মাৰি ! তোমাৰ ঘোনি আক্রান্ত হইয়াছে।

২। হে মাৰি ! যে মাংসভোজী রাজসন, অথবা যে বোঁগ, বা উপজ্বব তোমাৰ ঘোনি আক্রমণ কৰে, রাজসন নিধনকাৰী অগ্নি স্তোত্ৰের সহিত মিলিত হইয়া সেই সমস্ত বিনাশ কৰুন।

৩। পুৰুষেৰ শুক্রসঞ্চার কালেই ইউক, অথবা গৰ্ভ উৎপন্ন হইবাৰ কালেই ইউক, অথবা গৰ্ভ মধ্যেই আদ্বৈতিত হইবাৰ কালে ইউক, অথবা দুমিঠ হইবাৰ সময়ে ইউক, তোমাৰ গৰ্ভকে যে নষ্ট কৰে বী, মষ্ট কৱিতে ইচ্ছা কৰে, তাৰাকে আমৰা এই স্থান হইতে দূৰীভূত কৱিলাম।

৪। গৰ্ভ নষ্ট কৱিবাৰ জন্য যে তোমাৰ দুই উক বিশ্লেষিত কৱিয়া দেয়, অথবা যে ক্রি উদ্দেশ্যে স্ত্রী পুৰুষেৰ মধ্যস্থলে শয়ন কৰে, অথবা যে ঘোমিৰ মধ্যে নিপত্তিত পুৰুষ শুকুকে লেহন কৱিয়া লয়, তাৰাকে এই স্থান হইতে দূৰীভূত কৱিলাম।

৫। হে মাৰি ! যে রাজসন তোমাৰ আতা, পতি, বা উপপতিৰ মৃত্তি-ধাৰণপূৰ্বক তোমাৰ নিকটে গমন কৰে, তোমাৰ সন্তাৰকে যে নষ্ট কৱিতে ইচ্ছা কৰে, তাৰাকে এই স্থান হইতে দূৰীভূত কৱি।

৬। যে রাজসন শশ্রাণ্ডায় বা লিঙ্গাবস্থায় তোমাকে মুক্ত কৱিয়া নিকটে যায়, যে তোমাৰ সন্তাৰকে নষ্ট কৱিতে ইচ্ছা কৰে, তাৰাকে এই স্থান হইতে দূৰীভূত কৱি।

(১) এ সূক্ষ্ম গভ' রক্ষাৰ মন্ত্ৰ মাত্ৰ। এটি আধুনিক, তাৰা দলা বাহল্য।

১৬৩ স্কন্দ । ০

যক্ষমাৰোগেৰ মাশ দেবতা। বিবৃহা খবি।

১। তোমাৰ ছুই চক্ৰ, ছুই মাসাৰক্ষ, ছুই কৰ্ণ, চিৰুক, ঘনক, মন্ত্রক,
বা জিহৱা এই সকল অবয়ব হইতে যক্ষমা, অর্থাৎ রোগকে আমি তাড়াইয়া
দিতেছি।

২। তোমাৰ গৌৰাঙ্গিত শিৱাসমূহ হইতে, আয়ু হইতে, অচ্ছসকি,
ছুই বাছ, ছুই হস্ত, ছুই স্তন, এই সকল অবয়ব হইতে ব্যাধিকে তাড়াইতেছি।

৩। তোমাৰ অশ্বমাড়ী, ক্ষুত্রমাড়ী, হৃদয়, হাদয়স্থান, মূত্রাশয়, যকৃৎ
ও অন্যান্য মাংসপিণি হইতে আমি ব্যাধিকে তাড়াইতেছি।

৪। তোমাৰ ছুই উক, ছুই জানু, ছুই পাৰ্কি (গোড়াল) ও ছুই চৃণ-
আন্ত হইতে, এবং ছুই নিতম্ব, কটিদেশ ও মলদ্বার হইতে ব্যাধিকে আমি
তাড়াইতেছি।

৫। প্রস্তাৱকাৰী তোমাৰ পুকুৰাঙ্গ হইতে, লোম ও নথ হইতে, এমন
কি তোমাৰ সর্বাঙ্গ শৰীৰ হইতে আমি এই ব্যাধিকে তাড়াইতেছি।

৬। প্রত্যোক অঙ্গ, প্রত্যোক লোম, শৰীৰেৰ প্রত্যোক সংক্ষি স্থান,
তোমাৰ সর্বাঙ্গেৰ মধ্যে যে কোন স্থানে ব্যাধি জন্মিয়াছে, আমি তখন হইতে
তাহাকে তাড়াইতেছি(১)।

১৬৪ স্কন্দ । ০

হংসপ্ত নাশ দেবতা। অচেতা খবি।

১। হে হংসপ্ত দেবতা! তুমি যনকে অধিকাৰ কৰিয়াছ; তুমি সরিয়া
যাও; পলায়ন কৰ; দূৰ স্থানে যাইয়া বিচৰণ কৰ। অতিদূৰে যে মিৰ্ত্তি
দেবতা আছেন, তাহাকে যাইয়া কৰ, যে জীবিত ব্যক্তিৰ বিষ্ণুৰ মনোৱথ,
অতএব তিনি কেন অনোৱথ ভঙ্গ কৰেন।

(১) এটি ও মোৰ আৱায় কৰিবাৰ যজ্ঞ। আধুনিক, তাৰা বলা বাহ্য।

২। ভৌবিত ব্যক্তির বিজ্ঞর ঘৰোৱখ থাকে; সে উৎকৃষ্ট কাম্য বজ্র আৰ্থনী, কৰে, উৎকৃষ্ট ও মুদ্রৰ ফল লাভ কৰিবাৰ ইচ্ছা কৰে। যদি যেন কল্যাণ চক্রতে দৃষ্টিপাত কৰেন।

৩। আশা কৰিবাৰ সময়, আশা ভজ হইবাৰ সময়, আশা সফল হইবাৰ সময়, কি জাগ্রাদবস্থায়, কি নিম্নাবস্থায়, যাহা কিছু অপকৰ্ম কৰি, সই সমস্ত ক্লেশকৰ পাপকে অগ্নি আমাদিগেৰ নিকট হইতে দূৰে লইয়া রাখুন।

৪। হে ইচ্ছা ! হে ব্ৰহ্মগম্পতি ! যে পাপ তামৰা কৰিয়াছি, অদিয়াৰ সন্তান অচেতী শক্রকৃত মেই অকল্যাণ হইতে আমাদিগকে ব্ৰক্ষণ কৰে।

৫। আদা আমৰা জয়ী হইয়াছি, যাহা লাভ কৰিবাৰ তাহা পাইয়াছি, অপৱান্বযুক্ত হইয়াছি। জাগ্রৎ অবস্থায়, বা নিম্নাবস্থার সময়, বা সংকল্পে জন্য, যাহা কিছু পাপ ঘটিয়াছে, তাহা আমাদিগেৰ দ্বেষ-ভাজন শক্তিৰ নিকটে যাউক। যাহাকে আমৰা দ্বেষ কৰি, তাহাৰ নিষ্ঠিত যাউক(১)।

১৬৫ পৃষ্ঠা ।

বিশ্বেদেৰা দেবতা। কপোত ঋষি।

১। হে দেবগণ ! ত্ৰি কপোত নিৰ্বিতিৰ প্ৰেরিত দৃত, সে ক্লেশ নিবাৰ অভিজ্ঞাৰে আমাদিগেৰ গৃহে আসিয়াছে, তাহাৰ পূজা কৰিতেছি, এই অকল্যাণ অপনয়ন কৰিতেছি, আমাদিগেৰ দ্বিপদ (দাস দাসী) ও চতুৰ্পদগণ (গো, অশ্ব, ঘৰ্য, ইত্যাদি) যেন অবঙ্গলগ্ন বৰ্ণ হয়।

২। হে দেবগণ ! যে কপোত আমাদিগেৰ গৃহে প্ৰেরিত হইয়াছে, এই পক্ষী আমাদিগেৰ পক্ষে শুভকৰ হউক, যেন আমাদিগেৰ কোন অকল্যাণ না কৰে। বুজ্জিমান ও আমাদিগেৰ আঢ়ীয়ভূত অগ্নি আমাদিগেৰ হৃদ্য গ্ৰহণ কৰেন। পক্ষবিশিষ্ট এই অস্ত্র আমাদিগকে সৰ্বথা পৱিত্ৰাগ কৰিয়া যাউক।

(১) এটীও ছঃসং বা অব্য অমঙ্গল নাশেৰ মন্ত্ৰ, আধুনিক, তাহা বলা বাহ্যিক।

৩। এই পক্ষযুক্ত অস্ত্রস্বরূপ কপোত যেমন আমাদিগকে হিংসা না করে, যে বিস্তীর্ণ স্থানে অগ্নি সংস্থাপন হইয়াছে, সেই স্থানেই এই উপবেশন করক। আমাদিগের গো মনুষ্যবর্গের মন্দল ইউক। হে দেবগণ ! কপোত যেমন আমাদিগকে এই স্থানে হিংসা না করে।

৪। এই পেচক(১) যাহা কহিতেছে, তাহা মিথ্যা ইউক। কারণ এই কপোত অগ্নিস্থানে উপবেশন করিতেছে। যাহার প্রেরিত দৃতস্বরূপ এ আসিয়াছে, সেই মৃত্যুস্বরূপ যমকে নমস্কার।

৫। হে বঙ্গুরণ ! এই কপোত তাড়াইয়া দিবার যোগ্য, ইহাকে ঝকের দ্বারা তাড়াইয়া দেও। তাৎক্ষণ্যে অকল্যাণ দ্বিমপূর্বক আমন্দের সহিত গাঁভীকে অন্নের দিকে, অর্থাৎ তাহার আহার সামগ্ৰীর দিকে লইয়া চল, এই কপোত অতিবেগে উজ্জীল হয় ও আমাদিগের অন্ন পরিত্যাগ পূর্বক অন্যত্র উজ্জীল ইউক(২)।

১৬৬ শৃঙ্খল।

শক্ত বিবাশ দেবতা। বৰ্ষত শব্দি।

১। হে ইন্দ্র ! আমাকে এতাদৃশ কর, যাহাতে আমি সমকক্ষ ব্যক্তি-দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হই, শক্তদিগকে পরাভব করি, বিপক্ষদিগকে নিধন করি, এবং সর্বোপরিবর্ত্তী হইয়া অশেষ গোধনের অধিকারী হই।

২। আমি শক্তনিধনকারী হইলাম, আমাকে কেহ হিংসাৰী আঘাত করিতে পারে না। এই সকল শক্ত আমাৰ দুই চৱণের নৌচে অবস্থিতি করিতেছে।

৩। হে শক্রগণ ! যেমন ধনুকের দুই প্রান্তভাগ ধনুণ্ডৈর দ্বারা বক্ষন করে, তজ্জপ তোমাদিগকে এই স্থানেই বক্ষন করিতেছি। হে বাচস্পতি ! ইহাদিগকে মিথ্যধ করিয়া দাও, ইহারু যেমন আমাৰ কথার উপর কথা কৃতিতে সমর্থ না হয়।

(১) মূলে “উলুকঃ” আছে।

(২) এই শৃঙ্খল পেচকভাবে অমঙ্গলনাশের শত্রু। আধুনিক, তাহা বলা বাহ্যিক।

৪। আমার তেজ তাঁবৎ কর্ষের অমাই উপযুক্ত। সেই তেজ লইয়া আমি শক্ত পরাজয় করিতে আসিয়াছি। হে শক্তগণ! আমিতোমাদিগের মন, তোমাদিগের কার্য, তোমাদিগের বিলম, সকলি অপহরণ করিয়া লইতেছি।

৫। তোমাদিগের উপাঞ্জ্জন ক্ষমতা অপহরণপূর্বক আমি তোমাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছি, তোমাদিগের মনকে উঠিয়াছি। যেমন অন মধ্য হইতে তেকেরা শব্দ করিতে থাকে, তত্ত্বপ তোমরা আমার চরণের তল হইতে চীৎকার করিতে থাক।

১৬৭ স্কৃত। ০

ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বাসিত ও জন্মদণ্ডি খবি।

১। হে ইন্দ্র ! এই মধুতুল্য সোমরস তোমার জন্য ঢালা হইতেছে, এষ্ট যে সোমের কলস প্রস্তুত করা হইতেছে, তুমি ই তাহার অচু। তুমি আমাদিগের জন্য প্রচুর ধন ও বিস্তর লোকজন উৎপাদন করিয়া দাও। তুমি তপস্য করিয়া স্বর্গ তরী হইয়াছ(১)।

২। যে ইন্দ্র স্বর্গজয়ী হইয়াছেন, যিনি সোমস্বরূপ আহাৰ পাইলে বিশিষ্টক্রপ আমোদ কৰেন, সেই ইন্দ্রকে এই সকল প্রস্তুত করা সোমরসের নিকটে আসিতে আহ্বান করিতেছি। আমাদিগের এই বজ্জেব সংবাদ লও; এই স্থানে এস। শক্রবিজয়কারী ইন্দ্রের নিকট আমরা শরণাপন্ন হইতেছি।

৩। সোম এবং রাজা বৰুণ আমাকে আশ্রয় দিয়াছেন, রহস্যতি ও অনুমতিদেবী মঙ্গল করিতেছেন; হে ইন্দ্র ! তোমার স্তবে প্রস্তুত হইয়াছি। হে ধাত ! হে বিধাতা ! তোমাদিগের অনুমতিমতে আমি কলস কলস সোমরস পান কৱিলাম।

৪। হে ইন্দ্র ! তোমাকৰ্ত্তৃক প্ৰেরিত হইয়া আমি চকসহকারে আৱ আৱ আহাৰের জন্য প্রস্তুত কৱিয়াছি; নৰ্ব প্ৰথম স্তবকৰ্ত্তা হইয়া আধি এই স্তবটাকে পৱিত্রাক কৱিয়া রচনা কৰিয়াছি। (ইন্দ্রের উক্তি) — হে বিশ্বাসিত ও জন্মদণ্ডি ! তোমরা সোম প্রস্তুত কৱিলে আমি বখন ধন লইয়া তোমাদি- গের গৃহে আগমন কৱি, তখন তোমরা উত্তমকৰণে স্তব কৰ।

(১) তপস্যারীরা স্বর্গ জন্মের কথা আমরা কেবল দৰ্শন মণ্ডলেই দেখিতে পাই।

୧୬୮ ପୃଷ୍ଠ ।

ବ୍ୟାସ ଦେବତା । ଅନିଲ ଝବି ।

୧ । ଯେ ବ୍ୟାସ ରଥେର ନ୍ୟାୟ ବେଗେ ଧାରିତ ହନ, ତୋହାକେ ଆମି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ । ଇହାର ଶବ୍ଦ ବଜ୍ରେର ଶବ୍ଦର ନ୍ୟାୟ, ଇଲି ହଙ୍କାଦି ଭଙ୍ଗ କରିତେ କରିତେ ଆସେଇ । ଇଲି ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଶ୍ଵର ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ କରିତେ କରିତେ ଆକାଶ ପଥ ଅବଲମ୍ବନ-ପୂର୍ବକ ଗମନ କରେଇ । ଅପିଚ, ପୃଥିବୀର ଧୂଲି ବିକୌରଣ କରିତେ କରିତେ ଚଲିଯା ଯାଏ ।

୨ । ମୁହିର ପଦାର୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ପରିତାଦି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାସର ଗତିବିଧି କଞ୍ଚାମାନ ହଇତେ ଥାକେ । ଘୋଟକିଆ ଯେମନ ଯୁଦ୍ଧେ ଯାଇ, ତକ୍ରପ ଏହି ବ୍ୟାସର ଦିକେ ଗମନ କରେ । ତିଲି ମେଇ ଘୋଟକିଆଦିଗକେ ସହ୍ୟ ପାଇୟା ରଥେ ଆରୋହଣ-ପୂର୍ବକ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଦ ଭୁବନେର ରାଜୀର ନ୍ୟାୟ ଚଲିଯା ଯାଏ ।

୩ । ଇଲି ଆକାଶପଥେ ଗତିବିଧି କରିବାର ସମର କୋଳ ଦିଲଇ ହିର ହଇଯା ଥାକେନ ନା । ଇଲି ଜଳେର ବଙ୍ଗୁ, ଜଳେର ଅଗ୍ରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଲେ, (ଅଗ୍ରେ ବ୍ୟାସ, ପରେ ହାନି) । ଇଲି ସତ୍ୟସ୍ଵଭାବ । ବଳ ଦେଖି, ଇଲି କୋଥାର ଅନ୍ଧିଆ-ଛେନ ? କୋଥା ହଇତେ ଆସିଯାଛେନ ?

୪ । ଏହି ବ୍ୟାସଦେବ ଦେବତାଦିଗେର ଆସ୍ତାନ୍ତରକ୍ରମ, ଭୁବନେର ସମ୍ମାନକ୍ରମ, ଯଥାଇଜ୍ଞ ଦିହାର କରେଇ । ଇହାର ଶବ୍ଦଇ ଅମେକ ଅକାର ଶବ୍ଦ ଯାଏ, ଇହାର ରୂପ ଅତ୍ୟକ୍ଳ ହେବ ନା । ହବି ଦିଯା ମେଇ ବ୍ୟାସର ପୂଜା କରି, ଏମ ।

୧୬୯ ପୃଷ୍ଠ ।

ଗାୟତ୍ରୀ ଦେବତା । ଶବର ଝବି ।

୧ । କୁଥକର ବ୍ୟାସ ଗାୟତ୍ରୀଦିଗକେ ବୀଜନ କରନ; ଗାୟତ୍ରୀଗଣ ବଲଧୀଯକ ତୃଣପାତାଦି ଆସ୍ତାଦମ କରକ; ଅଚୁର ଓ ଢାନେର ପରିତ୍ରଣକର ଜଳ ଇହାରୀ ପାଇ କରକ; ହେ କରଦେବ ! ଚରଣବିଶିଷ୍ଟ ଅର୍ପନକ୍ରମ ଏହି ସେ ଗାୟତ୍ରୀଗଣ ଇହାଦିଗକେ ଜଜ୍ଞମେ ଦ୍ଵାରା ।

୨ । ଗାୟତ୍ରୀଗଣ କଥନ ଅମେକେ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣବିଶିଷ୍ଟ ହୁଏ, କଥନ ତିଲ ଭିଲ ବର୍ଣ୍ଣବିଶିଷ୍ଟ ହୁଏ, କଥନ ସର୍ବାଙ୍ଗେ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣବିଶିଷ୍ଟ ହୁଏ । ଅଗି ଯଜ୍ଞ ଉପଲକ୍ଷେ ତାହା-

দিগের নাম সকল অবগত হয়েন। অঙ্গরার সন্তানেরা তপস্যাদ্বারা তাহা-
দিগকে পৃথিবীতে স্থান্তি করিয়াছেন। হে পর্জন্যদেব ! তাহাদিগকে শুধ-
সচ্ছম্ভ বিতরণ কর ।

৩। গাভীগণ আপনার শরীর দেবতাদিগের যজ্ঞ জন্ম দিয়া থাকে(১) ;
সোম তাহাদিগের অশেষ আঁকতি অবগত আছেন। হে ইন্দ্র ! তাহাদিগকে
হুক্ষে পরিপূর্ণ করিয়া এবং সন্তান্যুক্ত করিয়া আমাদিগের জন্ম গোটে
গাঠাইয়া দাও ।

৪। তাবৎ দেবতা ও পিতৃলোকদিগের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া
অজাপতি আমাকে এই সকল গাভী উপচৌকম দিয়াছেন। সেই সকল
গাভীকে কল্যাণযুক্ত করিয়া তিনি আমাদিগের গোষ্ঠমধ্যে সংহাপ করুন,
যেন আমরা সেই সকল গাভীর সন্তান আপ্ত হই ।

৫
১৭০ পৃষ্ঠা।

স্মর্য দেবতা। বিভিট ঋষি।

১। অতি দীপ্তিশালী স্র্যাদেব মধুতুল্য সোমরস পান করন, যজ্ঞা-
সুষ্ঠানকারী ব্যক্তির প্রকৃষ্ট পরমায়ু বিধান করন। তিনি বায়ু_বায়ু_প্রেরিত ?
হইয়া প্রজাদিগকে স্বয়ংই রক্ষা করেন, অজাবর্গের পুর্তি বিধান করেন এবং
অশেষ প্রকারে শেষভা পান ।

২। স্র্যস্বরূপ আলোকন্তর পদার্থ উন্নয় হইতেছে; ইহা একাত,
অতিদীপ্তিশালী, উত্তমরূপে সংহাপিত, ইহার মত অন্নদান কেহ করে না,
ইহা আকাশের অবস্থনের উপর যথাযোগ্যরূপে সংহাপিত হইয়া
আকাশকে আশ্রয় করিয়া আছে। ইহা শক্তিশালী করে, বৃত্তকে বধ করে,
দম্যদিগের প্রধান নিধনকারী, অসুরদিগের বধকারী(১), বিপক্ষদিগের
সংহারকারী ।

(১) অর্ধাত আহতিকলে গাতী অর্পন করা বাব ।

(১) অসুর শব্দের পৌরাণিক অর্থ পর্যোগ এই করে আনুমিক রচনা একাত
করিতেছে ।

৩। এই সুর্য সকল জ্যোতির্ময় পদার্থের শ্রেষ্ঠ ও অগ্রগণ্য; ইনি সকলি জ্ঞ করেন, ধন জয় করেন; ইঁহাকে প্রকাণ কহে; ইনি সকল বস্তু আলোকযুক্ত করেন; অভ্যন্ত দীপ্তিশালী; ইনি দৃষ্টির সুবিধার জন্য বিস্তারিত হইয়াছেন; ইনি বলস্বরূপ, ও অবিচলিত তেজস্বরূপ।

৪। হে সূর্য! তুমি জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় হইয়া আকাশের উজ্জ্বল স্থানে গিয়াছ। তোমার প্রতাপ সকল কর্মের সহায়স্বরূপ, সকল যাগ-যজ্ঞাদির অশুক্রল, তাহাদ্বারা সকল ভূবন পুষ্টি লাভ করে।

১৭১ স্কৃত।

ইন্দ্র দেবতা। ইট ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! ইটখনি যথন সৌম প্রস্তুত করিলেন, তখন তুমি তাহার রথ রক্ষ করিলে। সৌমসম্পন্ন সেই ইটের আহ্বান প্রবণ করিলে।

২। যজ্ঞ কস্তান্তির হইল, তুমি তাহার যন্তক শরীর হইতে পৃথক্কৃত করিলে, সৌমসম্পন্ন ইটের গৃহে গমন করিলে।

৩। হে ইন্দ্র! অন্তরুদ্ধের পুত্র পুনঃ পুনঃ তোমার স্তব করিল; তাহাতে তুমি বেনপুত্রকে তাহার বশীভূত করিয়া দিলে।

৪। যথন রঘাযুতি সুর্য পশ্চিম দিকে যাইন, দেবতাদ্বারা দেখিতে পাও না, যে তিনি কোথায় গিয়াছেন, তখন তুমি সেই সূর্যকে আবার পূর্বদিকে আনিয়া দাও।

১৭২ স্কৃত।

উষা দেবতা। সংবর্ষ ঋষি।

১। হে উষা! চমৎকার তেজের সহিত তুমি এস; এই দেখ, গাঢ়ীগণ পরিপূর্ণ আপীন হইয়া পথে চলিয়াছে।

২। হে উষা! উৎকৃষ্ট স্তব গ্রহণ করিতে এস; এই দেখ, যজ্ঞকর্তা বিশিষ্ট স্থানের সামগ্ৰী লইয়া যৎপৱোনাস্তি বদাল্যাতার সহিত যজ্ঞ সম্পা দন করিতেছেন।

৩। এই দেখ, আমরা আমের সংগ্রাহ করিব। উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বস্তু দাল
করিতে উদাত হইয়াছি, স্বত্ত্বের ন্যায় এই যজ্ঞ বিশ্বার করিতেছি, তোমাকে
যজ্ঞ দিতেছি।

৪। উমা আপনার ভগিনী রঞ্জনীর অস্ত্রকার নষ্ট করিলেম। প্রকৃষ্ট-
ক্ষণে হৃকি প্রাপ্ত হইয়া রথ চাঁলাইলেম।

১৭৩ মৃত্যু।

বাঙ্গলতি দেবতা। ধূৰ কৰি।

১। হে রাজন! তোমাকে রাজ্ঞদে অধিবোগিত করিনাম। তুমি এই
জনপদের মধ্যে প্রভু হও; অটল, অবিচলিত, হিংর হইয়া থাক। তাৰং
অজ্ঞানগ তোমাকে বাঞ্ছি কৰুক। তোমার রাজ্ঞ যেৰ মষ্ট মী হয়।

২। তুমি এই স্থানেই পর্বতের ন্যায় অবিচলিত হইয়া থাক, রাজ্ঞাযুক্ত
হইও না। ইম্বের ন্যায় নিষ্ঠল হইয়া এই স্থানে থাক। এই স্থানে রাজ্ঞকে
ধারণ কৰ।

৩। অক্ষয় হোমস্ত্রয পাইয়া ইন্দ্র এই নবাতিষিক্ষ রাজ্ঞকে আঁপয়
দিয়াছেন। সোম তাহাকে আশীর্বাদ করিয়াছেন। অক্ষনস্পতি আশীর্বাদ
করিয়াছেন।

৪। আকাশ নিষ্ঠল, পৃথিবী নিষ্ঠল, এই সমস্ত পর্বত নিষ্ঠল; এই
বিশ্বজগৎ নিষ্ঠল; ইনিও অজ্ঞাদিগের মধ্যে অবিচলিত রাজ্ঞ হইলেম।

৫। বকণরাজ্ঞ তোমার রাজ্ঞকে অবিচলিত কৰন, দেব রহিষ্যতি
অবিচলিত কৰন, ইন্দ্র ও অগ্নি অবিচলিতক্ষণে ধারণ কৰন।

৬। এই দেখ অক্ষয় হোমস্ত্রয সহকারে অক্ষয় সোমসকে সংধোজিত
করিতেছি, অতএব ইন্দ্র তোমার অজ্ঞাদিগকে একায়ত ও করণ্ডামোহুৰ্মু
করিয়াছেন(১)।

(১) এই স্তুতি রাজ্ঞকে অভিষেক করিবার মন্ত্র। এটীও আধুনিক।

১৭৪ স্মৃতি।

রাজসুতি দেবতা। অভীবর্ত খবি।

১। গজসামগ্রী লইয়া দেবতাদিগের নিকটে যাইতে হয়; এতাদৃশ যজসামগ্রী আপ হইয়া ইস্ত অনুকূল হইয়াছেন। হে ব্ৰহ্মগম্পতি! এতাদৃশ রাজসামগ্রীসহকাৰে আমৰা যজ্ঞ কৰিয়াছি; আতএব আমাদিগকে পদ দাও।

২। যাহাৰা বিপক্ষ, যাহাৰা আমাদিগের হিংসাকাৰী শক্ত, যে সৈন্য লইয়া যুদ্ধ কৱিতে আসে, যে আমাদিগকে দ্বেষ কৰে, হে রাজন! এতাদৃশ তাৰৎ ব্যক্তিৰ সম্মুখীন হও।

৩। সবিতাদেব তোমার প্রতি অনুকূল হইয়াছেন; সোম অনুকূল হইয়াছেন, সৰ্বাপৌরী তোমার প্রতি অনুকূল, এইনপে তুমি অভীবর্ত, অর্থাৎ সকলেৰ নিকট আঞ্চল্য আপ হইয়াছ।

৪। হে দেবগণ! যে যজসামগ্রীদ্বাৰা যজ্ঞান্তানপূৰ্বক ইস্ত সৰ্ব শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন; আমিও তাহাতেই যজ্ঞ কৰিয়াছি; তদ্বারা নিশ্চয়ই আমি শক্তিৰ তুর্দৰ্শ হইয়াছি।

৫। আমাৰ শক্ত নাই, আমি শক্তিদিগকে বধ কৰিয়াছি, আমি বাজ্যেৰ অভুত বিপক্ষ নিরাকৰণে সক্ষম হইয়াছি। এমতে আমি তাৰৎ আণিবৰ্ণেৰ উপৰ এবং এই সকল লোকদিগেৰ উপৰ অধীশ্বৰ হইয়াছি।

১৭৫ স্মৃতি।

নোংম প্ৰস্তুত কৱিণৰ উপৰোগী প্ৰস্তুত সকল দেবতা। উদ্বৰ্ধীৰা খবি।

১। হে প্ৰস্তুতগণ! দেব সবিতা মিজ ক্ষমতা দ্বাৰা তোমাদিগকে সোম প্ৰস্তুত কৱিবাৰ অৰ্জ্য নিযুক্ত কৰল। তোমৰা স্বকৰ্মে নিযুক্ত হও, নোংম প্ৰস্তুত কৱ।

২। হে প্ৰস্তুতগণ! অস্মথেৰ হেতু দূৰ কৱিয়া দাও, দুৰ্ঘতি দূৰ কৱিয়া দাও। গাভীদিগকে আমাদিগেৰ ঔষধকল্পে পরিষৃত কৱ।

৩। অন্তরণ্ডলি পরম্পর মিলিত হইব মধ্যবর্তী বিন্দুত একখানি
অন্তরের চতুঃপার্শ্বে শোভা পাইতেছে। রসবর্ষণকারী সোন্দের প্রতি
তাঁহারা নিজবল প্রয়োগ করিতেছে।

৪। হে অন্তরগণ ! মেবসবিতা সোমবারগারী যজমানের জন্য জোয়া-
দিগকে যথাযোগ্যরূপে সোম অন্তু করিতে নিযুক্ত করন।

১৭৬ সূত্র।

শুকু দেবতা। পরে অগ্নি দেবতা। হনু রবি।

১। খতু-সন্তানেরা তুমুল সংঘাত করিবার জন্য নির্গত হইলেন।
যেহেন বৎসগণ জননীভূতা গাড়ীকে দেরিয়া দাঁড়ার, তজ্জপ তাঁহারা অগ্ৰ
ধাৰণ করিবার জন্য পৃথিবীৰ চতুর্দিকে হাঁপু হইলেন।

২। দেবঅগ্নিকে দেববৈগ্য স্তবেৰ দ্বাৰা অসম কৰ। তিনি যথা-
নিয়মে আমাদিগেৰ হ্য বহুম কৰন।

৩। এই'মেই অগ্নি, ইনি দেবতাদিগেৰ মিকটে যান, ইনি হোতা,
যজ্ঞেৰ জন্য ইহাকে স্থাপন কৰা হয়। ইনি গথেৰ ন্যায় হ্য সইয়া
যান, পুরোহিত ইহাকে চতুর্দিকে বেষ্টন কৰিয়া আছে; ইনি কিৰণসম্পত্তি;
নিজেই জানেন, কিন্তু যজ্ঞ কৰিতে হ্য।

৪। এই অগ্নি রক্তা বিধান কৰেন, যেহেতু ইহার উৎপত্তি অমৃতবৎ,
ইনি বলবানেৰ অপেক্ষাও বলবানু ইনি পরমায়ু শক্তিৰ জন্য। উৎপাদিত
হইয়াছেন।

১৭৭ সূত্র।

যাহা দেবতা। পতঙ্গ রবি।

১। বিবানুগ্রহ মনে থলে আলোচনাপূর্বক দারস চলে একটী পত-
ঙ্গের দৰ্শন পান, দেখেন যে অন্তরেৱ মাঝা উহাকে আকৃত্যণ কৰিছে।

পশ্চিমগণ কহেন যে, উহা সমুদ্রের মধ্যে ঘটিতেছে। তাহারা বিধাতার ক্রিয়সমূহের থামে যাইতে ইচ্ছা করেন(১)।

২। পতঙ্গ মনে মনে বাক্যকে ধারণ করেন; গভীর মধ্যে গুরুর্ব
তাঁহাকে সেই বাক্য শিখাইয়াছে; সেই বাণী দিব্যরূপিণী, অর্গমুখের
প্রদানকর্ত্তা, বৃক্ষির অধীশ্বরী। বিদ্বান্মগণ সেই বাণীকে সতোর পথে
রক্ষা করেন(২)।

৩। দেখিলাম, এক গোপাল তাহার কথন পতন নাই, কথন নিকটে,
কথন দূরে, নানা পথে ভ্রমণ করিতেছে। সে কথন অনেক বস্তু একত্রে
পরিধান করিতেছে, কথন পৃথক পৃথক পরিধান করিতেছে। এইরূপে সে
বিশ্বসংসার মধ্যে পুনঃ পুনঃ গাত্তায়াত করিতেছে(৩)।

১৭৮ সন্ত।

তার্ক্য দেবতা। অরিষ্টমেষি ঋষি।

১। যে তার্ক্য পক্ষী বস্তবান্ত, যাঁহাকে দেবতারা সেৱা আনয়নের
জন্য পাঠাইয়াছিলেন; যিনি বিপক্ষপরাত্বকারী এবং শক্রদিগের রুথ সকল
জয় করিয়া লয়েন; যাঁহার রথ কেহ ধূস করিতে পারে না, যিনি সেনা-
দিগকে যুক্তে প্রেরণ করেন; সেই তার্ক্য পক্ষীকে আমরা মঙ্গল কাম-
নাতে এছলে আহ্বান করিতেছি।

২। তার্ক্য পক্ষীর দানশক্তিকে আহ্বান করিতেছি; যেমন ইন্দ্রের
জানশক্তিকে আহ্বান করি, তত্ত্বপ আহ্বান করিতেছি। আমরা মঙ্গলকাম-

(১) জীবাত্মা মায়াতে আসছে, ইহা চিন্তা দ্বারাজন্মা যায়; সমুদ্বৃৎ পরত্বের
মধ্যেই এই জীবাত্মা বিদ্যমান আছেন; পরমাত্মার ধাম আলোকময়, তথ্যময় গেলেই
মায়া হইতে মুক্তি। সায়ণ।

(২) অর্থ, জীবাত্মার মনে বীজস্তোপে সকল শক্তি দিদ্যমান থাকে, গুরুর্ব, অর্থাৎ
দেবতা উৎসুর মনে সত্ত্ববস্থায় দেই বীজ আধার করিয়া রাখেন। বাঁকোর শক্তি
অমীম, বৃক্ষিমানগণ বাক্যকে কথন যিথ্যাত্ব দিকে লইয়া থান ন।। সায়ণ।

(৩) অর্থ, জীবাত্মার ধূস নাই, নানা যৌনি ভূমল করেন; কোন জন্মে নানা
ক্ষণ ধৰেন, কোন জন্মে ছাটা একটী গুণ ধৰেন। মিকুষ যেনিতে অপ্পাই গুণ থাকে,
উৎকৃষ্ট যেনিতে অনেক গুণ প্রদর্শন করা হয়। সায়ণ। বলা বৈছল্য যে এই
জীবাত্মা সমস্তে স্ফুর্তি আধুনিক।

নাচে ঈ দানশক্তির উপর রৌকার ন্যায় আবোধন করিতেছি; অর্থাৎ বিপদ্ধার হইবার অবা নৌকার ন্যায় আওয়াজ করিতেছি। হে দানবা-পৃথিবী! তোমরা হৃষি, বিষ্ণুর, সর্ববাণী ও গন্তুর; কি যাইবার সময়, কি আসিবার সময়, আমরা যেন নিশ্চল না হই।

৩। স্মর্য যেমন নিজ তেজের দ্বারা হৃষিবারী বিস্তারিত করেন, তদ্বপ্ন সেই তার্ক্য পক্ষী অতি শীত্র পঞ্চজনপদের মনুষ্যকে অব্রহামী পরিপূর্ণ তাঙ্গার করিয়া দিলেন। তাহার যে আগমন, উহু সাতশহস্র সংখ্যায় দান করে। ঘেরপ বাণ যথন লক্ষে সংলগ্ন হয়, তখন তাহাকে কেহই বাধা দিতে পারে না, তদ্বপ্ন তার্ক্যের আগমন কেহ বাধা দিতে পারে না।

১৭৯ স্কৃত।

ইন্দ্র দেবতা। শিবি, প্রতৰ্দন ও বসুমনা যথোক্তমে রবি।

১। হে পুরোহিতগণ! গাত্রোথ্যান কর। সময়েচিত ইন্দ্রের যে যজ্ঞ ভাগ তাহার উদ্যোগ কর। যদি উহা পক্ষ হইয়া থাকে, হোম কর; যদি পক্ষ না হইয়া থাকে, উৎসাহপূর্বক পাক কর।

২। হে ইন্দ্র ! এই হ্রব্য পাক করা হইয়াছে, ইহার নিকট আগমন কর। দেখ স্মর্যদেব আপনার দৈনন্দিন পাঠের অর্জেক অতিক্রম করিয়াছেন। এই দেখ যেমন কুলতিঙ্কর পুজেরা ইতস্ততো বিচরণকারী গৃহকর্তার মুখাপেক্ষা করে, তদ্বপ্ন বন্ধুগণ বিবিধ যজ্ঞসামগ্ৰী লইয়া তোমার প্রতীক্ষা করিতেছেন।

৩। গাতীর আপীন মধ্যে দুঃ একপ্রকার পাক করা হয়; আবি জ্ঞান করি যে পরে উহা অগ্নিতে পাক হইয়া অতি উত্তম পাকের অবস্থা প্রাপ্ত হয়, এবং অতি পবিত্র নবীন মূর্তি ধারণ করে। হে বহুধন বিশ্রগকারী বজ্রধারী ইন্দ্র ! দুই প্রহরের যজ্ঞে তোমাকে যে দুধি দেওয়া হইতেছে, তাহা আঁহাক সহিত পান কর।

১৮০ স্কৃত।

ইন্দ্র দেবতা। জয়োর্বি।

১। হে পুরুষ ! তুমি বিপক্ষদিগকে পরাভব করিয়া থাক। তোমার তেজ সর্বশ্রেষ্ঠ। এই স্থানে তোমার দামপ্রভৃত ইউক। হে ইন্দ্র ! দক্ষিণ ছস্তে করিয়া পরিপূর্ণ ধনদাও, তুমি ধন পূর্ণ নদী সকলের, অর্থাৎ ধনের শ্রোতার অধীশ্বর।

২। পর্বতবাসী কুস্তুরগবিশিষ্ট পশু যেনপ ঘোরাকৃতি, হে ইন্দ্র ! তজপ তুমি ভয়কর মূর্তিতে অতিদ্বুরবর্তী স্বর্গধাম হইতে আসিয়াছ, সর্বত্র গতিশীল তীক্ষ্ণ বজ্রকে আরো শাখিত করিয়া শক্রদিগকে তাড়মা কর, বিপক্ষ দিগকে দূরীকৃত কর।

৩। হে ইন্দ্র ! তুমি এনপ সুন্দর তেজ লইয়া অশ্বিয়াছ, যে তেজের দ্বারা পরের অত্যাচার নিবারণ করিয়া থাক। তুমি মনুষ্যবর্গের কামনা, পূর্ণ কর, শক্রাচরণকারী লোকদিগকে তুমি তাড়াইয়া দিয়াছ। দেবতাদিগের অন্য ভূম বিশৌর করিয়া দিয়াছ।

১৮১ স্কৃত। ১

বিশ্বদেব দেবতা। প্রথ, সপ্তথ ও ষষ্ঠ যথাক্রমে খবি।

১। এথ নামে যাহার পুত্র, অর্থাৎ বসিষ্ঠ এবং সপ্তথ নামে যাহার পুত্র, অর্থাৎ ভরদ্বাজ, তথাদে বসিষ্ঠ ধাতার নিকট, দীপ্তিময় সবিত্ত দেবের নিকট এবং বিমুওর নিকট হইতে “রথন্তর” আহরণ করিয়াছেন। উহা অশুষ্টুপচল্দেৱবিশিষ্ট ষষ্ঠ নামক হবিত্ব পবিত্রতা ধায়ক।

২। যে অতিগৃচ্ছ “হৃহতের” দ্বারা যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, যাহা কেহই জানিত না, তাহা সবিতা প্রভৃতি আবিষ্টত করিয়া ছিলেন। সেই ধাতা, দীপ্তিময় সবিতা, বিমুও এবং অগ্নির নিকট হইতে ভরদ্বাজ “হৃহৎ” আবিষ্টত করিলেন।

৩। যে অভিষেকক্রিয়ানিষ্পাদক “ষষ্ঠ” যজ্ঞকার্যে অতি প্রধান-
রূপে উপযোগী হইয়া থাকে, ধাতা প্রভৃতি দেবতারা তাহা মনে মনে ধ্যান

করতঃ আবিষ্কৃত করিয়াছেন। এই সকল পুরোহিতগণ ধাতা, দীপ্তিময় সবিতা, বিষ্ণু ও শৰ্ম্মের নিকট হইতে সেইঁ ঘৰ্ম্ম আহরণ করিয়াছেন(১)।

১৮২ সূত্র।

মুহূৰ্পতি দেবতা। তপুর্মূর্ধি খবি।

১। মুহূৰ্পতি ! দুর্গতিসমূহকে নষ্ট করন, পাপনাশের জন্য শৰের শক্তি করিয়া দিন। অকল্যাণ নষ্ট করন, দুর্মতি দ্বৰ করন। যজমানের রোগ নাশ ও ভয় অপহণ করন।

২। প্রয়াজের সময় নৰাশংস আমাদিগকে রক্ষা করন; যজকালে অমুয়াজ আমাদিগের মন্ত্রল বিধান করন, অকল্যাণ নষ্ট, (ইত্যাদি পূর্ব খকের ন্যায়)।

৩। স্নোত্রদেবী রাঙ্গসদিগকে মুহূৰ্পতি আপনার প্রতশ্চ মন্তকের দ্বারা ব্যথিত করন। তাহা হইলে হিংসাকারী নিধন প্রাপ্ত হইবেক। (অবশিষ্ট পূর্ব খকের ন্যায়)।

১৮৩ সূত্র। ০

যজমান, প্রভৃতির অংশীর্ক্ষণ দেবতা। প্রজাবান খবি।

১। হে যজমান ! আমি মনের চক্ষে তোমাকে দেখিলাম, তুমি জ্ঞান-বানু, তপস্যা হইতে উৎপন্ন, তপস্যাদ্বাৰা শ্রীমতি পাইয়াছ। এই স্থানে সন্তানসন্ততি ও ধন লাভপূর্বক প্রোতিযুক্ত হও। পুত্রই তোমার কামনা, অতএব পুত্র উৎপাদন কর।

২। হে পত্নি ! আমি মনের চক্ষে দেখিলাম, যে তোমার মূর্তি উজ্জ্বল, তুমি লিঙ্গ শরীরে যথাযোগ্য কালে গর্ভাধান কামনা করিতেছ। তুমি পুত্র কামনা করিয়াছ ; আমার নিকটে তুমি উন্নত শরীরবতী মুবতী হও, তোমার সন্তান উৎপন্ন হউক।

(১) এই অভিশয় অল্পাঠার্থ সূত্রটি আধুনিক, তাহা বলা বাস্তব। শারণ বধ-স্তর অর্থে রথ্যাভূত, সাম, বৃহৎ অর্থে বৃহৎ সাম এবং ঘৰ্ম্ম অর্থে বজ্রবেদের অংশ করিয়াছেন।

୩ । ଆମି ହୋତା, ଆମି ହୃଦୟମାନିତେ ଗର୍ଭାଧାର କରି, ଆମି ସମ୍ମତ-
ଭୁବନେର ମଧ୍ୟେ ଗର୍ଭାଧାର କରିତେ ପ୍ରାଣି । ଆମି ପୃଥିବୀର ଗର୍ଭେ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପା-
ଦନ କରିଯାଛି; ଆମି ନିଜ ଶ୍ରୀ ବାତୀତ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରୀର ଗର୍ଭେ ପୁଅ ଉତ୍ପାଦନ
କରିଯାଛି(୧) ।

୧୮୪ ପୃଷ୍ଠା । ୩

ବିଜ୍ଞୁ, ଅଭ୍ୟାସ ଦେବତା । ହଟା ଖବି ।

୧ । ବିଜ୍ଞୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତେ ଗର୍ଭାଧାନେର ଉପଯୁକ୍ତ କରିଯା ଦିନ; ତୁଟୀ ଗର୍ଭକୁ
ସନ୍ତାନେର ଅବସବ ଛିର କରିଯା ଦିନ; ପ୍ରାପତ୍ତି ଶୁଦ୍ଧପାତମ କରନ; ଧାତା
ତୋମାର ଗର୍ଭକେ ଧାରଣ କରନ ।

୨ । ହେ ସିନୌବାଲୀ ! ଗର୍ଭକେ ଧାରଣ କର; ହେ ସରସତି ! ତୁମିଓ ଗର୍ଭକେ
ଧାରଣ କର । ପଦ୍ମମାଳାଧାରୀ ଦେବଅଶ୍ଵଦୟ ତୋମାର ଗର୍ଭ ଉତ୍ପାଦନ କରନ ।

୩ । ହେ ପତ୍ରି ! ଅଖିଦୟ ତୋମାର ଗର୍ଭକୁ ଯେ ସନ୍ତାନେର ଜନ୍ୟ ମୁର୍ବଣିର୍ମିତ
ଦୁଇ ଅରଣ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସର୍ବଣ କରିତେଛେ, ଦଶମ ମାମେ ଏବସବ ହଇବାର ଜନ୍ୟ ତୋମାର
ମେଇ ଗର୍ଭକୁ ସନ୍ତାନକେ ଆମରା ଆହ୍ଵାନ କରିତେଛି(୧) ।

୧୮୫ ପୃଷ୍ଠା ।

ଆଦିତ୍ୟ ଦେବତା । ନତ୍ୟ ଧୂତି ଖବି ।

୧ । ଆମରା ଯେନ ଯିତ୍ର, ଅର୍ଯ୍ୟମା ଓ ବକ୍ଷ ଏଇ ତିନ ଦେବତାର ଆଶ୍ୟ ଲାଭ
କରି । ତୁ ଆଶ୍ୟ ସତେଜ, ଦୁର୍ଦ୍ଵିଷ୍ଟ ଓ ଯହ୍ୟ ।

୨ । କି ଗୁହେ, କି ପଥେ, କି ଦୁର୍ଗମହାଲେ, ତାହାଦିଗେର ଆଶ୍ରିତ ବାତି-
ଲିଗେର ଉପର କୋନ୍ତେ ଦ୍ଵେଷକାରୀ ଶକ୍ତର କ୍ଷମତା ଚଲେ ନୀ ।

୩ । ଏ ତିନ ଅଦିତି ସନ୍ତାନୁ ଯେ ମର୍ମିଯାକେ ନିରସ୍ତର ଜ୍ୟୋଃତି ଦାନ
କରେନ, ତାହାର ଭୀବଳ ବୁଝା ହୟ, କୋନ ଶକ୍ତର କ୍ଷମତା ତାହାର ଉପର ଚଲେ ନା ।

(୧) ଏଟି ଗର୍ଭମଙ୍କାରକରଣ ବିଷୟକ ସନ୍ତ୍ରେ, ଏଟି ସେ ଆଧୁନିକ, ତାହା ବଳା ବାହଳ୍ୟ ।

(୨) ଏ ଚୂଜଟିଓ ଗତ ଲକ୍ଷାରକରଣେର ଯନ୍ତ୍ର । ଏଟିଓ ଆଧୁନିକ ।

১৮৭ স্কৃত।

বায়ু দেবতা। উল ঋষি।

১। বায়ু শ্রেষ্ঠের ন্যায় হইয়া বহিতে থাকুন, তিনি কল্যাণকর, সুখকর হউন। তিনি দৌর্ব আয়ু দান করন।

২। হে বায়ু! তুমি আমাদিগের পিতাও বট, আত্মাও বট, বন্ধুও বট, এতাদৃশ তুমি আমাদিগের জীবনের শ্রেষ্ঠ করিয়া দাও।

৩। হে বায়ু! তোমার গৃহস্থে এ যে অস্ত্রের লিখি সংস্কারিত আছে, তাহা হইতে অমৃত লইয়া দাও, আমাদিগকে জীবন দান কর।

১৮৭ স্কৃত।

অগ্নি দেবতা। বৎস ঋষি।

১। হে যনুষ্ট্যগণ! যনুষ্ট্যদিগের অধিপতি অগ্নিকে সম্মানপূর্বক স্তব প্রেরণ কর। তিনি আমাদিগকে শক্ত হন্ত হইতে উক্তার করন।

২। সেই অগ্নি অতি দুরদেশ হহতে আকাশ পার হইয়া আসি-
যাছেন, তিনি আমাদিগকে, ইত্যাদি।

৩। বৃষ্টিবর্ষণকারী অগ্নি শুভ্রবর্ণ শিখাদ্বাৰা ব্ৰাহ্মসদিগের বধ করি-
তেছেন। তিনি আমাদিগকে ইত্যাদি।

৪। তিনি সমস্ত ভূবনকে পৃথকপৃথক ভাবে পর্যবেক্ষণ কৰি, মিলিত
ভাবেও পর্যবেক্ষণ কৰেন। তিনি আমাদিগকে, ইত্যাদি।

৫। সেই অগ্নি, এই দ্যুলোকের অপর পারে শুভ্রবর্ণ মূর্তিতে অস্ত
গ্রহণ কৰিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে, ইত্যাদি।

୧୮୮ ମୁକ୍ତ ।

ଜୀତବେଦୀ ଅଗ୍ରି ଦେବତା । ଶୈନ ଖବି ।

୧ । ହେ ପୁରୋହିତଙ୍କ ! ଜୀତବେଦୀ ଅଗ୍ରିକେ ପ୍ରଜ୍ଞଲିତ କର । ତିନି
ଚତୁର୍ଦ୍ଵିକବ୍ୟାପୀ, ତିନି ଅବାନ୍ । ତିନି ଆସିଯା କୁଣ୍ଡ ଉପବେଶନ କରନ ।

୨ । ଏହି ଯେ ଜୀତବେଦୀ ଅଗ୍ରି, ବୁନ୍ଦିମାନ ଯଜମାନେରୀ ସାହାର ପକ୍ଷେ
ପୁନ୍ନବ୍ୟ, ଯିନି ବୃତ୍ତିବାରି ମେଚନ କରେନ, ଇହାର ଜଳ ଏହି ବିଷ୍ଟାରିତ ଓ ଅର୍ତ୍ତ
ମୁଦ୍ରର କ୍ଷ୍ଵବ ଉତ୍କାରଣ କରିତେଛି ।

୩ । ଜୀତବେଦୀ ଅଗ୍ରିର ମେ ମକଳ ଶିଥି ଆହେ, ତାହାରୀ ତିନି
ଦେବତାଦିଗେର ମିକଟେ ହ୍ୟ ବହନ କରେନ, ମେଇଣ୍ଟିଲି ଲହିଯା ଆସାଦିଗେର ଯଜେ
ଆଗମନ କରନ ।

୧୮୯ ମୁକ୍ତ । ୦

ଶ୍ରୀ ଦେବତା । ଶାର୍ପ ରାଜୀ ଖବି ।

୧ । ଏହି ଯେ ଉତ୍ତରିଲ ବର୍ଣ୍ଣଧାରୀ ହୁସ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀ, ଇନି ଅଥମେ ଆପଣ
ମାତ୍ରା ପୁରୁଷଦିକକେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଲେନ, ପରେ ଆପଣ ପିତା ଆକାଶେର ଦିକେ
ଯାଇତେଛେ ।

୨ । ଇହାର ଦେହର ମଧ୍ୟେ ଦୌଷିଣ୍ୟ ବିଚରଣ କରିତେଛେ, ମେଟି ଦୌଷିଣ୍ୟ ଇହାର
ଅଂଗେର ମହିମାରେ ନିର୍ଗତ ହେଯା ଆସିତେଛେ । ଇମି ହୁହ୍ ହେଯା ଆକାଶ
ବ୍ୟାଷ୍ଟ କରିଛୁଣ ।

୩ ।^(୧) ଏହି ଶୁର୍ଯ୍ୟର ତ୍ରିଂଶୁଷ୍ଠାନ ଶୋଭା ପାଇତେଛେ । ଏହି ଗମନଶୀଳ
ଶୁର୍ଯ୍ୟର ଉଦ୍‌ଦେଶେ କ୍ଷ୍ଵବ ଉତ୍କାରିତ ହିତେଛେ । ପ୍ରତିଦିନ ତିନି ନିଜ କିରଣେ
ଭୁଷିତ ହେଯନେ ।

(୧) ଶୁର୍ଯ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଆଶ୍ୱନିକ । ତ୍ରିଂଶୁ ଧାୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ତ୍ରିଂଶୁ ମୁହଁର୍ତ୍ତ ।
ହୁହ୍ ଦଶେ ଏକ ମୁହଁର୍ତ୍ତ । ଶୁର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ତ୍ରିଂଶୁଷ୍ଠାନ । ଶାର୍ପ

১৯০ স্কৃত। ০

স্তুতি দেবতা। অষ্টমর্ষণ ঋবি।

১। অজ্ঞালিত তপস্যা হইতে খত, অর্থাৎ যজ্ঞ এবং সত্য জন্ম প্রাপ্ত করিল। পরে রাত্রি জয়িল, পরে জলপূর্ণ সমুদ্র।

২। জলপূর্ণ সমুদ্র হইতে সংবৎসর জয়িলেন। তিনি দিন রাত্রি স্তুতি করিতেছেন, তাবৎ লোকে দেখিতেছে।

৩। স্তুতিকর্তা যথাসময়ে স্বর্য্য ও চন্দ্রকে স্তুতি করিলেন এবং স্বর্গ ও পৃথিবী ও আকাশ স্তুতি করিলেন(১)।

১৯১ স্কৃত(১)। ০

প্রথম খকের অগ্নি দেবতা। সংবৎসর ঋবি। অবশিষ্ট গুলিয়ে মজোন
অর্থাৎ গ্রকমত্য দেবতা।

১। হে অগ্নি ! তুমি অভুত ; হে অভিজ্ঞিত কল্পনাতা ! তুমি তাবৎ
আলীর সহিত বিশেষজ্ঞপে যিন্তিত আছ। তুমি যজ্ঞ বেদিতে ভূলিতেছ।
অমাদিগের ধন দান কর।

২। হে স্তুতকর্ত্তাগণ ! তোমরা মিলিত হও, একত্রে তব উচ্চরাণ কর,
তোমাদিগের মন পরম্পর একমত হউক। অধুনাতন্ত্রেবতাগণ আঁচাই
দেবতাদিগের ন্যায় একমত হইয়া যজ্ঞ ভাগ প্রাপ্ত করিতেছেন।

৩। এই সকল পুরোহিতদিগের মনোচারণ এক অন্তর্য ইটক, ইঁহার
সঙ্গে সমাগত হউন, ইহাদিগের মন, চিত্ত, সকলি একপ্রকার হউক,
হে পুরোহিতগণ ! আমি তোমাদিগের একই মন্ত্রে র্যাত্তি করিতেছি,
তোমাদিগের সর্বসাধারণ স্বার্থ হোম করিতেছি।

(১) স্কৃত অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

(১) স্কৃত অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

৪। তোমাদিগের অভিধার এক ইউক, অস্তকরণ এক ইউক তোমা-
দিগের মন এক হটক, তোমরা যেন সর্বাংশে সম্পূর্ণরূপে একমত হও(২)।

(২) খন্দেদ সংহিতার অনুবাদ সমাপ্তি উপলক্ষে অনুবাদক খন্দেদের জুলন্ত
বায় প্রতেক ভারতবাসীর নিকট নিবেদন করিতে সাহস করিতেছেন, “আমা-
দিগের অভিধার এক ইউক, অস্তকরণ এক ইউক, আমাদিগের মন এক হটক,
তোমরা যেন সর্বাংশে সম্পূর্ণরূপে একমত হই। ঐক্য তিনি আবাদের উন্নতির
গায়ান্তর নাই।



